

$$\frac{2}{200}$$

সেফালিন (সালফ) প্রভ

কৃষ্ণকৰ্ণামৃতম্ ।

পূজ্যপাদ-শ্ৰীল কবির-বিশ্বমঙ্গল-
বিরচিতং ।

—:~*~:—

শ্ৰীল কৃষ্ণদাসকবিরাজকৃত “রসিকরসদা”-
নাম টীকয়া তথা শ্ৰীযত্নন্দনঠাকুরবিরচিত-
পদাবল্যা চ সহিতং ।

—:~*~:—

শ্ৰীরামনারায়ণবিদ্যারত্নেনানুবাদিতং
প্রকাশিতঞ্চ ।



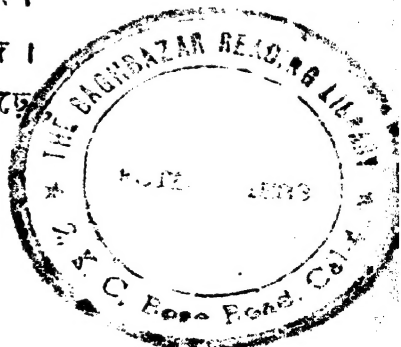
মুর্শিদাবাদ ।

বহরমপুর, —রাধারমণ বজ্জে

তেনৈব মুদ্রিতং ।

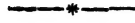
৪০৫ চৈতন্যাব্দে ।

সন ১২৯৭, আষাঢ়ে



2002
Acc 20860
28/12/2002

বিজ্ঞাপন ।



• কৃষ্ণকর্ণামৃত অতিপ্রাচীনগ্রন্থ, ইহা এতদ্দেশে ছিল না, শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্যাস গ্রহণ করিয়া যখন দক্ষিণদেশে তীর্থ-পর্যটনে গমন করেন সেই সময়ে এই গ্রন্থখানি আনয়ন করিয়া ছিলেন, ইহার রচনার পরিপাটী অতীব উৎকৃষ্ট । শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বরূপ ও রামানন্দের সহিত এই গ্রন্থখানির নিরন্তর নির্জনে আশ্বাদন করিতেন, এই গ্রন্থের যে রূপ নাম বর্ণনাও তক্রপ, ইহা শ্রবণে কর্ণ পরিতৃপ্ত হয়, ভক্তগণ ইহার আশ্বাদনে আনন্দানুভব করিয়া থাকেন, বহুকাল-বধি এই গ্রন্থ-প্রকাশে আমার অভিলাষ ছিল, সমুদায় কার্য অর্থসাধ্য একারণ শীঘ্র সম্পন্ন করিতে পারি নাই । সম্প্রতি শ্রীহট্ট কানাইবাজার মৈনোগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাজীব-লোচন দাস মহাশয় অর্থ সাহায্য বিষয়ে অগ্রসর হইয়া আমাকে প্রকাশিত ও মুদ্রিতকরণে অনুরোধ করেন । বোধ করি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার প্রতি দয়া করিয়া থাকিবেন, নতুবা অর্থ ব্যয়-সাধ্য কার্যে প্রবৃত্ত হইবেন কেন ? । ভারত-বর্ষে বহু বহু ধনাঢ্য ব্যক্তি আছেন কাহাকেও ভাগবতধর্মের প্রচার বিষয়ে উন্মুখ দেখিতেছি না । অতএব বৈষ্ণবগণ সকলেই এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন দাস মহাশয়কে আশীর্বাদ করুন, তাঁহার যেন শ্রীশ্রীগৌরান্দের প্রতি স্থিরতর ভক্তির উদয় হয় এবং তিনি যেন গণ্ডমপুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেন ইতি ॥

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ।

বহরমপুর, রাধারমণ যন্ত্র ।

উৎসর্গঃ ।

—•*•—

বিষমসমরবিজয়ি—

শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রীমমহারাজ-বীরচন্দ্র বর্ষ-
মাণিক্য-বাহাদুর-সমীপে—

মহারাজ ! সম্প্রতি কবিবর শ্রীবিষ্মমঙ্গল বিরচিত কৃষ্ণ-
কর্ণামৃত গ্রন্থ, মূল শ্লোক, টীকা, অনুবাদ ও বহুন্দন ঠাকু-
রের পয়ার সহ মুদ্রাক্ষনে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার করকমলে
সমর্পণ করিলাম । আপনি স্বয়ং, বৈষ্ণববর শ্রীযুক্ত বাবু রাধা-
রমণ ঘোষ দি, এ, সেক্রেটারি মহাশয় দ্বারা ইহার আশ্বাদন
করিলে আমার পরিশ্রম সফল হইবে । নিবেদন ইতি ॥

আশীর্ব্বাদক—

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ।

—

গ্রন্থকারের পূর্ব যত্নান্ত ॥

দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণবেণী নদীর পশ্চিমতীর নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর কবীত্রীবিষ্মমঙ্গল নামে কোন এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি পূর্ব অর্থাৎ জম্মাঙ্গরীয় দুর্কাসনার প্রেরিত হইয়া ঐ কৃষ্ণবেণীর পূর্বতীর নিবাসিনী, যিনি সঙ্গীত-বিদ্যায় অধিকৃত কিম্বরীগণকেও নিন্দা করেন তাদৃশী কোন এক চিন্তামণি-নাম্নী বৈশ্যায় অতিশয় আসক্ত হয়েন। তিনি কোন সময় বর্ষাকালের অঙ্ক-কারময়ী রজনীতে মেঘের মন্দ মন্দ গর্জনে কন্দর্প পীড়ায় অন্ধের ন্যায় হইয়া পথের বিঘ্ন সকল গণনা না করত গৃহ হইতে নির্গমন পূর্বক সেই নদীতে শবাবলম্বনে অর্থাৎ মৃতদেহকে আশ্রয় করিয়া উত্তীর্ণ হইলেন, পরে চিন্তামণি বৈশ্যার গৃহসমীপে গিয়া দেখিলেন দ্বারে কপাট বদ্ধ রহিয়াছে, বিষ্-মঙ্গল শতং ফুৎকার (উচ্চ ধ্বনি) করিলেও যখন কেহ শুনিল না, তখন তিনি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন ভিত্তি-(প্রাচীর)-গর্ভে অর্ধ-প্রবিষ্ট একটা কৃষ্ণসর্প রহিয়াছে, তিনি রজ্জু ভ্রমে ঐ সর্পের পুচ্ছ অবলম্বনপূর্বক ভিত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া গৃহে প্রবেশ করিবেন, অমনি একটা প্রাণালিকা (নর্দমা) মধ্যে পতিত হওত মুচ্ছিত হইলেন। অনন্তর চিন্তামণি বৈশ্য সখীগণের সহিত বিদ্যালোককে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া, “হা কষ্ট”! এই বলিয়া তাঁহাকে আন-য়ন করত বিবিধোপচারে সুস্থ অর্থাৎ চেতন করাইলেন। পশ্চাৎ তাঁহার কথিত আগমনের যত্নান্ত শ্রবণ করিয়া চিন্তামণি কল্পিত কলেবরে নির্বেদ অর্থাৎ বৈরাগ্যযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করত বলিতে লাগিল, “হা কষ্ট! তুমি সকলশাস্ত্রবিশারদ হইয়াও মুঢ় হইলে?, তোমা ব্যতিরেকে কোন্ অন্য ব্যক্তি পরিণামে দুঃখদায়ক রসলেশের নিমিত্ত আপনাকে বিনষ্ট করে?, হায়! আমাকে ধিক্ থাকুক, আমি মহাপাপীয়সী, কপট ভারদ্বারা পুরুষ সকলকে প্রতারণা করিয়া তাহাদের মনোরূপ ধন সকল হরণ করিয়াছি। অহো! এতাদৃশী ভক্তি যদি শ্রীকৃষ্ণে উৎপন্ন হইত তাহা হইলে কি না হইত?, আমি কল্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিব” এই বলিয়া চিন্তামণি সেই রাত্রে সখীগণের সহিত বিষ্মমঙ্গলকে শুশ্রূষা করিতে করিতে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাময় গীত সকল গান করিতে লাগিল। তখন সেই বিষ্মমঙ্গলও তাহার বাক্যে নির্বেদযুক্ত হইয়া আত্মধিক্কার

করিতে করিতে কহিলেন, “আমিও কল্যা সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া ভগবান
 শ্রীকৃষ্ণেরই ভজন করিব” এই চিন্তায় উন্মিষ্ট হইলেন এবং চিন্তামণির গীত
 শ্রবণ মাত্রে তাঁহার স্বীয় পূর্বসিদ্ধ প্রেমাসুর স্বতিগুণে উদিত হওয়ায়, তখন
 তিনি শ্রীরাধাকান্তকে আপনার কোটি কোটি প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম বুলিয়া
 মান্য করত প্রাতঃকালে চিন্তামণিকে প্রণাম করিয়া যে পথে আসিয়া ছিলেন
 সেই পথে ঐ কৃষ্ণবেণুদীতীরস্থ “সোমগিরি” নামক বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠের নিকট
 গিয়া আপনার বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে তিনি তাঁহাকে শ্রীমদেগোপাল মন্ত্র-
 রাজ প্রদান করিলেন। বিধুমঙ্গল মন্ত্রগ্রহণমাত্রে প্রোদ্ভূত অমুরাগ, কাম্প, অশ্রু
 ও ধূলকাদিতে স্নাকুল হইয়া শ্রীবৃন্দাবন গমনবিষয়ে উৎকর্ষাসঙ্কেও গুরু-
 সেবার নিমিত্ত কতিপয় দিবস সেই স্থানেই অবস্থিতি করিলেন এবং সে স্থানে
 থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলাদি বর্ণনময় গ্রন্থ সকল রচনা করিতে লাগিলেন।
 বহুবিধগ্রন্থে পাণ্ডিত্য দেখিয়া গিরি মহাশয় বিধুমঙ্গলকে “লীলাশুক” এই আখ্যা
 প্রদান করেন। তদনন্তর বিধুমঙ্গল অতিশয় উৎকর্ষায় শ্রীগুরুদেবকে নিবে-
 দন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। গমন করিতে করিতে পথে পথে
 শ্রীকৃষ্ণের ক্ষুণ্ণসমুচ্ছলিত প্রেমপ্রবাহ-জনিত উৎকর্ষাতরঙ্গে পতিত
 হইলেন, তাহাতে আপনাকে শূন্য জ্ঞান করিয়া তত্তলীলাবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের
 ক্ষুণ্ণি প্রার্থনা করত মথুরামণ্ডল হইতে আগত লীলা বিশেষের ক্ষুণ্ণি হওয়াতে
 তদ্বারা উচ্ছলিত অমুরাগসিদ্ধ-জনিত উদগত লালসারূপ গর্ভে পতিত হইলেন
 এবং শ্রীকৃষ্ণের দর্শন প্রার্থনা করত তথা হইতে মথুরায় আসিয়া উপস্থিত
 হইলেন। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের ক্ষুণ্ণিতে তাঁহাকে সাক্ষাৎকার মানিয়া মথুরা
 হইতে বৃন্দাবনে আগমন পূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া বাক্যমনের
 অগোচররূপে তাঁহাকে বর্ণন করিতে করিতে যাহা যাহা প্রলাপ করিয়াছিলেন
 সেই সমুদায় তাঁহার সঙ্গতিক্রমে তখনি তাঁহার সঙ্গেই বৈষ্ণবগণ লিখিয়া
 রাখিয়াছিলেন। তদনন্তর কিছু দিন বৃন্দাবনে বাস করিলেন, পরে শ্রীকৃষ্ণ
 লীলাশুককে আপনার লীলার মধো প্রবেশ করান। গ্রন্থকর্তার এই বিবরণ
 গুরুপরম্পরা প্রাপ্ত এবং ইহা সর্বলোক প্রসিদ্ধ। এই কৃষ্ণকর্ণামৃত খানীকে
 “কোষকাব্য” বলা যায়, কারণ ইহার শ্লোক গুলি প্রত্যেকই বিভিন্ন ভাবের,
 পূর্ণাপর অসম্বন্ধ। “কোষ: শ্লোকসমূহৈস্ত স্যাদন্যোন্যান্যাপেক্ষকঃ। ত্রয়াজ্রমেণ
 রচিতঃ স এনাতিমনোরমঃ” ॥ ইতি সাহিত্যদর্পণে ॥

“ভূমিকা” ॥

—:~:~:~:—

শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥

যস্তাবভাবিত্তধিয়ঃ প্রণয়োখবাচাং, মুদ্রাপি দুর্গমতমা মুনিপুঞ্জবান্যাং ।
 রাসোৎসুকং মদনসোহনমচ্যুতং তং, রাধাসমেদিতরসোল্লাসিতং নতোহস্মি ॥১॥
 রূপাসুধাসরিদ্বস্য বিশ্বমাপ্লাবয়ন্ত্যপি । নীচঠৈগব সদা ভাতি তং শ্রীচৈতন্য-
 মাশ্রয়ে ॥ ২ ॥ রমস্তুী কৃষ্ণমাদুর্ধ্যকেলিসৌন্দর্য্যসম্পদং । কৈশিচন্ন ভাবজা সগ্যাগ-
 জ্ঞেয়া লীলাশুকস্য গীঃ ॥৩॥ মন্দোহপি কশিচ্ছ্রীকুপদাদোস্তোজমধুগদঃ । কৃষ্ণ-
 কর্ণামৃতব্যাত্যাং বিবরণোতি যথামতি ॥ ৪ ॥ স্পষ্টে বাহুদশোক্ত্যর্থৈর্নিক্কং পরি-
 মুঞ্চতা । নিগুচোহস্তদশোক্ত্যর্থো ব্যাখ্যেয়ঃ সাগ্রহং ময়া ॥ ৫ ॥ মদাস্যনকুসঞ্চার-
 থিন্নাং গাং গোকুলোন্মুখীং । সন্তঃ পুষ্ণস্বিমাং সিন্ধাঃ কর্ণকাসারসম্মিধৌ ॥৬॥
 সদ্ভক্তভাগুগুরুর্গাঙ্কর্করসলম্পটৈঃ । সারঙ্গৈঃ শোধ্যতামেষা টীকা সারঙ্গ-
 রসদা ॥ ৭ ॥

অথ দাক্ষিণাত্যঃ কৃষ্ণবেণাপশ্চিমতীরনিবাসী পণ্ডিতঃ কবীন্দ্রঃ শ্রীবিষ্ণু-
 মঙ্গলনামা কশিচ্ছ্রীকৃষ্ণঃ কিলাগীং । স চ পূর্নছরীসনাপ্রেরিতস্তংপূর্ন-
 তীরবাসিন্যাং সঙ্গীতবিদ্যাধিকৃতকিন্নরীনিকরায়ঃ কস্যাক্ষিচ্ছ্রীমণিনান্নাং
 বেশ্যায়ামতীবাসক্তো বভূব । স চ কদাচিৎ প্রাবৃট্‌মিশ্রায়ঃ জীমূত-
 মন্দগজ্জিতজাতহুচ্ছয়োহক ইবাগণিতগমনপ্রভূহচয়ঃ স্বগৃহান্নির্গত্য তাং
 নদীং হস্তাভ্যাং শবালম্বনেনোত্তীৰ্য্য কীলিতকবাটং তদাবাসধারণমাসাদ ।
 তত্রাপি তত্রৈতোরশতফুংকারশত ইতস্ততো ভ্রমন্ ভিত্তিগর্ভেহর্কপ্রবিষ্টঃ
 কৃষ্ণভুজঙ্গপুচ্ছমাংগল্যা ভিত্তিমুলজ্যা প্রণালিকামধ্যে নিপতন্ মুচ্ছিতো
 বভূব ততঃ সা সখীভিঃ সহ বিছাদ্রোচিষা তং দৃষ্ট্বা হা কষ্টমিতি বদন্তী
 তমানীয়োপচারৈঃ সুস্থং চক্রে । ততস্তেন কথিতং স্বাগমনবৃত্তান্তং শ্রুত্বা
 জাতবেপথুঃ সা সনির্বেদং তমাহ । “অহো সকলশাস্ত্রবিশারদমপি ভবস্তং
 মূঢ়ং বিন্দা কোহন্যাঃ পরিণতিবিরসরসলেশার্থমাত্মানং বাতয়েৎ । হা ধিক্
 ধিগস্ত মাং, যাহং পাপীয়সী কপটভাবৈঃ পুঙ্কবান্ প্রত্যাৰ্থ্য ভেষ্যাং মনো-

ধনানি চাহরং । অহো এতাদৃশ্যাসক্তি যদি ভগবতি শ্রীকৃষ্ণে জায়তে তদা কিং
ন স্যাৎ । ঋঃ সর্বং পরিত্যজ্য শ্রীকৃষ্ণভজনমেব ময়া কার্য্যং” ইতি নিশ্চত্য
তাং রাত্রীং তং শুক্রময়ণী মথীতিঃ সহ শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীরাধয়া সহ রাসকুঞ্জাদি-
লীলাময়গীতান্যাগাসীৎ । স চাপি তদ্বাক্যমাকর্ণ্য জাতনির্বেদ স্বং ভৎসয়ন্
ময়্যপি ঋঃ সর্বং ত্যক্ত্বা ভগবন্তুভজনমেব কার্য্যমিতি চিন্তয়ন্মুগ্ধ এব
ভঙ্গীতশ্রবণমাত্রেণ প্রোদ্ধুন্ধপূর্বসিদ্ধপ্রেমাকুরন্তং শ্রীরাধাকান্তমেব প্রাণ-
কোটিদমিতং মন্যমানঃ প্রাতস্তাং নমস্কৃত্য তেনৈব পথা তং নদীতীরস্থং
সোমগিরিনামানং বৈষ্ণবোত্তমমাসাদ্য নিবেদিতস্ববৃত্তাস্তস্তস্মাৎ শ্রীমদো-
পালমন্ত্ররাজমগ্রহীৎ । গৃহীতমন্ত্র এব প্রোদ্ধুঙ্কায়ুরাগঃ কম্পাশ্চপুলকাদি-
বায়ুকুলঃ শ্রীবৃন্দাবনগমনোৎকণ্ঠিতোহপি গুরুসেবার্থং কতিচিদ্দিনানি তত্রৈ-
বাবাসীৎ । তত্রাপি শ্রীকৃষ্ণলীলাদিবর্ণনময়গ্রন্থাংশ্চকার । তদুদ্ভূতৌ সোমগিরি-
শুকুণা লীলাশুক ইতি প্রথ্যাপিতোহভূৎ । অত্র স্বীয়ৈরুপদ্রুতস্ততএব সন্ন্যাসং
চক্রে ততঃ পরোৎকণ্ঠয়া শ্রীশুকং বিজ্ঞাপ্য শ্রীবৃন্দাবনায় প্রতস্থে গচ্ছাংশ্চ
পথি পথি প্রথমং তৎক্ষুর্তিসমুচ্ছলিতপ্রেমপ্রবাহজোৎকণ্ঠাকরোলপতিতঃ
শূন্যমিবাস্মানং ময়া ভক্তলীলাবিশিষ্টস্য তস্য ক্ষুর্তিং প্রার্থয়ন্ ততো মথুরা-
মণ্ডলপতো লীলাবিশেষক্ষুর্ভূচ্ছলিতায়ুরাগসিদ্ধুদগত-লালসাবর্ত্ত-প্রসিতস্তদ-
র্শনং প্রার্থয়ন্ ততো মথুরাগতস্তৎক্ষুর্ভূতৌ সাক্ষাৎকারং মন্থানস্ততো বৃন্দা-
বনাগতস্তং সাক্ষাদুদ্ভূতৌ বাঙমনসাগোচরঞ্চেৎ তং বর্ণয়ংশ্চ বদন্ত্যং প্রললাপ
স্তভং সর্বং তৎসঙ্গিতি বৈষ্ণবৈস্তদা তদৈব লিখিত্বা স্থাপিতমাসীৎ । ততো
বৃন্দাবনে কতিচিদ্দিনান্যাবাসীৎ পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণেন স্বলীলাং প্রবেশিতঃ । ইতি
হি গুরুপরম্পরাগতা সাক্ষরলৌকিকী প্রসিদ্ধিরিতি ॥

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

কৃপাসুখাসরিদমশু বিশ্বমাপ্লাবয়ন্ত্যপি ।

নীচঠৈব সদা ভাতি, তং শ্রীচৈতন্যমাশ্রয়ে ॥

বন্দ গুরুপাদপদ্ম-নথাগ্র-অঞ্চলে । যাতে হৈতে বিশ্ব-
নাশ সর্বাতীক্ট মিলে ॥ কৃষ্ণকর্ণায়ুত গ্রন্থ অতি মনোহর ।
মাহা আশ্বাদিলা প্রভু শচীর কুমার ॥ রায় রাগানন্দ মনে

শ্রীবিদ্যানগরে। আশ্বাদিলা কর্ণামৃত অর্থ সুদুষ্করে ॥ শ্রীলীলা-
শুকের বাণী সমুদ্র-গম্ভীর। সমস্ত জানিতে নারে ভাবজা *
সুধীর ॥ আদ্য অস্তে কৃষ্ণকেলি মাধুর্য্যে রসময়। কৃষ্ণের
মৌন্দর্য্য রস অতি রসময় ॥ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ সেই ভাবে
মগ্ন হৈয়া। টীকা লিখিয়াছেন অতি সুন্দর করিয়া ॥ অতি-
সুন্দ্রে আমি তার অর্থ কিবা জানি। তাহাই লিখিয়ে মাধুমুখে
যাহা শুনি ॥ ঠাকুর বৈষ্ণব পায়ে প্রণতি আমার। কলিযুগে
উদ্ধারিলা বহু ছুরাচার ॥ তোমার চরণে যেন নহে অপরাধ।
নিজগুণে এই মোরে করিবা প্রসাদ ॥ ভাবমগ্ন লীলাশুক
দুই রূপে স্থিতি। অন্তর্দশা বাহ্যদশা হয় শ্লোক প্রতি ॥
বাহ্যদশার অর্থ আমি না লিখিব হেথা। যথাস্থিতি শেখ
মুঞি অন্তর্দশার কথা ॥ এই লীলা শুকের বাণী শুন মা-
ধানে। যাতে ভাব জানা যায় কৃষ্ণের ভজনে ॥

দাক্ষিণাত্য দেশে আছে কৃষ্ণবেণু নদী। বাহার পশ্চিম
পারে তাহার বসতি ॥ শ্রীবিষ্ণুসঙ্গল নাম ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।
কবীন্দ্র অবধি সর্ব লোকেতে বিদিত ॥ পূর্ব দুর্বাসনা তারে
কৈল আকর্ষণ। কন্দর্পচেষ্টাতে মগ্ন হৈল তার মন ॥ সেই
নদীর পূর্বদিকে বেশ্যার বসতি। চিন্তামণি তার নাম সুন্দরী
যুবতী ॥ বড়ই আগক্তি তার সেই বেশ্যা সনে। সদা সেই
চেষ্টা বিনে আন নাহি জানে ॥ এক দিন বর্ষাকালে রাত্রি
ঘোর তঁর। মেঘ গর্জন বৃষ্টিধারা পড়ে নিরন্তর ॥ তাতে কাম-
চেষ্টা অতি হইল অন্তরে। সে চেষ্টাতে অন্ধ হৈলা কিছু
নাহি স্ফুরে ॥ নদীপারে যাইতে বিঘ্ন শঙ্কা নাহি গণে। নিজ

* ভাবজা বাণী, অর্থাৎ শ্রীলীলাশুকের অনির্কণনীয় ভাবজনিত বাক্য ॥

ঘর হৈতে যান সেই বেশ্যাস্থানে ॥ নৌকা নাহি নদী পার
হইতে না পারে । যুক্তকে ধরিয়া গেলা সেই নদী পারে ॥
বেশ্যা দ্বারে গেলা কপাট খিল লাগে তায় । প্রবেশিতে
নারে তাতে মহাচেষ্টা পায় ॥ প্রাচীরের চতুর্দিকে ডাকিয়া
বেড়ায় । মেঘের গর্জনে তারা শুনিতে না পায় ॥ সেই
কালে দেখে ভিত্তিগর্তের ভিতরে । কালসর্প অর্দ্ধ অঙ্গ
প্রবেশে কুহরে ॥ অর্দ্ধ অঙ্গ আছে বাহে তার পুচ্ছ ধরি ।
প্রাচীর লঙ্ঘিয়া পড়ে প্রণালী উপরি ॥ পড়িতে হইল মুচ্ছা
নাহিক চেতন । শব্দ শুনি বেশ্যা দেখে লঞা সখীগণ ॥
বিজুরী ছটায় তারে দেখিয়া তখন । শীঘ্র তারে আনে
বেশ্যা লঞা সখীগণ ॥ হাহাকার করি বেশ্যা বহু চেষ্টা
পাইল । শুশ্রূষা করিয়া তারে স্থস্থির করিল ॥ তবে আগ-
মন কথা বিবরি কহিলা । যেন যেন রূপে নদী পারাদি
হইলা ॥ বৃত্তাস্ত শুনিয়া বেশ্যা লাগিলা কাঁপিতে । অতিশয়
দুঃখী হৈয়া লাগিল কহিতে ॥ “শাস্ত্র জানি মূর্খ কেহ নাহি
তোমা বিনে । বিরস রসের লাগি বধহ আপনে ॥ হাহা দিক্
দিক্ রহু জীবন আমার । মহাপাপীয়সী আমি জানিনু
নির্দ্ধার ॥ নানান্ কপটভাবে পুরুষ বঞ্চিয়া । মন ধন হরি
লাউ তাকে প্রতারিয়া ॥ এমন আসক্তি যদি জন্মে কৃষ্ণ
লাগি । তবে কিবা লাভ নহে কৃষ্ণ অনুরাগী ॥ কালি আমি
প্রাতঃকালে সকল ছাড়িয়া । ভজিব কৃষ্ণের পায়ে একান্ত
করিয়া ॥” এইরূপে সেই রাত্রি সখীগণ লৈয়া । তাহার
শুশ্রূষা করে নির্বেদ কহিয়া ॥ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা মনে রাস-
কুঞ্জলীলা । গান করে সখী মনে হৈয়া এক মেলা ॥ তাঁর

বাক্য শুনি লীলাশুক মহাশয় । মনে মনে দুঃখ ভাবি
 আপনা ভৎসয় ॥ মনে কহে কালি প্রাতে এসব ছাড়িয়া ।
 ভজিব কৃষ্ণের পায়ে একান্ত হইয়া ॥ নিদ্রা নাহি হয় সদা
 চিন্তিত অন্তর । রাধাকৃষ্ণ লীলা গীত শুনয়ে বিস্তর ॥ সে
 লীলা শ্রবণমাত্র মায়াবন্ধ গেল । পূর্ব সিদ্ধ প্রেমানুর তবহি
 জন্মিল ॥ সেই রাধাকান্ত মোর কোটি প্রাণ প্রাণ । তারে
 ছাড়ি কিবা মুই করু অনুষ্ঠান ॥ এত বিচারিতে মনে
 পোহাইল রাতি । প্রাতে উঠি বৈশ্যা পায়ে কৈল নুতি
 স্তুতি ॥ সেই পথে চলি গেলা সেই নদী তীরে । বৈষ্ণব
 আছেন যথা সোমগিরিবরে ॥ আপন বৃত্তান্ত তারে কহিলা
 সকল । উপাসনা কৈলা শ্রীগোপাল মন্দিবর ॥ সে মন্ত্র
 লইতে-মাত্র কি কহিব আর । অতি অনুরাগ হৈল উদয়
 তাহার ॥ স্তম্ভ কম্প পুলকাক্রম আদি ভাবগণ । ব্যাকুল
 হইলা অঙ্গ না যায় ধারণ ॥ যদ্যপি হ বৃন্দাবন যাইতে উৎ-
 কণ্ঠিত । গুরুসেবা লাগি কত দিন কৈলা স্থিত ॥ কৃষ্ণ-
 লীলা বর্ণনাদি গ্রন্থ বহু কৈলা । তাহা দেখি গুরু “লীলা-
 শুক” নাম খুইলা ॥ কুটুম্বের উপদ্রব বারণ লাগিয়া । সম্ম্যাস
 করিলা সূত্র ত্যাগিত হইয়া ॥ তবে অতি উৎকণ্ঠিত বাড়ি
 গেল মনে । বিনয় করিয়া আজ্ঞা নিল গুরুস্থানে ॥ বৃন্দা-
 বন যাইতে যাত্রা প্রভাতে করিলা । পথে পথে যাইতে
 আগে কৃষ্ণস্মৃতি হৈলা ॥ তাতে হৈতে উছলিল অতি
 প্রেমপূর । উৎকণ্ঠা কল্লোলে তেত্রিঃ পড়িলা প্রচুর ॥
 তাতে পড়ি শূন্য প্রায় আপনাকে মানে । বিশেষ লীলার
 স্মৃতি করেন প্রার্থনে ॥ একরূপে আইলা তেহেঁ মথুরা-

মণ্ডলে। বিশেষ কৃষ্ণের লীলা স্মৃতি সেই স্থলে ॥ অনুরাগ
সিন্ধু তাতে হইতে উছলিয়া। লালসা-আবর্তে সর্ব চিত্ত
গ্রাস কৈলা ॥ কৃষ্ণের দর্শন লাগি করয়ে প্রার্থনা। মথুরা-
ভিতরে গেলা লৈয়া কত জনা ॥ সাক্ষাৎ কৃষ্ণের স্মৃতি
মানিলেন তথা। তবে বৃন্দাবনে গেলা চিত্ত উৎকর্ষিতা ॥
সাক্ষাতে দেখিল তথা ব্রজেন্দ্রনন্দন। মনো বাক্য অগোচরে
করিয়া বর্ণন ॥ প্রলাপ করিয়া যথা যে সব বর্ণিল। স্বসঙ্গী
বৈষ্ণব তাহা লিখিয়া রাখিল ॥ তবে কত দিন তেহঁ। রহে
বৃন্দাবনে। পাছে কৃষ্ণ নিত্যলীলায় কৈল প্রবেশনে ॥ গুরু
পরম্পরায় এই লীলাশুক বাণী। প্রসিদ্ধ লোকের স্থানে
এই কথা শুনি ॥

এই ত কহিল লীলাশুকের চরিত। যাহার শ্রবণে কৃষ্ণ
মিলয়ে ত্বরিত। লীলাশুক পায়ে গোর প্রণতি বিস্তর।
সাক্ষাতে কৃষ্ণের মনে যার প্রত্যাভর ॥



কৃষ্ণকামতম্ ।

শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ ॥
চিন্তামণি জয়তি সোমগিরি গুরুমে
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিঞ্জমৌলিঃ ।
যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেযু
লীলাস্বয়ম্বরসং লভতে জয়শ্রীঃ ॥ ১ ॥

অথ প্রেমোন্মত্তঃ স্বালায়াং লালসয়া শ্রীবৃন্দাবনায় প্রস্থানং কুরুন্মেষব শ্রীলীলা-
শুকঃ স্বগুরোঃ স্বগুরুদ্বেনৈব স্বেষ্টদেবভ্যস্যা চ সংকীৰ্ত্তনরূপং মঙ্গলমাচরতি ।
ইদং মঙ্গলাচরণমন্ত্ৰেবাং গ্রন্থকারাগামিব দ্বৈপ্সিতপুৰ্ত্তিবিন্মনিরসন-প্রয়োজনং ন
ভবতি প্রেমোন্মাদপ্রলাপেহস্মিন্ গ্রন্থকরণপ্রস্তাবাভাবাং । তত্রাপি দাক্ষিণ্য-

গ্রন্থকার লীলাশুক প্রেমোন্মত্ত হওত নিজালয় হইতে
লালসাম্বিতচিত্তে বৃন্দাবন দর্শনে বহির্গত হইয়াই পথ-
মধ্যে কৃষ্ণগুণকীৰ্ত্তনরূপ গ্রন্থারম্ভ করিয়া নিজাভীক্টদেব
শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীগুরু চিন্তামণির নামকীৰ্ত্তনরূপ মঙ্গলাচরণ
করিতেছেন ॥

চিন্তামণি অর্থাৎ আশ্রয়মাত্রেই যিনি অভীক্টপূরক সেই

যহ্নন্দনঠাকুরের পদ্য ।

এই সব শ্লোকের অর্থ টীকাতে লিখিলা । সারঙ্গ রঙ্গদা
নাম টীকা যে হইলা ॥ তার অনুসারে লিখিঁ প্রাকৃত
কথনে । শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের বন্দিয়া চরণে ॥

ত্যানাং সামান্যানামেব সংস্কৃতোক্তিরিত্যস্য তু কবীজ্ঞহাং পদ্যোক্তিঃ । কিন্তু
 গুরুনৈক্যবানাং স্বভাবোহয়ং যচ্ছয়ন-তোজন-গমনাদিষু গুর্কিষ্টদেবতাশ্রয়ণং ।
 তদযথা চিন্তামণিরিতি । সোমগিরি স্তন্যমা মে মম গুরুর্জয়তি সর্কোৎকর্ষণ
 বর্ততে । কীদৃক্ । চিন্তামণিঃ । আশ্রয়মাশ্রয়ণাভীষ্টপূরকত্বাং চিন্তামণিত্বং
 সর্কোৎকর্ষণতাচাস্য । কিম্বা । জয়তি তং প্রতি প্রণতোহস্মীত্যর্থঃ । তথাহি কাব্য-
 প্রকাশে । জয়ন্ত্যর্থেন নমস্কার আক্ষিপ্যতে । অতস্তং প্রতি প্রণতোহস্মীত্যর্থ
 ইতি । তথা মে মমেষ্টদেবো ভগবাংশ্চ জয়তি কোহয়ং ভগবান্ ইত্যত আহ

সোমগিরিনামা আমার গুরুদেব জয়যুক্ত হউন, কিম্বা
 তাঁহার প্রতি আমি প্রণত হই এবং আমার অভীষ্টদেব
 যাঁহার মস্তকে ময়ূরপুচ্ছের চূড়া বিদ্যমান তথা যিনি বৃন্দা-
 বনবিহারী সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও জয়যুক্ত হউন । কারণ,
 যাঁহার সর্কোভীষ্টপ্রদ কল্পতরুরূপি চরণদ্বয়ের অঙ্গুলি সক-
 লের নখাগ্রে জয়শ্রী লীলাবশতঃ স্নয়স্বর স্মৃথ লাভ করেন
 অর্থাৎ বহু বহু জয়সম্পত্তি যাঁহার চরণদ্বয়ের নখাগ্রে পতিত
 হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার জয় আর আমি কি বর্ণন করিব ॥

পক্ষান্তরে । চিন্তামণিনাম্নী সেই বেশ্যা জয়যুক্ত হউন, যে
 হেতু-তাঁহার বাক্যমাত্রেই আমার মায়িককার্যে বিরাগ উৎ-
 পন্ন হইয়াছে, স্ততরাং তিনিও আমার গুরু, অতএব তাঁহার
 সর্কপ্রকারে উৎকর্ষ হউক ॥ ১ ॥

বহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

কৃপাসুধা নদী যার বিশ্ব ভাসাইলা । সদা নীচ স্থানে পূর্ণ
 হইয়া রহিলা ॥ সে প্রভু চৈতন্য পায়ে করেঁ পরণাম । তাঁর
 পায়ে রহু মন হৈয়া একতান ॥ এবে কহি শুন লীলা শুকের
 চরিত । যাতে কৃষ্ণ ভাবোদ্গম অতি বিপরীত ॥

প্রেম উন্মত্ত লীলা শুক মহাশয় । বৃন্দাবন যাত্রা কৈল
 হৈতে নিজালয় ॥

মৌলিঃ । শিখিপিত্তস্থানোব বা মৌলিঃ শিরোভূষণং যস্য সঃ । ইতি শ্রীবৃন্দাবন-
বিহারী শ্রীকৃষ্ণ এষ জয়তি ইতি বর্তমানপ্রয়োগেন নিত্যলীলা স্মৃতিত। আচার্য্য-
চৈত্ৰাবপুযা স্বগতিং বান্ধীতি । দদামি বুদ্ধিবোগং তমিত্যাदि । আচার্য্যং মাং
বিজানীয়াদিত্যাदि দিশা । তথা । কর্ণাকর্ণি সখীজনেন বিজনে দূতীস্তুতি প্রক্রিয়া,
পত্ন্যর্কধনচাতুরী গুণনিকা কুঞ্জপ্রয়াণে নিশি । বাধির্ধ্যং গুরুবাচি বেণুবিক্রতা-
বুংকর্ণতেতি ব্রতান, কৈশোরেণ তবাদ্য কৃষ্ণ গুরুণা গৌরীগণঃ পাঠ্যতে ।
• ইত্যাদি দিশাচ । তস্য তত্তন্মাধুর্ঘ্যাদাহুভবাদৌ সএব মে গুরুনিত্যাহ স-

যত্নন্দনঠাকুরের পদ্য ।

প্রথমেত শ্রীগুরুচরণ স্মৃতি কৈলা । নিজ ইচ্ছদেব নিজ
গুরুকে মানিলা ॥ দৌহা সঙ্কীর্তন রূপ মঙ্গলাচরণ । করিয়া
করিলা যাত্রা শ্রীবৃন্দাবন ॥ এই মঙ্গলাচরণ অন্য গ্রন্থ টীকা
হেন । বিঘ্ননাশ লাগি নহে শুনহ কারণ ॥ প্রেমে উন্মত্ত-
চিত্ত সদা মহাশয় । গ্রন্থ করণের কথা তাতে নাহি হয় ॥
তবে যদি বল কেনে শ্লোকবন্ধ বাণী । দাক্ষিণাত্য সবে কহে
সংস্কৃত বাণী ॥ তাতে লীলাশুক মহাকবীন্দ্র পণ্ডিত । ইহার
মুখে শ্লোক বাণী এ কোন বিস্মিত ॥ কিন্তু শুদ্ধ বৈষ্ণবের
ভাব এক হয় । শয়ন গমন আদ্যে গুরু কৃষ্ণ স্মরয় ॥ তেঞি
কহে সোমগিরি নাম গুরু মোর । জয়যুক্ত হউ সর্ব্ব স্মঙ্গল
ওর ॥ চিন্তামগি হেন যাঁর বৈভব বিস্তার । আশ্রয় মাত্রেই
দেন সর্ব্বাভীষ্ট সার ॥ প্রণাম করও সেই গুরুর চরণে । বিশ্ব-
প্রকাশে জয়-শব্দে প্রণাম বাখানে ॥

তৈছে মোর ইচ্ছদেব জয় ভগবান্ । ময়ুরের পিছ শিরে
যাঁর অবিরাম ॥ বৃন্দাবনবিহারি কৃষ্ণ পূর্ণ রসময় । জয়শব্দে
নিত্যলীলা বৃন্দাবনে কয় ॥ তেহৌ মোর শিক্ষাগুরু বন্দো
 তাঁর পায় । যাঁহার শিক্ষায় প্রেমভাব উপজয় ॥

কৃষ্ণের মাধুর্ঘ্যগুণ অনুভাব হৈতে । শিক্ষাগুরু করি

কীদৃক্ মে শিক্ষাশুকঃ । বক্ষ্যতে চৈতং প্রেমদধেত্যাদৌ শিখিপিজ্জমৌলিরিত্তি
 তচ্ছ্রীবিগ্রহক্ষুর্ত্যা সাক্ষ্যম্মগ্নমগ্নথ ইত্যাদিনা । যম্মত্ৰালীলোপয়িকমিত্যা-
 দিনা । গোপান্তপঃ কিমচরমিত্যাদিনা চ বর্ণিতং তত্তম্মাধুর্ধ্যামমুভূয় তদধোপ-
 মানযোগ্যপদার্থান্ মনসি বিচিন্ত্য তেষামতীবানোগ্যতামালোচ্য তংপদনথ-
 শোভনৈব তে নিৰ্জ্জিতা ইতি ক্ষুর্ত্যা তথা শ্রীরাধায়ান্তম্মাধুর্ধ্যাকৃষ্টচিত্ততা-
 ক্ষুর্ত্যা চ শব্দশ্লেষেণ সমাদধদাহ যংপাদেতি । বস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পাদাবেব কোমলা-
 কণ্যাসর্সাতীষ্টপূরকত্বাদিনা কল্পতরুপল্লবৌ তয়োঃ শেখরেষু তদঙ্গুলীনথাগ্রেসু
 লীনয়া যঃ স্বয়ম্বরস্তদ্রসং তজ্জনাশুখং জয়শ্রী লভতে । তদেব বক্ষ্যতি । কমল-
 নিপিনবীণীগর্ঙ্গসর্ঙ্গক্কাভাং । বদনেন্দুিনিৰ্জ্জিতঃ শশীত্যাদৌ বছর ।
 শ্লেষণে দ্বাতনশ্র্মজলকেলিস্বরতাদিষু চ জয়েনোৎকর্ষণে শ্রীঃ শোভা যগ্যাঃ ।

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

বোলে কৃষ্ণ এই রীতে ॥ শিখিপিজ্জ মৌলি নামে বিগ্রহ
 ক্ষুরিল । মদন মদনরাজ বেকত হইল ॥ ভূষণভূষণ অঙ্গ
 লালিত ত্রিভঙ্গ । কৈশোর বয়স্বেশ রসগয় অঙ্গ ॥ যাঁর উর্দ্ধ
 অন্য নাহি অখিলের মাঝে । ব্যাস শুক ভাগবতে যাঁরে
 বর্ণিয়াছে ॥

এরূপ মাধুর্ধ্য কৃষ্ণের ক্ষুর্ত্তি হৈল যবে । অঙ্গের উপমা
 যোগ্য বিচারয়ে তবে ॥ যতেক পদার্থ আছে সব বিচারিল ।
 কেহ অঙ্গতুল্য নহে অতিতুচ্ছ হৈল ॥ কৃষ্ণপদ-নথশোভা
 সবারে জিনিল । এত বিচারিতে মনে আর উপজিল ॥ শ্রী-
 রাধিকা-চিত্ত হরে পদনথ-শোভা । শব্দশ্লেষে সমাধান
 করে হৈয়া লোভা ॥ যেই কৃষ্ণপাদ-কল্পতরু শোভা বরে ।
 কোমলা আরুণ্য সর্সাতীষ্ট পূর্ণ করে ॥ তাহার পল্লব হয়
 অঙ্গুলীর গণ । তাহার শেখর নথরাগ্র মনোরম ॥ যত শোভা
 যত লীলা যত রসগণ । পদ নথ স্বয়ম্বর হেন সুখগণ ॥

আলিঙ্গন পাশাখেলা নশ্র্ম জলকেলি । স্বরতাদিলীলা

কিষ্ণা । সৌন্দর্যাদিপাতিব্রত্যাতিসৌভাগ্যবৈদক্ষ্যাদিভিগৌর্যাদ্যককৃত্যাদিব্রজ-
কিশোরিকাকুলান্দয়োহপি নির্জিতা বয়া সা । জয়যোগাং জয়া সা চাসৌ শ্রিগো-
হপ্যাংশিনীত্বাংশীশ্চ জয়শ্রীরাধৈব । নারায়ণস্বমিত্যাদৌ নারায়ণেহঙ্কমিত্যাতিং-
দিশাচ । বিকুর্ষ্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং
ভজামি ইতি দিশাচ কৃষ্ণস্য মূলনারায়ণত্বেন তৎপ্রেয়সাস্তস্যাপি মূললক্ষী-
ত্বাং । কীদৃশী । সাপি স্বস্যা লজ্জাশীলত্বাং সর্দৈবোধোগুণী স্থিত্বা প্রথমং তক্ষ্মী-
• চরণনখদর্শনাং তচ্ছোভাক্ষিগয়নেত্রাং মোহিতা সতী লীলয়া গাঢ়ানুরাগেণ
যে ভাবোদ্যারবিশেষা স্তৈর্দর্শমর্যাদালজ্জাদিত্যাগপূর্ষকো যঃ স্বয়ম্বরস্তুঙ্গমং
লভতে । তন্মাদুর্ঘ্যাণাং স্বানুরাগস্য চ প্রতিক্রমং নবনবত্বেনানুভবাং বর্জ-
মানপ্রয়োগঃ । কেযাক্ষিগ্নতে গোসগিরিরপি বিশেষণং । যৎপাদেত্যাদি । অত্র

বহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

ষাঁর জয় শোভা মেলি ॥ কিষ্ণা সৌন্দর্যাদি পাতিব্রত্যা আদি
গুণে । সৌভাগ্য বৈদক্ষী আদি অতি মনোরমে ॥ গৌরী
অরুন্ধতী আদি হৈতে শ্রেষ্ঠা অতি । ব্রজকিশোরিকা হৈতে
যেহঁ। কলাবতী ॥ সর্ব-জয়-যোগ্যা য়েঁহো লক্ষীরঙ্গশিনী ।
সর্বত্র উৎকর্ষা হয় রাধা ঠাকুরাণী ॥ কৃষ্ণ যেন মূল নারায়ণ
আবতরী । রাধা তেন মূল লক্ষী অংশিনীত্বে বলি ॥

যদ্যপিহ রাধা সর্বশ্রেষ্ঠা সর্বাধিকা । অতিলজ্জাশীলা
সর্বগুণেতে অধিকা ॥ সেই লজ্জা হৈতে সদা অধোগুণে
রহে । প্রথমেই কৃষ্ণপদ নখ নিরীখয়ে ॥ কৃষ্ণপদ নখ দেখি
শোভামিহু মাঝে । গয় হৈয়া নেত্র হর্ষে মোহ হৈলা পাছে ॥
লীলা গাঢ় অনুরাগে যে ভাববিশেষ । উদ্যার হইল তার
কি কহিব শেষ ॥ তাতে দর্শ্য স্তম্ভর্যাদা লজ্জাদি ছাড়িয়া ।
কৃষ্ণপদে স্বয়ম্বর রস লভে যাঞা ॥ কৃষ্ণের মাধুর্য নিজ
অনুরাগময় । প্রতিক্রমে নব নব অনুভব হয় ॥ নব নব বর্জ-
মান প্রয়োগেই রহে । ক্রমে ক্রমে বাড়ে দুহুঁকেহ উন নহে ॥

কামাদারিষড়্‌বর্গচক্ষুরাদীক্রিয়পঞ্চক্লেশোখবিষমাদাস্তরায়ানাং জয়সম্পত্তি ষ্ণ-
পাদনখরাবলধিনীত্যর্থঃ । কিম্বা । বয়োঁদেশগুরুমন্ত্রগুরুঃ শিক্ষাগুরুরিত্তি

যছন্দনঠাকুরের পদ্য ।

এবে শুন গুরুপাদাশ্রয় বিশেষণ । যে গুরুর পাদপদ্ম
কৈলে আশ্রয়ণ ॥ কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ অভিমান ।
চক্ষু আদি পঞ্চক্লেশ অতি বলবান্ ॥ * বাষটি প্রকার মতি-
অন্তরায়গণ । † গুরুপদ-নখালম্বে জিনে সর্বগণ ॥ কিম্বা

* কাম ক্রোধাদি সমস্তই মনের ধর্ম । চক্ষুরাদি দশ ইন্দ্রিয়ের ও মনের বৃত্তি-
ভেদে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচ প্রকার ক্লেশ ।
ইহারই অবাস্তুর ভেদ লইয়া বাষটি প্রকার মনের অন্তরায় (বিঘ্ন) সাধ্যাত্ত
কৌমুদীতে ৪৮ কারিকার ব্যাখ্যায় শ্রীশ্রীবাচস্পতিমিশ্র নিরূপণ করিয়া-
ছেন যথা—তমঃ । ৮ । মোহ । ৮ । মহামোহ । ১০ । তামিস্র । ১৮ । এই
সমষ্টিতে ৬২ হয় । ক্রম যথা- । তম—অব্যক্ত (প্রকৃতি), মহত্ত্ব ও অহঙ্কার-
বিষয়ক । ৩ । এবং পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ তন্মাত্র বিষ-
য়ক । ৫ । এই উভয়ে । ৮ । অষ্ট প্রকার মোহ যথা—অগ্নিাদি অর্থাৎ অগ্নিমা,
লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কাণাবসায়িত্ব এই আট
বিষয় ভেদে মোহ আট । মহামোহ দশ প্রকার যথা—দেবগণের ভোগ্য
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচ এবং মনুষ্য ভোগ্য ঐ শব্দাদি পাঁচ এই
উভয়ে দশ । দেব ও মনুষ্য উভয়কেই অগ্নিাদি আট ঐশ্বর্য তথা দিব্যাদিব্য
ভেদে দশ প্রকার শব্দাদি নিজ গুণে অমুরক্ত করে, স্তুরতাং আট ঐশ্বর্য ও
দশ শব্দাদিতে তামিস্র আঠার প্রকার । আঠারপ্রকার অন্ধ তামিস্র যথা—অন্ধ-
তামিস্র শব্দে অভিনিবেশ অর্থাৎ ভ্রাস (আমাদের ভোগ্য শব্দাদি দিব্য ও
অদিব্য ভেদে দশ, ভোগ বিষয়ে ক্ষমতার কারণ বলিয়া অগ্নিাদি আট ঐশ্বর্য
অর্থাৎ এই অষ্টাদশ বিষয়কে অমুরাদিগণ নষ্ট না করুক) এইরূপে দেবগণেরও
ভ্রাসের কারণ বলিয়া অন্ধতামিস্র আঠার প্রকার হয় । সমষ্টিসংখ্যা যথা—
তম । ৮ । মোহ । ৮ । মহামোহ । ১০ । তামিস্র । ১৮ । অন্ধতামিস্র । ১৮ ।
সাকল্যে ৬২ হইল ॥

† অন্তরায় যথা—মতি অর্থাৎ মনকে আশ্রিত্ত্ব-বিষয়ে ষাইতে না দিয়া

গুরুভয়েষ্টদেবস্মরণমিতি কেচিদাহঃ । অত্র চিন্তামণিঃ সা বেশ্যা জয়তি ।
তদাঘ্নাত্রেণ স্বস্য জাতানুরাগত্বান্তয়াঃ সর্কোৎকর্ষতা ॥ ১ ॥

অথ পথি পথাগচ্ছতোহস্য বাহুদশায়াং সাধকরীত্যোৎকর্ষণা ভক্তিসিদ্ধান্তোদগারিণী তৎকালমেবাস্তরাবেশাৎ সিদ্ধবল্লালসয়া কেবলরসোদগারিণ্যুক্তিঃ । অতস্তদশাধয়বাসিদ্ধাদেকৈব সার্থধয়মুদিগরতি । তত্রাস্তদর্শো-
থার্থো বিবৃত্য বাহুদশোথার্থস্ত সংক্ষিপ্য ময়া দর্শিতব্যঃ । যদ্যুদ্যানপ্রলাপেহত্র

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

বজ্রোদ্দেশ শ্রীল গুরু এক হয় । মন্ত্রগুরু শিকাগুরু এই
গুরুভ্রম ॥ হেথা লীলাশুকের গুরু বেশ্যা চিন্তামণি ।
বজ্রোদ্দেশী গুরু তেঁহো এই মতে জানি ॥ তাঁর বাক্য-
মাত্রে হৈল কৃষ্ণে অনুরাগ । তাঁহার উৎকর্ষ তেঞি কহে
মহাভাগ ॥ এই ত প্রথম শ্লোকের কহিলাম অর্থ । শ্রীকৃষ্ণদাস
কবিরাজ কীকা প্রমাণার্থ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ । প্রথমে কহিয়ে
শ্লোকের অর্থের আভাস ॥ পথে পথে চলি যায় বাহুদশায়
স্থিতি । সাধকের হেন অতি উৎকর্ষিত মতি ॥ ভক্তিসিদ্ধা-
ন্তের কথা কহিতে কহিতে । অতিশয় অন্তর আবেশ
হৈল তাতে ॥ সিদ্ধ প্রায় লালসাতে ভরি গেল মন । রসো-
দগার উক্তি হেন কেবলা-লক্ষণ ॥ অতএব ফলদ্বয়ে বাসিত
হইয়া । এক শব্দে দুই অর্থ কহে বিবরিয়া ॥ অন্তর্দর্শার তাঁর
অর্থ বিবরিয়া । লিখি বুঝাইব মুই আপনার হিয়া ॥ বাহু-

পূর্বোক্ত পার্থিব ও স্বর্গীয় বিষয়সমূহে মুগ্ধ করিয়া ফেলে, স্তত্রাং বাষট্ঠি
প্রকার মনের বিষয়কে অন্তরায় (বিঘ্ন) বলা যায় । মনুষ্য ও দেবগণ ক্রমশঃ
বিষয় ভোগ করত পুনঃ পুনঃ সংসারে ভ্রমণ করেন, স্তত্রাং এই সমষ্টির মূলী-
ভূত অবিদ্যাাদি পাঁচটি ক্লেশ অতীব বলবান্ শত্রু । ইহা কেবল আত্মপথ প্রদ-
শক সদগুরুর রূপাতেই নিবৃত্ত হয় ॥ ইতি ॥

তস্যা তদুদয়সন্ধানাদিকং নাস্তি তথাপি শুদ্ধপ্রেমৈব ভক্তিসিদ্ধান্তং রসধা-
বিরুদ্ধগেব ফোরয়তি । শুদ্ধপ্রেমঃ স্বভাবোহয়ং যৎ সিদ্ধান্তবিরুদ্ধং রসভা-
সখা মোহোন্মাদাদাবপি ন স্পৃশতি । তত্র প্রথমং গচ্ছন্তং তমলুগচ্ছতাং বৈষ্ণ-
বানাং, “স্বামিন্ কিমর্থং জয়া গম্যতে কিম্ব্রাহ্মণ্ডি” ইতি প্রশ্নান্, প্রতি প্রাভব-
বৈভবাংশাবতারশক্ত্যাবেশাবতারাদিস্ববিলাসবাল্যপোগণাদিস্বপ্রকাশরূপস্বস্ব-
রূপাণাং তথা, চিচ্ছক্লেস্তদ্বিলাসানস্ত বৈকুণ্ঠানাং মায়াক্লেস্তদ্বৈভবানস্ত-
ব্রহ্মাণ্ডানাং জীবশক্লেস্ত পরমাশ্রয়ভূতানাং তং শ্রীভাগবতাদাবাশ্রয়ত্বেনোক্তং

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

দশার অর্থগণ সংক্ষেপ করিয়া । দিগ্ দেখাইব মাত্র বাহুল্য
ছাড়িয়া ॥ যদ্যপি উন্মাদময় প্রলাপ বচন । সিদ্ধান্ত-সন্ধান
কিছু নাহি তাঁর মন ॥ তথাপিহ শুদ্ধ প্রেম প্রায় যত যত ।
অবিরোধ রসভক্তি সিদ্ধান্ত কহে কত ॥ বিশুদ্ধ প্রেমের এই
স্বভাব আচার । সিদ্ধান্ত বিরোধ উন্মাদ মোহে নাহি তার ॥
রসভাগ আদি কিছু নাহি তাঁর মুখে । শুদ্ধ প্রেম শুদ্ধ রস
এই মরে মুখে ॥ এই শ্লোকের বাহু অর্থ কহি কিছু হেথা ।
লীলাশুক সঙ্গে যান যে বৈষ্ণব তথা ॥ তারা কহে মহাশয়
যাবে কোন স্থানে । কি নিমিত্ত কিবা বস্তু আছে সেই
স্থানে ॥ সেই সব সঙ্গী প্রতি কহে মহাশয় । অন্তর-আবেশে
কৃষ্ণ মহিমা কহয় ॥ প্রাভব বৈভব অংশ অবতার গণ ।
শক্ত্যাবেশ অবতার লীলাবতার গণ ॥ স্ববিলাস বাল্য আর
পোগণাদি যত । স্বপ্রকাশ রূপ নিজ স্বরূপাদি কত ॥ চিৎ-
শক্তি মহিমাগণ কহে বিবরিয়া । অনন্ত বৈকুণ্ঠ ষাঁর বিলাস
গণিয়া ॥ তবে বিবরিয়া মায় শক্তির লক্ষণ । তাঁহার
বৈভবানন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥ জীবশক্তি আদি করি
যত যত গণ । পরম আশ্রয় য়েঁছে পুরুষ উত্তম ॥ শ্রীভাগ-

অস্তি স্বস্তরুণীকরাগ্রবিগলংকল্পপ্রসূনাপ্লুতং
বস্ত্র প্রস্তুতবেণুনা দলহরীনির্বাণনির্ব্যাকুলং ।

সর্বোত্তমং সর্বভজনীয়ং পরতত্ত্বরূপং বস্ত্র নিরূপয়ন্ তৎকালমেবাস্ত্ররাবেশা-
তাদৃশং শ্রীকৃষ্ণং পুরঃ স্কুরস্তং বিলোক্য প্রলপমাহ অস্তীতি । অস্য বাহ্যার্থঃ ।
কিমপি বস্ত্র অস্তি সদা বিরাজতে । শ্রীবৃন্দাবন ইতি শেষঃ । বস্তুস্ত্যস্তি প্রাপ্ত-
জ্ঞানি তথা বসতি । কালত্রয়েহপ্যেকরূপতয়া দীবাভীত্যর্থদ্বয়োরপৌণাধিত্ব-
প্রত্যয়াদ্বস্ত্র । সামান্যানির্দেশাৎ নপুংসকল্পং । নহু । কিং নিরাকারং ব্রহ্ম নেত্যাহ ।
কিশোরাকৃতি । কিশোরী প্রত্যহং নবযৌবনা আকৃতিঃ স্বরূপং যস্যেতি জীব-
বদেহদেহিভেদো নিরস্তঃ । তথাহি শ্রীভাগবতে । বেদ্যং বাস্তবমত্র বদ্বিত্তি ।
বিনাচ্যুতাং বস্ত্রভরাং ন বাচ্যমিতি । নাতঃপরং পরমযদ্ব্যবতঃ স্বরূপমিতি চ ।
নহু । ভগবজ্জপাণি সর্বাণ্যেব কিশোরাকৃতীনীত্যত্র কতরদিদমিত্যত্রাহ প্রস্তুত-
বেণুতি । রাসে ব্রহ্মসুন্দরীণামাকর্ষণার্থং প্রস্তুতা যে বেণোনা দাস্তেষ্মদাঃ
বা লহর্যাঃ স্বরগ্রামাস্ত্রয়ঃ মুচ্ছনাশ্বেকবিশ্ণতিক্রপাস্ত্ররঙ্গাস্ত্রান্যং যন্নির্বাণং
পরমানন্দস্তাস্ম মন আদীনাং লয়ো বা তেন নির্বাাকুলং । নিরিত্যব্যয়মভাবার্থঃ ।

অতঃপর পাথে যাইতে যাইতে উৎকণ্ঠাবশতঃ সাধক-
রীত্যনুসারে অন্তর্দর্শাসমুদ্ভূত ইন্ট বস্তুর উদ্দেশ্য পূর্বক
কহিতেছেন ॥

বৃন্দাবনে এমন কোন এক বস্ত্র আছে, যাহা স্বর্গীয়

যছন্দনঠাকুরের পদ্য ।

বতে যাঁর মহিমা বিস্তার । সর্ব ভজনীয় সর্বোত্তম সর্বসার ॥
পরতত্ত্ব বস্তুরূপ য়েঁহো নিরূপণ । কহিতে আবেশ কৃষ্ণ
হইলা স্কুরণ ॥ এইরূপে কৃষ্ণ যেন আগে দেখা পাইলা ।
দেখিয়া প্রলাপ করি কহিতে লাগিলা ॥ এই ত দ্বিতীয়
শ্লোকের কহিল আভাস । বিচারিয়া অর্থ এবে করিয়ে
প্রকাশ ॥

অস্ত্রশস্ত্রনিরুদ্ধ-নীবি-বিলম্বদোষীসহস্রাবৃতঃ

হস্তশস্ত্রনতাপবর্গমখিলোদারং কিশোরাকৃতি ॥ ২ ॥

অব্যাকুলমিত্যর্থঃ । নিম্নক্ষিকবৎ ব্যাকুলেভ্যো নির্গতমিতি চ । তত্র মগ্ধচিত্তাদি-
দ্ব্যমিশ্চলমিত্যর্থঃ । নির্ঝাণং স্তম্ভমোক্শয়োরিতি বিখ্যাৎ । তথা সায়ং পুষ্পাণ্য-
বচিষ্যত্যন্তান্দাকৃষ্টা যাঃ শস্ত্ররূপ্যস্তাসাং তন্মাদুর্ধ্যাদর্শনবিবশানাং কম্পমান-
করাগ্রেভ্যো বিগলস্তি যানি কল্পপ্রস্থানি কল্পতরুপুষ্পানি তৈরাঙ্গুতং
প্রেমবৈবশ্যাৎ কল্পতরুস্থানে কল্প ইত্যুক্তিঃ । কিম্বা । সাহচর্য্যবলাদেকদেশে-
নাপি পদার্থো বোধ্যতে । তথা অস্ত্রশস্ত্রা বেণুনাদশ্রবণাৎ গুরুভূতপুত্র এব
শস্ত্রা লজ্জাভয়তঃ স্বস্থানে বদ্ধা অপি পুনঃ শস্ত্রা অতঃ করেণ রুদ্ধাঃ ।
কাসাঙ্কিত্ত্বদ্বন্ধনকালবিলম্বাসহিষ্ণুত্বাৎ করাভ্যাং নিরুদ্ধা নীব্যো যাসাং
তাশ্চ বয়ঃসৌন্দর্য্যবৈদম্ব্যামুরাগাদৈ্য বিলম্বস্ত্যশ্চ যা গোপ্যস্তাসাং সহস্রেরা-
বৃতঃ পরিতোবেষ্টিতঃ । অতঃ শ্রীভাগবতোক্তরাসবিলাসারস্তি শ্রীকৃষ্ণরূপং তদ্বস্ত
নত্নাগমধ্যানোক্তং । অন্যেযামাবরণানামত্রাগ্রেহ্যমুক্তত্বাৎ । তথা হস্তেন ন্যস্তো

তরুণীগণের হস্তাগ্র হইতে বিগলিত কল্পতরুর পুষ্পদ্বারা
সমাবৃত তথা আরক্শবেণুনাদ শ্রবণে আনন্দবশতঃ ব্যাকুলতা-
শূন্য, যাহার চতুঃপার্শ্বে সহস্র গোপাঙ্গনাগণ কটিদেশ হইতে
বারম্বার বিগলিতনীবিকে অবরুদ্ধ করিতে ২ অতিশয় শোভা
ধারণ করিতেছেন, অপবর্গ (মোক্শ) যাহার করতলে বিন্যস্ত
থাকিয়া অবনতভাবে বর্তমান এবং যিনি নিখিল উদার হই-
তেও উদার এবং যাহার আকৃতি কিশোরী অর্থাৎ সমুদিত
নবযৌবন সমন্বিত ॥ ২ ॥

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

বৃন্দাবনে আছে কোন বস্ত্র অতিশয় । কালক্রমে এক-
রূপে সদাই রময় ॥ সামান্য নির্দেশ নহে বস্ত্র নিরূপণ । সিরি-
কার ত্রক্ষ তার দেখায় লক্ষণ ॥ মেহো নহে কিশোর

নতানাং স্বভজনোন্মুখানাংমপবর্গঃ স্বপার্শ্বদরূপানন্দদেহদানেন লিঙ্গদেহভঙ্গো
বেন । তদুক্তং । মতের্য যদা ত্যক্তসমস্তকর্ণেত্যাদৌ । যদা । অপবর্গঃ প্রেম-

বহুন্দানঠাকুরের পদ্য ।

আকৃতি মনোহর । নবযুবা কৈশোর মিলন স্থিরতর ॥ এই
লাগি জীব প্রায় দেহ দেহি ভেদ । নিরস্ত হইল, গুণে নাহি
পরিচ্ছেদ ॥

ভগবানের রূপ হয় অগণ্য অনন্ত । কিশোর আকার সব
হয় মূর্ত্তিমস্ত ॥ তার মধ্যে বৃন্দাবনে কাঁহার বিলাস । এত
চিস্তি পুনঃ কহে করিয়া প্রকাশ ॥ রাসে ব্রজকিশোরিকা
আকর্ষণ কায়ে । প্রস্তুত বেণু নাদ বৃন্দাবন মাঝে ॥ সে
নাদলহরী স্বর গ্রাম মুচ্ছাগণ । সে জন্ম নির্বাণ শব্দে
আনন্দ পরম ॥ মন আদি করি তাতে সর্বেন্দ্রিয়গণ । অব্যা-
কুল মগ্ন প্রায় নিশ্চল লক্ষণ ॥ সায়ংকালে দেবনারী পুষ্প
তোলে যথা । আচম্বিতে বেণুনাদ প্রবেশিল তথা ॥ মাধুর্য্য
দেখিয়া তারা বিবশ হইলা । ধৈর্য না ধরে নেত্র ঝুরিতে
লাগিল ॥ কল্পরূপ পুষ্প তার হাতেতে হইতে । গলিয়া
পড়য়ে হস্ত কাঁপিতে কাঁপিতে ॥ সেই সব পুষ্প পড়ে যে
কৃষ্ণ উপরে । তাতে পরিপ্লুত রহে কামমোহ করে ॥ বেণু-
ধ্বনি শুনিতেই গোপনারীগণ । গুরু ভর্তা আগে অস্তনীবি-
বন্ধ হন ॥ লজ্জা ভয়ে তারা নীবি পুনঃ বন্ধ করে । পুনঃ
অস্ত করে নীবি মহী খসি পড়ে ॥ কেহ কেহ করে রুদ্ধ
করি নীবিবন্ধ । সহিতে না পারে কেহ বন্ধন বিলম্ব ॥
নবীনকিশোর অতি সুন্দরী সকল । বৈদগধী অকুরাগ পরম
প্রবল ॥ হেন ব্রজাঙ্গনাগণ-সহশ্রে আবৃত । শ্রীভাগবতের

কৃষ্ণকর্ণামৃতং ।

ভক্তিব্যোগো যেন । তথা পঞ্চমঙ্করে গদ্যং যথা । বর্ণবিধানমপবর্গশ্চ ভবতী-
ত্যত্র ভক্তিব্যোগলক্ষণ ইতি । তথৈব ব্যাখ্যাতঃ শ্রীশ্বামিচরণৈঃ । তথা অখি-
লেভ্যঃ কল্পবৃক্ষাদিভ্য উদারঃ বাহ্যতিরিক্তদাতৃহাং । তথাহি । স্বয়ং বিধন্তে
ভক্ততামনিচ্ছতামিত্যাदि । কিম্বা । অখিলৈ নারায়কসদ্ব্যুগৈকদারঃ মহদভ্যুত্তম-
মিত্যর্থঃ । অন্তর্দশোখস্বেবং । ইদং কিমপি বস্তুস্তি পুরো বিরাজতে । বসন্ত্যস্মিন্
সৌন্দর্যমাধুর্য্যবৈদধ্যাদিসদগুণাদীনীতি বস্তু । যদ্বা বসন্তে স্বমাধুর্য্যবেণুগীতাদি-
জনিতমোহসুচ্ছাদিতভাবৈরাশ্বারামাদিভ্যঃ প্রাণপর্য্যস্তানাং বিশেষতঃ স্ত্রীণাং

যহ্নন্দনঠাকুরের পদ্য ।

রাসে যাঁহারে বেকত ॥ সেই বস্তু বুল্লামনে সদা বিরাজয় ।
আগমাদেয় ধ্যান-উক্ত যেহো তেহো নয় ॥ অন্য আবরণ
আদি আগে না কহিল । এই ত কারণে ইহা তারে না
বলিল ॥ প্রণত জনেরে হস্তাবলম্বন দিয়া । নিজ পারিষদ
করে আনন্দিত হৈয়া ॥ পরম আনন্দ দেহ দান দেয় তার ।
স্বায়াদেহ দূর করে কি বলিব আর ॥ তাহাতে প্রমাণ তার
শ্রীমুখবচন । ভক্তস্থানে রূপা করি কহিল কখন ॥ কিবা
অপবর্গ শব্দে প্রেমভক্তি বলি । পঞ্চমঙ্করের পদ্য প্রমাণ
তাহারি ॥

কিম্বা সেই কৃষ্ণচন্দ্র অতিশয় দাতা । কল্পবৃক্ষ আদেয়
জিনে অন্তে কিবা কথা ॥

কিম্বা সর্ব্বনায়ক হৈতে গুণেতে প্রবীণা । পরম উত্তম
রূপ সর্ব্বরস-মীমা ॥ এই ত কহিল শ্লোকের বাহ্যদশা অর্থ ।
অন্তর্দশার অর্থ শুন পরম সমর্থ ॥ এইরূপে কোন বস্তু
আগে বিরাজয় । সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য সর্ব্ব বৈদধ্যাদি চয় ॥
আপনা মাধুর্য্য বেণুগীত আদি হৈতে । আজ্ঞা প্রাণপর্য্যস্ত
সে করয়ে মোহিতে ॥ বিশেষতঃ নারীগণের মোহরে.

ভক্তোহ্যপ্যভিতরাং ব্রজসুন্দরীণাং চিত্তনাচ্ছাদয়তি ইতি বস্ত্র । কীদৃশং । কিশো-
রাকৃতি । নমু গোপাঃ সাধাঃ পরতন্ত্রাঃ কথমেযান্তি কথয়া রাসো ভবেদিত্তি
ব্যাকুলোহপি তথা বেণুনাঙ্গলহরীভির্ঘনিক্ষীণাং তদা কৃষ্ণবল্লবীনাং কাঞ্চীনুপুরা-
দিক্ষ্বনি শ্রবণজ্ঞানক্ষণেনে নিৰ্ব্যাকুলং । তথাচ হস্তে ন্যস্ত ইচ্ছয়া বেণুনাঙ্গলৈব
সম্পাদিতঃ নতানাং স্বচরণাশ্রয়োমুখীনাং তাসাং গুৰীাদিবারণধর্মলজ্জাদিশৃঙ্খ-
লাভ্যো হপবর্ণো মোক্ষো যেম । তহুক্তং । যা মাতঙ্গনছর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃ-
শ্চেত্যাদৌ । তথা । অখিলাসু বল্লীষু উদারং তত্তদভীষ্টবিলাসপূর্ত্য সর্বমনো-
রথদাতৃ । তহুক্তং । শ্রীজয়দেববচনৈঃ । বিশ্বেষামমুরঞ্জনেনেত্যাদৌ । কিম্বা অখি-
লৈর্ভজনীয়াসদগুণৈরুদারং মহদভ্যন্তমমিত্যর্থঃ । অন্যান্য সমং । আকৃষ্যা রাধাং
ব্রজসুক্রবাং গণাষ্টক্যা তয়া গৃঢ়বিলাসলাভতঃ । কুঞ্জে রসাস্বাদবিশেষগন্ধয়ে:

যছন্দনঠাকুরের পদ্য ।

অস্তরে । তাতে হৈতে ব্রজনরী সদা মোহ করে ॥ কিশোর
আকৃতি বস্ত্র গুণের সাগর । মদনমোহন বেশ শ্যাম কলে-
বর ॥ মনে চিন্তে কৃষ্ণ গোপনারী পরতন্ত্র । সহজেই নারী-
গণ না হয় স্বতন্ত্র ॥ কেমনে আসিবে হেথা স্বতন্ত্র হইয়া ।
ব্যাকুল হইলা মনে এ সব চিন্তিয়া ॥ বেণুগান আরস্তিলা
শুনি গোপীগণ । পরম আনন্দবৃন্দে আকর্ষিল মন ॥
নির্ব্বাণ শব্দেতে কহি আনন্দ বিশেষ । বিশ্বপ্রকাশে কহে
এই অর্থ শেষ ॥

হস্তে লৈয়া বেণুগান করিয়া গোবিন্দ । প্রণতগণের
মনে বাঢ়ায় আনন্দ ॥ গুরু লজ্জা ধর্ম আদি শৃঙ্খলা হইতে ।
মুক্ত করি আনে কৃষ্ণ আপন ইচ্ছাতে ॥

ব্রজনরী বেণু শুনি উন্মত্ত হইয়া । আইসে কৃষ্ণের স্থানে
না চায় ফিরিয়া ॥ নুপুর কিঙ্কণী বাজে কঙ্কণ ঝঙ্করে । সে
ধ্বনি শুনিয়া কৃষ্ণ নিৰ্ব্ব্যাকুল ধরে ॥ বহু কল্পরক্ষ হৈতে
উদয় গোবিন্দ । সর্বগোপী অতীষ্ট পরণ নিরুচ্ছন্ন ॥

প্রারম্ভি রাসো রসিকেন্দ্রমৌলিনা । পশ্চাৎপ্রয়া বাহুদশোথমর্থং সংগৃহ্ণতাদাবপি
বক্তু মর্হং । অন্তর্দশোথঃ সবিশেষমর্থঃ পূর্কং নিজেষ্ঠঃ কিল কথ্যতেহমৌ ।
তথাস্য তদ্ বেশাবজ্ঞাৎ শ্রীরাধায়াঃ শ্রীকৃষ্ণেহনুরাগাদিশ্রবণজাতলোভত্বাৎ
রাগানুরাগমার্গেণৈব ভজনং । অত্র রাগানুরাগমার্গে অনুরাগপন্নরতিসাধকভক্তৈরপি
শ্বেপ্তিসিদ্ধদেহং মনসি পরিকল্প্য ভগবৎসেবাদিকং ক্রিয়তে । জাতরতী-
নাস্ত স্বয়মেব তদেহক্ষুর্ভেঃ । অসাতু উৎপন্ন মধুরজাতীয়া রতিঃ ক্রমেণানু-
রাগদশাং প্রাপ্তাস্তত্তদেহক্ষুর্ভিঃ সৈদব । যথা রসামৃতসিন্ধৌ । ইষ্টে স্বার-
সিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ । তন্ময়ী যা ভবেত্তুক্তিঃ সাত্ৰ রাগান্বিকো-
চ্যতে । বিরাজস্তীমভিব্যাক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু । রাগান্বিকামনুসৃত্বা বা সা
রাগানুরাগোচ্যতে । রাগান্বিকৈকনিষ্ঠা যে ব্রজবাসিজনাদয়ঃ । তেষাং ভাবাপ্তয়ে

যত্ননন্দনঠাকুরের পদ্য ।

রসিকেন্দ্র মৌলী কৃষ্ণ আরস্তিলা রাস । বহু ব্রজাঙ্গনা
সঙ্গে হাস পরিহাস ॥ ভঙ্গি করি ব্রজাঙ্গনা মাঝে হৈতে রাধা ।
আকর্ষণে নিগূঢ় বিলাস লোভে সাধা ॥ নিকুঞ্জে বিশেষ রস
আস্বাদ লাগিয়া । আরস্তিলা রাসলীলা আনন্দিত হৈয়া ॥
দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ কহিল বিস্তার । তৃতীয় শ্লোকের এবে
শুন অর্থ সার ॥ পাছে বাহুদশার অর্থ সংক্ষেপে কহিব ।
অন্তর্দশার অর্থ কিছু বিস্তারি বর্ণিব ॥ নিজ ইন্দ্ৰ অন্তর্দশার
অর্থসবিশেষ । সেই অর্থ বিস্তারিব জানিতে উদ্দেশ ॥ অতঃপর
লীলাশুক মহাভাগবত । বেষ্ট্রামুখে রাধাকৃষ্ণ লীলা শুনে
যত ॥ রাধাকৃষ্ণ অনুরাগ প্রবন্ধ শুনিয়া । অতিলোভ উপ-
জিল আপনার হিয়া ॥ রাগানুরাগ মার্গে কৃষ্ণভজন করিতে ।
পরম লালসা তার বাঢ়ি গেল চিত্তে ॥ এই রাগানুরাগ পথে
অন্য ভক্তগণ । উৎপন্ন রতি কৃষ্ণে সাধক লক্ষণ ॥ তাহারা হ
বাঞ্ছিত দেহ মনেতে কল্পিয়া । কৃষ্ণসেবা আদি করে একান্ত
হইয়া ॥ জাতরতিগণে তাহা সদা স্মৃতি হয় । নিজ স্বখ

চাতুর্ধৈকনিদান সীমা চপলাপাঙ্গচ্ছটামম্বরং

লাবণ্যামৃতবীচিলোলিতদৃশং লক্ষ্মীকটাকাদৃতং ।

লুক্কো ভবেদম্বাধিকারবান্ তত্তত্ত্বাবাদিমাধুর্যো ক্রতে ধী র্বদপেকতে । নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোংপত্তিলক্ষণমিতি । অথোজলনীলমণৌ । স্যান্দৃঢ়েয়ং রতিঃ প্রেমা প্রোদান্ স্নেহঃ ক্রমাদয়ং । স্যান্মানঃ প্রণয়ো রাগোহমুরাগো ভাব ইত্যপি । বীজমিকুঃ সচ রসঃ স গৃভঃ খণ্ড এব সঃ । সঃ শর্করা সিতা সা স্যাং সা যথা স্যাং সিতোপলেতি । তত্রাহুরাগলক্ষণং । সদাহুভূতমপি যঃ কুর্করবনবং প্রিয়ং । রাপৌ ভবন্নবনবঃ সোহমুরাগ ইতীর্ষাতে ॥ ইতি । তথৈ-
বাগ্রে ব্যক্তীভবিষ্যতি ॥ ২ ॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণপার্শ্বে সর্বমুখায়াঃ পূর্বশ্চতামুরাগসৌভাগ্যায়াঃ শ্রীরাধায়াঃ

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে পূর্বে ষাঁহার অনুরাগ ও সৌভাগ্য শ্রুত হইয়াছে, সেই শ্রীরাধার পার্শ্বা এবং উপা-
সনাকারিণী সখীগণের মধ্যে আপনাকে তাদৃশী একটা জানিয়া কোন এক সখী নিবেদন পূর্বক কহিলেন ॥

হে সখীগণ ! যিনি চাতুর্ধৈক্যের একমাত্র নিদানের সীমা স্বরূপ অপাঙ্গ অর্থাৎ নেত্রপ্রাস্তভাগের ছটায় মম্বর, লাবণ্যা-

যদ্বন্দনঠাকুরের পদ্য ।

দুঃখে তাহা কভু না বাধয় ॥ লীলাশুকে উপজিল মধুর
জাতি রতি । ক্রম অনুরাগ দশা তাতে প্রাপ্ত অতি ॥ সদা
সেই দেহ স্মৃতি হয় তার মনে । রসামৃতসিন্ধু এশ্বে যে সব
লক্ষণে ॥ ২ ॥

এই সব কথা আগে সব ব্যক্ত হবে । তৃতীয় শ্লোকের
অর্থ কহি কিছু এবে ॥ কৃষ্ণপার্শ্বে সর্বমুখ্য রাধা গুণবতী ।
অনুরাগ সৌভাগ্যপূর্ণা পূর্বে যার খ্যাতি ॥ তার পার্শ্বে
আছে সখী তার উপাসিকা । আপনাকে তার মাঝে জানে
সেই একা ॥

কালিন্দীপুলিনাঙ্গণপ্রণয়িনং কামাবতারাকুরং

বালং নীলগমী বয়ং মধুরিমম্বারাজ্যমারাম্মুখং ॥ ৩ ॥

পার্শ্বস্থসখীনাং তত্পাসিকানাং মধ্যে আস্থানং তাদৃশীমেকাং জ্ঞাপয়ন্নাহ ।
অমী বয়ং তৎপরিবাররূপা বালং কিশোরং আরাম্মুখং । চামরান্মোলন
তাষ্মূলদানাদিনা বয়ং সেবামহে । পূর্কং কিশোরাঙ্কতিত্বেন নিরূপিতত্বাৎ ।
অগ্রেহপি তল্লীলায়া এব বর্ণিতত্বাৎ । স্তৃত্যলঙ্কারাদিষু ত্রিবিধবয়োবিবেচনে
বালাষোড়শাকান্তমিতি প্রসিদ্ধেচ বালশব্দেনাত্র কিশোর এবোচ্যতে । অন্যথা
ব্যাখ্যায়াং কামাবতারাকুরত্বাসম্ভবাৎ । এবমগ্রেহপি জ্ঞেয়ং । কীদৃশং । নীলং
ইন্দ্রনীলমণিশামং মূর্ত্তং শৃঙ্গাররসমিত্যর্থঃ । যত্নকং । শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমামিতি ।

মূর্ত্তের তরঙ্গে চঞ্চললোচন, লক্ষ্মীদেবীর কটাক্ষে সমাদৃত,
যমুনার পুলিনাঙ্গনের প্রণয়ী কামরূপ অবতারের অকুর এবং
নিখিল মাধুর্য্যের নিজায়ত্ত রাজ্য স্বরূপ, সেই নীলবর্ণ বালক
অর্থাৎ কিশোরকে আমি আরাধনা করি ॥ ৩ ॥

যছন্দনঠাকুরের পদ্য ।

রাধিকার পরিবার আমি সর্ব্বথায় । আরাধিব কিশোর
শেখর শ্যামরায় ॥ চামর দোলাব আর যোগাব তাম্বুল ।
পাদসম্বাহন আদি সেবা অনুকূল ॥ বাল শব্দে কিশোর বয়স
শাস্ত্রে কহে । স্মৃতি অলঙ্কার আদ্যে ইহা ব্যক্ত হয়ে ॥
ত্রিবিধ বয়স কৃষ্ণের বিবেচনা কাষে । ষোড়শাব্দ অন্তবাল্য
তাতে কহিয়াছে ॥ এই লাগি বাল শব্দে কিশোর কহিয়ে ।
এই মত এই গ্রন্থে সর্ব্বত্র বুঝিয়ে ॥ আর কহি বাল শব্দে
কাম অবতার । প্রকট অকুর যেন বিনোদ আকার ॥ কিশোর
আকার কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন । ইন্দ্রনীলমণি শ্যামবর্ণ মনোরম ॥
কেবল শৃঙ্গার রসায়ন মূর্ত্তিমান্ । শ্রীগীতগোবিন্দ মার নীলা-
রস গান ॥

রাসরঙ্গকালিন্দীপুলিনমেব মাধবীচতুঃশালিকায় অঙ্গনং তত্র প্রণসিৎ সদা
তত্র বিলসন্তমিতার্থঃ । তথা প্রবললজ্জাবাম্যাভ্যাং পরমোৎকর্ষায়ামপ্যধো-
মুখস্থিতায়ঃ লক্ষ্ম্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ কটাক্ষে তৎপ্রাপ্তাবাদৃভং সাদরং তথা পরিতঃ
স্থিতাশ্চপ্যান্যাহ শ্রীরাধায়া এব লাবণ্যামৃতবীচিভি লৌলিতে সতৃষ্ণীকৃতে
দৃশৌ ষস্য তং । অতোহন্যাস্ত্যজ্জ্বা তয়া সহ রহসীলোৎকর্ষয়া সর্কসমাধান-
পূর্বকমন্যা লক্ষিতপ্রেরণয়া তন্নিজ্রামণস্বনিজ্রামণাদিষু তস্য তত্র চ চাতুরী-
কুর্ভাহ । চাহুর্বোতি । চাতুর্যাণাং নেত্রাস্তাদিদ্ধারৈব তত্তজ্জ্ঞাপনরূপাণাং

যজনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

মাধবীর চতুঃশালা কালিন্দীপুলিনে । রাসরঙ্গ লীলা
করে তাহার অঙ্গনে ॥ কালিন্দীপুলিন তার অতিপ্রিয় স্থান ।
প্রিয়া লৈয়া লীলা তাহা করে অবিরাম ॥ অতি লজ্জা বাগ্য
আর অতি উৎকর্ষিতা । অধোমুখী সদা রহে সেই যে
রাধিকা ॥ তাহার কটাক্ষ যার আদর অপার । আদরে ভজিব
আগি চরণ তাঁহার ॥ রাসমধ্যে শতকোটি গোপী সঙ্গে
লীলা । রাধার লাবণ্যে যেহ আকৃষ্ট হইল ॥ রাধার লাবণ্য
সুধা তরঙ্গে ভরল । সদাই তৃষিত নেত্র যাহার প্রবল ॥ সেই
কৃষ্ণ ভজিব আগি এই মনে দৃঢ় । হৃদয়ে লালসা মোর বাঢ়ি
গেল বড় ॥ রাসমধ্যে অন্য গোপীগণ তেয়োগিয়া । রাধা-
সঙ্গে কুঞ্জলীলায় ভুলে যায় হিয়া ॥ নেত্র অণু দ্বারে তাহা
ব্যক্ত জানাইতে । চপল অপাঙ্গ ছটা সীমারূপ যাতে ॥ এই
যে নয়ন ভঙ্গী বুঝেন রাধিকা । অন্য কেহো নাহি বুঝে
তাহাতে অধিকা ॥ কিম্বা রাধা কটাক্ষেতে আদর বাহার ।
সঙ্কত জানিয়া তেঁহ করে অঙ্গীকার ॥ যাহাতে চঞ্চল যার
অপাঙ্গের ছটা । তাহারে ভজিব আগি মনে হর্ষ ঘটা ॥

লক্ষ্মীগণ কহিতে কহি ব্রজদেবীগণ । কটাক্ষেহ যদ্য-
পিহ আদর সঘন ॥ চাতুর্যানিদান-মাত্র এক সেই সীমা ।

যানি মুখ্যানি নিদানান্যাদিকারণানি তেষাং গীমা অবধিক্রপশচ । পুনশচপলে
 যো হপাঙ্গ স্তস্য ছটয়া তাং মহুরয়তি স্তক্কাং করৌতীতি । অতো লক্ষ্মাস্তস্যঃ
 কটাক্ষে আদৃতং সাদরং সন্ধেতজ্জাপনমিদং জ্ঞাপয়ত্বিমিতি তদভিলসস্ত-
 মিত্যর্থঃ । যদ্বা । তথা শ্রিয়ঃ কাস্তাঃ কাস্তঃ পরমপুরুষ ইত্যাদি । লক্ষ্মীসহস্র
 শতসংভ্রগসেব্যমানসিত্যাদি ব্রহ্মসংহিতাদ্যমুসারেণ লক্ষ্মীণাং ব্রহ্মদেবীনাং
 কটাক্ষেরাদৃতমপি তাদৃচ্চার্য্যোগানবধিক্রপশচপলায়াস্তল্লীলার্থং জাত-
 চাপল্যায়াঃ স্ত্রীরাধায়া যোহপাঙ্গস্তচ্ছটাভিগৃহরং জাতস্তক্কতয়া তত্ত্বংক্রিয়া-
 দিব্যপাশক্ৰং বা । তথা প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগনং প্রথামিত্যাদ্যমু-
 সারেণ কামস্য তদ্বিষয়কপ্রেমবিশেষস্য যোহবতারঃ । প্রাকট্যাং তস্যাকুরঃ

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

সেই যে লীলায় যার লোভ অনুপমা । রাধার অপাঙ্গ ছটায়
 মহুর হইয়া । স্তম্ভ হইয়া রহে তাতে শক্তি তেয়াগিয়া ॥

কাম শব্দ তাহার বিষয়ে প্রেম কহি । তার যেই অব-
 তার জঙ্কুর উদই ॥ তাহারে ভজিব আমি হইয়া একান্ত ।
 কহিতেই দেখে সর্ব সাধুর্যের অন্ত ॥ সাধুর্য স্বারাজ্যময়
 এই কক্ষে হয় । সকল স্থলভ এথা সাধুর্য-আলয় ॥ রাধি-
 কার সখীভাব লীলাশুক মনে । প্রকট হইল এশ্বে তাহারি
 বচনে ॥

বাহুদশা অর্থ এবে কহিয়ে ইহার । ভঙ্গী প্রতি লীলা-
 শুক যে কৈল প্রচার ॥ পূর্বে যে কহিলাও বস্তু নিয়ম
 তোমারে । কেবল সে বস্তু নহে আর আছে আরে ॥ আমরা
 মতাই যার করি আরাধনে । ব্রহ্মা শুক আদি তারে করিলা
 স্তবনে ॥

সেই যে কিশোর শ্যাম করি আরাধন । আশ্রণী
 তেঁহ সর্ব নায়ক উত্তম ॥ বিশেষে কালিন্দীকূলে সদাই

প্রেরোহো যদ্ভাস্তং । সর্দঙ্গাপুর্গামনুভূয়াহ মধ্বিতি । মধুরিমাং সারাজ্যাং তং সর্দ-
 তৈব সুলভমিত্যর্থঃ । তত্রাস্য তস্যঃ সথোনাহুরাগতঃ । রাধাপয়োধরে-
 ত্যাদৌ । মে বা শৈশবচাপলব্যক্তিকরা রাধাবরোদোমুখা ইত্যাদৌ চ স্বেব্যৈক্ৰব ।
 বাহুদশার্থস্বেবং । স্বসঙ্গিনঃ প্রত্যেব ন কেবলং তাদৃশং বস্তুস্ত্যেব মাত্রং বয়মপি
 তহুপাস্মহ ইত্যাহ । অমী বয়ং । জানন্তু এব জানন্তু ইত্যাদিনা । নাযং সুখাপো
 ভগবানিত্যাদিনা বিধিগুকাদিভিঃ স্ততং বালং আরাধুম ইতি । স্বরবৈকৃত্যে-
 নাশচর্যাদ্যোতনং । স্বস্যা তদ্বহিমুখপূর্কদশাস্মৃত্যা অদসঃ প্রয়োগঃ । তানু
 ক্রোড়ীকৃত্য বহুত্বপ্রয়োগশ্চ । তমেবাস্রয়ণীয়নায়কং সদাগুণৈ বিশিনষ্টি ।
 তত্র কালিন্দীতি সদা বিলাসিত্বমুক্তং । মধুরিসেতি কুচিরত্বং তাসামাকর্ষণে
 উপেক্ষাপ্রত্যায়কবাগ্ভঙ্গিপ্রার্থনাদিচাতুরীক্ষুর্ভূত্যাহ চাতুর্যোতি । অনেন
 বৈদগ্ধ্যং । চপলেতি মোহনত্বং । চপলানাং তাসামাপাঙ্গছটাভি মধুরং
 স্তক্ৰমিতি প্রেমবৈবশ্যত্বং । তস্য মুখেন্দুদর্শনাচ্ছলিতো যো লাবণ্যামৃতার্ণব-
 স্তদমৃতবীচিভি লৌলিতাঃ সতৃক্ষীকৃত্য স্তস্যঃ পশ্যতাঞ্চ দৃশো যেনেতি
 সৌন্দর্য্যং । বেণুনা দাক্ষিণ্য নভঃস্থিতয়া লক্ষ্ম্যাঃ কটাক্ষেরাদৃতং সাদরং সলালস-

যছন্দনঠাকুরের পদ্য ।

বিলাসে । অতিশয় স্মাধুরী যাহাতে প্রকাশে ॥ কহিতেই
 যেন রাসে গোপাসনা আনি । উপেক্ষা করয়ে হেন কহে
 ভঙ্গী বাণী ॥ প্রার্থনা জানায় তাতে বচন কোশলে । এই
 ক্ষুর্ভে লীলাশুক কহয়ে সহরে ॥ বৈদগ্ধ্য চাপল্য নিজ
 প্রকাশ করিলা । মোহনত্ব আপনার তাতে জানাইলা ॥
 তারা যে চপলাগণ অপাঙ্গ ছটাতে । মধুর হইল এই প্রেম-
 বশ্য রীতে ॥ রাধিকাদি মুখচন্দ্র দর্শন হইতে । উছলিল
 লাবণ্য অমৃতসিঞ্চু যাতে ॥ তাহার তরণে তারে ভূষিত
 করিয়া । তা সবারে দেখে য়েঁহো সুখাবিষ্ট হৈয়া ॥ এই ত
 সৌন্দর্য্য পূর্ণ ইহাতে প্রকাশ । অত্যাগ্ৰ চঞ্চল নেত্র মুখে
 মুছ হাস ॥ বেণু ধ্বনি করি আকর্ষিলা লক্ষ্মীগণ । কটাক্ষে

নীল্যমাণমিতি । নারীগণমনোহারিঃ কামাদীনাং চতুৰ্ব্যূহান্তর্গতপ্রহু-
 স্নাখ্যস্বরূপাণাং শাখাস্থানীগণাঃ তদংশলেশাভাসরূপাণামনন্তব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত-
 প্রাকৃতকামানাং পত্রস্থানীগণাসবতারস্য প্রাকট্যস্য অঙ্কুরঃ প্রথমোদ্ভিন্ন-
 কোমলস্কন্ধাংশং । প্রাকৃতাপ্রাকৃতকন্দর্পনিদানবৃন্দাবনাভিনবকন্দর্পমিত্যর্থঃ ।
 আগমাদৌ কামগায়ত্র্যা কামবীজেন চ তস্য তদ্রূপেণোপাস্যত্বাৎ । কোটিনদন-
 বিমোহনাশেবচিভাকর্ষকসহজমধুরতরলাবণ্যামৃতাপারার্ণবেন মহানুভাবচয়ে-
 হ্নুভূমমানতত্ত্বমহাভাবনিবহেন শ্রীমদনগোপালরূপেণাধুনাপি বৃন্দাবনে বিরাজ-
 মানত্বাচ্চ । অনেন সর্কবতারবীজসর্কমাধুর্যো উক্তে । রাসদীনা
 ক্রমতোষা যয়া সংযুক্ত্যতেহনিশং । হরে বিদম্ব্রতাভের্যা রাধাসৌভাগ্য-

যত্ননন্দনঠাকুরের পদ্য ।

পূজিলা তারা লোভি হৈয়া মন ॥ নারীগণ মনোহারি লীলার
 প্রকাশ । না পাইলা সঙ্গী লক্ষ্মী গেলা ছুঃখে বাস ॥ চতুৰ্ব্যূহ
 অন্তরেতে যত কামগণ । প্রহুস্নাখ্য আদি স্বরূপ মনো-
 রম ॥ শাখাস্থানীগণ আর আছে কত কত । তার অংশ
 লেশাভাস রূপ যত যত ॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যত কামগণ ।
 পত্রস্থানী আছে তার না হয় গণন ॥ তার অবতারী কৃষ্ণ
 প্রাকট্য অঙ্কুর । বৃন্দাবনে নব কামদেব সর্কমূল ॥ প্রাকৃতা-
 প্রাকৃত যত কন্দর্পের গণ । প্রথম কমলস্কন্ধ অংশ মনো-
 রম ॥ আগমাদি শাস্ত্রে গায়ত্রী কামবীজে । তার উপাসনা
 করে সর্কভাবে ভজে ॥ কোটি মনোমথ এই রূপের প্রকাশ ।
 সর্ক চিত্ত আকর্ষক সহজ বিলাস ॥ লাবণ্য মধুরোত্তম অমৃ-
 তের সিদ্ধু । মহা অনুভাব চয়ে অনুভাবে বিন্দু ॥ সেই সেই
 মহা মহা প্রভাবের গণ । মহা মহাশয় সবে করে আশ্বাদন ॥
 অদ্যাবধি মদনগোপাল রূপ ধরি । বৃন্দাবনে বিরাজয়ে সঙ্গে
 গোপনারী ॥ সর্ক অবতার বীজ মাধুর্য্য আশয় । বৈদম্ব

ঐ ৩০৭
কৃষ্ণকর্ণামৃতং । Act ২২৪৬০ ২১
১৪/১/২০০৫

হৃন্দুভিঃ ॥ ৩ ॥

অথাস্য বাহু তিস্রো দশা দৃশ্যন্তে । প্রথমক্ষুর্ভৌ ক্ষুর্ভিজ্ঞানং । ততঃ
ক্ষুর্ভিসাক্ষাৎকারয়োত্রমঃ । ততঃ সাক্ষাৎকার ইতি । অত্রাস্য মধুরজাতীয়-
ভাবাশ্রয়ত্বাৎ পূর্বরাগবিপ্রলম্বোৎপন্নলালসাদশোৎপন্নাস্তি তয়া অন্তঃক্ষুর্ভা-
বপি বাহুদশোৎপন্ন্যৈবকল্যাদিবাসিতমনস্তয়া রাসবিলাসিনস্তস্য ক্ষুর্ভি-
প্রার্থনমেষাষ্টাদশভিঃ । তানি স্পর্শস্থখাদীনি তেচ তরলা ইত্যাদৌ । সা
বিশ্বাধরমাপুরীতি বিষয়াসঙ্গেহপি চেন্নানসৎ, তস্যাত্ লগ্নসমাধি হস্ত বিরহ-
ব্যাধিঃ কথং বর্জতে । ইতিবৎ ॥

তত একেন স্বনিশ্চয়কথনং । ততো গোপীনাং রাসাস্তহিতকৃষ্ণদর্শ-

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

চাতুর্য্য সর্ব্ব রসের আশ্রয় ॥ এই কৃষ্ণ আরাধিযু মোর মনে
লয় । যাতে লোভি হয় মন সেই সে মিলয় ॥ জয় জয় রাগ-
লীলা জয় রাসলীলা । অহর্নিশি এই লীলা যেহ ঘোষাইলা ॥
কৃষ্ণবিদম্বতা ভেরী মম্বন বাজায় । রাধার সৌভাগ্যময়
হৃন্দুভি ঘোষয় ॥ ৩ ॥

চতুর্থ শ্লোকের অর্থ প্রকাশ করিতে । আভাস লিখিয়ে
তার টীকা অভিমতে । এই লীলাশুকের বাহু তিন দশা হয় ।
প্রথমে কৃষ্ণের ক্ষুর্ভৌ ক্ষুর্ভি জ্ঞান হয় ॥ দ্বিতীয়েতে হয় ক্ষুর্ভি
সাক্ষাৎকার ভ্রম । তৃতীয়ে সাক্ষাৎকার এইত লক্ষণ ॥ মধুর
জাতীয় ভাব আশ্রয় হইতে । পূর্বরাগ বিপ্রলম্ব উৎপন্ন
তাহাতে । প্রথমে লালসা দশা উৎপন্ন হইলা । যদ্যপি
চিন্তেতে তার লালসা ক্ষুরিলা ॥ বাহুদশা উত্থাপিত দৈন্য
বিকলতা । তাহাতে বাসিত মন হইল সর্ব্বথা ॥ শ্রী রাসবিলাসী
কৃষ্ণ ক্ষুর্ভির লাগিয়া । অষ্টাদশ শ্লোক করে প্রার্থনা যাচিয়া ॥

একশ্লোকে আপনার নিশ্চয় কহিলা । তবে রাসে কৃষ্ণ

নোৎকণ্ঠা প্রলাপক্ষুৰ্ত্তা তদর্শনং প্রার্থনং ত্রয়দ্বিংশতা । ততঃ ক্ষুৰ্ত্তিসাক্ষাৎ-
কারয়ো ভ্রমঃ পঞ্চাভিঃ পুনর্দর্শনোৎকণ্ঠা সপ্তাভিঃ । ততঃ সাক্ষাত্তদর্শনার্হাঙ্-
মনসাগোচরত্বেন তদ্বর্ণমষ্টাবিংশত্যা । ততশ্চেন সহোক্তিঃ প্রত্যুক্তিঃ সপ্তদশাভি-
রিতিক্রমঃ । তত্রাদৌ তয়া সহ নিভৃতলীলোৎকণ্ঠয়া সৰ্ব্বসমাধানার্থং । বাহু-
প্রসারেত্যাদিবৎ । তথা তস্যাস্তাঙ্গাং তদ্বৎকণ্ঠাং বর্দ্ধয়িতুমুক্তম্ভয়ন্ রতিপতি-
মিত্যাদিবচ্চ । তাভিঃ সহ বিলসতস্তস্য ক্ষুৰ্ত্ত্যা স্বসমানসখীঃ প্রত্যাহ । প্রথমং

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

অন্তর্দ্বান ক্ষুৰ্ত্তি হৈলা ॥ তাতে গোপীগণ কৃষ্ণ দর্শন লাগিয়া ।
উৎকণ্ঠাতে ফিরে তারা প্রলাপ করিয়া ॥ তাহা দেখিবারে
ক্ষুৰ্ত্তি প্রার্থনা করয় । তেত্রিশ শ্লোকেতে লীলাশুক নির্ঝা-
চয় । তবে ক্ষুৰ্ত্তি সাক্ষাৎকার ভ্রম অতিশয় । পঞ্চশ্লোকে
বিশেষিয়া করিল নিশ্চয় ॥ পুনর্বার দর্শন লাগি উৎকণ্ঠিত ।
সপ্তশ্লোকে সেই সব করিল নিশ্চিত ॥ সাক্ষাৎ দর্শন তবে
হইল তাহার । বাক্য মন অগোচর বর্ণনা প্রচার ॥ অষ্ট বিং-
শতি তার শ্লোক মনোহর । উক্তি প্রত্যুক্তি কৃষ্ণ সঙ্গে তার
পর ॥ সপ্তদশ শ্লোকে তাহা করিল বিস্তার । এইরূপে ক্রমে
অর্থ করিয়ে প্রচার ॥ তাহার প্রথম লীলা রাধিকার সনে ।
নিভূতে করিতে সাধ বাঢ়ে কৃষ্ণ মনে ॥ সৰ্ব্ব সমাধান লাগি
সৰ্ব্ব গোপী সনে । বাহুপ্রসারাদি লীলা করে হর্ষমনে ।
রাধা আর গোপীগণের উৎকণ্ঠা বাড়াইতে । রাসে নান
লীলা করে কৃষ্ণ নানামতে ॥

রাধা আদি গোপাঙ্গনা সনে কৃষ্ণচন্দ্র । রাসলীলা করে
মনে পাইয়া আনন্দ ॥ সেই রাসলীলা ক্ষুৰ্ত্তি হৈল লীলা-
শুকে । নিজ সম সখী প্রতি কহে নিজমুখে ॥

প্রথমতঃ কৃষ্ণের লাভণ্য ছটা সনে । ভূষণ অম্বর কান্তি

বর্হোত্তংসবিলাসকুস্তলভরং মাধুর্য্যামমানং

তল্লাবণ্যচ্ছটোচ্ছলিতং তদ্ভূষণাধরং গোপীলাবণাভূষাদিজ্যোতিঃপুঞ্জং নির্বিশেষতয়াভূভূয়েব জাতাঙ্লান্দো লোভাৎ সসংভ্রমমাহ ॥

ইদং জ্যোতিঃ স্বপরপ্রকাশকং মনোনেত্ররসায়নং বস্ত্র নশ্চেতসি চকাস্ত । দ্বেষদিশেষক্ষুর্ভ্যাহ । কুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডাধরস্মিতাদীনাং মাধুর্য্যে তৎপ্রবাহে মগ্নং কৃতসঞ্জমমাননং যস্য তৎ । সমগ্রবিশেষক্ষুর্ভ্যাহ । প্রকর্ষণে উন্নীলম্রবযৌবনং চরমকৈশোরং যস্য তৎ । তথা বর্হোত্তংসস্য যো বিলাসঃ নৃত্যগত্যা মন্দানিগেন

অনন্তর সখীগণ সহ বিলাসকারি শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্তি বোধ করত আপনার সমান সখীগণের প্রতি কহিতে লাগিলেন—
হে সখীগণ ! যিনি ময়ূরপিচ্ছ চূড়ার সহিত সংযুক্ত কুস্তলে

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

ঘটা উচ্ছলনে ॥ তৈছে গোপাসনা-অঙ্গ লাবণ্যের ছটা । তার বিভূষণ বাস জ্যোতিঃপুঞ্জ ঘটা ॥ নির্বিশেষ জ্যোতিঃপুঞ্জ দেখি লোভ হৈল । সসংভ্রম হৈয়ে কিছু কহিতে লাগিল ॥ নিজ পর প্রকাশক এই জ্যোতিঃপুঞ্জ । মন নেত্র রসায়ন সর্বজনরঞ্জ ॥ আমার মনে ত সদা রহুক লাগিয়া । তিল এক কভু যেন না ছাড়য়ে হিয়া ॥ এতেক কহিতে অঙ্গ বিশেষ স্ফুরিলা । তাহার কারণে কিছু কহিতে লগিলা ॥ কুণ্ডলমণ্ডিত গণ্ডাধরমাধুরী । মন্দ মন্দ হাস্য তাহে বচনচাতুরী ॥ মাধুর্য্যপ্রবাহে মগ্ন কৃষ্ণেগ আনন । দেখ দেখ স্মমাধুর্য্য করয়ে মজ্জন ॥ কহিতেই সামগ্রী বিশেষ স্ফূর্তি হৈলা । বিবরিয়া সেই কথা কহিতে লাগিলা ॥ নবীনযৌবন বয়ঃ উদয় হইল । চরম কৈশোর স্থির হইয়া রহিল ॥ চাঁচর কেশরে চূড়া তাতে মনোহর । তাহাতে বহিঁয়া শোভে পরম স্নন্দর ॥ নটন গমনে

প্রোক্ষীলনবর্ষোবনং প্রবিলসদ্বৈশুপ্রণাদামৃতং ।

আপীনস্তনকুটুমলাভিরভিতো গোপীভিরারামিতং

চান্দোলনং তদ্যুজ্জকুন্তলভরস্বংকলাপো যস্য । তথা স্বরালাপাদিভঙ্গিভি বিল-
সস্তো যে বেণোঃ প্রকৃষ্টা নাদা স্তএবাতিমধুরহাং শুকস্বাবাদি জীবদস্বাচ্চা-
মৃতানি যস্মিন্ । তথা গোপীভিরভিতশ্চুস্বনালিঙ্গনাদিভিরারামিতং সেবিতং ।
আপীনানি স্তনকুটুমলানি যাসাং তাভিঃ । তথা জগতাং তৎস্পর্শভৃষ্ণাভিতঃ
কুটিলং ভ্রমস্তীনাং তাসাং মধ্যে একস্যাং শ্রীরাধায়াং অতি সর্বতোভাবেন
যো রামঃ রমণং তেন পশ্যতাং স্মরতাং চাভুতং চমৎকারকারকং । তয়া সহ
মিথঃ স্বকন্যস্তহস্ততয়া কৃতনৃত্যহাং । বাহুে তান্ প্রত্যেবাহ । অর্থঃ স এষ

শোভিত, যাঁহার বদন মাধুর্যে নিমগ্ন, যিনি সমুদিত নব-
র্ষোবনশোভিত, বেণুনিদারূপ অমৃতযুক্ত, স্থূলতর স্তন কুটুমল-
শালিনী গোপাঙ্গনাগণ কর্তৃক সর্বতোভাবে আরাধিত এবং
যিনি জগতের মধ্যে একমাত্র শ্রীরাধায় সর্বতোভাবে অনুরক্ত
এবং যিনি দর্শন ও স্মরণকারিদিগের সম্বন্ধে চমৎকারকারী

যদ্বন্দমঠাকুরের পদ্য ।

মন্দ বাতাসে দোলায় । তাহার বিলাসে সদা ভুবন ভুলায় ॥
বিস্বাধরে বিলাস মুরলী মনোহর । স্বরভঙ্গি আলাপনে
মাধুরী বিস্তর ॥ কেবল অমৃত ধ্বনি সদা বরিষয় । শুক কার্ঠ
আদিগণে জীবন রচয় ॥ তাতে মুগ্ধ হৈয়া রহু গোপাঙ্গনাগণ ।
চুস্বনালিঙ্গনে সদা করয়ে সেবন ॥ তথা জগজ্জনে মনে
স্পর্শ ভৃষ্ণা হয় । হেন রূপ শোভা সখী বর্ণন না হয় ॥ গোপ-
কিশৌরীর মধ্যে রাধা গুণবতী । রাসমধ্যে দেখে কৃষ্ণের
যাতে অতি আর্তি ॥ দুহু স্কন্ধে দুহু বাহু আরোপণ করি ।
অশ্রোম্যে নাচে স্তখে সর্ব মনোহারি ॥ রাধাতেই কৃষ্ণ মন

জ্যোতিশ্চেতসি নশ্চকাস্ত জগতামেকাভিরামাদ্ভুতং ॥৪॥

মধুরতরস্মিতামৃতবিমুক্তমুখাস্মুরুহঃ

কিঞ্চা ত্রিজগতাং একং প্রধানমভিরামং চাভুতঞ্চ যন্তং ॥ ৪ ॥

পুনরতিমাধুর্যাস্কৃতিয়া তাঃ প্রতি সলালসমাহ মধুরতরেতি । পূর্করীত্যা
ইদং কিমপ্যানির্কচনীয়ং ধাম মম চেতসি চিরং চকাস্ত । নমু চিত্তসস্তাপকস্যাশ্চ
শ্রুতিলালসয়াহলমিত্যত্র চিত্তং তচ্চ দৃশয়গ্রাহ । কীদৃশে । বিশেষেণ সিনোতি
স্বমাধুর্যামধুনি মনোভৃঙ্গং বধাতীতি বিয়দং । তচ্চ বিষবদাহকব্বাধিবঞ্চ
তথাপ্যামৃতবদামিষং লোভ্যং যদেতদ্ধাম তস্য যং গ্রসনং ঝটিত্যান্নসাংকরণং ।
তত্র গুধু লম্পটং যন্তস্মিন্ । তদ্রুং । পীড়াভিনবকালকূটকটুতাগর্করা

সেই জ্যোতি অর্থাৎ স্বপ্নর প্রকাশক মনোনেত্র রসায়ন কোন
অনির্কচনীয় বস্তু আমার চিত্ত মধ্যে প্রকাশ প্রাপ্ত হইউন ॥৪॥

পুনশ্চ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য অত্যন্ত স্ফূর্তি পাওয়ায় সেই সমস্ত
মখীগণের প্রতি লালসা সহকারে কহিতে লাগিলেন—

অহে মখীগণ ! যাঁহার মধুরতর হাস্তামৃতে বদনপদ্ম

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

নয়ন বিলাসে । দরশনে কার মনে স্মৃথ যে না আইসে ॥

এই ত কহিল শ্লোকের অন্তর্দর্শার অর্থ । বাহ অর্থ
স্পষ্ট আছে মঙ্গী প্রতি সর্ক ॥ ত্রিজগতের প্রধান এক অভি-
রাম রূপ । বৃন্দাবনে আছে সর্ক মাধুর্যের ভূপ ॥ কহিতেই
পুনঃ অতি মাধুর্য স্ফুরিল । মম মখী প্রতি কহে লালসা
বাটিল ॥ ৪ ॥

মখি হে এই কৃষ্ণের অঙ্গের মাধুরী । সদা স্ফূর্তি হউ
মোরে, জ্যোতিঃপুঞ্জ যেই ধরে, অভিরাম নয়ন চাতুরী ॥ ৫ ॥

বদি বল এই কৃষ্ণ, না পাইলে সদা ভৃঞ্চ, মন হয়

মদশিখিপিজ্জলাঞ্জিতমনোজ্ঞকচপ্রচয়ং ।

বিষয়বিষাগিষগ্রসনগৃধ্বনি চেতসি মে

নির্কাসনং নিস্যানেন মুদাং স্পৃগামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ । প্রেমা স্পন্দরি নন্দ-
নন্দনপরো জাগর্ভি যশাস্তরে জায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রাস্তয়ঃ ॥
ইত্যাদৌ । তত্র হেতুমাহ । মধুতরং যৎস্মিতামৃতং তেন বিমুক্তং মনোহরং মুখা-
শুরুহং যস্য । তথা । বিপুলে বিলোচনে যশ্চ । তথা অস্মৎ পিজ্জান্যোবায়ব
তংসয়তীতি সৌভাগ্যমদযুক্তাস্তথা নবধননিন্দি তৎকাস্তিদর্শনোদ্যতানঙ্গ-
মদযুক্তাস্চ যে শিখিনস্তেবাং পিঞ্জলাঞ্জিতঃ স্বভাবমনোজ্ঞশ্চ কচপ্রচয়ো
যস্য । মধ্যপদলোপী সমাসঃ । মদাতিশয়াৎ তএব মদরূপা ইতি বা । শিখিনাং
মত্ততোক্ত্যা পিঞ্জানাং স্কীততোক্তা । বাছে তু । বিষয়ো বনিতাদিঃ । অন্যৎ-
সমং । অতঃ সএব রূপয়াচেৎ স্ফুরতি তদৈব তৎস্ফুরণমনাথা তদপি ছলভ-
মিতি দৈন্যাৎ । আগিষং পললে লোভ্যে ইতি মেদিনী । লোভ্যে বস্তুনীতি

অতিশয় মনোহর, ঝাঁহার কেশকলাপ মদমত্ত মধুরপিঞ্জ
লাঞ্জিত হইয়া অতিশয় শোভা প্রকাশ করিতেছে এবং যিনি
বিশাল লোচনযুক্ত, সেই কোন এক অনির্কবচনীয় ধাম
(তেজঃ) আমার বিষয় বিঘরূপ আগিষগ্রাসে লুক্কতর চিত্ত-

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

তাপিত বিস্তর । ছাড়হ লালসা কাষ, মেহ নহে মূল লাজ,
দোষি মোর হইল অন্তর ॥ নিজাঙ্গমাধুরী দানে, মনোভৃঙ্গ
বান্ধি টানে, গ্রাম কৈল তাতে মোর মন । দাহক বিষের
সম, আবিষয়ামৃত যেন, পরম লম্পট অনুক্ষণ ॥ মনোহর
মুখপদ্ম, বিদম্ব আনন্দ সদ্ম, তাতে স্মিত মধুরিমায়তে ।
বিপুল লোচনদ্বয়, শ্রবণ পরশে তায়, দেখি লোভ নহে কার
চিত্তে ॥ মনোজ্ঞ কুস্তল চূড়ে, মত্তশিখি-পিচ্ছ উড়ে, কিবা
শিখিপিচ্ছের বান্ধন । কহিতেই কৃষ্ণমুখে, মন মুক্ত হৈল

• বিপুলবিলোচনং কমপি ধাম চকাস্তু চিরং ॥ ৫ ॥ *

মুকুলায়মাননয়নাম্বুজং বিভো-

কোমঃ ॥ ৫ ॥

অথ শ্রীমম্বুখাম্বুজলগ্নমনস্তয়া মলালসমাহ । বিভোস্তম্মাধূর্গ্যচাতুর্গ্যসম্পং-
পূর্ণম্য মুখপঙ্কজং মে মনঃসরসি বিজৃম্বতাং । কীদৃশং । মুরলীনিবাদ এব
মকরন্দস্তেন নির্ভরং পূর্ণং । তথা শ্রোজ্জলেজ্জনীলগণিমুকুর ইবাচরতীতি মুকু-
রায়মাণে মূহনী গণ্ডমণ্ডলে যস্মিন্ । তথা স্মরমদেন ভাবোদ্গারেণ চ মুকু-
লায়মানে নয়নাম্বুজে যস্মিন্ । স্ফুটপদোপরি দরবিকসিতপদ্মগুণলং চেৎ ম্যাৎ

মধ্যে চিরকাল শোভা প্রাপ্ত হউন ॥ ৫ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্মে মন সংলগ্ন হওয়ায় লালমার
সহিত স্বীয় সখীর প্রতি কহিতেছেন ॥

হে সখি ! যাহাতে মুকুলসদৃশ নয়নপদ্ম বিরাজমান,

যখনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

স্বখে, পুনঃ শ্লোক কৈল উচ্চারণ ॥ ৫ ॥

সখি হে, কৃষ্ণ-মুখপদ্ম মনোহর । সাধূর্গ্য চাতুর্গ্য মীম,
স্ফূর্ত্তি হউ রাত্রি দিন, মোর মন নদী মধ্যস্থল ॥ ধ্রু ॥

মুরলী নিবাদ যাতে, মকরন্দ পূর্ব্ব রীতে, মাতায় তরুণী-
গণ মন । ইন্দ্রনীলগণি যেন, মুকুর স্ফুট হেন, যাতে মূছ
গণ্ডের সোহন ॥ কামমদ ভাবোদয়, নয়ন অম্বুজদ্বয়, মুকু-
লায়মান তাতে মন । স্ফুট পদোপরি যেন, অল্প বিকসিত
হেন, ছুই পদ্ম রয়েছে বিষদা ॥ কিবা গণ্ড দর্পণেতে, মহ-

* অস্মিন্ শ্লোকে নর্দটকং ছন্দঃ । যদি ভবতো নজৌ ভ জ জ ল। গুরু
“নর্দটকং” । “জয় জয় জহুজামজিত দোমণ্ডীতগুণাং” ইতি ভাগবতীয়াশ্ৰুত্যা-
ধ্যায়পদোক্তছন্দোবৎ ॥

মূরলীনিদামকরন্দনির্ভরং ।

মুকুরায়মাণমুহুগণ্ডমণ্ডলং

মুখপঙ্কজং মনসি মে বিজৃম্বতাং ॥ ৬ ॥ *

কমনীয়-কিশোরমুগ্ধমূর্ত্তেঃ

তদা তৎসমমিতন্দ্রুতোপসেয়ং । কিম্বা শ্রীগণ্ডমুকুরসংক্রমিতানি তেন মুখ-
পঙ্কজেন সহ সখাং কর্তুমিবাগতানি তাসাং ভাবোদপার-মুকুলায়মান-নয়না-
সুজানি শ্রীরাধায়াস্তাদৃশনয়নাষুজে খঞ্জনস্থানীয়ে বা যস্মিন্ । বাহার্থঃ স্পষ্ট ইব ।
প্রথমে প্রকাশতাং দ্বিতীয়ে চিরং তৃতীয়ে বিশেষেণেতি শ্লোকত্রয়ে ক্রমেণোৎ-
কঠাধিক্যং । এবনগ্রেহপি জ্ঞেয়ং ॥ ৬ ॥

অথ তন্মাধুর্যাক্ষিফূর্ত্যাতিরসেহ্যোতদ্বর্ণনে কৃষ্ণাদর্শনবিক্রবাং প্রিয়-
সখীং প্রীণয়ামীতি তদভ্যস্যন্ তদানন্ত্যক্ষুর্ত্যা স্তম্ভিতঃ সন্নহ । যুবারেঃ

যাহা মুরলীর নিদামরূপ মকরন্দে স্তশোভিত, তথা যাহাতে
মুহু গণ্ডমণ্ডল দর্পণতুল্য, বিভূর সেই মুখপদ্ম আমার মনো-
রূপ সরোবর মধ্যে শোভিত হউক ॥ ৬ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য সমুদ্রে স্ফূর্ত্তি হওয়ার শ্রীকৃষ্ণের
অদর্শনে বিক্রবা শ্রীরাধাকে “প্রীত করিব” এই অভিপ্রায়ে

যদ্বন্দনঠাকুরের পদ্য ।

বোগী মুখাসুজ তাতে, আসে সখ্য করিবার আশে । রাধার
নয়নাসুজ, আইল যাতে ভাবপুঞ্জ, সে যেন খঞ্জনদ্বয় বৈসে ॥
মাধুর্যসমুদ্রে গার, কহিতেই স্ফূর্ত্তি আর, শ্লোক এক পড়ে
অদভূত । কৃষ্ণের মাধুর্য লীলা, বর্ণিতে বর্ণিতে হইলা,
লীলাশুক অত্যন্ত স্তম্ভিত ॥ ৬ ॥

সখি হে, সুন্দর মুরারি-মধুরিমা । আমার বচনে আসি,

* অত্র মঞ্জুভাষিণী ছন্দঃ । স জ সা জগৌ চ যদি “মঞ্জুভাষিণী” ॥

কলবেণুকণিতাদৃতানেন্দোঃ ।

মম বাচি বিজৃম্বতাং মুরারে-

মধুরিম্নঃ কণিকাপি কাপি কাপি ॥ ৭ ॥ †

মুরা কুংসা তদরেন্দ্রহিতস্য পরমসুন্দরশ্চ মধুরিম্নঃ কণিকাপি মম বাচি
বিজৃম্বতাং অন্নকণঃ কণী । পশ্চাদত্যন্নার্থে কণ্ কণিকা সা । অতিস্বপ্নেতার্থঃ ।
তত্রাপি কাপি কাপি কৈশোরসৌষ্ঠবসবেণুমুখসম্বন্ধিনীতার্থঃ । তাং তামেব
প্রকাশয়তি । কীদৃশঃ । কমনীয়্য কিশোরী মুখা মনোহরা চ মূর্তি র্ষশ্চ । তথা
কলবেণুকণিতৈরাদৃতঃ সেবিতস্তৈর্বেণুভিঃ প্রশস্তো বা মুখেন্দু র্ষশ্চ । বাহু
দৈত্বোদয়াচ্ছিত্তে স্ফূর্তিস্তাবদাস্তাঃ বাচ্যপি তত্রাপ্যতিদৈত্বাৎ । নমু সমধুরিমা-
করঃ সএব কিস্ত তন্মধুরিমা । তত্রাপ্যতিতরাং দৈন্যোদয়াৎ নতু মধুরিমসিকু-
কিস্ত তংকণিকাপি যরাখিলব্রহ্মাণ্ডমেবাপ্লাবিতং স্যাৎ । ততোহপ্যতিতমাং

যাঁহার নিকটে গমন করত তদীয় আনন্দ্য-স্ফূর্তিতে শুভিত
হইয়া লীলাশুক কহিতেছেন ॥

যিনি কমনীয় অথচ কিশোরী ও মনোহারিণী মূর্তিশালী
এরং মধুরাস্ফুট বেণুধ্বনিতে যাঁহার বদনচন্দ্র স্মশোভিত,
সেই মুরারির মাধুর্যের কোন এক কণিকামাত্রও আমার

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

সদা করউ বিলাসি, অত্যন্ন কণার এক কণা ॥ ৬ ॥

কৈশোর সৌষ্ঠব যাতে, বেণুমুখ বিলাসিতে, কোন
কোন লীলার সময় । তার তার কণাগণ, স্ফুরু মোর বচন,
প্রকাশ করিয়া অতিশয় ॥ এত কহি মনে মনে, করে মাধুর্য
বর্ণনে, রাধিকার সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র । কুঞ্জমাঝে লীলাকাষে,

+ ইদং উপবৃত্তং ছন্দঃ । “উপবৃত্ত”মিদং তদা পরশ্চন্দ্রাক্ষরবর্ণঃ খলু সুন্দরী-
গদ্যৈস্ত । সুন্দরী চেয়ং । অথুজো যদি সৌ জগৌ যুজোঃ সভরা নৌ যদি “সুন্দরী”
তদা ॥

মদশিখণ্ডিশিখণ্ডবিভূষণং

মদনমহুরমুঞ্চমুখাম্বুজং ।

দৈত্যোদয়াং কাপি কাপি যা কাপীত্বাক্তিঃ ॥ ৭ ॥

অথ মনসি তন্মাধুর্যং বর্ণয়ন্ । তস্ম তয়া সহ রহোলীলোৎকর্থাঙ্কূর্ত্যা
 শুদ্ধর্শনোৎকর্থা সহর্ষমাহ । তদ্বর্ণনবাসিতমনস্তয়া বাখ্যাচায়োরেকতাস্কূর্ত্যা
 ইদং মম বাস্ময়জীবিতং রহস্তলীলার্থং গচ্ছন্নিত্যর্থঃ । যদ্বা । মম বাস্ময়ক
 তস্ম জীবিতং জীবনহেতুঃ তং বিজয়তাং কা মম চিস্তেত্যর্থঃ । আয়ুর্ভূতমিতি-
 বং । কীদৃশং মদেতি পূর্ব্ববং । হ্রহাচ্ছলিতমদনেন মহুরং মানসং তত্ত্বংক্রিয়াস্ব
 মুঞ্চক মুখাম্বুজং যস্ম । মদনমপি মহুরয়তি স্তম্ভয়তি মুঞ্চং মুখাম্বুজং যস্তেতি
 বা । মিথো ব্রজবধূনাং চুষ্টেনোজ্ঞনৈরঞ্জিতং । নয়নযুগকপোলং দম্ববাসো মুখাস্ত-

বাক্যমধ্যে শোভা প্রাপ্ত হউক ॥ ৭ ॥

অনন্তর মনোগম্যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য বর্ণন করিতে
 করিতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার সহিত নির্জন লীলা স্ফূর্তি হও-
 যাতে অদর্শনোৎকর্থা সহর্ষে লীলাশুক কহিতেছেন ॥

মদমত্ত ময়ূরগণের পিঞ্জই যাঁহার ভূষণ, যাঁহার মুখ-
 পদ্ম মদনমহুর ও মনোহর, যাহা ব্রজবধূগণের নয়নাঞ্জে

যছন্দনঠাকুরের পদ্য ।

দর্শন উৎকর্থা সাজে, হর্ষে পড়ে শ্লোক প্রবন্ধ ॥ ৭ ॥

মোর বাণী প্রাণধন, ব্রজরাজ নন্দন, জয়যুক্ত হউ সর্ব্ব-
 ক্ষণ । রাই সঙ্গে কুঞ্জগাবো, যত রাসলীলা কাষে, মদা চিন্তা
 করে যার মন ॥ ৩ ॥

যার মুখপদ্ম মদা, মহুর-মদন-মদা, কামক্রিয়া অলস
 মোহন । কিবা কাম স্তম্ভ করে, মুখাম্বুজ মনোহরে, কোটি
 কাম জিনিয়া মোহন ॥ মদমত্ত শিখিপুচ্ছ, চূড়ায়ৈ কুন্ডম

ব্রজবধূনয়নাঞ্জনরঞ্জিতং

বিজয়তাং মম বাঙ্গয়জীবিতং ॥ ৮ ॥ *

পল্লবারুণপানিপঙ্কজসঙ্গিবধূরবাকুলং

স্তনযুগললাটং চুষ্মনস্থানমাছরিতি । বাহে তদৌলভ্যং কথয়তঃ স্থান্ প্রতি ।
কুদ্বিহিতো ভাবো দ্রব্যবৎ প্রকাশত ইতি শ্রায়াং । তন্মাধুর্য্যগয়-স্ববাচাং তৎ-
স্বরূপস্মৈন স্ফূর্ত্যা সহর্ষমাহ । ইদং বিজয়তাং । কা মম চিস্তেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

অথ রাসবিলাসিনস্তশ্চ তন্মাধুর্য্যস্ফূর্ত্যা প্রেমবৈবশ্যাদপূর্বমিব তং মস্তা-

রঞ্জিত সেই আমার বাঙ্গয় অর্থাৎ বাক্যের জীবনস্বরূপ
কোন এক অনির্বাচনীয় বস্তু জয়যুক্ত হউন ॥ ৮ ॥

অনন্তর রাসবিলাসি শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-স্ফূর্তি বশতঃ
প্রেম বৈবশ্য হওয়ায় তাঁহাকে যেন অভূতপূর্ব জানিয়া বাহু-
দশার স্ফূর্তিহেতু পুনর্বার লালসার সহিত কহিতেছেন ॥

পল্লবতুল্য অরুণবর্ণ পানিপঙ্কজে সঙ্গতবেণু ধ্বনিতে

যছন্দনঠাকুরের পদ্য ।

শুচ্ছ, তরুণীনয়ন যাতে বাঙ্গা । রাসমধ্যে ব্রজনারী, চুষ্মনে
হরষ হরি, অধরে অঞ্জন তাতে রঞ্জা ॥ এইরূপে রাসরসে,
নানা লীলা পরকাশে, সে মাধুর্য্য সব তারে স্ফুরে । প্রেমের
বৈবশ্য হৈতে, অপূর্ব মানয়ে চিতে, বাহু-গন্ধ সঙ্গে পুনঃ
বলে ॥ ৮ ॥

সখি ! হে, এই কৃষ্ণাশ্রয় সাধ মোরে । রাসমধ্যে এক
অঙ্গে, বহু ব্রজাঙ্গনা সঙ্গে, বিলসিয়া সর্ব বাঙ্গা পূরে ॥ ৬ ॥

* অত্র দ্রুতবিলম্বিতং ছন্দঃ । “দ্রুতবিলম্বিত” মাহ নভৌ ভরৌ ॥

ফুল্পাটলপাটলীপরিবাদিপাদসরোরুহং ।

বাহুদশাবাসিতমনস্তয়া স্কৃতিপ্রার্থনবৎ সলালসমাহ স্বাভ্যাং । প্রভূসেকেন
বপুষৈবানন্তকোটিগোপীবাঙ্গাপূর্ত্তিসমর্থমহমাশ্রয়ে । কীদৃশং পল্লবাদপ্যরুণয়োঃ
পানিপঙ্কজয়োঃ সঙ্গী যো বেণু স্তস্ত রবৈস্তাঃ স্মরোন্নাসৈরাকুলয়তীতি তৎ ।
তদ্রুমনঙ্গবর্দ্ধনমিতি । নৃত্যে তাভিরনঙ্গদৃশুচেযু ন্যস্তদ্বাদপূর্ককাস্তি-শ্রীচরণ-
স্কূর্ত্যাহ । তদুরোজস্পর্শাং ফুল্লঞ্চ সহজারুণমপি স্তনচরণপ্রশ্বেদপঙ্কিলং
তৎ কপূরমিশ্রিতচন্দনারুণারুণিতস্বাং পাটলঞ্চ তৎ । শ্বেতরক্ত পাটল-
ইত্যাঙ্কেঃ । তচ্চ অতঃ পাটলীং পরিবাদিতুং শীলং যস্ত তাদৃশং পদসরোরুহং
যস্ত তৎ । ফুল্লানি পাটলানি যস্তাং তাং পাটলীমিতি বা । পাটলপাটল্যো-
রীষভেদো বা জ্ঞেয়ঃ । তথা তন্নেত্রচূষনলম্বাঞ্জনেন স্নিতকাস্ত্যা চোলসস্তী স্খা-
সারাদপি মধুরা চ যাদরস্য শিতশ্চামারুণা হ্রাতিমঞ্জরী তয়া সরসমাননং যস্ত ।

আকুল এবং ঝাঁহার পাদপদ্ম প্রফুল্ল পাটলপুষ্পকে নিন্দা
করিতেছে, উল্লসিত ও মাধুর্য্যময় অধরের কাস্তিমঞ্জরী-

যজনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

নবীন পল্লব হৈতে, অরুণিমাপুঞ্জ যাতে, হেন দুই
করাস্নুজ যার । তার মঙ্গী যেবা বেণু, তার ধ্বনি স্খা জন্ম,
চিত আউলায় গোপিকার ॥

কহিতেই দেখ যেন, রাসে কৃষ্ণ নাচে হেন, চরণ
ছোয়ায় গোপীস্তনে । উরোজ পরশ পায়, প্রফুল্ল চন্দন
তায়, শ্বেতরক্ত বর্ণ ছুচরণে ॥

প্রফুল্ল পাটলী পুঞ্জ, অতিশোভা মনোরঞ্জ, চরণপঙ্কজ
হেন যার । দেখিতে চরণ শোভা, মন হৈল অতি লোভা,
উর্দ্ধনেত্র দেন আরবার ॥

স্খাগার হৈতে অতি, মধুর অধরদ্র্যতি, গোপীনেত্র

উল্লসন্মধুরাধরদ্যুতিমঞ্জরীসরসাননং

বল্লবীকুচকুম্ভকুঙ্কমপঙ্কিলং প্রভুমাশ্রয়ে ॥ ৯ ॥ *

অপাঙ্গরেখাভিরভঙ্গুরাভিরনঙ্গরেখারসরঞ্জিতাভিঃ ।

তথা বল্লবীনাং কুচকুম্ভকুঙ্কমৈঃ পঙ্কিলং চর্চিতাঙ্গং । বেণুনাঈদন্তা ব্যাকুলী-
কৃত্য তাভিশ্চুষ্মনালিঙ্গনাদিকং কৃতবানিতি ভাবঃ । বাহার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৯ ॥

* পুনস্তাভিঃ সলালসমীক্ষ্যমাণস্য স্ফূর্ত্যা পূর্ববদেবাহ । পূর্ববদ্বিভুং আশ্র-

(দীপ্তিশ্রেণী) দ্বারা যাঁহার মুখপদ্ম সরস, এবং যাঁহার অঙ্গ
বল্লবীগণের কুচকুম্ভের কুঙ্কমপঙ্কে পঙ্কিল অর্থাৎ পঙ্কযুক্ত,
সেই প্রভুকে আমি আশ্রয় করি ॥ ৯ ॥

পুনর্বার গোপীগণ লালসার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন
করিতেছেন এই স্ফূর্তিতে লীলাশুক কহিতে লাগিলেন ॥

গোপাঙ্গনাগণ অনঙ্গরেখার রসরঞ্জিত, ভঙ্গুর অপাঙ্গরেখা

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

অঞ্জন তাহাতে । শ্যাম অরুণিমা-দ্যুতি, মঞ্জরী কি স্মরতি,
যার মুখ সরস ইহাতে ॥

এত কহি প্রতি অঙ্গে, দেখি বাঢ়ে বহু রঙ্গে, ব্রজাঙ্গনা
কুচকুম্ভ পঙ্কে । চর্চিত হইল গাত্রে, বেণুনাঈ মোহে
তাতে, আলিঙ্গন চুষ্মনের বক্ষে ॥

এতেক কহিতে পুন, দেখে গোপাঙ্গনাগণ, রাসলীলায়
বড়ই লালসা । সেই স্ফূর্ত্তে পুনর্বার, পঢ়ে শ্লোক মনোহর,
লীলাশুক তার আশ্রয়ে আশা ॥ ৯ ॥

সখি ! হে, সর্ব ত্যজি ভজিব ইহাঁরে । রাসমধ্যে ব্রজ-

* অত্র হরনর্তনং ছন্দঃ । সৌ জজৌ ভরসংযুতো করিবাগৈথি “হর-
নর্তনং” ইতি বৃত্তরত্নাকরপরিশিষ্টে । এতচ্ছন্দসা গ্রথিতং পদ্যং যথা স্তবমালায়াং

অনুক্ষণং বল্লবসুন্দরীভিরভ্যাম্যমানং বিভূমাশ্রয়ামঃ ॥১০॥

রামঃ । কীদৃশং বল্লবসুন্দরীভিরনুক্ষণং নিরন্তরং অপাঙ্গরেখাভিরবিচ্ছিন্ননেত্রাস্ত-
দৃষ্টিধারাভিরভ্যাম্যমানং তৃষিতনেত্রাস্ত-নল-নালিকাভি গম্ভীরামৃতাক্ষিমিব ।
কিয়দ্ রাদাসাদ্যমানং । কিম্বা । বিয়োগভীত্যা দিবসেহপি নেত্রাগ্রে তৎ-
ক্ষুর্ভয়ে অভ্যাম্যমানং । অভঙ্গুরাভিরবক্রাভিঃ । নেত্রক্রবোরবক্রতা দৃষ্টিধারা
ঋজ্বীত্যর্থঃ । অপ্রতিহতাভিরিতি বা । তথা অনঙ্গরেখায়াস্তৎপরম্পরায়্যা যো
রসস্তেন রঞ্জিতাভি ভাবিতাভিঃ । কোটিকন্দর্পরসোদগারিকাভিরিত্যর্থঃ ।
ভঙ্গ্যা বাণশ্রেণীভি লক্ষ্মণিব কটাক্ষধারাভিরভ্যাম্যমানং কামরসহিঙ্গুলাদিরঞ্জি-

দ্বারা নিরন্তর যাহাকে অভ্যাস করিতেছে, সেই প্রভুকে
আমি আশ্রয় করি ॥ ১০ ॥

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

নারী, অপাঙ্গরেখার সারি, নিরন্তর অভ্যাময়ে যাঁরে ॥ ধ্রু ॥

নয়নের অন্ত যত, অনঙ্গনালিকামত, কিছু দূরে রহি
জ্ঞাধিসিন্ধু । পান করে অবিরত, তৃষিত অঙ্গনা কত, যেন
নাহি পায় একবিন্দু ॥

কিম্বা বিচ্ছেদের ভয়ে, নদী যেন নেত্রে বহে, কৃষ্ণাঙ্গ
লাবণ্য মধুরিমা । তাহার অভ্যাস কাজে, অঙ্গনা নেত্রাস্ত
সাজে, নিমিষ পড়িতে নাহি ক্ষমা ॥

অভঙ্গুর অবক্রতা, নেত্রধারা মনোরতা, কখনে বক্রতা
নাহি যায় । তথা অনঙ্গের রেখা,সে রসে রঞ্জিত দেখা, যারে
রঞ্জে এই নেত্রধারা ॥

নেত্রাস্তের ভঙ্গিবাণ, গোছে যাতে কোটি কাম, শ্বেতা-
রুণ অঙ্গনরেখায় । রস হিঙ্গুলাদি যেন, বাণ সাজে স্বমো-

মুকুন্দমুক্তাবল্যাং । পর্কবর্ভু লক্ষ্মণরীপতিগর্করীতিহরাননং ॥

হৃদয়ে মম হৃদ্যবিভ্রমাণাং

তাভিঃ । যদা । কীদৃশীভিত্তাভিঃ অপাঙ্গান্তরকণা রেখা যাসাং বাহেভঙ্গনরেখাং
যাসাং তাভিঃ । অভঙ্গুরাভিঃ পরাজয়মপ্রাপ্তাভিরিত্যর্থঃ । কামশ্রেণীরমভা-
বিতাভিষ্চ বাহ্যার্থঃ স্পষ্ট এব ॥ ১০ ॥

অথ রসিকশেখরদ্বাং বৈদগ্ধান্তাসামুৎকর্থাং সম্বন্ধ্য তা হিত্বা তয়া সহ রহো-
লীলোৎকর্ষণা সর্বসমাধানার্থং শ্লিষ্যতি কামপীত্যাদিবৎ । তাভিঃ সহ বিল-

অনন্তর “শ্রীকৃষ্ণ নিজে রসিকশেখরত্ব ও নিখিল-
কলার গুণে গোপীদিগের উৎকর্থা বর্ধন করত, “তঁহা-
দিগকে ছাড়িয়া শ্রীরাধার সঙ্গে নির্জনে বিলাস করিবেন” এই
আশায় ভাবি দোষ সমাধান জন্য সকলকে আলিঙ্গন
করিতেছেন” লীলাশুক এই ভাবে কহিতে লাগিলেন ॥

যিনি মনোজ্ঞ বিভ্রমশালিনী ব্রজসুন্দরীগণের হর্ষবিলাস

বহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

হন, তেন বাণ পড়ে যার গায় ॥

এতক কহিতে পুনঃ, দেখে অতি বিলক্ষণ, গোবিন্দের
রসিকতা হৈতে । গোপাঙ্গনার বিদগ্ধতা, বাঢ়ে অতিশয়
তথা, বাঢ়াইয়া উৎকর্ষিতা তাতে ॥

তা সবা ছাড়িয়া রাগে, কুঞ্জলীলায় মন বাসে, রাই সঙ্গে
বিলাসের কাজে । সর্ব সমাধান করে, চুম্বনে আশ্লেষ ধরে,
এইরূপে কৃষ্ণের অঙ্গ সাজে ॥

সে রূপ কৃষ্ণের দেখি, লীলাশুক হৈল স্তম্ভী, রাই সঙ্গে
বিলাস দেখিতে । উৎসুক বাঢ়িয়া গেল, শ্লোকবন্ধে প্রকা-
শিল, কেবা পারে সে শ্লোক বর্ণিতে ॥ ১০ ॥

মধি ! হে, এই কান্তিপুঞ্জ মনোরম । আমার হৃদয় মাঝে,

হৃদয়ং হর্ষবিশাললোলনেত্রং ।

তরুণং ব্রজবালসুন্দরীণাং

সন্তং তমালোক্য তদ্ভিদ্ধৃক্ষয়া সোংস্ক্যামাহ । পূর্ক্বেযীত্যা ইদং কিঞ্চন জ্যোতিঃ-
পুঞ্জমপি চংক্রমতীত্যনির্কচনীষং ধাম মম হৃদয়ে । মঞ্চাঃ ক্রোশন্তীতি ত্রায়াং
কুংস্থিতলীলাবিশেষে সন্নিধতাং । তদর্থমেতা হিহা অনয়া সহ শীঘ্রং তত্র
গচ্ছতীত্যর্থঃ । হৃদয়ে তত্তুল্যাঙ্করীয়ে শ্রীরাধাযুথ এবতি বা । কীদৃশং । তরুণং
নবকিশোরং তথা ব্রজবালসুন্দরীণাং নবকীশোরীণাং হুং অয়তি জানাতি
হৃদয়ং । গত্যাণানাং জ্ঞানার্থত্বাং । যদ্বা । তাসাং হৃদঃ অয়ঃ শুভাবহো বিধিঃ
সৌভাগ্যমিত্যর্থঃ । কীদৃশাং । হৃদি বিক্রমা যামাং । তথা তরলং নৃত্যগত্যা
সর্বসমাদানার্থং চঞ্চলং । তাসামেব তরলং হুয়ায়ক-নীলমণিবং তন্নির্কটস্থিতত্বা ।

দর্শনে লোলনেত্র ও তরল অথচ তরুণ সেই কোন অনি-

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

চিত্তস্থিত লীলাসাজে, স্ফূর্তিরূপে দিছে দরশন ॥ ৬ ॥

রাসে গোপাঙ্গনা ছাড়ি, যাঞা কুঞ্জ-লীলাবাড়ি, সঙ্গে
লৈয়া রাই সখীবৃন্দ । করু তথা রসকেলি, আনন্দগোহন
মেলি, তবে মোর নেত্র হয় ধন্য ॥

নবকিশোর নট শ্যাগ, নবকিশোরীর কাম, জানে সব
অনের বিচার । কিম্বা তা সবার হিয়ে, সদাই সৌভাগ্য-
ময়ে, নানা সুখ করেন প্রচার ॥

চঞ্চল নৃত্যের গতি, সর্ব সমাদান মতি, সর্বনারী জানে
মোর কাছে । ব্রজাঙ্গনা হৃদি হার, মাঝে যে নায়কসার,
নীলমণি প্রায় শোভিয়াছে ॥

তথা অতিহর্ষভরে, ফুলনেত্রাসুজবরে, যার শোভা
অতি অদভুত । গোপাঙ্গনা হৃদি ভাব, জানি ভ্রম অনুভাব,

তরলং কিঞ্চন ধাম সম্বিত্তাং ॥ ১১ ॥ *

নিখিলভুবনলক্ষ্মীনিত্যলীলাস্পদাভ্যাং

তথা হর্ষণে বিশালে প্রোৎফুল্ল লোলে নেত্রে চ যন্ত । ভাসাং হৃদ্যা হৃদিভবা বৈ
বিভ্রমা স্তেবাং হৃদয়ঃ তত্রহস্তজ্জমিতি বা । বাহেতু প্রকাশতামন্তঃ সমঃ ॥ ১১ ॥

অথান্যা তদজ্জ্ব কমলঃ সমুপ্তা স্তনয়োরধাদিতিবৎ । কয়াপি হৃদি ন্যস্তং তৎ-
পাদকমলং দৃষ্ট্ব। সর্ষলালসমাহ চেতঃ শ্রীরাধায়া ইতি শেবঃ । মর্দীয়হৃদয়ে অরুণ-
পাদসরোরুহাভ্যাংক্রীড়তামিত্যাগ্রেতুক্তেঃ । শ্রীকৃষ্ণপাদাভ্যাং ক্রীড়াভ্যাং কিমপি

র্ষচনীয় ধাম (তেজঃ) আমার হৃদয়ে সম্বিহিত হ'উন ॥ ১১ ॥

অনন্তর “অন্য কোন গোপী শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্ম হৃদয়ে
স্থাপন করিয়াছেন” দেখিয়া লীলাশুক ইচ্ছ হইয়া এই ভাবে
লালসার সহিত কহিতে লাগিলেন ॥

যাহা নিখিল ভুবনলক্ষ্মীর নিত্য লীলার আস্পদ (স্থান),
যাহা কমলকাননের বীথী (শ্রেণী) স্থিত গর্ভকে অপহরণ

যজনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

জানাইতে যার নেত্রে দূত ॥

এত বিচারিতে মনে, স্ফূর্তি হৈল সেই ক্ষণে, রাস মধে
কৃষ্ণের চরণ । যেন অন্য গোপাঙ্গমা, লৈয়া কৈল স্থয়োজনা,
তাহে বাঢ়ে লালসার গণ ॥ ১১ ॥

অরুণ সরোজ জিনি, পদদ্বন্দ্ব স্থলাবগি, সদা স্ফুরু
আমার হৃদয়ে । নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝে, রাধা সঙ্গে লীলা-
কাজে, অতিশীঘ্র করাহ উদয়ে ॥ ধ্রু ॥

প্রফুল্ল কমলবন, শ্রেণী অতি বিলক্ষণ, গন্ধ শৈত্য যুজ্জু মধু

* অত্রাপি উপবৃত্তং ছন্দঃ ।

কমলবিপিনবীথীগর্ভসর্বক্লষাভ্যাং ।

প্রণমদভয়দানপ্রৌঢ়িগাঢ়াদৃতাভ্যাং

তৎস্পর্শজং সুখং কুঞ্জে বহতু । কীদৃগ্ভ্যাং কমলবিপিনবীথীনাং তস্মৈ বীনাং
পঞ্চেঞ্জিয়াস্লাদকানাং শৈত্য-সৌগন্ধ্য-কৌমল্য-সৌন্দর্য্য মকরন্দালিধ্বনি-
মহাদিগুণৈ র্যো গর্ভস্তস্য সর্বক্লষে ছেদকে যে তাভ্যাং । তথা নিখিলভুবনে
যা লক্ষ্মাঃ শোভা সম্পত্তয় স্তাসাং নিতালীলাস্পদে কেলিগ্রহরূপে যে তাভ্যাং ।
তথা প্রকর্ষণে নমস্তুতীনাং হৃদি তদর্পণার্থমুপবিশস্তীনাং তাসাং কন্দর্পতাপা-
দিত্যো যদভয়দানং তত্র যা প্রৌঢ়িস্তয়া গাঢ়াদৃতে যে তাভ্যাং । গোচোদ্ধ-
তাভ্যামিতি পাঠে । তদপানে গাঢ়োদ্ধতে যে তাভ্যাং । কিম্বা তয়া সহ রহো-
লীলাস্তে তৎসম্বাহনং কুর্ত্বত্যা মম চেত ইতি । বাহেতু । তাভ্যাং তাভ্যাং
কিমপি তৎপ্রাপ্তিসুখং বহতু । বৈকুণ্ঠাদীনাং নিখিলভুবনানাং যা লক্ষ্মাঃ সম্পত্তয়-
স্তাসাং তাদৃগ্ভ্যাং কিম্বা নারায়ণাদিত্যদংশানাং তৎপ্রেমস্যো যা লক্ষ্মাস্তাসাং
তৎপ্রপ্ত্যুৎকর্ষণাধ্যয়ত্বেন মনস আশ্রয়াভ্যাং । যদ্বাঙ্গয়া শ্রীর্গলনাচরত্বপ

করেন এবং যাহা প্রণত-জন-গণের প্রতি অভয়দান-বিষয়ে
প্রগাঢ় প্রৌঢ়ি (সামর্থ্য) শালী ও আদৃত সেই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম

যত্ননন্দনঠাকুরের পদ্য ।

শোভা । ইহার যতেক গর্ভ, পদশোভা নাশে সর্ব, পঞ্চে-
ঞ্জিয় করে অতিলোভা ॥

বৈকুণ্ঠাদি লক্ষ্মী যাতে, বাঞ্ছে ব্রজলীলামৃতে, না
পাইয়া ব্যাকুল সদায় । অনন্ত ভুবনে যত, শোভা আছে
কত কত, কৃষ্ণপদ তাহার আলায় ॥ তথা ব্রজকিশোরিকা,
অনঙ্গতাপিতাধিকা, উন্নত উরজে সদা ধরে । সে তাপ
নাশিতে অতি, যার হয় প্রৌঢ়মতি, সেই পাদ সম্বাহিব করে ॥

এত কহি দেখে পুনঃ, গোবিন্দের নেত্র যেন, রাই

কিমপি বহু চেতঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাভ্যাং ॥ ১২ ॥

প্রণয়পরিণতাভ্যাং শ্রীভরালম্বনাভ্যাং

ইত্যাক্ৰে: ভক্তানামভয়দানে যা প্রৌঢ়ি: সৰুদেব প্রপন্নো যন্তবা স্মীতি চ
যাচেতে। অভয়ং সৰ্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্বৃতং মম ইত্যাদিকান্ত্রোক্ততাভ্যা-
গন্যাং সমং ॥ ১২ ॥

• অথান্যালক্ষিতদৃগ্ভঙ্গ্যা নিকুঞ্জায় তাং প্রেরয়ন্তঃ তমালোক্য সাশ্চর্য্য-
হর্ষোৎকণ্ঠমাহ। অয়ং প্রাণনাথঃ কিশোরঃ নঃ সৰ্ব্বাসাং সখীনাং হৃদয়ে
প্রফুল্ললোচনাভ্যাং শ্রীরাদিকাবিষকপ্রণয়রসপ্রবাহরূপেণ প্রবহতু সৰ্ব্বা
আপ্লাবয়ন্তিতার্থঃ। হৃদয়ে তন্তুল্যায়াং শ্রীরাধায়ামিতি বা। লোচনাভ্যাং

যুগল দ্বারা শ্রীরাধার চিত্ত কোন এক অনির্ক্বচনীয় স্পর্শস্থ
লাভ করুক ॥ ১২ ॥

অনন্তর “শ্রীকৃষ্ণ অম্ব” গোপীর অলক্ষ্যভাবে নেত্র-
কটাক্ষে শ্রীরাধাকে নিকুঞ্জে প্রেরণ করিতেছেন” লীলাশুক
এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বয় ও হর্ষ সহ-
কারে কহিতে লাগিলেন ॥

যাহা শ্রীরাধার প্রণয়পরিব্যাপ্ত ও শোভাসমূহের

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কেলিকুঞ্জে যাইবারে। সঘন প্রেরণ করে, অম্ব তাহা
নাহি হেরে, প্রফুল্ল হইয়া শ্লোক পড়ে ॥ ১২ ॥

সখি হে, প্রাণনাথ কিশোর আকার। প্রফুল্ল লোচনদয়,
রাধা প্রতি প্রেমময়, প্লাবি রহু হৃদয়ে আমার ॥ ধ্রু ॥

প্রণয়-প্রবাহময়, রাধার বিষয়ে হয়, সে প্রবাহ রহুক
হৃদয়ে। তোমা সবার চিত্তে রহুক, রাধার হৃদয়ে বহুক, গোবি-
ন্দেই নেত্র সরসময়ে ॥

প্রতিপদললিতাভ্যাং প্রত্যহং নূতনাভ্যাং ।

প্রতিমুহুরধিকাভ্যাং প্রক্ষুরল্লোচনাভ্যাং

ক্ষুরল্লিতি বা । অত্র স্বাস্থ্যস্বারোচ্চারণং । কীদৃগ্ভ্যাং । স্ত্রীরাধাবিষয়কপ্রণয়-
 রেব পরিণতাভ্যাং ঘটতাভ্যাং । স্ত্রীঃ শোভা তন্তরস্যালক্ষণাভ্যাং আশ্রয়াভ্যাং ।
 পুনঃ সবিচারমাহ । প্রত্যহং নূতনাভ্যাং । যে যে দৃষ্টে ততোহপ্যতি-
 স্তদ্বরে ইত্যর্থঃ । পুনঃ সবিমর্ষমাহ । প্রতিমুহুঃ ক্ষণে ক্ষণেহধিকাভ্যাং প্রণয়-
 শোভাদিভিক্ৰচ্ছলিতাভ্যাং । অদ্যৈব তদানীং যে দৃষ্টে ততো হপ্যতিমধুরে
 ইত্যর্থঃ । পুনঃ সশঙ্কং । প্রতিপদং পদে পদে নিমিষে নিমিষে ললিতাভ্যাং ।
 ইদানীং নিমিষান্তরে যে দৃষ্টে ততোহপ্যতিমনোহরে ইত্যর্থঃ । অমুরাগ-
 স্বভাবোহয়ং যৎ সবিষয়ং নবং নবমিত্যমুভাবরতি । তথাহি । অমুসবাভি-

আশ্রয় স্বরূপ, তথা প্রত্যেক পদবিন্যাসেই যাহা ললিত
 এবং প্রত্যহই নূতন নূতন, অপিচ যাহা প্রতি মুহূর্তেই
 অধিক অধিক, সেই প্রফুল্লিত লোচনযুগল দ্বারা এই প্রাণ-
 নাথ কিশোর (স্ত্রীকৃষ্ণ) আগাদের (সমস্ত সখীগণের)

যখনননঠাকুরের পদ্য ।

পুনঃ বিচারয়ে মনে, কৈছে সেহ ছনয়নে, প্রত্যহ নূতন
 হেন লয় । পূর্ক দিনে যে দেখিল, তাহা হৈতে এ লখিল,
 কভু নাহি দেখি তেঁহ লয় ॥

কহিতে সশঙ্ক হৈলা, নিরখিয়া বিচারিলা, স্তললিত
 নিমিষে নিমিষে । এখনি দেখিল যাহা, নিমিষ অন্তরে
 তাহা, অতিশয় মাধুরী বরিষে ॥

অতিশয় অনুরাগে, সদা নব নব লাগে, গোবিন্দের প্রতি
 অঙ্গগণ । কৃষ্ণকর্ণামৃত কথা, অমৃত হৈতে পরামৃত, ভাগ্য-
 বান্ করে আশ্বাদন ॥

প্রবহতু হৃদয়ে নঃ প্রাণনাথঃ কিশোরঃ ॥ ১৩ ॥

মাধুর্য্যবারিধি-মদাম্বু-তরঙ্গভঙ্গী-

নবমিতি । তথাপি তস্যাজ্জি যুগলং নবং নবমিতি বা । বাছে তু । শ্রীঃ সৰ্ব্ব-
সম্পত্তিঃ তৎকটাক্ষৈণৈব তৎপ্রাপ্তেরন্যৎ সমং ॥ ১৩ ॥

তথা সন্নিহিতমুখোদগতভাবাদিনা তাং প্রেরয়ন্তং তং তদানন্দোচ্ছলিতং বীক্ষ্য
সর্ষমাং । ইদমানন্দসংপ্রবং সৰ্ব্বাঙ্গাবকোচ্ছলিতানন্দপ্রবাহং মে মনঃ অমু-
পবতাং উন্মজ্জন নিমজ্জনাদিভিরত্রৈবাক্রীড়তাং । কীদৃশং । আমনোহতিমন্দ-
স্তয়েব গম্যো যো হাসন্তেন ললিতমানচন্দ্রবিষং যস্য । তথা চক্রাংশু-

প্রণয় রস প্রবাহে বহমান হইতে থাকুন ॥ ১৩ ॥

অপিচ, “শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখ হইতে নির্গত মধুর হাস্যময়
ভাবহারা দ্বারা ও শ্রীরাধাকে নিকুঞ্জে প্রেরিত করিতে-
ছেন” লীলাশুক তাহা দেখিয়া হর্ষভরে কহিতে লাগিলেন ॥

যাঁহাতে মাধুর্য্যাম্বুধির আনন্দরূপ তরঙ্গমালা বিদ্যমান,

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

পুনঃ দেখে কৃষ্ণমুখ, মন্দ হাসি রসকূপ, অন্তরে আনন্দ
অন্য ভাবে । সে হাসিতে রাধিকারে, কহে কুঞ্জে যাই বারে,
দেখি হৃদে স্মৃথ অনুভাবে ॥ ১৩ ॥

সখি হে, এই যে আনন্দসিন্ধু মাঝে । যোর মন নিমজ্জন,
উন্মজ্জন অনুক্ষণ, বিহরছ রসলীলা কাজে ॥ ১৩ ॥

রসকেলি রসমাঝে, শ্যাম নটবর মাজে, চন্দ্রবিশ্ব বদন-
সুমম । তাতে অতি মন্দ স্মিত, রাইর অগম্য রীত, যার সেই
হাস্য মধুরিসা ॥

সেই মুখচন্দ্র ছটা, বহু চন্দ্রকান্তি-শ্রুটা, উছলে মাধুর্য্য-
সিন্ধু তায় । তাহাতে উদ্যত কত, কন্দর্পের মদ যত,

শৃঙ্গারশঙ্কলিতশীতকিশোরবেশং ।

আনন্দহাসললিতাননচন্দ্রবিশ্ব-

চ্ছলিতো যো মাধুর্যবারিধিস্তত্রোদগতা যে কন্দর্পমদাস্ত এবাম্বুতরঙ্গা যস্মিন্ ।
তাদৃশচ ভঙ্গ্যা যঃ শৃঙ্গারো বেশরচনং তেন সংকুলিতো যুরুশ্চ শীতঃ সর্ক্বতাপ-
হরশ্চ কিশোরবেশ স্তদ্বপুর্য়স্য । বেণো বপুষি চেতি কোষাৎ । তত্তরঙ্গ-

শৃঙ্গাররসে সঙ্কুলিত ও শীতল, অগচ কিশোর বেশ যাঁহাতে
বর্ত্তমান এবং ঈষৎ হাস্যে যাঁহার বদনচন্দ্র মনোহর, সেই
আনন্দসংপ্লব অর্থাৎ মহানন্দরূপ জলযান আমার মনোরূপ

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

সমুদ্রেতে জল সেই হয় ॥

নানা ভঙ্গীগণ তাতে, সেই তরঙ্গের মাতে, মদন অনঙ্গ
তার নাম । তাহাতে রচনা বেশ, যাহাতে ভুলায় দেশ, সেই
মুক্তা অতি অনুপাম ॥

কিশোর বয়স বেশ, সর্ক্ব তাপহরশেষ, অতি স্নশীতল
কৃষ্ণঅঙ্গ । শৃঙ্গারতরঙ্গভঙ্গী, তরঙ্গশৃঙ্গার-মঙ্গী, সংকলিত
মাধুর্য্য-তরঙ্গ ॥

এতেক কহিতে পুনঃ, আর দেখে মনোরম, সঙ্কত
মধুর বেণুধ্বনি । রাইর অগম্য যাহা, প্রকাশে গোবিন্দ
তাহা, রাসমধ্যে শুনে সর্ক্ব জনি ॥

যমুনা-নির্ম্মল জলে, প্রফুল্ল কমল ভরে, তাহার নিকট
তীরোপরে । প্রফুল্ল অশোক কুঞ্জে, বন্ধারে ভ্রমরা পুঞ্জে,
তথা যাইতে কহেন রাইরে ॥

দেখিয়া গোবিন্দ রীত, লীলাশুক হরষিত, কহে নিজ
সব সখীগণে । অতিশয় শ্লাঘা মানি, কহে কৃষ্ণ সর্ক্ব বাণী,

মানন্দসংগ্ৰহম্নু প্ৰবতাং মনো মে ॥ ১৪ ॥

অব্যাজগঞ্জ লমুখাস্বজমুঞ্চভাবৈ-

ভট্টায়ব শৃঙ্গারো বা । তন্তরঙ্গভঙ্গী শৃঙ্গারাত্যাং সংকুলিত ইতি বা । বাহে সম-
এবার্থঃ ॥ ১৪ ॥

অথ তৈরগম্যৈঃ সঙ্কেতবেণুনাদাদ্যৈ নীরঞ্জ-রাজি-রাজিত-যমুনানীর-নিকট-
তীর-বানীর-কুঞ্জায় তাং প্রেরয়ন্তঃ তং বিলোক্য সপ্লাঘমাহ । পূর্বরীত্যা ইদ-
মোজঃ মদীয়ানাং সখীজনানাং হৃদয়ে তত্তুল্যে রাধায়াং তদগণ এব বা অরুণ-
পাদসরোরুহাভ্যাং আ সমাক্ ক্রীড়তাং । কীদৃশে । আর্দ্রে তৎপ্রেমস্নিগ্ধে । তাভ্যা-
মার্দ্রে বা । বিচ্ছেদপ্রতপ্তহৃদস্তৎস্পর্শেনৈব স্নিগ্ধতোংপন্তেঃ । তদ্বক্তং । তে পদা-

সরোবরে ভাসমান হউন ॥ ১৪ ॥

অনন্তর “শ্রীকৃষ্ণ অশ্বের অবোধ্য বেণুনাদ-প্রভৃতি
সঙ্কেত দ্বারা পদ্মশোভিত যমুনাঙ্গলের নিকটস্থ তীরভূমিতে
অশোক কুঞ্জে শ্রীরাধাকে প্রেরণ করিতেছেন” লীলাশুক
এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণদর্শন প্রাপ্ত হইয়া কহিতেছেন—

স্বভাবসুন্দর মুখপদ্মদ্বারা যিনি নিজ বেণুনাদ আশ্বাদন

যহ্নন্দনঠাকুরের পদ্য ।

এক শ্লোক করি উচ্চারণে ॥ ১৪ ॥

সখি হে, গোবিন্দের জ্যোতি মনোরম । আমা সবাকার
মনে, রাধিকার সখী মনে, সর্বভাবে করউ ক্রীড়ন ॥ ১৪ ॥

পদদ্বন্দ্ব মনোরম, অরুণ অম্বুজ সম, অতিস্নিগ্ধ অতি-
স্নিকোমল । বিরহে প্রতপ্ত কত, গোপাঙ্গনা কুচোন্নত, ধরি
তাপ নাশে যার তল ॥

বেণুনাদে যা সবারে, বিদ্ধ করে মুহুশ্বরে, তা সব
উরোজ তাপ নাশে । ভুবন আর্জতা তায়, এই হেতু মনে

ରାସ୍ବାଦ୍ୟମାନ ନିଜ୍ଜବେଷୁବିନୋଦନାଦଂ ।

ଆତ୍ମୀଢ଼ତାମରୁଣପାଦମରୋରୁହାତ୍ୟା-

ସ୍ଵଜଂ କୃଂ କୁଚେଷୁ ନଃ କୃଚ୍ଛି ହଞ୍ଚୟମିତି । ଭଞ୍ଜ ହେତୁଃ । ଭୁବନେତି । ଭୁବନମେବାଦ୍ରଂ
 ସନ୍ମାଂ । ବେଶୁନାଦାଦୈଦ୍ୟନ୍ତଦାଦ୍ରଂରତୀତି ବା ତଥା ଅବ୍ୟାଞ୍ଜଗଞ୍ଜୁଳଂ ଯଂ କୃଷ୍ଣମୁଖାସ୍ଵଜଂ
 ତସ୍ୟ ମକ୍ତେତରୂପ ଜ୍ଞାନେତ୍ରାନ୍ତଚାଳନନିରଞ୍ଜରକଥନାଦିକ୍ରୂପେ ମୁଂହତାତୈଃ ସହ ଶ୍ରୀରାଧ୍ୟୈବ
 ଆସ୍ବାଦ୍ୟମାନୋ ନିଜଃ ସ୍ଵପ୍ରେରଣନିମିତ୍ତକଃ ବେଶୋବିନୋଦନାଦଃ କାଞ୍ଚନବଲ୍ଲୀମଞ୍ଜି-
 ନୀଭ୍ରମଞ୍ଜବନୀଂ ବିହାରୀ ତା ଭ୍ରମରୀଃ ମଧୁମୀଃ ମଧୁସୂଦନସ୍ଵାଂ ରମସ୍ମିତୁମେଷ୍ୟାତ୍ୟାତ୍ୟାମୈ ନିଭୃତ-
 ମିତ୍ୟାଦିନିଗୁଢ଼ପ୍ରେରଣରୂପୋ ନାଦୋ ସମ୍ୟା । କିଞ୍ଚ । ତସ୍ୟାନ୍ତଂପ୍ରେରଣା ଜ୍ଞାନଜ୍ଞାପକ-
 ତାଦୃଶମୁଖାସ୍ଵଜତାତୈଃ ସହାସ୍ବାଦ୍ୟମାନୋ ନିଜ୍ଜବେଶୋତାଦୃଶନାଦୋ ଯେନ । ବାହେତୁ ମମ
 କରେନ ଏବଂ ଅରୁଣବର୍ଣ୍ଣ ପାଦପଦ୍ମ ଯୁଗଳଦ୍ଵାରା ଉଦ୍ୟାନଶୋଭା ପ୍ରାପ୍ତ
 ହୟେନ, ସେହି ଭୁବନାଦ୍ରଂକାରୀ କୋନ ଏକ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ତେଜଃ

ସହନନ୍ଦନାଠିକୃରେର ପଦ୍ୟ ।

ଭୟ, ବ୍ୟାଞ୍ଜ ତ୍ୟାଞ୍ଜି ହାଦି କରୁ ବାସେ ॥

ଅବ୍ୟାଞ୍ଜ ମଞ୍ଜୁଳ ମାର, ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଖାଞ୍ଜ ତାର, ଭୁରୁ ଆର
 ନେତ୍ରାନ୍ତ ଚାଲନେ । ନିରଞ୍ଜର କଥା ରୂପ, ମକ୍ତେତ-କଥନ-ଭୂପ,
 ରାହି ଯାହା କରେ ଆସ୍ବାଦନେ ॥

ତାହାତେ କ୍ଷେପୁର ଗାନ, ରାଧିକା ପ୍ରେରଣ ମାନ *, ରାହି ବାହିନୀର
 ସେ ମନ୍ଦାନ । ତାତେ ମୁକ୍ତ ହୈୟା ଧନୀ, ଅଧି ହୟ ଯାହା ଶୁନି,
 କିବା ବେଶୁ ଗାନେର ବନ୍ଦାନ ॥

ବେଶୁ କହେ ଶୁଭ ଭୂମ୍ପୀ, କାଞ୍ଚନ ଲତାର ମଞ୍ଜୀ, ନୀତ୍ର ତୁମି
 କରହ ଗମନ । ଅଞ୍ଜବନ ତ୍ୟାଗ କରି, ଗୁପ୍ତଲୀଳା ମନେ ଧରି,
 ମଧୁସୂଦନ ଗେଲା ସେହି ସ୍ଥାନ ॥

ଇତ୍ୟାମି ନିଗୁଢ଼ କଥା, କହ ଯେ ମକ୍ତେତ ମତା, ଆକର୍ଷଣ ରୂପ
 ଯାର ଧ୍ଵନି । କିବା ସେହି ଭାବ ମନେ, ରାହି-ମୁଖ-ଆସ୍ବାଦନେ,

* ମାନ = ମାନସତ୍ତ୍ଵ, ଯାହାତେ କୁବାଦି ଅନ୍ତ୍ର ଧାରାଳ କରାନ ହୟ ।

নার্হে মদীয়হৃদয়ে ভুবনার্হসোজঃ ॥ ১৫ ॥

মণিনুপুরবাচালং বন্দে তচ্চরণং বিভোঃ ।

হৃদয়ে প্রকাশতাং হৃদয়স্য প্রাকৃতত্বমাশঙ্ক্য সমাদধাতি । তৎপদাজাত্যামার্হে
তৎপ্রকাশযোগ্যতাং নীতে । অন্যৎ সমং ॥ ১৫ ॥

অথ তজ্জ্ঞান্য। কৃষ্ণগতাং তামন্যালকিতমঙ্গুগচ্ছন্তং তৎ পশ্চাদূরতো-
হনুগচ্ছত ইব স্বস্য তন্নুপুরধ্বনিশ্রবণক্ষুর্ভ্যা সহর্ষমাহ । বিভোস্তাদৃশালকিত-

আমার হৃদয়ে শোভিত হউন ॥ ১৫ ॥

অনন্তর, “শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কেতাদি জানিতে পারিয়া শ্রীরাধা
কৃষ্ণমধ্যে আসিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁহার পশ্চাৎ
পশ্চাৎ গমন করিতেছেন,” লীলাশুক যেন ঐ গমনে নুপু-
রের শব্দ শুনিতে পাইয়াই সহর্ষে কহিতেছেন—

যাঁহার লালিত্য বৃন্দাবনের পথে পথে প্রসৃত হইতেছে,

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

তাদৃশ মুরলী স্মোহনী ॥

জানি সে সঙ্কেত গণে, না দেখিতে অণু জনে, রাই
গেলা সেই কৃষ্ণ-মাঝে । তাহা দেখি অলকিতে, কৃষ্ণ যান
সে পশ্চাতে, লীলাশুক চলে পাছে পাছে ॥

কৃষ্ণের মঞ্জীর ধ্বনি, শ্রবণেও স্ফূর্তি মানি, হর্ষে শ্লোক
কৈল উচ্চারণ । সেই শ্লোক অর্থ যাহা, পদবন্ধে লিখি তাহা,
যাতে সুখী ভক্তগণ-গন ॥ ১৫ ॥

সেইরূপ অলকিত, গতির যে প্রভুমত, রাধিকার পাছে
পাছে যাইতে । বন্দি সে চরণবন্দ, সকল-আনন্দ-কন্দ, মাধুর্য্য
সকল বৈসে যাতে ॥

যাহাতে বাচাল মণি, মঞ্জীরের রণরণি, শ্রবণে আনন্দময়

ললিতানি যদীয়ানি লক্ষ্মানি ব্রজবীথিষু ॥ ১৬ ॥

সম চেতসি স্মুরতু বল্লবীবিভো-

গতিসমর্থস্য তত্তাদৃশং তামহুগচ্ছচরণং বন্দে । কীদৃশং । মণিনুপুরাভ্যাং
বাচালং । মার্গে তচ্চিহ্নানি দৃষ্টাহ । হৃদি যানি লক্ষ্মাণি ন কেবলমত্রৈব সর্কীহ
ব্রজবীথিষপি বিরাজন্ত ইতি শেষঃ । কীদৃশানি । ধ্বজবজ্রাদিভিললিতানি ।
বাহ্যার্থঃ স্পষ্ট এব ॥ ১৬ ॥

অথ পদ্মযুগ্মগণ্ডিতযমুনা-নীর-তীর-বানীর-কুঞ্জে তয়া সহ রমমাণস্য তস্য

সেই মণিময় নুপুর দ্বারা যেন বাচাল প্রায়, স্ততরাং শোভিত
শ্রীকৃষ্ণের পাদযুগলকে আগি বন্দনা করি ॥ ১৬ ॥

অনন্তর “পদ্মরাজি-বিরাজিত যমুনার তীরস্থ অশোক-

যজনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

রসে । এতেক কহিতে পথে, পদচিহ্ন শোভা চিত্তে, দেখিয়া
বিচারে সহরিসে ॥

এই পদচিহ্নগণ, এই পথে নাহি হন, কিন্তু সর্বব্রজ পথ
ময় । ধ্বজবজ্রাক্রুশ মীন, স্বস্তিক গোপ্পাদ চিহ্ন, অর্ধচন্দ্রান্বুজ
যাতে হয় ॥ ১৬ ॥

যমুনার তীরকুঞ্জে, কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে, আসি করে
নানান বিলাস । দৌহার নুপুর ধ্বনি, কুঞ্জ-মাঝে তাহা শুনি,
লীলাশুক লালসা প্রকাশ ॥

নিজসম-সখী-সনে, রহি কুঞ্জ-বাহু স্থানে, সেই স্মৃতি
মানিয়া অন্তরে । ভাবাবেশে নিজ হৃথে, শ্লোকবন্ধে পর-
কাশে, যাহার শ্রবণে মন হরে ॥

এই গোপাঙ্গনাশ্রেণী, তাহার যে শিরোমণি, রাধা

মগিনুপুরপ্রণয়িমঞ্জু শিজিতং ।

কমলাবনেচরকলিন্দকন্যাকা-

নুপুরধ্বনিং সখীভিঃ সহাগত্য বহিঃ স্থিত্বা শৃণুস্ব সলীলাসমাহ । বল্লবী ত-
চ্ছেষ্ঠা রাধা তস্যা বিভোরমণসা শিজিতং ভূষণধ্বনি মর্ম চেতসি স্কুরতু ।
কস্যা ভূষণস্যোতাহ । মগিনুপুরপ্রণয়কেলিবিশেষেণোঙ্কস্থিতশ্রীচরণয়ো-
নুপুরোদ্ভবমিত্যর্থঃ । অতো মঞ্জু মনোহরং । কিম্বা তস্যাঃ প্রণয়সুচ্যেচেন বিদ্যাতে
যস্যাস্তৎপ্রণয়ি তচ্চ মঞ্জু মনোজ্ঞঃ তৎ তাদৃশং মগিনুপুরয়ো ষং শিজিতং
তৎ । তথা কমলা লক্ষ্মীসুসাবনেচরা যে পদ্মবনেচরাঃ কলিন্দকন্যাকায়াঃ
কলহংসৈস্তেঃ কলকণ্ঠকুজিতৈরাদৃতং তৎসাম্যশিক্ষার্থমাদরেণাভ্যাসিতং ।

কুঞ্জে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ বিলাস করিতেছেন,” লীলা-
শুক যেন বাহিরে থাকিয়া সখীদিগের সহিত ঐ বিলাসের
নুপুরধ্বনি শুনিয়াই লালসাম্বিত চিত্তে কহিতেছেন—

যাহা কমলবনে কলিন্দকন্যা যমুনার কলহংসের কণ্ঠ-
কুজনে সম্যক্ প্রকারে আদৃত, সেই বল্লবীপতি শ্রীকৃষ্ণের

যদ্বন্দনঠাকুরের পদ্য ।

সুধামুখী অতিধন্যা । তার প্রভু শ্যামচন্দ্র, সর্বানন্দ রসি-
কেন্দ্র, সদা মোর চিত্তে স্কুর রম্যা ॥

যে মঞ্জু মঞ্জীরমণি, রাধিকাপ্রণয় ভণি, যার ধ্বনি শ্রেষ্ঠি-
মনোহর । রাইর মঞ্জীরধ্বনি, গুণে যেই প্রণয়িনী, সে
স্কুরক আমার অন্তর ॥

কালিন্দী কমলবন, চরে যেই হংসগণ, তার কণ্ঠধ্বনি
জিনি ধ্বনি । তাহার আদর করে, যে মঞ্জীর ধ্বনি বরে, সে
ধ্বনি শিক্ষার্থ অভ্যাসিনী ॥

কিম্বা সেই হংসগণ, স্বকণ্ঠ-কুজিতগণ, শ্লাঘা করে যেই

কলহঃসকণ্ঠকলকৃজিতাদৃতং ॥ ১৭ ॥ *

তরুণারুণ-করুণাময়-বিপুলারত-নয়নং

তেবাং কলকণ্ঠকৃজিতৈঃ স্নানিতং বা । বাহু তৎক্ষণ্ড্যোক্তিরর্থঃ সএব ॥ ১৭ ॥

অথ সুরতাস্তং জ্ঞাত্বা সখীভিঃ সহ কুঞ্জরক্ষে, মুখং দত্ত্বা তং পুস্ততন্নোপৰ্যু-
পবিশ্য তস্যাঃ প্রমাপনোদনং পুনর্গদনোদীপনঞ্চ কুর্ত্বন্তঃ পশ্যাম্ভিবানন্দো-

গণিময় নূপুর শিজিত অর্থাৎ নূপুরধ্বনি আমার চিত্তমধ্যে
শোভিত হউক ॥ ১৭ ॥

অনন্তর “শ্রীকৃষ্ণের সুরত-বিহার শেষ হইয়াছে” জানিয়া
লীলাশুক সখীদিগের সহিত কুঞ্জঘাটের ছিদ্রে মুখ দিয়া

যত্নন্দনঠাকুরের পদ্য ।

সর্বক্ষেণে । সেই কৃষ্ণ-নূপুর ধ্বনি, মোর হিয়ে অনুক্ষণি,
ক্ষু ত্তি হব স্বভাব লক্ষেণে ॥ ১৭ ॥

অতঃপর লীলাশুক, অন্তরে বাঢ়িল স্বখ, জানি ক্রীড়া
অবসান কাজ । সখীগণ সঙ্গে করি, কুঞ্জরক্ষে, মুখ ধরি, দেখে
দৌহা রতিশ্রম সাজ ॥

মুহু-পুষ্পশয্যা-গাবে, রাইরে বসাত্তা কাছে, করে কৃষ্ণ
শ্রম-নিবারণ । রতিশ্রম জলবিন্দু, ভাসিয়াছে মুখ-ইন্দু,
করুণায়ে করেন বীজন ॥

গদনোদীপনা পুনঃ, করে কৃষ্ণচন্দ্র যেন, এই মত আনন্দ
মানিয়া । স্বধাময় স্ববিলাস, মানি মত শুকোল্লাস, প্রকাশয়ে
শ্লোক পঢ়িয়া ॥

সখি হে, এই লীলা অমৃতের সার । মোর সখী রাধি-
কার, মৌভাগ্য আনন্দ সার, মোদে খেলু অন্তরে আমার ॥ ১৭ ॥

* অত্রাপি “মঞ্জুভাষিনী” বৃত্তং ।

কমলাকুচকলগীভরবিপুলীকৃতপুলকং ।

স্বতন্ত্ৰমমৃতং স্বাহা । ইদমমৃতং মম স্বসখীসৌভাগ্যানন্দমদযুক্তে চেতসি
খেলতু ঈদৃগেব বিলসতু । অমৃতস্বাদাদপি মধুরসরসঃ স্বাহঃ প্রিয়ে মনোহরস্চা-
ধরো যস্য । মধুরং রসবৎস্বাহু প্রিয়েষপি মনোহরে ইতি বিশ্বাৎ । তথা তরুণে
মদনমদোদগারিণী স্বতো মধুপানেন চাক্রণেচ বীজনাদিনা তচ্ছু সাপনোদনার্থং
কুহাদগতা যা করুণা তন্ময়ে তদুদগারিণীচ স্বতো বিপুলে আয়তেচ নয়নে যস্য ।
অঙ্কনিবন্ধায়াঃ কমলায়াঃ পূর্বরীত্যা শ্রীরাধায়াঃ কুচকলস্যো উরেণ স্পর্শাতি-

“পুষ্পশয্যার উপরি শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার শ্রমাপনোদন এবং
মদন উদ্দীপন করিতেছেন”- ইহা দর্শন করিয়াই যেন
আনন্দামৃত অনুভব করত কহিতেছেন—

যাহা অরুণের ন্যায় অরুণ (রক্ত) বর্ণ ও করুণাময়
তথা আয়ত (বিশাল) লোচন শোভিত এবং কমলা (রমা)
দেবীর কুচকলসের ভাৱে যাহার পুলক বিপুল হইয়াছে এবং

যখনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

অমৃত হৈতে স্তমধুর, কৃষ্ণের অধরপর, অতি রস
স্বমাধুর্ধ্যময় । রাধার অধর পানে, প্রফুল্ল যে অনুক্ষণে, চিত্তে
স্ফুরু সেই রসময় ॥

তথা সে নয়ন যোগ, তারুণ্য মদন মোদ, উদগারিণী
সহজে অরুণে । তাতে হেন মধুপান, দ্বিগুণ অরুণ ঠাম, এই
শোভা খেল মোর মনে ॥

তাতে রাই-শ্রম দেখি, করুণাতে ভরে আঁধি, সে করু-
ণায় বীজন করিলা । সহজে করুণাময়, নেত্র অতি দীর্ঘ হয়,
তাতে রাই-মাধুর্ধ্য দেখিলা ॥

দ্বিগুণ প্রফুল্ল দৃষ্ট, অখিল নয়ন ইষ্ট, এইরূপ স্ফুরু

মুরলীরব-তরলীকৃত-মুনিগানসনলিনঃ

শয়েন বিপুলীকৃতঃ পুলকো যশ । তথা তচ্ছ্ৰু মাপনোদনং কৃষ্ণা পুনঃ কেলিলাল-
সোৎপাদনায় মুরলীং যুহ বাসরস্তং তং বীক্য কৈমুতোনাহ । মুরলীরবেণ তরলী-
কৃতানি মুনীনাং পাদপতিতেহপি তস্মিন্ মোনশীলানাং গ্রহিলমানিনীজনানাং
মানসনলিনানি যেন কিমুত তাদৃশ্যা স্তম্যা ইত্যর্থঃ বাহেতু মুনীনাং জ্ঞানিনাং
সেক্রবৎস্থিরকঠিনানাপি মানসানি নলিনবৎকোমলানি চঞ্চলানি কৃতানি

যে মুরলীর রবে মুনিগণের মানসপদ্মকেও চঞ্চল করিতেছে

যছন্দনঠাকুরের পদ্য ।

মোর চিত্তে । আর এক অপূর্ব দেখি, কহে অতি হৈয়া
সুখী, দেখি কৃষ্ণ চাপল্য চরিতে ॥

রাইকে লইয়া ক্রোড়ে, কুচ কলসের ভরে, বিপুল পুলক
কৈল যার । রতিশ্রম করি দূরে, পুনঃ কেলি করিবারে
কেলি লোভ বাঢ়ায় প্রিয়ার ॥

করেন মুরলী গান, অতি সুমার্ধ্য্য তান, তাহা দেখি
কহে পুনঃ আর । যেই মোনশীলা নারী, কৃষ্ণ তার পায়ে
ধরি, নারে মান দূর করিবার ॥

সে সব মানিনী-মন, স্নিগ্ধ করে বংশীস্বন, কি তাহে
রাধিকা এ সময়ে । কৃষ্ণকর্ণামৃত কথা, অতি সুললিত গাথা,
শুন ভাব যাতে প্রকাশয়ে ॥

সে গানে রাধিকা মন, পুনঃ হৈল দ্রবমাণ, পুনঃ তার
কেলি লোভ হৈল । তাহা হেরি শ্যামরায়, বাসপার্শ্বে রাধা
ভায়, দেখি অতি আনন্দ বাঢ়িল ॥

কেলিলোভ বাঢ়ে যাতে, কৃষ্ণচন্দ্র সেই রীতে, নেত্র
অস্ত্রে নিরিখে রাধিকা । তার শোভা দেখি লীলা—, শুক

মম খেলতু মদচেতসি মধুরাধরমমৃতং ॥ ১৮ ॥ †

আমুখগর্জনয়নাম্বুজচুম্ব্যগান-

যেনেত্যর্থঃ । অন্যৎ সমং ॥ ১৮ ॥

অথ পুনর্জাতকেলিলালসাং তামুখায় বামপার্শ্বে নিবগ্নাং তত্বর্দ্ধকনেত্রাস্তেন
পশ্যন্তং তং বীক্ষ্যাহ । অস্য কেহপানির্কাচ্যা ইমে ভাবা মম চেতসি আবি-
র্ভবন্ত । কীদৃশঃ । পূর্বতোহতিমধুরস্বেনারক্বেণুরবং যথাস্যাস্তর্থা আস্তা গৃহীতা

সেই মুরারির মধুর অধরামৃত আমার মদমত্ত মনোমধ্যে
খেলা করুক ॥ ১৮ ॥

অতঃপর “কেলি শেষ হইলেও পুনশ্চ শ্রীরাধার চিত্তে
কেলি বাঞ্ছা উপস্থিত হইয়াছে” শ্রীকৃষ্ণ ইহা জানিয়া এবং
তাঁহাকে উঠাইয়া বাম পার্শ্বে স্থাপন করত অর্দ্ধমুদ্রিত
লোচনদ্বারা চুম্বন করিতেছেন” লীলাশুক এই ভাবেই
যেন শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়া কহিতেছেন ॥

যখনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

হৈল চঞ্চলা, শ্লোক পঢ়ে যাতে রসাধিকা ॥ ১৮ ॥

সখি হে, এই ভাবে মোর চিত্ত মাঝে । আবির্ভাব কর
সদা, নির্কাচ্য না হয় কথা, কোন রসময় মনোরাজে ॥ ধ্রু ॥

পূর্ব হইতে অতিশয়, বেণুগান সুধাময়, যাহা প্রকটিল
শ্যামরায় ॥ মন্থথ-মন্থথ কোটি, রূপে গুণে নাহি ক্রটি,
কিশোরশেখর ব্যক্তি যায় ॥

মঞ্জু অর্দ্ধ নেত্রাম্বুজে, বধুশ্রেষ্ঠা যেহো ব্রজে, তার নাম
রাধা সুধামুখী । তার মুখচন্দ্র চুম্বে, পরমলালসা-রূপে, সে

† অষ্টদশাঙ্করো গীতিবিশেষঃ । শুবমালায়াং মুকুন্দমুক্তাবল্যাং এত-
দ্বিধং ছন্দোহস্তি । সংস্কৃতসঙ্গীতোপযোগি, নতু কাব্যাহাপযোগি ॥

হর্ষাকুল-ব্রজবধু-মধুরাননেন্দোঃ ।

আরক্বেণুরবমাত্তকিশোরমূর্ত্তে-

রাবির্ভবস্ত মম চেতসি কেহপি ভাবাঃ ॥ ১৯ ॥

কোটিমগ্নত্বেন প্রকাশিতা কিশোরমূর্ত্তি য়েন । তথা আ সম্যক্ মুক্ধং যথা-
স্যাৎতথাক্টনয়নাস্বজেন চুম্ব্যমানো হর্ষাকুলায়া ব্রজবধ্বাস্তচ্ছেষ্ঠায়াস্তস্য মধুরা-
ননেন্দুর্ধেন । বাছে স্পষ্ট এবার্থঃ ॥ ১৯ ॥

যিনি কোটি ২ মগ্নত্ব মোহন ও অর্দ্ধ মুকুলিত লোচন-
প্রাপ্ত দ্বারা হর্ষাকুলা ব্রজবধু অর্থাৎ শ্রীরাধার স্তমধুর মুখ-
চন্দ্রকে চুম্বন করিতেছেন এবং আরক্বেণুরবে যাঁহার
কিশোর-মূর্ত্তি প্রকাশিত হইতেছে, সেই শ্রীকৃষ্ণের কতিপয়
অনির্কবচনীয় ভাব সমূহ আমার মনোমধ্যে আবির্ভূত
হউক ॥ ১৯ ॥

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

ভাব স্ফুরুক চিত্তে থাকি ॥

এ রূপে রাইর মনে, বাঢ়ে কেলিলোভগণে, তাহা দেখি
ব্রজসুবরাজ । রসিকশেখর গুণে, পুনঃ রাধিকার মনে,
বাঢ়াইছে সে লোভ অব্যাজ ॥

রাস স্থানে গস্ত মনে, উঠে কৃষ্ণ সেইকণে, কোন ছদ্ম
করিয়া গোবিন্দ । রাইর উৎকর্ষা চেফা, দেখিতে মনের
ইফা তাহা লাগি এই পরবন্ধ ॥

গোবিন্দ রোধন রাই, দেখি অতি সুখ পাই, লীলাশুক
কহে সখীগণে । কৃষ্ণকর্ণায়ুত এই, লীলাশুক কহে যেই,
শুন সবে করি এক মনে ॥ ১৯ ॥

• কলকণিতকঙ্কণং করনিরুদ্ধপীতাম্বরং

ক্রমপ্রসৃতকুস্তলং গলিতবহীভুষং বিভোঃ ।

অথ তস্যাঃ কেলিলালসাং বীক্ষ্য রসিকশেখরদ্বাং পুনস্তামত্যাঙ্গীপন্নিতুং তদ্বৎকণ্ঠাচেষ্টিতং তং দ্রষ্টুঞ্চ রাসস্থানগমনচ্ছয়না তদুথানং তয়া তন্নিরোধনঞ্চ দৃষ্টাহ । বিভোস্তত্ত্বংকেলিসমর্থস্য মদনকেলিশযোখিতমুখ্যনং মম মানসে স্কুরতু । ভাবে ক্তঃ । কীদৃশং পূৰ্ণকৃতলীলাবিশেষবেশপরিবর্তনেন তয়া পরিহিতপীতাম্বরস্য তেনাকৰ্ষণাতয়া রোধনাচ্ছ ঘয়োঃ কঠৈঃ নিরুদ্ধং পীতাম্বরং যস্মিন্ । অতঃ কলং কণিতানি ঘয়োঃ কঙ্কণানি যস্মিন্ । পূৰ্ণং সৃতাশি ক্রমেণ প্রকর্ষণে সৃতা বিলুলিতা স্তম্যাস্চূড়াঙ্ঘেন তস্য বেণীঙ্ঘেন বন্ধাঃ

অনন্তর “রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার কেলিলালসা দেখিয়া তাহার উদ্দীপনার্থ উৎকণ্ঠিত এবং রাসস্থানে যাইবার ছেলে শ্রীরাধাকে উঠাইতেছেন, কিন্তু শ্রীরাধা তাহাতে বারম্বার যাইতে নিষেধ করিতেছেন” লীলাশুক এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ দর্শন পাইয়াই যেন কহিতেছেন ॥

যাহাতে কঙ্কণ মধুর কণ শব্দ করিতেছে, পীত বসন করে অবরুদ্ধ হইতেছে, ক্লাস্তিজন্ম কুস্তল ইত্যন্ততঃ প্রসৃত

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

মদনকেলি শয্যোপ্থান, মোর চিত্তে অবিরাম, স্ফূর্তি হউ অতি দীপ্তি রূপে । সেই সেই লীলার প্রভু, শ্যামচন্দ্র অঙ্গ বিভূঁ, মন রহু এই সুধাকূপে ॥

কিশোর কিশোরী রসে, নিমগন নিশি দিশে, কোন রসে বেশ ফিরাইয়া । নীলবাস পরে শ্যাম, পীতবাস হেম ধাম, নাই কেলি কৈল তাহা লৈয়া ॥

সেই পীতবাস লৈতে, কৃষ্ণ অতি হর্ষ চিত্তে, করে ধরি

পুনঃ প্রকৃতিচাপলং প্রণয়িনীভূজাযন্ত্রিতং

নম স্কুরভু মানসে মদনকেলিশযোখিতং ॥ ২০ ॥ †

কুস্তলাঃ যস্মিন্ । অতো গলিতে সংসিতে ভগ্নো বহুভবে যত্র তত্র তস্তা-
শচূড়ায়ঃ বহুং তস্য বেণীমূলে বতংসং রত্নসকলং জ্ঞেয়ং । তথা প্রকৃত্যা
স্বভাবেন ঘনোশচাপলং যস্মিন্ । অতঃ পুনঃ প্রণয়িনীভূজাভ্যাং কাস্তকৰ্ণস্য
যন্ত্রিতং যন্ত্রণং যস্মিন্ । তস্মা বস্ত্রং ত্যক্ত্য়া ভূজাভ্যাং কণ্ঠে গৃহীত্বা তন্নে উপবে-
শিতঃ স ইত্যর্থঃ । বহু। প্রকৃষ্টাকৃতিঃ স্তনাধরাদিগ্রহণং তত্র চাপলং কৃষ্ণস্য
যত্র । অতঃ প্রোদ্যৎকুটুমিতাখ্যামুভাবেন প্রণয়িনীভূজাভ্যাং অবিরোধিবাহুঃ
যথা তথা কৃষ্ণকরমোৰ্ধনিতং যন্ত্রণং যত্র । তল্লক্ষণং । স্তনাধরাদিগ্রহণে
হংপ্রীতাবপি সজ্জমাৎ । বহিঃ ক্রোধব্যখিতবৎ প্রোক্তং কুটুমিতং বুধৈরिति ।

হইতেছে, পুনঃ পুনঃ স্বভাববশে চপল এবং যাহা প্রণয়িনীর
ভূজৰয়ে আবদ্ধ, সেই প্রাতঃকালীন মদনাবেশ বশতঃ শয্যা-
খান-লীলা আমার মানসে নিয়ত স্কৃতি হউক ॥ ২০ ॥

যত্নস্বনঠাকুরের পদ্য ।

করে আকর্ষণ । ধনি তাহা নাহি ছাড়ে, পীত বাস ছুঁছ করে,
আকর্ষিতে ঝঙ্কারে কঙ্কণ ॥

কেলিরূমে গলিয়াছে, ছুঁহার দুকুল পাছে, গোবিন্দের
বেণী রাই চুড়ে । চুড়ায় ময়ূরপুচ্ছ, বেণীতে রত্নের গুচ্ছ,
খসিয়াছে নেত্র মন জুড়ে ॥

প্রকৃতি চঞ্চল ছুঁছ, মুখে হাস্য লহ লহ †, পুনঃ রাধি-
কার ভূজ লৈয়া । নিজ কণ্ঠে ধরে শ্যাম, শোভা হৈল অনু-
পাম, তেহঁা কণ্ঠ ধরে বস্ত্র খুঁয়া ॥

* অত্র পৃথ্বী ছন্দঃ । “জসৌ জসজলা বহুগ্রহবতিশ্চ “পৃথ্বী” ঞকঃ” ।
যথা—অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ ॥

† লহ লহ—লগ্নু লগ্নু ॥

স্তোকস্তোকনিরুদ্ধ্যমানমুচ্ছলপ্রস্যান্ধিমন্স্মিতং

মহঃ ক্ষুরতু ইতি পাঠে কেলিশযোথিতং মহঃ ক্ষুরতু ইতি । বাহুে তু ক্ষুর্ত্যা তথৈবোক্তং । নিশান্তে কৃষ্ণস্য শয্যোথানমিতি কেচিৎ ॥ ২০ ॥

পুনর্বিলাসারম্ভঃ দৃষ্টা সখীভিঃ সহ দূরং গতা লীলাবসানং জ্ঞায়া পুনঃ কুঞ্জমাগতা বহিঃ সখীনাং নুপুরাদিধ্বনিং শ্রব্যা তাভিঃ সহ তস্তা নশ্বশ্রবণা

• অনস্তর “শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার সহিত পুনশ্চ বিলাসারম্ভ হইয়াছে” জানিয়া লীলাশুক সখীদের সহিত দূরে গিয়া এবং লীলার শেষ জানিয়া পুনশ্চ কুঞ্জে আসিয়া বাহির হইতেই গোপীদের নুপুরাদির শব্দ শ্রবণ করত দেখিলেন যে, “শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সহিত শ্রীরাধার পরিহাস শুনিত্তে কপট ভাবে স্তম্ভ আছেন” লীলাশুক যেন এই ভাবে দর্শন পাইয়াই বর্ণন করিতেছেন ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপাঙ্গনাগণের শ্রবণ-মধুর পরম্পর বাক্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া কপট নিদ্রা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং মধ্যে মধ্যে সেই সমস্ত কথা শ্রবণে কিছু ২ হাস্য প্রকাশ পাইলেও তাহাকে অল্পে অল্পে নিরুদ্ধ করি

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

বসিলেন পুষ্পশেযে, শোভাতে ভুবন মঞ্জে, কাশ্চ্যের প্রবাহ বহি যায় । এই কেলি শ্যোথান, শোভা ক্ষুর হৃদি স্থান, এ যছনন্দন দাস গায় ॥ ২০ ॥ ১০.৩.৫৭

এই মতে ছুই জন রতিকেলিরসে । আরস্তিলা দেখি লীলাশুক মনোম্লাসে ॥ সখী মনে অন্য স্থানে গেলা শীত্ৰ-গতি । পূর্ন রঙ্গ ছুই সঙ্গ আলপয়ে অতি ॥ কেলিকাম অব-মান জানি পুনর্বারে । শীত্ৰগতি হর্বমতি আইলা কুঞ্জধারে ॥

প্রেমোদ্ভেদনিরর্গলপ্রস্রমরপ্রব্যক্তরোগোদগমঃ ।

কপটসুপ্তং কৃষ্ণমালোক্য সবিতর্কমাহ । ভগবতঃ সর্কসৌন্দর্যাদিশ্রীযুক্তশাস্ত্র
ব্রজবধুনাং লীলয়া বন্নিখোজ্লিতং তৎ শ্রোতুং মিথ্যান্বাপং কপটশয়ানং
উপাস্মহে পশ্চামঃ । কীদৃশং জ্লিতং । তস্ত শ্রোত্রং মনশ্চ হরতি তৎ । অয়ি
কিমস্মান্ হিত্বা পুন্নাগস্রমনোহরণায় একাকিনী বনে প্রবিষ্টাসি দিষ্ট্যা বনে
বকাস্তেন 'পরাজবো ন জাতঃ । অয়ি শ্রুতং স্নুহ্যন্নশিখণ্ডিভ্যামত্রাগতং তয়ো-

তেছেন এবং কখনও বা প্রেমবশতঃ অঙ্গের লোমাঞ্চসকল

যছন্দনঠাকুরের পদ্য ।

রাই অতি সূক্ষ্মমতি নুপুর শুনিয়া । কুঞ্জবাছে সখী সহ
মিলিলা আসিয়া ॥ সখীসনে নশ্ব ভণে রাই তা শুনিতে ।
নিদ্রাছিলে কুঞ্জতলে কৃষ্ণচন্দ্র শতে ॥ তাহা দেখি হৈয়া
সুখী লীলাশুক রঙ্গে । তর্ক করি হর্ষ ভরি কহে সেই রঙ্গে ॥

নবব্রজবধুগণে, স্নুহুবাচ্য অনুপমে, কহে লীলা পরিহাস
কথা । শুনিতে কপট করি, যে রহে শয়ন করি, সেই কৃষ্ণ
দেখিব সর্বথা ॥ সেই ব্রজবধুবাণী, কর্ণ-মন-রসায়নী, যাতে
কর্ণ মন হরি লয় । এমতি মধুরবাণী, কৃষ্ণ যাছে স্নুখ মানি,
শুনিতে কপটে শ্রুতি রয় ॥

রাই প্রতি কহে সখী, শুন অহে স্নুধামুখি !, কেনে তুমি
আমা সবা ছাড়ি । একা বনে প্রবেশিতে, পুন্নাগ স্রমনো
নীতে *, শীঘ্র গেলা সেই পুষ্পবাড়ী ॥

ভাগ্যে বনরক্ষি-হাতে, না ঠেকিলা বনপথে, 'পরাতভব
না হইল তায় । শুনিল স্নুহ্যন্না আর, শিখণ্ডির সমাচার,
এথা তার আগমন হয় ॥

কিশোর কিশোরী ছুই, এথা সদা বিহরই, স্নুহ্যন্না

* পুন্নাগ স্রমনো নীতে অর্থাৎ পুন্নাগ পুষ্প চয়ন করিতে ।

শ্রোতুং শ্রোত্রমনোহরং ব্রজবধুলীলামিথোজল্লিতং

বিদ্যা চ ভবন্ত্যাং শিক্ষিতেতি কিং সত্যং । ইত্যাদি সখীনাং নশ্ব শ্রদ্ধা স্তোক-
স্তোকমন্ত্রাণং তেন রুধ্যমানং মুহূৰ্ত্তং প্রশস্তি প্রকর্ষণে বিকসচ্চ মন্দস্মিতং
যস্মিন্ । আ ভোঃ শিখণ্ডিশিক্ষিতবিদ্যাচার্যাঃ সত্যং আশ্চর্যং কলঙ্কিনীং কর্ত্তুং
দৃগ্ভঙ্গিনাস্ত হস্তেন মাং বিক্রীয় প্রচ্ছন্নাসু ভবতীষু মঙ্গলক্ষ্মরক্ষিণ্যা প্রিয়সখ্যা
নিদ্রয়ালিঙ্গিতেহস্মিন্ যুগ্মগগরে একাকিনা শিখণ্ডিগতৌক্তং । হঃ স কৃষ্ণ-
স্বংসখীগণাধিষ্ঠিতং কুঞ্জে সখ্যা স্নহ্যয়েন সহাহমাগগং ততস্তাভিঃ প্রার্থা

আবৃত করিলেও অবাধে প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে,

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

শিখণ্ডি সঙ্গ পাঞা । দোহা স্থানে বিদ্যা শিখি, হইয়া পরম-
স্বখী, বিদ্যাভ্যাস কৈল কুঞ্জে যাঞা ॥

করিলা-বিহার দৌহে, আপনি দেখিলে অহে, তা সবার
স্থান যত্ন করি । এই মত পরিহাস, শুনি কৃষ্ণ মন্দহাস,
অল্লে অল্লে রোধে স্মথ ভরি ॥ তা সবার বাণী শুনি, রাধিকা
কহেন পুনি, শুন অহে চঞ্চলার গণ । তোমরা শিখিলা
বিদ্যা, শিখণ্ডী স্নহ্যয় পদ্যা, তাতে গুরু হৈলা সর্ব জন ॥

করিতে কলঙ্কি মোরে, নয়নের ভঙ্গীঘারে, তুমি সবে
কৃষ্ণ ধ্বষ্ট করে । আমাকে বিক্রয় করি, লুকাইলে অন্যস্থলি,
ছদ্মবাক্য কহ পুনঃ মোরে ॥

সঙ্গলক্ষ্ম রক্ষিণী মোর, প্রিয়সখী নিদ্রাঘোর, কৃষ্ণচন্দ্রে
আসি কৈল কোলে । তবে-মাত্র একাকিনী, এথা আইলা
শিখণ্ডিনী, পূর্ব্বাহ্নিক কহিল আগারে ॥

কালি কৃষ্ণ তুয়া সখী, গণসঙ্গে হৈয়া স্মখী, সর্ব বিদ্যা
শিখে ছুঁছ স্থানে । আজি মোরে যত্ন করি, পাঠাইলা সহ-

মিথ্যা স্বাপ্নুপান্নহে ভগবতঃ ক্রীড়ানীগীলদৃশঃ ॥ ২১ ॥

মন্তো মন্দিয়া গৃহীতা তেন তেন চ মৎসখ্যঃ সংপ্রতি তন্দিয়াত্নৈপুণ্য-
পরীক্ষার্থমাগতোহহং । তাভিত্তদীক্ষার্থং প্রার্থ্য প্রেষিতোহস্মি তথা কুর্ষিতি
শ্রদ্ধা যুগ্মান্ন সক্রবা ময়াতৎ সিতোহসৌ গুরুর্গতন্তন্নদনপেক্ষকাভি হুর্মুখীভি-
যুগ্মাভিঃ সহ সংলাপোহপি ময়া ন কার্য্য ইতি । তন্নর্শ শ্রদ্ধা প্রেমোত্তেদেন
নিরর্গলাঃ যত্নৈরপি নিরোকুশলক্যাঃ প্রেমমরাস্তস্য রোমোলগমা যস্মিন্ ।

এতাদৃশ মুরারির মিথ্যা স্বপ্ন অর্থাৎ কপট নিদ্রাকে আমি
নিয়তকাল মানন্দচিত্তে স্মরণ করি ॥ ২১ ॥

ষছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

চরী বিদ্যার নৈপুণ্য সঙ্গোপনে ॥

তেঞি আমি আইলু তথা, তুয়া সখীগণ যথা, তারা
মোরে বহু যত্ন করি । পাঠাইলা তুয়া স্থানে, বিদ্যা শিখি-
বার ভানে, দেহ বিদ্যা উপদেশ বলি ॥

এই বাক্য শুনি তার, রোষচিত্ত যে আগার, অনেক ভৎসনা
কৈল তারে । বহু দুঃখী হৈয়া পাছে, গেলা আপনার বাসে,
তোমরা বলহ গুরু যারে ॥

তস্মাৎ † অপেক্ষা মোর, না করিব সঙ্গ তোমর, দুর্মুখী
তোমরা সব সখী । সত্য তোমাদিক সঙ্গে, আলাপন পর-
বন্ধে, আমাকে ত জানিহ বিমুখী ॥

এই পরিহাস বাণী, শুনিতেই ব্রজমণি, প্রেমোত্তেদ
হৈল নিরগলা । যত্নেহ রাখিতে নারে, প্রকট বাহিরে ধরে
প্রতি অঙ্গে ফুল্ল রোমমালা * ॥

† তস্মাৎ—সেই জন্য । প্রাচীনকালে বাঙ্গালাপদ্যে অবিকল সংস্কৃত পদ
কোন কোন স্থলে ব্যবহৃত হইত ॥ * ফুল্ল রোমমালা—লোমাঞ্চসমূহ ॥

• বিচিত্রপত্রাক্ষুরশালিবাল-

বাছে তু তস্ত শ্রোত্রস্ত মনো হরতি । তথাহি অঙ্গানি যস্ত সকলেদ্রিয়বৃদ্ধি-
মস্তীকাদি ব্রহ্মসংহিতায়াং । অতঃ সমং ॥ ২১ ॥

অথ রাসে ত্যক্তগোপীনাং তত্রাগমনশঙ্কয়া তাঃ কুব্ধেতি জ্ঞান্বা তজ্জৈব চম্প-

অতঃপর “শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলায় অন্য গোপীগুণকে ত্যাগ
করিয়া আসিয়া ছিলেন, সম্প্রতি “তাহারা কি আসিয়াছে”
এই আশঙ্কায় “তাহারা কোথায় ?” এই রূপ করিয়া চম্পক
পুষ্প আশ্রাণ করত “তাহারা শীঘ্র আসুক্” সখীদিগের
প্রতি এই আদেশ করিলে, বহির্ভাগে থাকিয়া লীলাশুকের
সখীভাবে ঐ নিজাভীষ্ট সেবারূপ আনয়নাদি কার্য্য করিতে

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

রাসে ত্যক্ত নারীগণ, শঙ্কা হৈল আগমন, তার লাগি
সব সখীগণ । লীলাশুকে কহে বাণী, শীঘ্র বাহ বাছে তুমি,
তারা কোথা জান বিবরণ ॥

যাঞা পথে চম্পকাদি, পুষ্প লৈয়া কার্য্য সাধি, শীঘ্র
এথা কর আগমন । এই গত সখীবাণী, লীলাশুক কর্ণে
শুনি, আনন্দিত হৈল নিজ মন ॥

সখীর বচন ধরি, বাহু গস্ত মমে করি, দুই তিন সখী
লইয়া সঙ্গে । কুঞ্জের বাহিরে আসি, সেই সখী-সঙ্গে বসি,
কহে কিছু নর্ম্মের তরঙ্গে ॥

মে কালে অভীষ্ট সেবা, না পাইয়া দেখে যেন, কহে
সব সখীগণ মাঝে । সখী স্নেহায়ুতপাঞা, কহে আনন্দিত
হৈয়া, উচ্চারিয়া এক শ্লোকরাজে ॥ ২১ ॥

বিচিত্রা বলিত যুত, শোভা অতি অদভুত, রাধিকার

স্তনাস্তরং যাম বনাস্তরং বা ।

কাদিপুশ্পাণ্যাদায় শীঘ্রমাগম্যতামিতি সখীনাং প্রেরণয়া দ্বিত্রিসখীতিঃ সহ
বহিরাগত্য স্বাভীষ্টতৎকালীনস্বসখীসেবানবাগ্ণ্যা স্বস্ত সখীস্নেহাধিক-
সখীত্বাৎ সবিচারমাহ । তেনৈব কৃষ্ণে ভূষিতস্বাধিচিত্রপত্রাকুরশালিনৌ যৌ
বালায়াঃ কিশোরীয়াঃ স্ত্রীরাধায়াঃ স্তনাবেবাস্তরে হৃদি সম্য তং । তয়া সহ রম-
মাগং কৃষ্ণং বা যাম তন্নিকটে তিষ্ঠাম । পুশ্পাদার্থং বনাস্তরং বা যাম । বৃন্দাবন-

অধিক প্রেম হইয়াছে” গ্রন্থকার যেন এই ভাবেই কহিতে-
ছেন ॥

সুন্দর স্তনশালিনী গোপাঙ্গনাদিগের স্তনব্যবহিত ও
বিচিত্র পত্র এবং অকুরাদি পরিশোভিত বনাস্তরে (বৃন্দা-
বনে)ই গমন করি, কারণ, বৃন্দাবনের ভূমিপ্রদেশে গোপা-

যছন্দনঠাকুরের পদ্য ।

কুচমধ্যস্থলে । রমে যেই কৃষ্ণচন্দ্র, সকল আনন্দ কন্দ,
যাব কি তাহার রম্য স্থানে ॥

কিন্মা যাব বৃন্দাবনে, পুষ্প আদি আহরণে, উপাসনা
করিব রাধার । বৃন্দাবন মাঝে যার, পদচিহ্ন নৃত্যসার, তাহা
বিনু না দেখিব আর ॥

অন্য উপাসকগণে, না দেখিব এই মনে, উপাসনা কি
করিব তার । এতেক কহিতে মনে, আর অর্থ প্রকাশনে,
কহে অর্থ অতিশয় সার ॥

বন ঘাই লীলাশুক, দেখি সব সখীমুখ, কহে নিষ্ঠা
জানিবার তরে । হে সখি ! দুঃখিতাগণ,রাসে ত্যাগী যতজন,
সুখী করি সঁপি কৃষ্ণ করে ॥

এই মত কহি বাণী, লীলাশুক মনে গণি, পুনঃ কহে

অপাস্য বৃন্দাবনপাদলাস্য-

রূপং কৃষ্ণং আদন্তে বশীকরোতি তদ্বৃন্দাবনং । পাদং দায়াদবৎ তাদৃশং লাস্যং
 যত্র তং শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীরূপং স্বস্য উপাস্যং অপাস্ত্র অশ্রং উপাস্ত্রং ন বিলোক-
 যাম । কিমুতোপাস্ত্রহ ইত্যর্থঃ । যদ্বা । প্রথমমাগতত্বাৎ । তন্নিষ্ঠাজ্ঞানায়
 হে সখি দুঃখিতা এতাঃ গোপীঃ কৃষ্ণেন সহ সঙ্গমযা সুখয়াম । ইত্যন্তসখীনাং
 বচঃ শ্রদ্ধা সমস্নেহসখীগুণমাশ্রিত্য সনিশ্চয়মাহ । কৃষ্ণেন সহাপ্রাপ্তরহঃ-
 কেলিআদিচিত্রপত্রাকুরশালিত্বো যা এতা ব্রজবালা আসাং বিরোগ-নীরস-পাণ্ডু-
 চ্ছবীনাং স্তনমেব স্তনশরদত্তু স্তনিতমিব বিলপনধ্বনিস্তং বা যাম তন্মধ্যে বা
 পতাম । কিম্বা । পুষ্পাধ্যাহর্ভুং বনাস্তরং বা যাম । তন্নবীনযুবধন্দু মিতি বক্তু-
 মুদ্যতঃ । পথি তয়োঃ পাদচিহ্নাশ্রালোক্যাহ । বৃন্দাবনে পাদলাস্যং যয়োস্তং
 যুবধন্দু রক্তং অপাস্ত্র তাক্তু । অন্যমুপাস্ত্রং সেবাং ন বিলোকয়াম । কিমুতোপা-
 স্ত্রহে । তয়োলক্ষণং । কৃষ্ণাদঙ্গমাধিক্যং যাসাং তাসাং সখীনাং স্নেহঃ তাঃ সখী-
 স্নেহাধিকা ইতি । কৃষ্ণে সখ্যাঞ্চ সমস্নেহাৎ সমস্নেহা ইতি । বাছে তু । মুচ্ছিতং
 পথি পতিস্তং দৃষ্ট্বা অয়ে স তে দয়িতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সর্কাস্তর্ধামিতয়া সর্কত্রাস্তে
 তথা বিষ্ঠলশ্রীরঙ্গাদিরূপশ্চ ত্বয়া দৃষ্টএব তমেব স্মর পশ্য বা । ইত্যাস্বাসন-
 গরান্ স্বান্ প্রতি সনিশ্চয়মাহ । তাদৃশবালান্তগ্নধ্যং বা যামঃ । মহাবিষয়মগ্না-
 ভবাম ইত্যর্থঃ । বনাস্তরং বৃন্দাবনমধ্যং । কিম্বা । স্বস্য বৃন্দাবনাবোগ্যত্বাঘনাস্তরং

স্নানাদিগের নৃত্যকালীন পদচিহ্ন পরিত্যাগ করত অন্য

যদ্বনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

সমস্নেহ মত । রাসে কৃষ্ণত্যাক্ত নারী, চিত্রপত্রাকুর শালী,
 বিলাপ বৈবৰ্ণ্যগণ যত ॥

তার মধ্যে যাব কিম্বা, পুষ্প আহরিব কিবা, বনমধ্যে
 করিব প্রবেশে । যুবধন্দুরত্ন বিনা, অন্য নাহি উপাসনা,
 এই নিষ্ঠা মোর হৃদি দেশে ॥

এতেক কহিতে পথে, দেখে পদচিহ্ন তাতে, রাধাকৃষ্ণ
 একত্র ঘটনা । এই পাদলাস্য যার, পথে দেখি মনোহর,

মুপাস্যমন্যং ন বিলোকয়াগ ॥ ২২ ॥

সার্কং সমুদৈকায়মুতায়মানৈ-

বা যাম । তাদৃশং তমপাস্যেতি পূর্ববৎ । অত্র বিচিত্রপত্রাহুরশালীতি স্তনবনয়ো-
বিশেষণং । বৃন্দাবনেতি বিশেষ এব তাৎপর্যাদি বিশেষোক্তিঃ ॥ ২২ ॥

অথ পুষ্পাণ্যাদায় তাভিঃ সহ পুনস্তৎকুঞ্জমাগচ্ছন্তমানানং জানন্ পথি

কোন উপাস্য বস্তুত আমার নয়নগোচর হয় না ॥ ২২ ॥

অতঃপর “পুষ্পাদি আহরণপূর্বক পুনশ্চ কুঞ্জে আসি-
তেছি এবং পথমধ্যে স্বাধীন ভর্তৃকার ন্যায় গর্ব, মান, ঈর্ষা
প্রভৃতির উদয়হেতু, রসোৎকর্থা আচ্ছন্ন হইল, এবং পর-
স্পর দুর্লভ বোধ করিয়া কৃষ্ণই লুকায়িত হইলেন,” তৎ-
কালে শ্রীরাধা কৃষ্ণদর্শন না পাইয়া যে বিলাপ করিয়াছেন,
এই ভাব আত্মাতে আরোপ করত লীলাশুক যেন তাঁহাদের
সহিত মিলিত হইয়াই কহিতেছেন ॥

যাঁহার মুরলীনিবাদ ব্রহ্মাণ্ডভেদ পূর্বক ক্রমশঃ উদ্বীগত

যদ্বন্দনঠাকুরের পদ্য ।

তাহা ছাড়ি নাহি উপাসনা ॥

এত কহি আর এক শ্লোক কৈল পাঠ । শ্রীলীলাশুকের
বাণী স্তম্ভাসয় ঠাট ॥ ২২ ॥

ত্রিবিধ ইহার অর্থ অন্তর্দশা এক । দ্বিতীয়ে স্বান্তর্দশা বাহ্যে
তিন রেখ ॥ এইরূপে লীলাশুক সখীগণ-সঙ্গে । দিব্য পুষ্প
মাল্য আদি গাঁথিলেন সঙ্গে ॥ তাহা লৈয়া সখী-সঙ্গে ফিরি
কুঞ্জে আইসে । এই মত জানে তেহো মনের বিলাষে ॥
এথা রাই কৃষ্ণ-মনে কৈলা নানা লীলা । স্বাধীনভর্তৃকা
আদি বহু স্তম্ভ পাইলা ॥ তাহা হৈতে গর্ব আর মান উপ-

রাতায়মানৈমুরলীনির্নাদৈঃ ।

অত্যন্তস্বাধীনভর্তৃকতয়া সৌভাগ্যগর্ভমানাভ্যাং রসাস্বাদকোংকঠারহিতাং
 রসপোষকান্যোন্যাদৌলভ্যরাহিত্যেন পর্যুষিতরসামিব তাং স্বধৃ দৃষ্ট্বা
 কিঞ্চিদ্ব্যবধানেন তদ্বর্দ্ধনায় তদ্বৎকণ্ঠপ্রলাপশুশ্রবণা চ কুঞ্জান্তিরোহিতে
 রসিকশেখরে তময়েষ্টুং বহিনির্গতয়া সসখীবৃন্দয়া বিকলয়া শ্রীরাধয়া মিলিত্বা
 তমস্মিষ্য ভ্রমস্তীনাং তাসাং তদ্বর্দ্ধনোংকণ্ঠা প্রলপিতশ্রবণোদগতয়াঃ স্বস্যা
 বাহাস্তদর্শাদয়েহপি তদ্বর্দ্ধনোংকণ্ঠয়া তাসাং প্রলাপমেবানুবদনান্ন ত্রয়ত্রিংশতা
 শ্লোকৈঃ । অত্রার্থোৎসয়মহুসঙ্কেয়ঃ । উক্তঞ্চ । সন্তোগো বিপ্রলস্তচ শৃঙ্গারে
 দ্বিবিশো মতঃ । তত্র চ । ন বিনা বিপ্রলস্তেন সন্তোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে । কষা-
 য়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগো বিবর্দ্ধতে । বিপ্রলস্তোহপি চতুর্দ্ধা । পূর্বরাগো
 হইয়া বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ক্ষণে ক্ষণে শ্রবণ কালে যাহা

যত্নন্দনঠাকুরের পদ্য ।

জিল । রসের উৎকণ্ঠা-গণ রহিত হইল ॥ অন্যান্য ছল্লভ
 বিনে রস পুষ্ট নহে । পর্যুষিত রস হৈল কৃষ্ণ মনে লয়ে ॥
 অন্য গোপীগণ পায় বিচ্ছেদ-যাতনা । তাহা জানি লুকাইতে
 হইল বাসনা ॥ রাধিকার অতিশয় উৎকণ্ঠা বাঢ়াঞা । উৎ-
 কণ্ঠা প্রলাপ শুনি ইহা হৈল হিয়া ॥ তেঞি লাগি কুঞ্জান্তরে
 কৃষ্ণ লুকাইলা । তারে না দেখিয়া রাই ব্যাকুল হইলা ॥
 কৃষ্ণ অশ্বেষিতে রাই সখীগণ লৈয়া । গমন করেন কুঞ্জ
 বাহির হইয়া ॥ সেই সঙ্গে লীলাশুক নিজ সখী লৈয়া ।
 রাই সঙ্গে ভ্রমে সবে কৃষ্ণ অশ্বেষিয়া ॥ কৃষ্ণদরশন লাগি
 প্রলাপয়ে রাই । তাহা শুনি লীলাশুক দুঃখ বহু পাই ॥
 বাহ আর অন্তর্দশায় গন বসাইয়া । প্রলাপানুসারে
 তাহা প্রলাপয়ে ইহা ॥ তেত্রিশ শ্লোকের অর্থ এমতে
 জানিবে । রাধিকা প্রলাপ কথা কৃষ্ণোদ্দেশে সবে ॥ এই

মূর্ছাভিষিক্তং মধুরাকৃতীনাং

মানঃ প্রেমবৈচিত্র্যং প্রবাসশ্চেতি । প্রবাসশ্চ বুদ্ধিপূর্কীবুদ্ধিপূর্কভেদেন
 দ্বিধা । বুদ্ধিপূর্কোহপি কিঞ্চিদূরসুদূরগমনাদ্বিধা । তত্র কিঞ্চিদূর-
 প্রবাসাথাবিপ্রলস্তেহস্মিন্ তাসাং বিরহোৎপন্নো দশ দশাঃ স্নাঃ । চিন্তাত্র
 জাগরোধেগৌ তানবং মলিনাক্রতা । প্রলাপো ব্যাধিক্রমাদো মোহো মৃত্যু-
 দর্শা দশেতি । এতান্তত্ত্বংস্লোকেষু বাখ্যাস্যন্তে । তত্র । সাক্ষমিত্যাदिभि
 শ্চিন্তা । অধীরমিত্যাदिभिः প্রলাপঃ । স্বচ্ছৈশ্বমিত্যাदिभिरुद्বেगः ।
 যাবন্ন মে ইত্যত্র মোহো ব্যাধিশ্চ । যাবন্ন মে ইত্যত্র মৃতিঃ । হে দেবেত্যাदिभि-
 শ্চোন্মাদঃ । আভ্যামিত্যাदिभिर्मानिलक्षणं तानवमिति । তত্র প্রথমং নিজা-
 অমৃতবৎ প্রতীয়মান হইতেছে । আর যিনি নিখিল অমৃত-

যজনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

রূপে শৃঙ্গার এক সম্ভোগ প্রকার । বিপ্রলস্ত মত আর
 খ্যাত পরকার ॥ বিপ্রলস্তে চারি মত পূর্বরাগ মান । প্রেম-
 বৈচিত্র্য আর প্রবাস আখ্যান ॥ সে প্রবাস দুই মত উজ্জ্বল
 প্রচার । বুদ্ধিপূর্কীবুদ্ধিপূর্ক আখ্যান যাহার ॥ বুদ্ধিপূর্ক
 দুই রূপ খ্যাত শাস্ত্রমত । কিঞ্চিদূর সুদূর গমন খ্যাত যত ॥
 এইত প্রবাস হয় কিঞ্চিদূর নাম । এই বিপ্রলস্ত হয় বিরহ
 বিধান ॥ তাহাতে রাধিকা আদি সব সখীগণে । দশদশা
 উপস্থিত হৈল সেই ক্ষণে ॥ চিন্তা জাগরণ আর উদ্বেগ-
 তানব । মলিন প্রলাপ ব্যাধি উন্মাদাদি সব ॥ মোহ মৃত্যু
 আদি করি এই দশ দশা । রাধিকাতে উপজিল কহি সেই
 ভাষা ॥ তাহার প্রথম দশা চিন্তা উপজিলা । কৃষ্ণ দরশন
 কায়ে চিত্তোৎকণ্ঠা হৈলা ॥ আস পাশ সব সখী ললিতাদি
 করি । তাহা প্রতি কহে রাই এই শ্লোকোচ্চারি ॥ সেই
 ভাবে মগ্ন হৈয়া লীলাশুক এথা । সেই সব ভাব মত কহে

বালং কদা নাম বিলোকয়িষ্যে ॥ ২৩ ॥

স্বাসনপরসখীঃ প্রতি তাসাং তদ্বর্শনচিন্তোৎকর্ষণা প্রলপিতমহুবদন্লাহ তন্নাদ-
মুরলীনির্নাদৈরিত্তি সার্কঃ । তং বালং কদা নাম বিলোকয়িষ্যে । তন্নাদমুদগিরন্তঃ
তমিত্যর্থঃ । কীদৃশৈঃ । সমৃদ্ধৈঃ । তানবমুচ্ছনাদিমাধুর্যৈঃ পুষ্টিঃ । অমৃতবদাচর-
তিতী তথা তৈঃ । আভারমানৈঃ স্বমাধুর্যেণ ব্রহ্মাণ্ডং নির্ভিদ্য বৈকুণ্ঠপর্যন্ত-
প্রসরণশীলৈঃ । লক্ষ্ম্যা অপ্যাকর্ষণাং । তদ্বক্তং । কৃষ্ণমধুভূত ইত্যাদৌ,
ভিন্নমণ্ডকটাহতিস্তিগভিতো বভ্রাম বংশীধ্বনিরিত্তি । কীদৃশং তং । মধুরা-

ময়ী আকৃতির মূর্দ্ধাভিষিক্ত অর্থাৎ মহারাজ স্বরূপ সেই
মাধুর্যরাজ বালক অর্থাৎ কিশোরকে কবে আমি অবলোকন
করিব ? ॥ ২৩ ॥

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

সেই কথা ॥ এইত শ্লোকের এই কহিল আভাস । এবে কহি
শুন ইহার অর্থ পরকাশ ॥ মুরলীর নাদ সঙ্গে কিশোর
শেখর । কবে নিরখিব আমি শ্যামল স্তন্দর ॥ তান মুচ্ছা
আদি গান সমৃদ্ধ সহিতে । মাধুর্য পুষ্টিতা যার অমৃত
চরিতে ॥ অতি দীর্ঘ ধ্বনি যাতে ব্রহ্মাণ্ড ভেদয় । যে ধ্বনি
বৈকুণ্ঠ যা'ঞা লক্ষ্মী আকর্ষণ ॥ মধুর আকার যত আছে
ত্রিভুবনে । তার শিরোধার্য রূপ সর্ব মনোরমে ॥ অন্ত-
র্দশার এই অর্থ কৈল প্রকটনে । স্বাস্তর্দশার অর্থ এবে
শুন করি মনে ॥ সখীভাবে লীলাশুক কহে সখীগণে ।
কবে সে দেখিব শ্যামকিশোর মোহনে ॥ মুরলীর নাদ
যাতে মাধুর্যের সীমা । রাই আকর্ষণ করে অতি মনোরমা ॥
সে শব্দে সঙ্কেত বাণী কহেন রাইরে । কবে তাহা শুনি
সখী হইব অন্তরে ॥ স্বাস্তর্দশার এই অর্থ বাহ্য দশা আর ॥

শিশিরীকুরুতে কদা নু নঃ

কৃতীনাং মূর্খাভিষিক্তং শ্রেষ্ঠসিতার্থঃ । স্বাস্তর্দশায়াং তংপ্রেরকসঙ্কেতমুরলী-
নিনাদমুদ্রারম্ভং তমিতি । অন্যং সমং । বাহে তু । আশ্বাসনপরান্ স্বান্
প্রত্যাঙ্কিঃ । স এব ॥ ২৩ ॥

অপ পুনর্মূহস্তীনাং করুণার্জোহিসাবধুনৈব দর্শনং দাস্যতি, মা খেদং গচ্ছ-
তেতি । সখিভিরাশ্বাসিতানাং তদর্শনবহিঃজ্বালাবগীঢ়নেজাণাং তাঃ প্রক্তি
তথোক্তিগনুবদমাহ । হু ভো সখ্যঃ স শিশুঃ কিশোরঃ শ্রীকৃষ্ণো নোহস্মাকং দৃশো-
যুগলং মুখেন্দুনা কদা শিশিরীকুরুতে তথা করিষ্যতি । কীদৃক্ । শিখিপিশ্চৈরা-

অতঃপর “সকল সখীই কৃষ্ণদর্শনাভাবে মুচ্ছিত হই-
য়াছে, স্ততরাং শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই দর্শন দিবেন, খেদ করি-
ওনা” এইরূপ সখীর আশ্বাসবাক্যে অন্য সখীগণ তাহার
বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের বহুবল্লভত্ব বোধ করিয়া ক্রোধযুক্ত নেত্রে
আশ্বাসকারিণী সখীদিগকে কহিতেছেন” লীলাশুক ঐ
ভাব আত্মায় আরোপ পূর্বক কহিতেছেন ॥

হে সখি ! সম্বরপিচ্ছধারী বালক অর্থাৎ কিশোর শ্রীকৃষ্ণ

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

সঙ্গী প্রতি কহে সেই ভক্তি অর্থ মার ॥ কবে সে কিশোর
কৃষ্ণ দেখিব নয়নে । শিরোধার্য হয় যেহ মাধুর্যের গণে ॥
অমৃত মুরলী ধ্বনি সমৃদ্ধের সনে । কবে সে দেখিব শ্যাম
মদনমোহনে ॥ এই তিন মত অর্থ কৈল প্রকটন । এই মত
জানিহ তেত্রিশ শ্লোকে ক্রম ॥ অস্তর্দশার অর্থ এণা কহিব
বিবরি । সংক্ষেপে জানিহ তুই অর্থের চাতুরী ॥ ২৩ ॥

এতক কহিতে রাই, পুনঃ রহে মোহ পাই, গোবি-
ন্দের বিরহ বেদনে । তাহা দেখি সখীগণ, কহে কৃষ্ণ এই
ক্ষণ, তোমাকে তোযিবে দরশনে ॥ খেদ না বাড়াহ সখি !,

শিখিপিজ্জাভরণঃ শিশুর্দৃশোঃ ।

যুগলং বিগলন্যধুদ্রব-

ভরণং মৌলিশ্ৰুত্ব । কীদৃশেন তেন বিগলন্তো মধুদ্রবা যস্মিন্ তাদৃশং যৎ স্মিতং
তস্ত মুদ্রয়া ভঙ্গ্যা যুহ্নন। স্বাস্তর্দর্শায়াং প্রেয়সীপ্রেরণহর্ষজতাদৃশ স্মিতসান্যাতো

কবে আমার লোচন যুগলকে বিগলিত মধুধারা সম্বলিত

যহ্ননন্দনঠাকুরের পদ্য ।

দেখি তোমা সবে দুঃখি, ক্রণেক মৈর্ষ্যতা কর মনে । এই
আশ্বাসয়ে তারা, অন্তরে বিরহজ্বালা, নেত্রজ্বালা কৃষ্ণ অদ-
র্শনে ॥

তা সবাকে ধনী কহে, বিরহবেদনাচয়ে, সেই কথা
লীলাশুক কহে । কছিল. আভাস এই, এবে শুন শ্লোক
যেই, জর্ধগণ সূধা সব হয়ে ॥

সখি হে! শ্যামধাম কিশোর শেখর । দেখাইয়া মুখ-
চন্দ্র, দিবে মোরে স্থখানন্দ, নেত্র কবে করিবে শীতল ॥ ধ্রু ॥

শিখিপিচ্ছ ভূমা যার, স্মেরমুদ্রা মনোহর, যাতে গলে
মধুদ্রবধার । স্মিতভঙ্গী যুহ্ন অতি, গাতায় যুবতিমতি,
হেন মুখচন্দ্রশোভা যার ॥

এই অন্তর্দর্শা অর্থ, শুন স্বাস্তর্দর্শা অর্থ, লীলাশুক মনে
যাহা লয় । রাধিকা প্রেরণ মার, এই স্মিত মনোহর, কবে
সে জুড়াবে নেত্রধর ॥

বাছে মঙ্গী প্রীতি কহে, কৃষ্ণ মুখচন্দ্রময়ে, তাতে যুহ্ন-
স্মিত মধুদ্রবে । শিখিপিচ্ছভূষাকেশ, মোর নেত্রযুগ
দেশ, স্থশীতল করিবেন কবে ॥

ওথা অতি উৎকণ্ঠাতে, পৃথক পৃথক রীতে, গোবিন্দ
প্রার্থনা করে সবে । তাহাতে রাইর মন, হৈল অতি উচাটন,

ସ୍ମିତମୁଦ୍ରାମୁଦ୍‌ନା ଯୁଧେନ୍ଦୁନା ॥ ୨୪ ॥

କାରୁଣ୍ୟକର୍ତ୍ତୃରକଟାକ୍ଷନିରୀକ୍ଷଣେନ,

ତାରୁଣ୍ୟସଂଲିତଶୈଶବବୈଭବେନ ।

ବନ୍ଧୁଜ୍ଵଳେ ଗୋପନଃ ତେନ ଯୁଦ୍ଧନା ଅନ୍ୟଂ ସମଃ । ବାହେତୁ ପୂର୍ବବଂ ॥ ୨୪ ॥

ଅଥାତ୍ୟାଂକର୍ଷଣା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣମେବ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ପ୍ରାର୍ଥ୍ୟମାନାନାଂ ବଚୋହସ୍ତବଦଗ୍ରାହ । ହେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କାରୁଣ୍ୟେନ କର୍ତ୍ତୃରଂ ଚିତ୍ରଂ ଯଂ କଟାକ୍ଷନିରୀକ୍ଷଣଂ ତେନ ମେ ଲୋଚନଂ ଶିଶିରୀକୃକ୍ କରୁଣରସମ୍ୟା ଚିତ୍ରବର୍ଣ୍ଣଦ୍ଵାଂ କର୍ତ୍ତୃରହଂ । କୀଦୃଶେନ ତାରୁଣ୍ୟସଂଲିତଂ ଶୈଶବକୈଶୋରଂ ତସ୍ୟା ବୈଭବେନ ସମ୍ପଞ୍ଜ୍ଵଳେନ ତଥା ଭୁବନମପ୍ୟାପୁଷ୍ଟିତା ସମ୍ୟାକ୍ ସ୍ଵଳୀ କୁର୍ତ୍ତା । ତଥା ଅଦ୍ଭୁତବିଭ୍ରମୋ ବିଳାସୋ ସ୍ୟା ତେନ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣସ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରରୂପକଦ୍ଵେନ

ସ୍ଵୀୟ ମୁଖଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ଵାରା ଶୀତଳ କରିବେନ ॥ ୨୪ ॥

ଅତଃପର “ଅତିଶୟ ଓଂକର୍ଣ୍ଣାବଶତଃ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକେଇ ପୁନଃ ପୁନଃ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିତେଛେନ” ଏହି ବାକ୍ୟେର ଅନୁବାଦ କରିয়াଇ ଯେନ ଶ୍ଵକର୍ତ୍ତା ବଳିତେଛେନ ॥

ହେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ! ଆପୁନି କାରୁଣ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଟାକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଭୁବନ

ସହନନ୍ଦନଠାକୃତ୍ତେର ପଦ୍ୟ ।

ମେଇ ବାକ୍ୟେ ପଢ଼େ ଶ୍ଳୋକ ଲୋଭେ ॥ ୨୪ ॥

ଗଧି ହେ ! କୃଷ୍ଣେର କରୁଣାମୟ ଆଖି । ବିଚିତ୍ର କଟାକ୍ଷ ତାର, ଯାତେ ନାନା ଭାବୋଦ୍ଘାର, ନିରାଧିୟା ନେତ୍ର ବଞ୍ଚୁ ଅଧି ॥ ୧ ॥

କୈଶୋର ବିଳାସ ଯାତେ, ବିଭ୍ରମ ବିଳାସ ତାତେ, ଅଦ୍ଭୁତ ବୈଭବ ମସ୍ତୁରିମା । ଅଧିଲ ଭୁବନଜନ, ଅଧି ପୁଷ୍ଟି ଅନୁକ୍ଷଣ, କରେ ଯାର କଟାକ୍ଷେର କଣା ॥

କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରୂପରାଶି, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟା ତରଙ୍ଗ ହାସି, ତାହେ ଆର ତାରୁଣ୍ୟେର ଷଟା । ବିଳାସ ବିଭ୍ରମ ତାତେ, ଅପାଞ୍ଜ ମାଧୁରୀ ଯାତେ, ମିଳୁ କରୁ ମୋର ନେତ୍ର ଛଟା ॥

• আপুষ্ণতা ভুবনমদ্রুতবিভ্রমেণ

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শিশিরীকুরূ লোচনং মে ॥ ২৫ ॥

কদা বা কালিন্দীকুবলয়দলশ্চামলতরাঃ

স্বলোচনমো বিবহার্কেপ্রতপ্তকুমুদভং ধ্বনিতং । যদা নিরীক্ষণেন বৈভবেন বিভ্র-
মেণ চ মে লোচনং তথা কুরূ । আপুষ্ণতেতি ভ্রমণাং বিশেষণং । চন্দ্রোহপি
স্তথা করোতি ইতি রূপকং । স্বাস্তদশায়াং তু প্রেয়সীপ্রেয়ণরূপং তন্নিরীক্ষণং
অন্যং সমং । বাহে তু স্পটং ॥ ২৫ ॥

পুনর্মুহুন্তীনাং মা খেদং গচ্ছতাধুনৈব মুরলীং বাদয়ন্ শ্রীকৃষ্ণঃ কটাক্ষাব-

পোষণকারী তথা আশ্চর্য্য শোভাশালী তারুণ্যযুক্ত শৈশব
বৈভব দ্বারা আমার লোচন দ্বয়কে শীতল করুন ॥ ২৫ ॥

অতঃপর “সখীগণ মুচ্ছিত প্রায় হইলে, “খিন্ন হইওনা”
এই বলিয়া আশ্বাসকারিণী সখীদের বাক্যই অনুবাদ
করিয়া যেন গ্রন্থকর্ত্তা বলিতেছেন ॥

হে সখীগণ ! কালিন্দীর কুবলয়দলতুল্য শ্যামবর্ণ করুণা-

যছন্দনঠাকুরের পদ্য ।

এতেক কহিতে রাই, পুনঃ রহে মোহ পাই, তাহা দেখি
সব সখীগণ । আশ্বাস করিয়া কহে, ধৈর্য্যধর সখী ওহে,
কৃষ্ণচন্দ্র আসিবে এখন ॥

মুরলীবাদন করি, কটাক্ষে তোমারে হেরি, অতিস্বখী
করিবে তোমারে । এ রূপ আশ্বাস শুনি, চেতন পাইলা
ধনি, প্রলাপ করিয়া পুছে তারে ॥ ২৫ ॥

সখি হে ! সত্য মোরে কহ স্ননিশ্চয় । কৃষ্ণের কটাক্ষ
ধারা, সুধারস সত্য পারা, কবে জুড়াইবে নেত্রদ্বয় ॥

কবে বা আসিবে হরি, সে কটাক্ষ ভঙ্গী করি, আজি

কটাক্ষা লক্ষ্যস্তে কিমপি করুণাবীচিনিচিভাঃ ।

লোকেনেব বঃ প্রণয়িত্যত্যাশ্বাসয়ন্তীঃ সখীঃ প্রতি সোৎকর্ষপ্রশ্নপ্রলাপানমুভদ-
 রাহ । তে কটাক্ষাঃ কদা বা লক্ষ্যস্তে লক্ষিষ্যস্তে তৎ কথয়েতি শেষঃ । ইতু-
 ৎকঠোক্তিঃ । কিম্বা । নালীকিনীং নিশি ঘনোৎকলিকামশঙ্কং ক্ষিপ্ত্বা বৃতীরতমু-
 রন্যগজঃ ক্ষুণ্ণত্রি । অরানুরাগিনী চিরাচ্ছদিতেহপি ভানৌ হা হস্ত কিং সখী
 মুখং ভবিতা বরাক্যা ইতিবৎ । ইদানীং স্মিয়ামহে কদা বা তে লক্ষিষ্যস্তে তে
 বা কদা তোষং ধাস্যন্তীতি নৈরাশ্রোক্তিঃ । কীদৃশাঃ কালিন্দীকুবলয়নাং দল-
 পূর্ণ কটাক্ষবিক্ষেপ এবং কোন এক অনির্বচনীয় করুণা-

যজনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

মোর প্রাণ অন্ত হয় । কবে বা দেখিব তারে, শুন প্রিয়া
 সখি আরে, না দেখিলে প্রাণ নাহি রয় ॥

কালিন্দীর কুবলয়, দল করে পরাজয়, অতি শ্যাম তরল
 কটাক্ষ । করুণাতরঙ্গ তাতে, সংযোগ উত্তম রীতে, তা
 দেখিতে কোথা মোর ভাগ্য ॥

কৃষ্ণের মুরলীধ্বনি, ত্রিভুবনবিমোহিনী, অতিমুখীতল
 স্ককোমলা । কামবৈরি রুদ্রজটা, চন্দ্র হৈতে শৈত্য ঘটা,
 কবে সে শুনিব গানকলা ॥

জটাস্থিতা জাহ্নুবীর, সদা স্থিতি শৈত্য তার, তাতে
 ঢাকা যেই চন্দ্র আছে । তাহার শৈত্যতা জিনি, মুরলীর
 কল ধ্বনি, তা শুনিতে ভাগ্য কোথা আছে ॥

এতেক কহিতে রাই, দিব্যোন্মাদ দশা পাই, মোহিতা
 হইলা সেই ক্ষণে । ললিতাদি সখীগণ, করাইলা সচেতন,
 কৃষ্ণকর্ণমাল্যগন্ধার্পণে ॥

চেতন করাঞা কহে, শুনহ সরলা ওহে, শঠ কৃষ্ণ অতি

কদা বা কন্দর্পপ্রতিভটজটাচন্দ্রশিশিরাঃ

তোহপি শ্যামলতরা অতিশ্যামলাঃ । শ্যামতরলা ইতি পাঠে ততোহপি শ্যা-
মসুরলাশ্চ যে অত্র কুবলয়শব্দেন শ্যামলশব্দসাহচর্যাৎ নীলোৎপলমেবোচ্যতে ।
কিমপ্যানির্কনীয়ায়াঃ করুণাবীচয়ঃ তাভিনির্চিতাঃ খচিতাঃ তথা ভাগ্যং নাস্তি
চেত্তদা দূরতোহপি তে মুরল্যাঃ কেলিনিদাঃ কমপ্যন্তস্তোষং কদা বা দধতি
ধাস্যস্তি তেষাং বিয়োগজকামাগ্নিদাহনাশকাতিশৈতামাহ । কন্দর্পপ্রতিভটস্য
রুদ্রস্য জটাস্থিতচন্দ্রতোহপ্যতি শিশিরাঃ । জটারণ্যচ্ছায়া শীতলগন্ধাজলপ্রাবিত-
ত্বাং চন্দ্রস্যাতিশৈতামুক্তং । তথা কন্দর্পপ্রতিভটজটাশব্দেন কামাপমানং চ

তরঙ্গ নিচিত ও কন্দর্প প্রতিবন্দ্বি রুদ্রজটাস্থ চন্দ্র অপেক্ষা

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

দুঃখদায়ী । তার চিন্তা ত্যাগ করি, সখী হও চিত্ত ভরি,
কেনে দুঃখি চিন্তা করি স্থায়ী ॥

এমত সখীর বাণী, শুনি রাই স্ননয়নী, যত্ন করে চিন্তা
ছাড়িবারে । এই কালে রামে ত্যক্ত, বিরহিণীগণ যত, কৃষ্ণ
গুণ গান উচ্চৈঃস্বরে ॥

তাহা শুনি স্খামুখী, ব্যাকুল হইয়া দুঃখী, সখী প্রতি
কহেন বচন । ইহা সনাকারে সখি, মান্য কর এবে দেপি,
কহিতে হৈল দিব্যোন্মাদগণ ॥

তাহাতে সাক্ষাৎ হেন, কৃষ্ণচন্দ্র দেখে যেন, অন্য নারী
ভোগ করি আইলা । নিজ-কুচ-কুসুমের, মানে অন্য নারী
ভুল, এইরূপ কৃষ্ণকে দেখিলা ॥

যেন কৃষ্ণ আসি কহে, শুন প্রাণপ্রিয়া ওহে, আইলাও
আমি শুনি তুয়া গান । স্তপ্রসন্ন হও গোরে, যেরূপ বিনয়
করে রাইর সাক্ষাৎ হেন জ্ঞান ॥

কমপ্যন্তস্তোষঃ দধতি মুরলীকেলিনিদাঃ ॥ ২৬ ॥

অধীরমালোকিতমার্জজল্লিতং

সূচিতং । স্বাস্তর্দণায়াং প্রেয়সীপ্রেরণকটাক্ষবেণুনা দা জ্জেরাঃ । বাহার্থঃ
স্পষ্টঃ ॥ ২৬ ॥

ইতঃ পরং শ্রীরাধায়া উন্মাদাবহোথ প্রলাপাহুবদনং যাবৎ শ্রীকৃষ্ণদর্শনং ।
তত্র প্রথমং তস্যাশ্চিত্রজ্ঞরাখ্যপ্রলপিতমহুবদনমাহ পঞ্চভিঃ শ্লোকৈকঃ । অথান্যা
ত্রজদেবো জয়তি তেহধিকং জন্মনেতাদিবৎ তদগুণগানাবলম্বনা বভূবুঃ ।
শ্রীরাধাতু মুচ্ছস্তী সখীভিঃ সহ শ্রীকৃষ্ণকর্ণমালাং নাসায়াং ন্যগ্য প্রবোধিতা ।
তথা অয়ি শরলে, শঠস্য তস্যাতিদ্রুঃখদাং চিন্তাং বিহার ক্ষণং সূখিনী ভবেতি
সখীবচনাং তথা প্রবন্ধং কুর্কস্তী তাভি বর্ণিততদগুণশ্রবণবিকলা এতা বারয়-
তেতি সখীঃ প্রতি কথয়ন্ত্যেব দিব্যোন্মাদোন্মত্তা পুরস্থিতং স্বকুচযুগ্মাঙ্কিত-
মপ্যান্যাসংভূক্তং প্রিয়ে তব সদগুণগানশ্রবাণাদাগতোহস্মি প্রসীদেত্যহুনয়ন্নমিব
স্তং মত্বা সের্ষ্যোদাসীন্যং স্বাভিজ্জ্বপ্রকাশং যং প্রললাপ তদহুবদনমাহ । হে নাথে-
তোদাসীন্যেন পেঙ্গপিকা এব নিন্দার্থে ক প্রত্যয়ঃ । এতা অবিদম্বা এব তে অধীরঃ

অতীব সূক্ষীতল মুরলীর কেলিনিদা কবে আমার অন্ত-
করণে সন্তোষ বিধান করিবে ॥ ২৬ ॥

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ দর্শনাভাবে শ্রীরাধার উন্মাদ ও প্রলা-
পাদি অনুবাদ করত গ্রন্থকর্তা বর্ণন করিতেছেন ॥

হে নাথ ! গোপিকাগণ তোমার চঞ্চল দৃষ্টি, প্রজল্ল,

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

ঈর্ষা করি কহে কথা, যেন উদাসীন মতা, প্রলাপে
স্বাভিজ্জ প্রকাশয় । লীলাশুক তাহা শুনি, কহেন রাইর
বাণী, এক শ্লোক অতি অর্থময় ॥ ২৬ ॥

• দিব্যোন্মাদ উপজিল, রাই সর্ব পাগরিল, কৃষ্ণচন্দ্র
সাক্ষাৎ মানিয়া । ঈর্ষা করি কহে বাণী, নাথ প্রতি উদা-

গতঞ্চ গস্তীরবিলাসমহরং ।

সর্বত্যাগেণাশ্রিতায়ামপি কস্যাঞ্চিৎ সৈহ্য্যারহিতং । আ ঙ্গৈষং লোকিতমধীরং
মদীয়নর্ভনমিব মনোজ্ঞং শরহৃদাশয় ইত্যাদিনা বদস্তী গায়স্তী । বিদস্তীতি পাঠে
জানন্তি । তথা ধূর্তস্য তে জন্মিতং আ ঙ্গৈষদার্দ্রং ব্যাধানামিব মুখএবার্দ্রং
যজ্জন্মিতং গস্তীরবিলাসেন পুতনাবধবাসনৈধিতস্ত্রীবধেচ্ছাস্বরূপেণ । মহরং
স্বগিতমপি স্নিগ্ধগস্তীরনর্ভম্ভচক-শব্দার্থধ্বনিরূপবিলাসেন মহরং বদস্তি-
মধুরয়া গিরেত্যাদিনা গায়ন্তি । উক্তঞ্চ । মুখং পদ্মদলাকারং বাচঃ পীযুষ-
শীতলাঃ । হৃদয়ং কর্তরীতুলাং ত্রিবিধং ধূর্তলক্ষণমিতি । তথাগতং গমনং
রাসাং কুঞ্জতশালকিতাস্তর্কানাং জাতুমশক্যো যো বিলাসন্তেন মহরমপি
মন্তগজসোব গস্তীরবিলাসমহরং । বস্মধূর্ধাগতিরিত্যাদিনা গায়ন্তি । তথা-
লিঙ্গিতং । অগন্দং ন বিদ্যতে মন্দং পরদাহকং যস্মাৎ তাদৃশমপি অগন্দং গাঢ়ং

গস্তীর-বিলাস-শোভিত-মহর গমন, প্রগাঢ় রূপে আলিঙ্গন

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

গীনী, নিন্দা অর্থ প্রকট করিয়া ॥

শুন নাথ কহি যে নিশ্চয় । অজ্ঞ গোপাঙ্গনাগণ, না
জানে তোমার মন, দোষ গুণে গুণ বিস্তারয় ॥ ধ্রু ॥

সর্বত্যাগী যেই জন , করে তারা আশ্রয়ণ, তাতে তুমি
ধৈর্য্য আলোকন । অজ্ঞ গোপাঙ্গনাগণ, কহে নৃত্য খঞ্জন,
হেন তোমার কমললোচন ॥

বচন কোমল তেন, ওহে আর্দ্রগুণ হেন, মুখে মাত্র
কোমল বচন । বধিয়া পুতনা নারী, বধিতে বাসনা ভারি,
নারীবধ ইচ্ছা প্রপুরণ ॥

অজ্ঞ গোপাঙ্গনা কহে, তোমার বচন ওহে, স্নিগ্ধ স্তম-
স্তীর নর্ভময় । শব্দ অর্থ ধ্বনি রূপ, বিলাসের স্বরূপ, প্রত্য-
ক্ষরে ঐধুরী অবয় ॥

অমন্দমালিন্জিতমাকুলোন্মদ-

পীনস্তনীগণসুখদং বদন্তি । আলিঙ্গনস্থগিতমিত্যাদিনা গায়ন্তি তথা প্রেক্ষ-
কানাকুলয়ন্তীতাকুলং তচ্চ তানেবোন্মদয়তি গ্নপয়তীতুন্মদঞ্চ তাদৃশং যং
স্মিতং কীদৃশং অমন্দং ন বিদ্যাতে মন্দং পরদাহকং যস্মাৎ তাদৃশমপি অমন্দং
সৰ্বসুখদং নিজজনস্বয়ধ্বংসন স্মিতেত্যাদিনা গায়ন্তি । যদিদাতো গ্নে'প-
নার্থে ঘটাদিদ্ভাৎ বৃদ্ধাভাবঃ । কিম্বা সোল্লুঠমাহ । এতা এব তবালোকিতা-
দিকমধীরমধৈৰ্ব্যং বদন্তি অহস্ত মনোজ্ঞং বদামীতি বিপর্যয়েণ ব্যাখ্যেয়ং । তত্র
দিব্যোন্মাদলক্ষণং । যথোজ্জননীলমণৌ । পূৰ্ব্বোক্তো যঃ প্রেমঃ পরাবস্থারূপো-
ভাবঃ স দ্বিবিধঃ । রুচোহধিরুচশ্চ । অধিরুচোহপি দ্বিধা মোদনো মাদনশ্চ ।

এবং আকুল ও উন্মত্ত ভাবে ঈষৎ হাস্য কীর্তন করি-

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

গগন তেগনি তোমা, রাগ হৈতে কুঞ্জাভুমা, কুঞ্জ হৈতে
পুনঃ অন্য স্থানে । জানিতে বিষম যার, বিলাসের সুবিস্তার,
তেগন মস্থর গতি মানে ॥

অজ্ঞ গোপাঙ্গনা বোলে, মদগত্ত গজবরে, জিনিয়া মস্থর
গতি অতি । আলিঙ্গন হয় তেন, এই লয় মোর মন, পর-
পোড়াইতে মন্দ অতি ॥

অজ্ঞ কহে শ্যাগধাগ, আলিঙ্গন অনুপাম, পীনস্তনীগণ
সুখদায়ী । তেগনি তোমার স্মিত, উন্মাদয়ে নিরীক্ষিত,
জনে সদা ব্যাকুল করয়ী ॥

পরের দাহক যেই, মন্দ নহে স্মিত সেই, অজ্ঞ নারী
কহে সুখদায়ী । অমৃত মাধুরী ঘটা, কহে মন্দ স্মিত চ্ছটা,
ঘাতে করে ধ্যানের বিষয়ী ॥

এইগর্ত অর্থ এক, শ্লোক দেখি পরতেক, আর গর্ত অর্থ

• স্মিতঞ্চ তে নাথ বদন্তি গোপিকাঃ ॥ ২৭ ॥

মোদন এব বিশ্লেষদশায়াং মোহনো ভবতি । এতস্য মোহনাধীনা গতিং কাম-
প্যপেযুঃ । ভ্রমাতা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ । উদ্গুণাচিত্র-
জলাদ্যান্তভেদা বহবো মতা ইতি । তত্র চিত্রজলঃ । প্রেষ্ঠস্য সুহৃদালোক-
গৃঢ়রোষবিজুস্তিতঃ । ভূরিভাবময়ো জলশ্চিত্রজল উদাহৃতঃ । সুহৃদালোক-
• ইতি তস্য ভদীয়ানাং চোপলক্ষণং । স চ দশাধঃ । প্রজলপরিজলবিজলো-
জ্জলগংজলাভিজলাজলপ্রতিজলসুজলাঃ । এষ শ্রীদশমে ভ্রমরগীতায়াং ব্যক্তএব ।
তত্র শ্লোক এবাং প্রজলঃ । তলক্ষণং । অসুয়েৰ্যামদযুক্তা যোহবধীরণমুদ্রয়া ।
প্রিয়স্যাকৌশলোদপারঃ স প্রজল ইতীৰ্য্যতে । যথা মধুপেত্যাদি গোপিকা এব
বদন্তি । তথার্জজলিতমিত্যাди জলোহপি তলক্ষণং । ভঙ্গ্যানাসুখদং প্রোক্তং
ঐক্শোক্তিরাজলঃ । যথা বয়মুতমিবেত্যাদি । এতা এব নাহমিতি স্ববৈচক্ষণ্য-

তেছেন ॥ ২৭ ॥

• বহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

শুন সার । কহেন গোল্লুণ বাণী, কৃষ্ণ প্রতি সুনয়নী, যাতে
অতি মাধুর্য্যপ্রচার ॥

অধীর আলোক মধু, বাণী তেন স্নিগ্ধ সীধু, ধৈৰ্য্য গতি
গভীর বিলাস । আলিঙ্গন নহে মন্দ, স্মিত তেন মদানন্দ,
গোপী কহে নারী-দুঃখ-কাঁস ॥

দিব্যোন্মাদ লক্ষণ, করায় কৃষ্ণস্বরূপ, উজ্জ্বলে আছয়ে
ব্যক্ত তাহা । পূৰ্ব্বোক্ত প্রেম যেই, পরাবস্থা ভাব সেই,
তুই রূপে সদা স্থিতি ইহা ॥

রুঢ় অধিরুঢ় নাগ, ব্যক্ত হয় আখ্যান, অধিরুঢ় তুই মত
হয় । মোহন মাদন নাম, বিচ্ছেদ দশার স্থান, মাদন মোহন
উপজয় ॥

এই যে মোহন নাম, কোন গতি অনুষ্ঠান, ভ্রম আভা

বাস্ত্যাগতক্ষেতিচ পরিজ্ঞঃ । তল্লক্ষণং । তন্নির্দয়তা শাঠ্যান্দুক্ত্যা স্ববিচক্ষণতা-
 হ্রাস্তিঃ পরিজ্ঞঃ । যথা স্মমনস ইবেত্যাদি । অবীরমিতি সংজ্ঞঃ । লক্ষণং ।
 সোল্লুপ্তরাক্ষেপমুদ্রয়া তদকৃতজ্ঞতোদগারঃ সংজ্ঞঃ । যথা । স্বকৃত ইহ বিস্মৃষ্টে-
 ত্যাদি । অমন্দমালিকিতমিত্যবজ্ঞঃ । লক্ষণং । সভয়েষা তৎকাঠিন্য-
 কামিতোদগারোহবজ্ঞঃ । যথা জ্বিয়মকৃতবিরূপামিত্যাদি । আকুলোন্মদ-
 স্মিতমিত্যজ্ঞঃ । তল্লক্ষণং । সগর্বেষয়া তৎকুহকতাখ্যানেন তদাক্ষেপ-
 উজ্ঞঃ । যথা কপটকচিরহাসেত্যাদি । স্বাস্তর্দশায়াং । শ্রীরাধাত্যাগজরোবা-
 ত্তথোক্তিঃ । বাহে গোপিকা এব মধুরত্বেন বর্ণয়িতুং জানন্তি ॥ ২৭ ॥

অথ কণাতং তত্রাপশ্যন্তী অবধীরণয়াগতমিব মত্বা জাতপশ্চাত্তাপা সোৎ-

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

বৈচিত্রিপ্রকাশে । দিব্যোন্মাদ কহি তারে, উদয়ূর্ণাদি যাতে
 ধরে, চিত্রজল্ল আদি ভেদ ভাষে ॥

চিত্রজল্ল দশ অঙ্গ, ভ্রমরগীতা প্রসঙ্গ, ব্যক্ত আছে
 প্রতি স্থানে স্থানে । দশমে প্রকট তাহা, উদ্ধব দেখিয়া
 বাহা, কহিলেন ব্রজদেবীগণে ॥

গোবিন্দের প্রিয় দেখি, ভুরিভাব অঙ্গে মাখি, যেই জল্ল
 সেই চিত্রজল্ল । অসূয়েষা মদ গর্ব, কুহকতা কহে গর্ব,
 সোল্লুপ্তন কহেন অনল্ল ॥

এই দিব্যোন্মাদে রাই, ক্ষণেকে দেখয়ে তাই, কৃষ্ণ যেন
 অবজ্ঞা বচনে । অন্যত্র চলিয়া গেলা, এই মনে উপজিলা,
 তাপোৎকণা হৃদি প্রকাশনে ॥

চতুঃশ্লোকে কহে কথা, সর্দৈন্য গাভীর্য্য-মতা, সচাপল্য
 উৎকণা সহিতে । সেই ভাবে লীলাশুক, শ্লোক পড়ে অদ-
 ভূত, ভক্তসুখ বাহাকে শুনিতো ॥ ২৭ ॥

✽ অন্তোকস্মিতভরমায়তায়তাকঃ

কৰ্ণঃ চতুঃশ্লোকীমাহ সৈব সূক্ষ্মঃ । তন্নকণং । তত্রাক্ষবাং সপাত্তীৰ্ঘাং সপৈনাং
সহচাপলং । সোৎকৰ্ণক হরিঃ পৃষ্টঃ স সূক্ষ্ম ইতি স্বতঃ । যথা অপি বতে-
ভ্যাদি । তত্র যথা চতুৰ্ভু পাদেবু গাত্তীৰ্ঘাদাশ্চছারে ভাবা ব্যক্তা তথাত্র চতুৰ্ভু
শ্লোকেষু । তত্র প্রথমং তদর্শনোৎকৰ্ণয়া অপি বতেতি প্রথমপাদবৎ সপাত্তীৰ্ঘাং
• তৎপ্রলপনমহুবদরাহ । তে তব মহঃ কান্তিপূরমপাহং দৃশ্যামং । যথা তত্র
সখুরাস্থিত্যা কদাচিদাগমনমপি সম্ভবেত্তথাত্রাপি তৎকান্তিদর্শনে জাতে তদর্শন-

অতঃপর ক্রমকালে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া
অবজ্ঞাপূর্বক যেন আসিয়াছেন, এই জানিয়া অনুতপ্তা হইয়া
শ্রীরাধা কহিতে লাগিলেন, এই বাক্য গ্রহকর্তা বর্ণন
করিতেছেন ॥

হে নাথ ! তোমার অনল্লহাস্যভরে আয়ত অক্ষিযুগল

যদ্বনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

প্রাণনাথ শুন মোর এই নিবেদন । কুঞ্জেতে প্রেরণ
রূপ, যে কটাক্ষ অপরূপ, পুনঃ আসি দেহ দরশন ॥ ধ্রু ॥

রাসমণ্ডলীর সাক্ষে, শঙ্কত বংশীর নাদে, সঙ্গে যেই
কটাক্ষে প্রেরণ । অতি স্নগাধুরী তার, আক্লাদয়ে নেত্র
আর, চিত্তে হয় আনন্দ পরম ॥

যদি বল অন্য নারী, জানিবেন এ চাতুরী, তারা মোরে
করিবেন রোষ । নিজগণ সখী সঙ্গে, রহ অন্য পর সঙ্গে,
কটাক্ষ প্রার্থনা অতিদোষ ॥

তবে শুন কহি আগি, মন দিয়া শুন তুমি, তুমি যদি

* অত্র প্রহর্ষিণী বৃত্তং । তদ্বৃক্ণং ছন্দোমঞ্জরীয়া । ত্র্যাশাভির্মনজরগাঃ
প্রহর্ষিণীমং ॥

নিঃশেষস্তনমুদিতং ব্রজাঙ্গনাভিঃ ।

নিঃসীমস্তবকিতনীলকান্তিধারঃ

দৃশ্যামঃ ত্রিভুবনসুন্দরং মহন্তে ॥ ২৮ ॥

মপি সস্তবেদিত্তি গান্ধীর্ঘ্যং । কীদৃশং নিঃসীম সৌন্দর্যাদিনাবধিশূন্যং
 মাং ত্যক্ত্বান্যত্র গমুনাম্নির্মধ্যাদমপি । অতোহন্যাসঙ্গলগ্ধন্দনকুঙ্কুম বাবকাদিনা
 স্তবকিতা নীলকান্তিধারৈব লতা যশ্বিন্ । অন্য্য সঙ্গগোপনেন মংপ্রতারণয়া
 স্তোকোহন্নঃ স্মিতভরো যশ্বিন্ তথা তেনৈব হেতুনা আরত্যয়তে অত্যায়তে
 অক্ষিণী যত্র । নবনাসঙ্গনাসক্কুঙ্কঃ মামবধীর্ঘ্য পুনঃ কিমিতি দিদৃক্ষসে ইতি
 মনস্বাট্টিকা সট্টদনামাহ নিঃশেষৈঃ স্তনৈঃ সর্কান্তিব্রজাঙ্গনাভিরপি কিমুতৈকরা
 মুদিতং তদপি মম সুখমসিতার্থঃ । সর্বত্র হেতুঃ ত্রিষিতি ত্রিভুবনমেব সুন্দরং
 যস্মাৎ । স্বাস্তর্দর্শায়াং প্রেমসীপ্রেমরগায় স্মিতায়তাকাদিবিশিষ্টং তদিত্যর্থঃ ।
 বাহার্থঃ স্পষ্ট এব ॥ ২৮ ॥

ব্রজাঙ্গনাদিগের অশেষরূপে স্তনমর্দনকারি, অসীম রূপে
 প্রকাশিত লীলার আধার স্বরূপ ও ত্রিভুবন সুন্দর তেজঃ

যখনশনঠাকুরের পদ্য ।

প্রসন্ন হইয়া । সেইরূপ বেশ ধর, সে রূপ কটাক কর, এই
 মোর নিকটে আগিয়া ॥

অপর গোপিকা অন্য, সহস্র যে আছে ধন্য, কিবা
 কার্য্য তাতে আছে মোর । কি করিবে রোধ করি, তোমা
 না দেখিলে মরি, তুমি মাত্র চাহ নেত্র ওর ॥

তুমি অপ্রসন্ন যবে, দর্শন না দিবা তবে, অন্য গোপী
 নিজ সখীগণ । তাহাতে বা কিবা কাজ, ছুঃখদায়ী সব মাজ,
 অতএব দেহ দর্শন ॥

এতেক কহিতে রাই, চিন্তে মহোৎকর্থা পাই, গোবি-
 ন্দের দর্শন লাগিয়া । সগান্ধীর্ঘ্য প্রলাপন, পড়ে শ্লোক

আগি প্রসাদং মধুরৈঃ কটাকৈক

বংশীনিনাদামুচরৈ বিবেহি ।

অথ পূর্বকৃতকুঞ্জপ্রেরণশ্রুত্যা আভাভিলাসস্বাং ক্রমমপ্যারজ্যা ভুজ-
মগুরুশুগন্ধমিতিবং সোংকঠং প্রলপন্ত্যা বচোহুসবদরাহ হে প্রাণনাথ কুঞ্জ-
প্রেরণরূপৈঃ কটাকৈকঃ ময়ি প্রসাদং বিবেহি । আগত্য তথা তৈঃ পুনঃ
প্রেরয়েত্যর্থঃ । কীদৃশৈঃ । শঙ্কৈতরূপং বংশীনিনাদমুচরতীতি তথা তৈঃ । তথা
মধুরৈরাক্লাদকৈঃ । নহু । পুনঃ সর্কাসাং মধ্যে তথা ক্রতে তস্যা অমুনি নঃ
ভোকমিত্যাদিবং । কামিন্যাঃ কামিনেত্যাদিবচ্চ তাৎসং মাক প্রতিক্রূধ্যোযুতং-
সখীভিরেবায়ানং সুখয়ালম্বনয়া প্রার্থয়েত্যাশঙ্ক্য সগর্কসদৈস্তমাহ । স্বরীতি ।

আগি কবে সন্দর্শন করিব ॥ ২৮ ॥

অতঃপরঃ পূর্বের কুঞ্জপ্রেরণ স্মরণ করত, অত্যন্তাভি-
লাষে ক্রমগোল্লঙ্ঘনপূর্বক উৎকঠায় শ্রীরাধা প্রলাপ করিতে
লাগিলেন, এত্বেকর্তা এই বিষয় বর্ণন করিতেছেন ।

হে নাথ ! আপনি বংশীনিনাদের অমুগামী মধুর কটাক

যছন্দনঠাকুরের পদ্য ।

মনোরম, লীলাশুক তাতে মগ্ন হৈয়া ॥ ২৭ ॥

প্রাণনাথ এই তোমার সৌন্দর্য্যবৈভবে । দর্শন করিব
আগি, মধুপুরী হৈতে তুমি, কভু যদি আপনে আগিবে ॥ ২৮ ॥

গোরে ছাড়ি অন্য নারী, ভোগে যাহ অন্য বাড়ী, এই
কার্য্য অমর্য্যাদা অতি । অন্য্য অঙ্গ সঙ্গ লগ্ন, চন্দন কুঙ্কম
মগ্ন, নীলকাস্তি বাধা যাতে অতি ॥

করিতে গোরে প্রতারণ, অন্য সঙ্গ সঙ্গোপন, তাতে অঙ্গ
নহে যেই শ্রিত । তাতে যে বদন শোভা, কামিনীর মনো-
লোভা, দর্শন করিব সেই রীতি ॥

ত্বয়ি প্রসঙ্গে কিমিহাপরৈ ন-

ত্বয়ি প্রসঙ্গে তথা ক্লতে নিকটাগতে বা ইহ দেশে কালে বা অপরৈরন্যৈ-
র্গোপীসহশ্রৈরপি কিমশ্রাকং ন কিমপীত্যর্থঃ । তথা ত্বয়াপ্রসঙ্গে ইহ এতদশায়াং
দর্শনমপাদন্তবতি । অপরৈ নিজজনৈরপি সখীকুলৈঃ কাস্তাপি অতিদুঃখদা
ইত্যর্থঃ । তদুক্তং জয়দেবৈঃ । রিপুর্ন্বিব সখীসম্বাসোহয়মিতি প্রিয়সখীমালাপি
জালায়ত ইতি চ । স্বাস্তদশায়াং আগতা পুনস্তং প্রেরণমেব মে প্রসাদঃ ।
নবতা স্বয্যেত্যং প্রার্থনয়া ক্রোধোয়ু স্তত্রাহ ত্বয়ি প্রসঙ্গে অত্রৈঃ কিং ত্বয়ি অপ্ৰসঙ্গে
এতন্নিকটমপ্যনাগতে নিজৈরপি প্রিয়সখীপ্রভৃতিভিঃ কিং । তেহপি দুঃখদা এব
সমস্নেহসখীনাং স্বভাবোহয়ং যং কৃষ্ণরহিতসখীদর্শনে দুঃখং জ্ঞাৎ । যথো-
চ্ছলনীলমণৌ । বিনা কৃষ্ণং রাধা বাথয়তি সমস্তান্নম মনো বিনা রাধাং
কৃষ্ণোহপাহহ সখি মাং বিরুবয়তি । জনিঃ সা মে মা ভূং কণমপি ন যত্র কণ-

দ্বারা প্রসাদ (অনুগ্রহ) করুন, আপনি যদি প্রসন্ন হয়েন,

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

সেই প্রতারণা হৈতে, চাপল্য যে নেত্ররীতে, অতিদীর্ঘ
শোভা মনোরম । সে শোভা দেখিব আমি, যখন আমিবে
তুমি, জুড়াইব এ ছই নয়ন ॥

তবে যদি বল তুমি, অন্য নারী ভুক্ত আমি, গেলো যবে
নিকটে তোমার । অবজ্ঞা করিলা মোরে, এবে কেন দেখি-
বারে, চাহ তুমি সেইরূপ আর ॥

মনে উটুকিতে ইহা, দৈন্য বাড়ি গেল হিয়া, অতিদৈন্যে
কহেন বচন । সর্ব ব্রজাঙ্গনাগণ, স্তনে অঙ্গ স্মার্জন, একা
হৈতে না হয় মার্জন ॥

ত্রিভুবন বিমোহন, অঙ্গ অতি মনোরম, ত্রিভুবন মোহে
স্নেহ মুখে । ত্রিভুবনের সৌন্দর্য্য, নেত্রস্ফুটচাপল্য বর্ষ্য, দর্শন
করিব আমি স্তখে ॥

শ্ৰুত্যাশ্রমস্মে কিংগিহাপরৈ নঃ ॥ ২৯ ॥

নিবন্ধমুর্দ্ধাঞ্জলিরেষ যাচে

নিরন্ধু দৈন্যোন্নতিযুক্তকর্ণং ।

ছহৌ যুগে নাক্কোলিহাঃ যুগপদনয়োর্বন্ধু শশিনাবিতি । বাহেতু স্পষ্ট-
এবার্থঃ ॥ ২৯ ॥

• অথ প্রগাঢ়লালসদ্যতিদন্তোদয়াৎ স্মরতি স পিতৃগেহানিত্যাদিবৎ
দাস্তান্তে কৃপণায় মে ইত্যাদিবচন সন্দৈন্তঃ প্রলপন্ত্য বচোহনুবদনমাহ । হে দেব
বহ্নীভিঃ ক্রীড়ারসিক এযোহহং নিবন্ধো মুর্দ্ধাঞ্জলি, যেন । তাদৃশস্তব দাসী-

তাহা হইলে আর অন্যান্য কার্যে প্রয়োজন কি ? ॥ ২৯ ॥

অতঃপর প্রগাঢ় লালসায় অতীব দীনভাবে প্রলাপ
কারিণী শ্রীরাধার বাক্য গ্রহণ কর্তা বর্ণন করিতেছেন ॥

হে দেব ! আমি গস্তকে অঞ্জলিবন্ধন করিয়া নিরতি-

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

এইকালে পূর্বকৃত, কুঞ্জলীলা স্মৃথ যত, তাতে লোভ
বাড়ি গেল মন । অতিশয় দৈন্য করি, কহেন প্রলাপ ভারি,
এক স্লেোক করিয়া পঠন ॥ ২৯ ॥

ওহে গোপীক্রীড়ারসরাজে, অঞ্জলি বাঙ্কিয়া মাথে, নিবন্ধ
দৈন্যের রীতে, তোর দাসী ভিক্ষা তোরে যাচে ॥ ৩০ ॥

মুক্তকর্ণ হৈয়া বলি, শুন মোর পদ্যাবলী, ওহে প্রাণনাথ
দয়ানিধি । কটাক্ষ অর্পিতে মোরে, রমে বিম্ব যদি করে, রহ
তবে সে কটাক্ষ বিধি ॥

কটাক্ষের যে দাক্ষিণ্য, ওদার্যের প্রাবীণ্য, তার লেশ
অতি অল্পকণা । তাহা দিয়া সিঞ্চ গোরে, দুঃখাগ্নি নির্বাণ
ক'রে, শুন বন্ধু অকিঞ্চন জনা ॥

দয়ানিধে দেব ভবং কটাকং

দাক্ষিণ্যলেশেন স্কৃষ্ণিষিক ॥ ৩০ ॥

জনঃ নীরহুঃ নিশ্চিন্তঃ বদেভ্যঃ তস্য বা উন্নতিঃ তন্মা মুক্তকৰ্ণঃ যথাভাষ্যত্যা
 বাচে । কিং ভবচ্চসে । যদি তে সাসক্রীড়াবিরঃ স্তাত্তর্হি তাদৃশকটাকং প্রেরণা-
 দিকং দূরেহস্ত ভবং কটাকং যদাক্ষিণ্যমৌদার্যঃ তন্ত গেশেনাপি স্কৃষ্ণপি
 নিষিক তয়েশেনাপি হুঃখানির্করাপকে । নিতরাং সেকঃ স্তাদিতার্থঃ । আগত্য
 সর্কীতিঃ সহ বাসঃ কুর্কীতি ভাবঃ । যদ্যপ্যয়ং জনোহপরাধী তথাপি তবৈব
 তদোদ্যমিত্যাহ হে দয়ানিধে ইতি । স্বাস্তর্দর্শয়াৎ । ইমাং মৎসখীং নিষিক
 অস্তং সমং । বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৩০ ॥

শয় দৈন্যসহকারে মুক্তকর্ণে প্রার্থনা করিতেছি যে, হে দয়া-
 নিধে ! হে দেব ! কিঞ্চিৎ দাক্ষিণ্যলেশে আপনার কৃপা-
 কটাক নিষ্কপ করুন ॥ ৩০ ॥

তুমি অধীরা মানিনীগণের অগ্রগণ্য। তোমার আর
 আগাকে অবজ্ঞা করায় কি হইবে ? এইরূপ শ্রীকৃষ্ণবাক্যে,
 উত্তরকারিণী শ্রীরাধার বাক্য গ্রহকর্তা বর্ণন করিতেছেন ॥

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

পুনঃ আইস রাস মাঝে, নটবরবেশ গাজে, ক্রীড়া কর
 গোপাঙ্গনা সনে । যদি অপরাধী আসি, তবু দয়ানিধি তুমি,
 সেইরূপে দেহ দরশনে ॥

তবে যদি বল তুমি, মানিনীর শিরোমণি, এখন অবজ্ঞা
 কৈলে গোরে । এবে কেন দৈন্য কর, লজ্জা কিবা নাহি ধর,
 অন্যাঙ্গনা উপহাস করে ॥

এই কৃষ্ণের নন্দভঙ্গী, চিত্তে উটুকিয়া ব্যঙ্গী, নেত্রের
 চাপল্য সঞ্চাধিয়া । কহিতে লাগিল রাই, প্রলপিলা সেই
 ঠাঁই, অদভূত শ্লোক উচ্চারিয়া ॥ ২৯ ॥ ১৬১ ॥ ১/১৫

- পিঞ্জাবতংসরচনোচিতকেশপাশে
পীনস্তনী-নয়নপঙ্কজ-পূজনীয়ে ।

নম্র ধীরাকাং মানিনীনাং মূৰ্ছন্যাসি ইদানীং মামবধার্থ্য কিমিতি দৈন্তং কুরুষে
অত্ৰাঙ্কামুশহসিযাত্তীতি তন্নম্মনস্ম্যট্টক্য কচিদপি স কথং ন ইতিবৎ । স্ব-
চাপলং নেত্রে সংক্রময্য সচাপলং প্রলপন্ত্যা বচোহুস্বদমাহ । নোহি স্মাকং সর্কী-
মামেব নয়নং তব শৈশবে কৈশোরের তৎসম্বন্ধিবেশলীলার্দৌ চাপল্যমেতি
চম্মগি স্বীগিনং হস্তীতিবৎ । তদ্রুট্টুমিত্যর্থঃ । অস্মাভিঃ কিং কর্তব্যমিতি ভাবঃ ।
অথবা বরাকাণাং নেত্রাণাং কো বা দোষঃ । যৎ এতাদৃশমেতৎ । কীদৃশোহপি
পিঞ্জাবতংসেন তনুকুটেন যা রচনা তস্যামুচিতঃ কেশপাশো যস্মিন্ তথা চম্ভার-

হে নাথ ! আপনার শৈশবকালে পিঞ্জ, কর্ণভূষণ,
বসন, তৎশোভিত কেশশালিনী পীনস্তনী গোপাঙ্গনাগণের

যছন্দনঠাকুরের পদ্য ।

শুন ওহে ব্রজরাজ স্নত, তোমার কৈশোরবেশ লীলায়ে
মোহয়ে দেশ, মোর নেত্র চাপল্যের দূত ॥ ৬ ॥

চঞ্চল আমার দিষ্টি, পাইয়া কৈশোর মিষ্টি, সদাই
দেখিতে করে আশ । তথাপি কি দোষ তার, যাহাতে
কৈশোর সার, জাতি কুল শীল ধর্ম নাশ ॥

ভৃঙ্গকান্তি পুঞ্জ জিনি, কেশপাশ স্মমোহিনী, তাতে অব-
তংস শিখিপাখা । পিঞ্জের মুকুটশোভা, কামিনীনয়ন
লোভা, উড়িবারে চাহে হৈয়া পাখা ॥

মদন-মাধুর্য্য তায়, চন্দ্রপদ্ম জিনি যায়, ছেন দর্প তাহার
স্বষমা । এই লাগি পীনস্তনী, নয়নপঙ্কজগনি, পূজনীয়
যোগ্য গনোরমা ॥ •

এই লাগি কহি আমি, মোরে দেখা দেহ তুমি, ওহে

চন্দ্রারবিন্দবিজয়োদ্যতবস্তু বিদ্যে

চাপল্যমেতি নয়নং তব শৈশবেন ॥ ৩১ ॥

বিন্দয়োর্বিজয়েনোদ্যতমুদুপ্তং বস্তুবিদ্যং যস্মিন্ অতঃ পীনস্তনীনাং যুব-
তীনাং তাভির্কা। নয়নপঙ্কজৈঃ পূজনীয়ে তদেবাগো। অন্ত্রোহপি বিজয়ী বহুমুখুটঃ
সত্রাট্ নগরযুবতিভিনেত্রাজৈঃ পুষ্পবৃষ্ট্যাচ পূজ্যো ভবতি অতো দর্শনং দেহী-
তি ভাবঃ। স্বাস্তর্দর্শায়াং শৈশবে স্ত্রীরাধয়া সহ বিলাসোচ্ছলিতকৈশোরে।
পীনস্তনী রাধা তরোরপঙ্কজাভ্যাং পূজাহে। বাহার্গঃ স্পষ্টএব ॥ ৩১ ॥

নয়নপদ্ম দ্বারা পূজনীয় এবং চন্দ্র ও অরবিন্দগণের বিজয়ার্থ
উদ্যত মুখবিদ্যে আমাদিগের নয়ন সাতিশয় চঞ্চল হই-
তেছে ॥ ৩১ ॥

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য।

শ্যামসুন্দর শেখর। এতেক কহিতে রাই, সমুদয় গাঁদশা
পাই, ভ্রমে কৃষ্ণ দেখে নেত্রগুর ॥

তার যে উদ্বেষ্ট দশা, চারি শ্লোক পরকাশা, মনে মনে
চিন্তে এই রাই,। কৃষ্ণ যেন আসি কহে, কেন বা চাপল্য
ওহে, হেন আর কভু দেখি নাই ॥

তুমি সাধ্বী সুপ্রবরা, ধৈর্য্য হয় সুগভীরা, শুন এই
আমার বচন। দেখ তোমার সখীগণ, প্রবোধয়ে রুগে রুগ
তবে কেন ব্যস্ত কর মন ॥

কৃষ্ণের এ নন্দ্য বাণী, শুনি ধনি শিরোমণি, নিজ মনে
নন্দ্য উট্টকিয়া। কহিতে লাগিলা রাই, চিন্তেতে উদ্বেষ্ট পাই,
অতিশয় প্রলাপ করিয়া ॥ ৩১ ॥

• স্বচ্ছেশবং ত্রিভুবনাত্তু তমিত্যবেহি

অথ উদ্বর্ণাদশা বাবৎ শ্রীকৃষ্ণদর্শনং । তত্রৈবোদ্বেষগদশা চতুর্ভিঃ । তত্র
প্রথমং । নহু ভবতু নাম নেত্রচাপল্যং কার্প ঠৈয়াতানুক্ বিকলান্ দৃশাতে ।
স্বঃ সাক্ষীপ্রবরাসি তদ্বস্ত্রীয়াভাব সখোহপোবং স্বাং বোধয়স্তীতি তস্য
নর্শোপালভ্তং মনস্তুষ্টকস্য তং প্রতি সোধেগং প্রলপস্ত্যা বচোহম্ববদমাহ ।
• স্বচ্ছেশবং ভব কৈশোরং মাধুর্যাদিভির্মাদকঙ্কার্ধকঙ্কাদিভিষ্চ ত্রিভুবনে

অতঃপর শ্রীরাধা উদ্বর্ণা দশায় শ্রীকৃষ্ণের শৈশবাদি
বর্ণন করিলে গ্রন্থকর্তা চতুঃশ্লোকে তাহাই উল্লেখ করিতে-
ছেন ।

হে নাথ ! তোমার শৈশব (কৈশোর) মাধুর্যাদি
অর্থাৎ মাদকত্ব ও আকর্ষকত্বাদি দ্বারা ত্রিভুবনে অদ্ভুত রূপে

• যখনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

নাগরেন্দ্র শুন মোর সত্য এই বাণী । তোমার কৈশোর
সার, মাধুর্য মদেক তার, মোর চিত্ত সদা আকর্ষণী ॥ ৬৫ ॥

এ তিন ভুবনে যে, অদ্ভুত না জানে কে, সেই তুমি
জান নিজ মনে । তোমাতে আমার মন, অদ্ভুত চাপল্যগণ,
ইহা তুমি করহ স্মরণে ॥

কিশোর মাধুর্য তোমার, মনের চাপল্য মোর, এই ছুই
তুমি আমি জানি । অন্যের বেদনা মনে, অন্য তাহা নাহি
জানে, সখীহ না জানে এই বাণী ॥

যাতে ধৈর্য্য করিবারে, কহে মোরে নিরন্তরে, তেঞি
না জানিয়ে মুনব্যথা । কহিতেই অতিশয়, বাঢ়িল উদ্বেষগময়,
সদৈন্য কহয়ে ধনী কথা ॥

তোমা মুখান্বজ লাগি, মোর নেত্র অনুরাগী, দেখিবারে

মচ্চাপলঞ্চ মম বা তব বাধিগমাং ।

তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি

অদ্ভুতমবেহি জানীহি শ্বরেতার্থঃ । মচ্চাপল্যাঞ্চ ত্রিভুবনাদ্ভুতমবেহি । এতদ্ব্যং
তব বাধিগমাং জ্ঞেয়ং মম বা । যদ্বা । মচ্চাপলঞ্চ অহুংপাদিতত্বাত্তব বা স্বীয়ত্বাৎ
মম বাধিগমাং । অন্যোবেদ নচান্য ছঃখমখিলমিত্যাদিন্যায়াং । সখোহপি
সমাঙ্ জ্ঞানস্তি যত এবং বদন্তীতি ভাবঃ । পুনঃ প্রোচ্ছলিতোদ্বেষ্টা সর্দৈন্যমাহ ।
তদিতি তত্ত্বমাত্মমুখাভূজমীকর্ণাত্যাং উচ্চৈরীক্ষিতুং কিং করোমি । যৎকৃতে
তদৃষ্টং স্যাৎ স্বমেবোপদেশেতার্থঃ । নহু ন দৃষ্টং তন্তেন কিং তত্রাহ মুঞ্চং মনো-
হরং তদর্শনাৎ তদ্বিফলত্বাপত্তেঃ অক্ষণ্ণতাসিত্যাदि । তথা দানকেলিকৌমুদ্যাং ।

অবগত হউন, আমার চাপল্যও ত্রিভুবনের অদ্ভুত রূপে
আমার এবং আপনার উভয়ের পরিচ্ছেদয় । কিন্তু লোচন-

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

করে বহু আশ । আমি কি করিব তাতে, দেখিতে পাইয়ে
যাতে, তুমি তার বল উপদেশ ॥

যদি বল না দেখিলা, তবে তাতে কিবা হৈলা, তবে
তার শুন বিবরণ । না দেখি সে চাঁদমুখ, না মিটেয়ে যার
ছঃখ, বিফলতা হয় সে নয়ন ॥

তোমার মধুরবানী, শ্রুতি-মর্শ্ব-রসায়নী, না শুনিল সে
কানে কি কাজ । মনোহর মুখচ্ছটা, চাঁদের লহরী ঘটা,
না দেখিলে আঁখি মুণ্ডে বাজ ॥

তবে যদি বল এবে, না দেখিলে কিবা হবে, বিলম্বে
করিহ দরশন । তবে তার কথা শুন, না কহিয় হেন পুন,
মোরা অতি কুলবধূজন ॥

বিরল নহিলে তোমা, দরশনে নাহি ক্ষমা, ব্রজমাঝে

মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাত্যাং ॥ ৩২ ॥

ভবতু মাধবজন্মমশ্ণুতোঃ শ্রবণয়োরলমশ্রবণিমম তমবিলোকয়তোর-
বিলোকনিঃ সখি বিলোচনয়োস্ত কিলানয়োরিত্যাংদেঃ । নহু নেদানীং দৃষ্টং তেন
কিং স্থিত্বা জ্ঞ্যসি তত্রাহ । বিরলং কুলবধূনাং নস্তত্রাপি তস্য গোচারণাদিনা
হল্লভদর্শনং । অতোহধুনা লক্কে হবসরেহপি বস দর্শয়সি তত্ত্ব নিষ্ঠুরতেত্যর্থঃ ।
ক্ষিণ্বা নহু তৎসমং কিমপি পশ্য তত্রাহ । বিরলং সাম্যরহিতং তত্র হেতুঃ ।
মুরলীবিলাসি । স্বাস্তদর্শায়াং পূর্ব্ববং তৎসদ্বোচ্ছলিতং কৈশোরং জ্জয়ং ।
তদ্দৃষ্টং মচ্চাপলং । চান্যৎ সমং বাহার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৩২ ॥

দ্বয় দ্বারা আপনার বিরল ও মুরলীনাদ ভূষিত সুন্দর মুখাম্বুজ
দর্শন করিবার নিমিত্ত কি করিব ॥ ৩২ ॥

যত্ননন্দনঠাকুরের পদ্য ।

সুলভ না হয় । এইত বিরল স্থান, দরশন দেহ শ্যাম, নহে
অতি নিষ্ঠুরতা হয় ॥

পুনঃ যদি বল আন, দেখ মুখ তুল্য ঠাম, মুখ তুল্য আর
কিছু নাই । মুরলীর বিলাস যাতে, আর কেবা সাম্য তাতে,
তুল্য দিতে না দেখিয়ে ঠাই ॥

এতেক কহিতে মনে, পূর্ব্ব যাহা কৃষ্ণ মনে, হইয়াছে
চাতুর্য্য আলাপন । নিজ সখীগণ মনে, পুষ্প আদি আহ-
রণে, দানঘাটিপথের বর্জন ॥

সনস্ম কলহ তাতে, স্ফূর্ত্তি হৈল নিজচিত্তে, সেই ভাব
হইল মনেতে । বাঢ়িল উদ্বেগ অতি, হইল বিষাদ মতি,
নানা ভাব উপজিল তাতে ॥

তাহাতে বিষাদ করি, কহে যাহা স্ননাগরী, সেই ভাবে
মগ্ন লীলাশুক । তেমতি বিষাদ করি, কহে এক শ্লোক
পঢ়ি, শুনিতে শ্রবণে লাগে সুখ ॥ ৩২ ॥

পর্যাচিতামৃতরসানি পদার্থভঙ্গী-

অথ মনসি তস্য তত্তৎপ্রতিকচনোচ্চরণং । পুষ্পাহারগণে দানবজ্ঞান্যাদৌ চ
মুখেন স্বসখীভিঃ সহ কৃষ্ণস্য নর্সকলহক্ষুর্ভ্যাঃ জত্বাহেগেন তৎস্মরণেহপা-
সমর্থয়া ত্বব কথামৃতমিত্যাদিবৎ সবিদ্যাদং প্রলপন্ত্যা বচোহুহুদব্রাহ । মদ-
বল্লভভাবিনীভিঃ সহ তব জন্মিতানি মিথো বাক্যবাকরূপাণি স্ককতাঃ

তৎপরে শ্রীরাধা মনোগধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্ন্যুত্তর সম্ভাবন
করত পুষ্পাহরণাদিকার্যে সখীর সহিত শ্রীকৃষ্ণবিলাসাদি
বর্ণন করিলে ঐহুকর্তা তাহার উল্লেখপূর্বক কহিতেছেন ॥
হে নাথ ! যাহার পদার্থভঙ্গী অর্থাৎ বচনকৌশল পরি-

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

প্রাণনাথ তুমি সঙ্গে পরিহাস বাণী । পদ অর্থ ভঙ্গীগণ,
সুধা করি নির্মগ্নন, সঙ্গে মদবল্লভভাবিনী ॥ ধ্রু ॥

ছ'ছ ছুই' বাক্যবাক্, অতি মনোহর ভাক্, ভাবাক্রান্ত
মনে সদা স্ফুরে । তারা পুণ্যবতীগণ, উদ্ভিন্ন আমার মন,
সে কথা স্মরণ ভেল দূরে ॥

গর্বি করি বলে তারা, পরের রমণী মোরা, পথরুদ্ধ
কর কেন তুমি । প্রণয় সরোষ কহে, সহাস্য রোদন ময়ে,
অসূয়া সভয় ক্রোধ বাণী ॥

তুমি বল আজি আমি, জানিলাম নিতি তুমি, পুষ্প তুল
পল্লব ভাঙ্গিয়া । চৌরী হেমগৌরী, আজি লাগ পাইল
তোরি প্রবেশাব কুঞ্জগৃহে যাঞা ॥

তারা কহে সদা মোরা, এই বনে পুষ্প তুলা, সুরদেব
ভজন লাগিয়া । কাহার নিষেধ বাণী, কছু ইহা নাহি শুনি,
কেনে বল প্রগল্ভ বলিয়া ॥

ব্রহ্ম নি বহ্নিতবিশালবিলোচনানি ।

ভাবে ভাবাক্রান্তচিত্তে নৃষ্টি ক্ষুরস্তি মম পুনরুদ্বিগে চেতসি তদপি দুর্ভ-
মিতি ভাবঃ । কুস্তাঃ প্রবিশস্তীতি ন্যারাং । তথা প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং
ভাবসরোরুহমিত্যত্র ভাবসরোরুহঃ হৃদয়কমলমিতিবৎ মদেতি ভাগিনীতি
শেচত্যানেন বয়ং পরকীয়া রমণ্যাঃ স্বচ্ছন্দং বনে বিহরামঃ কথমমমদ্রাক্ষিক-
গন্ধীতি গর্কোদুক্ত প্রণয়রৌবয়ুস্তায়ী স্তম্ভিরিতি । তাসাং কিলকিকিত-
ভাবোদগমঃ কথিতঃ । তল্লক্ষণং । গর্কোভিলাবরুদিতস্তিতাস্মদাত্মজকুখাং । সক্রী-
করণং হর্ষাচ্ছ্যতে কিলকিকিতমিতি । কীদৃশানি পাদানামর্থানাঞ্চ ভকীতি-
ব্রহ্ম নি মনোজ্ঞানি । পাদানাং যথা বিলাসমঞ্জর্যাং । বিজ্ঞাতমদ্য প্রস্থনানি মে
ব্যাপ্ত অমৃতরস দ্বারা মনোহর, যাহাতে বিশাল লোচন বক্রী-
কৃত হইয়াছে ও বাল্যোচিত বাক্য হইতেও সমধিক তোমার

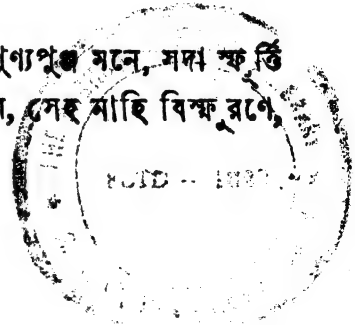
যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

তুগি বল তারে বাণী, কৃষ্ণকুণ্ড লীন আমি, শুন
চণ্ডী না ওরাহ মোরে । ফুৎকৃতি ক্রীড়ায়ে যার, মোহ হয়
সবাংকার, হিতকথা কহিলাস তোরে ॥

সে কহেন কুলনারী, ধরিবারে গর্ক ভরি, ভুজঙ্গ সক্ষম
কি আছয় । দশনে দংশন তার, দূরে মাত্র গর্ক ভার, অতি
স্বমঙ্গল প্রকাশয় ॥

এই মত মনোহর, নর্ম্মবাণী রসধর, প্রফুল্ল বিশাল
বিলোচনে । কৈশোর বয়স ছুছ, চাপল্য স্বভাব মুছ, অনেয়
অন্য জিনিবার মনে ॥

ইত্যাদি বিলাসগণে, কৃতপুণ্যপুঞ্জ মনে, সদয় স্কৃতি
হয় মনোহর আমার উদ্বেগী মনে, সেই সাহি বিস্করণে,
এই মোর অভাগ্য প্রবল ॥



বাল্যাধিকানি মদবল্লভভাবিনীভি-

র্ভাবে লুষ্ঠন্তি স্কৃত্যঃ তব জল্পিতানি ॥ ৩৩ ॥

তাং লুনীষে স্বমেব প্রবালৈঃ সমেতাং । ধৃত্য সৌময়া কাঞ্চনশ্রেণিগৌরি প্রবিষ্টাসি
 ধেহং কথং পুষ্পচৌরিঃ । সদাত্ৰ চিহ্নমঃ প্রমুদনমজনে বয়ং হি নিরতাঃ সুরাভি-
 ভজনে । ন কোহপি কুরুতে নিবেধবচনং কিমদ্য তনুযে প্রগল্ভবচনং ।
 অর্থানাং যথা দানিকেলিকৌমুদ্যাং । কৃষ্ণকুণ্ডলিনশ্চণ্ডী কৃতং ঘটনয়ানয়া । ফুৎ-
 কৃতিক্রীড়য়া যস্য ভবিতাসি বিমোহিতা । ধর্ষণেন কুলস্বীণাং ভূজঙ্গেশঃ ক্ষমঃ
 কথং । যদেতা দশনৈরেষ দশনাপ্রোতি শোভনমিতি । অতঃ পরি সর্বতঃ আচি-
 তানি অমৃতানি রসা শৃঙ্গারাদয়শ্চ যৈঃ তথা বলিতানি তস্য তাসাঞ্চ বিশাল-
 বিলোচনানি যৈ র্যেধু বা । তথা বালোন কৈশোরস্বভাবচাঞ্চল্যোনাধিকানি
 মিথো জিগীষয়ানবচ্ছিন্নানি স্বাস্তদর্শায়াং কর্ণধারা তাদৃশচিত্তে প্রবিশ্য তদা-
 নন্দয়ন্তীত্যর্থঃ । অন্যৎ সমং বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৩৩ ॥

জল্পিত (বাক্য) মদমত্ত ভামিনীগণের সহিত পুণ্যবান্-
 দিগের হৃদয়ে বিলুণ্ঠিত হইতেছে ॥ ৩৩ ॥

তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়াই যেন সঞ্জাত মনঃ-
 পীড়ায় পীড়িত শ্রীরাধাকে সখীগণ আশ্বাস করিলে ঐ বাক্য
 গ্রন্থকার বর্ণন করিতেছেন ।

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

কহিতে কহিতে রাই, গোবিন্দ দর্শন নাই, মনে হৈল
 উদ্বেগে পীড়িত । সম্ভাস করিতে নারে, উদ্বেগ আসিয়া
 ধরে, তাতে ধনী হইলা মুচ্ছিত ॥

তাহা দেখি সখীগণ, কহে ধৈর্য্য কর মন, কৃষ্ণচন্দ্র
 আসিবে এখন । শুনিয়া তাহার বাণী, সখীগণে পুছে ধনী,
 লীলাশুক কহে সে বচন ॥ ৩৩ ॥

পুনঃ প্রসন্নেন্দুমুখেন তেজসা

পুরোহবতীর্ণস্য কৃপমহাম্মুখেঃ ।

তদেব লীলামুরলীরবামৃতং

অথ তদর্শনোক্তমনঃপীড়োদ্ধিগ্ধায়া মুচ্ছাস্ত্যাঃ আশ্বাসনপরাঃ সখীঃ
প্রতি স লালসং পৃচ্ছস্ত্যা বচোহহুবদমাহ । পুনঃ পুরোহবতীর্ণস্য তস্য যেন মাং
কুঞ্জে প্রেষিতবান্ । তথা লীলামুচকমুরলীরবামৃতং প্রসন্নেন্দুমুখেন তজ্রপেণ
তেজসা কান্তিপুরেণ সহ গম সমাধেঃ সম্যন্মনঃপীড়য়া বিদ্বায় নাশায় কদা

হে নাথ ! আমি যৎকালে সমাধি ধারণ করিয়া থাকিব,
সেই সময় মহাকৃপাসমুদ্রস্বরূপ আপনি আমার অগ্রে দণ্ডায়-
মান হইয়া প্রসন্ন-মুখচন্দ্রে মুরলী-ধারণপূর্বক বাদ্য করিতে

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

সখি হে কবে মোর হবে শুভ দিনে । মোর আগে
কৃষ্ণ আসি, দরশন দিবে হাসি, পুনঃ কি দেখিব এই চিহ্নে ॥

প্রসন্ন বদন চন্দ্র, বেণু গানামৃত মন্দ, যাতে মোরে কুঞ্জ
পাঠাইলা । সেই কান্তিপুঞ্জ সঙ্গে, সে মুখ দেখিব রঙ্গে,
কবে হবে সেই শুভ বেলা ॥

উদ্বিগ্নে আমার মন, পীড়া পায় অনুক্ষণ, তাহা নাশ
কবে হবে মোর । পুনঃ তার দরশন, অতিশয় দুর্ঘটন,
কৈছে হবে না পাইয়ে ওর ॥

এত কহি বিসর্ষণ, ক্ষণ এক রহে মৌন, কহে পুনঃ
বিচার বচন । অথবা হইতে পারে, মহাকৃপা সিন্ধুবরে, অঘ-
টন হয় স্ঘটন ॥

শুনি সখীগণ কহে, শুন স্ননাগরী ওহে, যদ্যপি কৃপালু

সমাধিবিন্ধ্যায় কদানু মে ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥

বালেন মুঞ্চচপলেন বিলোকিতেন

ভবেৎ অহো হৃৎমেতদিতি ক্ষণং বিচিন্ত্য অথবা সম্ভাব্যেত ইত্যাহ কুপেতি ।
স্বাস্তদর্শনাং তদেব তৎপ্রেরণরূপং মুরলীরসামৃতমন্যৎসমং । বাহুসমাধে
ধ্যানস্যেবান্যৎ স্পষ্টং ॥ ৩৪ ॥

অয়ে সখি স চেৎ কৃপালুস্তদা স্বয়মায়াম্যতি কিমিতি চপলাসীতি বদন্তীঃ

ধাকিলে, ঐ লীলাময় মুরলীর নাদামৃত কবে আমার সমাধির
বিন্দু সম্পাদন করিবে ॥ ৩৪ ॥

শ্রীরাধার হুঃখ দেখিয়া কোন সখী বলিলেন, হে সখী
কেন হুঃখিতা হইতেছ, তিনি যদি কৃপালু হয়েন, অবশ্যই
স্বয়ং আসিবেন, সখীর এই কথায় শ্রীরাধা তিরস্কার করিতে-
ছেন । গ্রহকর্তা এই বাক্য অনুবাদ করত বর্ণন করিতেছেন ॥

হে নাথ ! আপনার বাল্যোচিত অর্থাৎ কৈশোরের

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

হয় হরি । আপনি আসিবে হেথা, তুগি কেন পাও ব্যথা,
অতিশয় চাপল্য আচরি ॥

রাই কহে শুন সখী, তুগি ত না জান দেখি, তারি অতি
দোষ ইথে হয় । চাপল্য করায় তেঁহ, ইহা নাহি বুঝে কেহ,
শুন তাহা কহি যে নিশ্চয় ॥

এতেক কহিয়া রাই, মনের স্বয়াস্তনাই, কহিতে লাগিল
বিবরিয়া । লীলাশুক সেই ভাবে, কহে এক শ্লোক তবে,
শুন সবে এক গন হৈয়া ॥ ৩৪ ॥

সখী হে দর্শনেও ভাগ্যহীন আমি । মোর আকর্ষণ

গম্মানমে কিমপি চাপলমুদ্রহস্তং ।

সখীঃ প্রতি তদদোষমেব বদন্ত্যা বচোহম্ববদমাহ লীলা মংপ্রেরণলীলা তদমুক্তং
কিশোরং তং সাক্ষাৎপ্রাণ্যরাহিতাদীক্ষণেনাপ্যাপগ্রহীতুমুংস্বকাঃ স্ম ন
কেবলমেকৈবাহং ভবত্যোপীতি বহুঃ । কীদৃশেন লোচনেন তং দ্রষ্টুমতি-
চঞ্চলেন লুকেন চ । তত্র হেতুঃ । কীদৃশং । রোচনং রসায়নং তৎসম্বর্পকং । নহ

• উপযুক্ত মনোহর চাপল্যযুক্ত দৃষ্টিপাত ও চঞ্চললোচন সম্ব-

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

লীলা, যুক্ত যে কৈশোর কলা, আলিঙ্গনে কিবা স্পৃহ
জানি ॥ ৬ ॥

একা মোরে আকর্ষয়, শুন সখী সেহ নয়, তুয়া সবাকৈও
আকর্ষয়ে । লোচনের রসায়ন, রূপ অতি মনোরম, দেখি-
বারে আঁখি লোল হয়ে ॥ •

লোভের কারণ এই, আর শুন কহি যেই, নয়নের ভৃষ্টি
করে সদা । সখী কহে ভাল বল, দ্বিগুণ চাপল্য হৈল, অনু-
ষ্ঠানে জানিল সর্বথা ॥

ইহা শুনি রাই কহে, যাহাতে নির্দেশ হয়ে, শুন সখী
মোর দোষ নাই । আমার মনে সে আসি, বিলোকয়ে মন্দ
হাসি, প্রেরণে নয়ন প্রাস্তে চাই ॥

তাহে যে নেত্রের ভঙ্গী, দেখি চিত্ত হয় রঙ্গী, বর্ণন না
হয় রূপ শোভা । চাপল্য জন্মায় তাতে, নির্বাচ্য না
হয় যাতে, অদর্শনে মনে দৃষ্টলোভা ॥

অতএব তারি দোষ, মোরে কেন কর রোষ, সখীগণ
দেখ বিচারিয়া । অন্য নারীগণ ভয়ে, আমি জানি হেন
হয়ে, অল্প দেখে মানসে পশিয়া ॥

লোলেন লোচনরসায়নমীক্ষণেন

লীলাকিশোরমুপগৃহিতুমুৎসুকাঃ স্ম ॥ ৩৫ ॥

অধীরবিষাধরবিভ্রমেণ

সাধনহুষ্টিতং নো বচঃ দ্বিগুণীকৃতং চাপলমুদ্বহস্তমুৎপাদয়ন্তং । সাক্ষাদর্শনমদস্তা
মনস্যাবির্ভূয় কুর্কস্তমিত্তি তসৈবায়ং দোষ ইতি ভাবঃ । কীদৃশেন বালেন
কোমলেন কিম্বা । অন্যাত্যঃ সঙ্কোচেন দরবালোকনাং স্তম্বেণ ময়ৈব জ্ঞেয়ে-
নেত্যর্থঃ । তথা মুগ্ধঞ্চ তচ্চপলঞ্চ তেন । হৃদি ক্ষুরিতেন মাং চঞ্চলয়ন্তং তং
সাক্ষাৎ দ্রষ্টুমুৎসুকাঃ স্ম । অন্যৎসমং বাহার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৩৫ ॥

অথ পূর্ক্সপ্রেরণাস্মৃত্যোন্মাদদশারুচায়্যাঃ কথং ময়া তে মনশ্চপলং কৃতমিত্তি

লিত, তথা মদীয় অন্তঃকরণে অত্যন্ত চঞ্চল তোমার কিশোর
মূর্ত্তিকে আলিঙ্গন করিতে কবে আমি উৎসুক চিত্ত
হইব ? ॥ ৩৫ ॥

অতঃপর পূর্কের প্রেরণ স্মরণ করত উন্মত্ত ভাবাপন্ন
শ্রীরাধার মন অতি চঞ্চল করিয়াছি, ইত্যাদি উত্তর
বাক্যের অনুবাদপূর্বক গ্রন্থকর্তা বর্ণন করিতেছেন ।

হা কচ্চ ! হা কচ্চ ! এই অগ্রবর্তী চঞ্চল বিষাধরের

যত্নন্দনঠাকুরের পদ্য ।

কহিতেই পূর্কের যেন, কৃষ্ণ কৈল স্তপ্রেরণ, স্মৃতি হৈতে
উন্মাদ বাঢ়িল । গোবিন্দ কহেন যেন, আমি তুমি মনে
কেন, স্তচাপল্যগণ বাঢ়াইল ॥

এইরূপে কৃষ্ণচন্দ্র, দর্শনাদর্শন মন্দ, বৈকল্য উদ্বেগ বাঢ়ি
গেলা । গোবিন্দের উপলক্ষে, কথা কহে মহারসে, পুনঃ
এক শ্লোক পাঠ কৈলা ॥ ৩৫ ॥

হা হা ধূর্ত্ত এই তোমার কেমন চরিত । নিরক্ষর শঙ্কৈতে

•হর্ষাদ্র্বেণুস্বর-সম্পদা চ ।

অনেন কেনাপি মনোহরেন

বদন্তস্য পুরোদর্শনাদর্শনোখবৈক্লব্যোদ্বিগ্নায়ান্তমুপালভমানায়াঃ প্রোলপ-
মমুবদন্তাহ । তল্লক্ষণং । অতশ্চিঃস্তদিতি ভ্রান্তিরন্যাদ ইতি কথ্যতে ইতি ।
নিরক্ষরসঙ্কেতব্যথেনেনাধীরো যো বিশ্বাধরস্তস্য বিভ্রমেণ মনো ছনোষি-
চ্চঃখয়সি হে ধূর্ত্ব ইতি শেষঃ । হা খেদে হস্ত বিঘাদে তয়োরতিশয়ে বীপ্সা
নমু ভ্রান্তাসি তত্রাহ । অনেন দৃশ্যমানেন । নবেবং চেৎ তদা কুঞ্জং গচ্ছ
তত্রাহ । কেনাপি প্রতীয়মানস্যাপ্যসত্যস্বাৎ নিবর্ত্তুমশক্যেন । অতো
মনোহরেন মনোমাত্রং হরতি কার্য্যং ন সিদ্ধয়তি ইন্দ্রজালবদন্তেন তথা

শোভা এবং আনন্দ সহিত আর্দ্রীভূত বেণুর নাদ সমূহ যুক্ত

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

যে, বিশ্বাধর অধীর সে, তাহার বিভ্রম জানে চিত্ত ॥ ৬৫ ॥

দেখ সবিষাদ মেলা, উন্মাদ বাড়িয়া গেলা, পুনঃ পুনঃ
কছে সেই বাণী । যদি বল ভ্রান্তা তুমি, মন দিয়া শুন বাণী,
সাক্ষাতে দেখিবা মন মানি ॥

যদি এ লালস থাকে, তবে যাহ কুঞ্জ মাঝে, সেই খানে
পাবে দরশন । কেবা তোমার এই বাণী, প্রতীত করয়ে
জানি, সব তুম্মা অসত্য বচন ॥

বলিবার শক্য নহে, হেন তুয়া বাণী হয়ে, এই লাগি
মনোহর বলি । মন মাত্র হরি লও, কার্য্যসিদ্ধি না করাও
ইন্দ্রজাল প্রায় এ সকলি ॥

শঙ্কেতে বেণুর ধ্বনি, তার যে সম্পদ গনি, হর্ষে মাত্র
আর্দ্র করে চিত্ত । সকল কুহক হেন, সদা লাগে মোর মন,
নারীবধ রঙ্গলাগে ভীত ॥

হা হস্ত হা হস্ত মনো ছনোষি ॥ ৩৬ ॥

যাবন্ন মে নিখিলমস্মদৃঢ়াভিঘাতং,

নিষ্যন্দিবন্ধনমুপৈতি ন কোহপি তাপঃ ।

তাদৃশ্যা হর্ষার্জরভীতি হর্ষাৎ তাদৃশো যঃ সঙ্কেতবেগুস্বরস্তংসম্পদা চ । তথা
করোষি । অতঃ স্ত্রীবধরদিনস্তব তন্ন কাভীতিরিতি ভাবঃ । স্বাস্তদর্শনায়-
মহুভবেহপি মিথ্যা ভ্রম্ননো ছনোষিমাভ্রং অন্যৎ সমং । বাহুস্কৃৎ । তথোক্তিরর্থ
স্পষ্টএব ॥ ৩৬ ॥

অথ তদ্বিচ্ছেদার্কভাপাবলীঢ়ায়া মোহং গচ্ছন্ত্যাঃ প্রগাঢ়মোহোৎপত্তেঃ
পূর্বমেব প্রলাপন্ত্যা বচোহনুবদন্নাহ । তন্নক্ষণং । মোহো বিচিত্ততা প্রোক্ত ইতি ।
হে বিভো সর্বতাপহরণসমর্থ যাবৎ কোহপ্যনির্মলচনীয়াস্তাপঃ । আয়ুর্জ্বলিতবৎ

কোন এক মনোহর মূর্তি আমার মনকে সমধিক সমস্তপ্ত
করিতেছে ॥ ৩৬ ॥

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদরবির প্রচণ্ড তাপে উত্তপ্তা
এবং মূর্ছিতা শ্রীরাধা প্রগাঢ় মূর্ছার পূর্বেই যে প্রলাপ
করিয়াছেন ও সেই গ্রন্থকর্তা তাহাবর্ণন করিতেছেন ।

হে নাথ ! যতক্ষণ কোন (সাংসারিক) সমস্তাপ হৃদ-

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

কহিতে কহিতে রাই, চিত্তের সোয়াস্ব নাহি, বিচ্ছেদার্ক
তাপ বাড়ি গেল । সে তাপে ডুবিল মন, মোহ হৈল উপশম,
পূর্ব প্রায় প্রলাপি বলিল ॥ ৩৬ ॥

সর্বতাপ নাশিবার তুমি প্রভু রূপ ! মোর বোল শুন
মোর করুণার ভূপ ॥ অনির্কাচ্য কোন তাপ হইয়া উদয় ।
যাবৎ - সে চিত্ত ছুখে ঘাত নাহি দেয় ॥ সে প্রগাঢ় অতি
বাঢ় নিঃসঙ্কি বন্ধন । যাবৎ না উপজয় তাবৎ এইক্ষণ ॥

জানদ্বিভো ভবতু তাবকবক্তৃচন্দ্র-

চন্দ্রাতপবিগুণিতা মম চিত্তধারা ॥ ৩৭ ॥

রক্ষাতুপৈতি তিমিরীকৃতসর্বভাবাঃ ।

সোহহেতুহাতাপ এব মোহঃ । মম নিখিলমর্শ্মাণাং চিত্তেন্দ্রিয়াণাং দৃঢ়াভিবাৎ
যথাস্যাস্তথা নিঃসন্ধিবন্ধনং অতিগাঢ়তামিত্যর্থঃ । ন উপৈতি তাবং মম চিত্ত-
ধারা তাবকবক্তৃচন্দ্রচন্দ্রাতপোবিতানং তেন দ্বিগুণিতাচ্ছাদিতা ভবতু ।
মুখচন্দ্রং দশম্বিদ্যা তাপং বারয়েত্যর্থঃ । চিত্তস্য বৃত্তিকীৰ্ত্তিহান্যাদ্বারাহঃ । অনেন
ব্যাপিরপ্যুক্তঃ । স্বাস্তদশায়াং তৎপ্রেরণভাব মধুরবক্তৃচন্দ্র ইত্যর্থঃ । অন্যৎ
সমং । বাহু পথি ভূমোঃ প্রাহপতিত অর্থঃ স্পষ্ট এব ॥ ৩৭ ॥

অথ মোহিনারুতচিত্তেন্দ্রিয়ায়া উপস্থিতাং মৃতিমাশঙ্ক্য মদৈন্যাং তমু-
য়ের নিখিল মর্শ্ম স্থানকে সূদৃঢ় রূপে ভেদ করিয়া উপস্থিত
না হয়, আমার চিত্তধারা ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার মুখচন্দ্ররূপ
চন্দ্রাতপে 'দ্বিগুণিত হইয়া অগস্থিত হউক অর্থাৎ কোন বস্তু
যদি সমস্ত হইবার পূর্বেই চন্দ্রকে আশ্রয় করে, তাহা
হইলে আর তাহাকে তাপ আদিয়া অভিভূত করিতে
পারে না ॥ ৩৭ ॥

শ্রীরাধা মোহ বশতঃ আবৃত্তেন্দ্রিয় বৃত্তি হইয়া মৃত্যু যেন
উপস্থিত, এই আশঙ্কা করত দীনভাবে শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য

যদ্বনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

মোর চিত্ত ধারা নিত্য তব মুখচন্দ্র । চন্দ্রাতপ হইয়া তাপ
বাড়িয়ে অমন্দ ॥ আচ্ছাদন ছুই গুণ করি রাখ চিত্ত । ভাব
এই দেখা দেই মোর মনোবৃত্ত ॥ কহিতেই মোহ হই মনে-
ন্দ্রিয় ঝাপ । মৃত্যু ভয়ে দৈন্য কহে অতিশয় কাঁপ ॥ ৩৭ ॥

প্রাণনাথ নিবেদন এই অবগাও । যাবৎ দশমীদশা, না

যাবন্ন মে নবদশা দশমী কুতোহপি,
লাবণ্যকেলিসদনং তব তাবদেব

দিশ্য প্রলপন্ত্যা বচোহুভবদগ্নাহ । মৃতেরমঙ্গল্যাজ্জাতপ্রায়াং তাং বর্ণয়ন্তি তজ্জ-
জ্ঞাঃ অত্র স্বীয়তর্ষণনে স্ততরাং পূর্কদশৈব যোগ্যা । যাবন্ন মে দশমী নবদশা-
মৃতিঃ কুতোহপি রক্ষাৎ ছিদ্রাৎ ন উদেতি ভবেদেব তব মুখেন্দুবিষ্মং লক্ষ্ম্যা
সংদৃশ্যা সমেত্যান্মানমাশাস্তে । কিমিত্যুৎকণ্ঠসে স্থিত্বা দ্রক্ষ্যসি তত্রাহ । তিমিরী-
কৃতসর্কভাবা দেহেল্লিয়াদিনাশিনী । নহু মৃতিশ্চেষ্টন্ন দৃষ্টং তন্তেন কিং । তত্র

করিয়া যে বিলাপ করিতেছেন তাহাই গ্রন্থকর্তা বর্ণন
করিতেছেন ।

হে নাথ ! যে পর্য্যন্ত আমার নবমীদশা মুচ্ছার পর
দশমীদশা মৃত্যু কোন ছিদ্র (দোষ) পাইয়া সমস্ত জগৎ
অন্ধকার করত আসিয়া উপস্থিত না হয়, সেই কাল মধ্যে
আমি তোমার নিখিল লাবণ্যের বিলাসভবন স্বরূপ, লক্ষ্মী-

যছন্দনঠাকুরের পদ্য ।

উঠয়ে প্রাণনাশা, মুখেন্দু তাবৎ দরশাও ॥৬৫ ॥

তবে যদি তুমি বল, উৎকণ্ঠাতে কেন ভুল, থাকিয়া
করহ দরশন । তবে তার কথা শুন, অন্য জানি বল পুনঃ
অতিতাপ বাঢ়ি যাবে মন ॥

তিমির করিবে ভাব, দেহেল্লিয় নাশে সব, তাতে কৈছে
হবে দরশন । তবে যদি বল হেন, মৃত্যু যদি হবে জান, না
দেখিলা তাতে কি দূষণ ॥

মনে এই উট্টঙ্কিতে, চিত্ত হৈল উৎকণ্ঠিতে, কহিতে
লাগিলা উৎকণ্ঠায় । লাবণ্যের কেলি যে, তোমার বদন
সে, মুরলীমধুরধ্বনি তায় ॥

লক্ষ্ম্যা সমুৎকণিতবেণুমুখেন্দুবিস্মং ॥ ৩৮ ॥

আলোললোচনবিলোকিতকেলিধারা-

সোৎকর্ণমাহ । কীদৃশং তৎ । লাবণ্যানাং কেলিসদনং । তথা উৎকণিতো-
বেণু বস্মিন্ । তন্নধুরমুখদর্শনাভাবান্নরণমপ্যধন্যামিতি ভাবঃ । তাদৃশ-
প্রেমাক্রান্তচেতসাং স্বভাবোহয়ং । যদত্যস্তবিচ্ছেদভিগ্না মরণমপি নেচ্ছন্তি ।
তথাহি ন শকু মস্তচ্চরণং সস্ত্যক্তুমকুতোভয়মিত্যাদি । স্বাস্তদর্শনাঃ তৎ-
প্ৰেরণভাবমধুরমুখেন্দুবিস্মমন্যাং সমং বাহার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতি বদন্ত্যেব মুচ্ছিতাসীং । ততঃ সখীভিঃ কৃষ্ণতাষলোলারং তথুখে-

দেবীরও উৎকর্ণাজনক এবং বেণুনাশোভিত মুখচন্দ্র
একবার দেখিতে ইচ্ছা করি ॥ ৩৮ ॥

তৎপরে মুচ্ছাপন্ন বোধ করিয়া “শ্রীকৃষ্ণ এই আসিয়া-

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

সে বদন স্মাধুরী, না দেখিয়া যদি মরি, মরণ অধন্য
করি মানি । প্রেমাক্রান্তা চিত্ত যার, মৃত্যু ইচ্ছা নহি তার,
জীবনে দর্শন হয় জানি ॥

এতেক কহিতে রাই, মুচ্ছা উপস্থিত তাই, ললিতা
বিশাখা শীত্র যাঞা । কৃষ্ণমুখোদগীর্ণ পান, তার মুখে কৈল
দান, কহে কৃষ্ণ আইলা দেখিয়া ॥

শুনিয়া চেতন পাঞা, ছুঃখভরে আউলাইয়া, যত্নে নেত্র
মেলিবারে নারে । নয়ন মুদিয়া কহে, সত্য কহ সখী ওহে,
আইলা নাকি কৃষ্ণ মোর পুরে ॥ ৩৮ ॥

সখি ! হে, সত্য যদি আইলা নেত্রানন্দ । সে মণিনুপুর-

নীরাজিতাগ্রচরটৈঃ করুণাস্মুরাশেঃ ।

ন্যস্য আগতোহয়ং তে প্রিয়ঃ পশ্যতি প্রবোধিতায়া স্মানিভাবাম্নেত্রেহমুন্মী-
লৈব্য সত্যং কথয়তেতি প্রলপন্ত্যা বচোহম্বদমাহ । নৃত্যগ্নিবাগচ্ছতস্তস্য
মণিনুপূরশিজ্জিতানি আকর্ণয়ামি তৎ সত্যমাগতোহয়ং । আকর্ণয়ানীতি পাঠে ।
আগতাশ্চেত্তদা আকর্ণয়ানি তদৈব মে প্রতীতিরিতার্থঃ । আগমনহেতুমাহ ।
করুণাস্মুরাশেঃ কীদৃশানি বেণুনিনাদৈরার্ক্যাণি । কীদৃশৈস্তৈঃ পাদতলবলয়-

ছেন দর্শন কর, এই বলিয়া সখীগণ প্রবোধ দিতেছেন”
নিজের এইরূপ দশা উৎপ্রেক্ষা করিয়া গ্রহকর্তা কহিতে-
ছেন ।

সখি ! এই দেখ করুণাসমুদ্রে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া

যছন্দনঠাকুরের পদ্য ।

ধ্বনি, নৃত্য প্রায় যদি শুনি, তবে হয় প্রতীতের বন্ধ ॥ ৬৫ ॥
আগমন হেতু এই, করুণাসমুদ্রে সেই, তাহাতেই
প্রতীত জনমে । তথাপি হু ক্রি জানিয়ে, মোর ভাগ্য কি
করিয়ে, করুণা বা না হয় উদ্যমে ॥

নৃত্য গতি পদ ভান, বেণু ধ্বনি যুছ তান, বলয় কিঙ্কিণী-
নাদ সঙ্গে । প্রতিনাদপূর যবে, শ্রবণে শুনিয়ে তবে,
প্রতীত জনমে তবে রঙ্গে ॥

বংশী গানামৃত তাল, রাধিবার লাগি ভাল, চরণাগ্র দর্শন
হইতে । আলোল লোচনদ্বয়, কেলিধারা বিলোকয়,
চরণাগ্র নিমঞ্জিয়ে তাতে ॥

অন্য তাহা নাহি জানে, জানে ব্রজ নারীগণে, অদ্ভুত
বিলাস মনোরম । আমি কি দেখিব তাহা, শুনিব কি কহ
হা হা, বল সখী করিয়া নিয়ম ॥

আর্জাণি বেণুনিনাদৈঃ প্রতিনাদপুটৈ-

কিঙ্কিণীনাং প্রতিনাদপুরো যেষু স্তে তৈর্মিশ্রিতৈরিত্যর্থঃ । তথা আলোল-
লোচনয়ো বিলোকিতকেলিধারাভি নির্বাজিতৌ তস্মৈবাগ্রচরণৌ যৈঃ সঃ
বংশীবাদননৃত্যে তালোরয়নায় চরণাগ্রদর্শনাং । কিম্বা । ব্রজেদেবীনাং নেত্রাণি

উপস্থিত হইয়াছেন, ইহঁার চঞ্চল লোচন যুগল হইতে মধু-
ময় দৃষ্টিরূপ কেলিধারা বর্ষণ করত চরণাগ্রভাগকে শোভিত
করিতেছেন । প্রতিধ্বনিপূর্ণ বেণুনিনাদে অত্যন্ত আত্মীভূত

যত্নলক্ষনঠাকুরের পদ্য ।

এত কহি উঠে রাই, মনের সোয়াস্ব নাই, চতুর্দিকে করি
নিরীক্ষণ । কাঁহা নূপুরের ধ্বনি, সবে মাত্র কানে শুনি,
হেথা না আইসে কি কারণ ॥

অতিশঠ ধূর্তরাজ, হেন বুঝি কুঞ্জমাব, কারো সঙ্গে
করয়ে রমণ । হুখে বিলাসয়ে তথা, এ লাগি না আইসে
প্রথা, মোরে কৈছে দিবে দরশন ॥

কহিতে কহিতে পুনঃ, উন্মাদ বাঢ়িল মন, আইলা কৃষ্ণ
মনে হেন দেধে । অনাস্ত্রনা ভোগচিহ্ন, প্রতি অঙ্গে পর-
বিণ, আঘূর্ণ নয়ন হাস্য মুখে ॥

দেখিতেই তার মতি, সেহ কৃষ্ণচন্দ্র প্রতি, অতিশয়
ক্রোধ উপজিল । তাহা দেখি কৃষ্ণ যেন, তারে ছাড়ি গেলা
পুনঃ, পাছে তাপে ওৎসুক্য হইল ॥

এই দুই ভাবে মেলি, ভাবগন্ধি করি বলি, অমর্ষ
বিক্রম অপমান । ওৎসুক্য দর্শন ইচ্ছা, অন্যোন্য় না করে
ইচ্ছা, শাবল্যের এইত লক্ষণ ॥

অমর্ষা অনুগাত্রয়া, অসূয়োগ্রাবহিতয়া ওৎসুক্যে

রাকর্ণয়ামি মণিনূপুরসিজ্জিতানি ॥ ৩৯ ॥

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো

জ্ঞেয়ানি । স্বাস্তদর্শায়াং শৃণোমি কিমিতার্থঃ । বাহে কদা কিম্বেত্য-
ধ্যাহার্য্যং ॥ ৩৯ ॥

অথোথায় দিশোহবলোক্য অয়ি সখ্যঃ নূপুরশব্দঃ শ্রয়তে স ন দৃশ্যতে ।
তদত্র কুঞ্জে কয়পি যমমাণঃ শঠোহয়ং তিষ্ঠতীতি বদন্ত্যাঃ পুনরুদ্ভাষ্যাবেশাদন্যপ্ত
সন্তোগচিহ্নাক্তিতমাগতং পুরঃ পশ্যন্ত্যা স্তং প্রত্যমর্ষোদয়ঃ পুনর্গতমিব মত্বা-

মণিময় নূপুরের মনোহর ধ্বনি আমি শ্রবণ করিতেছি ॥৩৯॥

তৎপরে উখিত হইয়া “অহে সখীগণ ! নূপুরের শব্দ

যছন্দনঠাকুরের পদ্য ।

অনুগা আর তিন । অতিদৈন্য সচাপল, নোহোন্মাদে মহা-
বল, সঙ্কিশাবল্যের এই চিহ্ন ॥ ৩৯ ॥

শুন দেব এথা কেনে তুমি । গোপাঙ্গনা ক্রীড়াবৎ,
সেই তোমার অভিমত, তথা যাঞা বিলস আপনি ॥ ৩৯ ॥

এইমত বক্রকথা, বাস্পনেত্রে বক্রমতা, শুনি যেন
অবজ্ঞা বচন । পুনঃ যেন কৃষ্ণ গেলা, তাতে তাপ উপ-
জ্জিলা, দরশনে ঔৎসুক্যাগমন ॥

প্রাণের দয়িত তুমি, অদর্শনে মরি আমি, পুনর্বার দেহ
দরশন । ইহা শুনি কৃষ্ণ যেন, পুন দিলা দরশন, অনুন্নয়
করে অনুমান ॥

দেখিয়া অমর্ষানুগা, অসূয়ানদার রাগা, সৌল্লুঠ করয়ে
বক্রবাণী । ধীরমধ্যা সমাশ্রয়, তার মতে কথা কয়, ওহে
ভুবনের বন্ধু তুমি ॥

হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো ।

জাতপশ্চাত্তাপাদৌঃসুক্যোদয়ঃ । ততন্তয়োঃ সন্ধিঃ । তল্লকণানি । স্বরূপয়ো-
র্ভিন্নয়ো বী সন্ধিঃ স্রাষ্টাবয়োৰ্যুতিঃ । অধিক্বেপাপমানাদেঃ স্যাদমৰ্ধাসহিষ্ণু-
তেতি । কালাকমত্বমৌঃসুক্যমিষ্টেকাশ্চিন্ধাদিভিরিতি । তাবেব ভাবাবা-
শ্ৰিত্য ভাবশাবল্যাঃ । তল্লকণং । শবলত্বস্ত ভাবানাং সন্দর্ভঃ স্যাৎ পরস্পর-
সিতি । তত্রামৰ্ধাসুগা অসুরৌগ্র্যাবহিথাঃ । ঔৎসুক্যাসুগানি মতিদৈন্য-
চাপলানি অত উন্মাদাসুগতাভ্যাং ভাবসন্ধিভাবশাবল্যাভ্যাং প্রলপন্ত্যা বচো-
হস্তুবদম্নাহ । অন্যান্দনাসম্ভুক্তং তং মত্বামৰ্ধোদয়াৎ সহজনিকধীরাধীরমধ্যাৎ-

শুনিতৈছি কৈ তাঁহাকে ত দেখিতে পাইতেছি না” এই

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

কেবল আমার নও, সৰ্ব্ব সমাধান চাও, যাঞা কর সৰ্ব্ব
সমাধান । ভুবনের নারীগণ, আর যত গোপীজন, বেণু
গানে কর আকর্ষণ ॥

পুনঃ যেন গেল কৃষ্ণ, মন হৈল সতৃষ্ণ, ঔৎসুক্য অনুগা
মুত্ৰ্যদয় । সেই মত ভাবাবেশে, কহে ধনী সবিশেষে,
তাতে এই সম্বোধন ত্রয় ॥

ওহে কৃষ্ণ শ্যামরায়, চিত্ত আকর্ষহ যায়, তাতে গোর মান
কিবা কায । তৎকাল আসিয়া যবে, অল্প দেখা দেহ তবে,
তাপ নষ্ট হয় ত অব্যাজ ॥

পুন যেন কৃষ্ণচন্দ্র, হাসি কহে মুছন্দ, প্রিয়ে ! আমি
ছিলাম এথাই । আমারে প্রসন্ন হও, হাসি এক বাণী কও,
তবে আমি মনে সুখ পাই ॥

মনে ইহা বিচারিতে, তারে করি আচ্ছাদিতে, ঔগ্র্য ভাব
হইল উদয় । অধীরমধ্যা গুণ লৈয়া, কহে অতি ক্রোধী

হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম

মাশ্রিত্য সবাস্পং বক্রোক্ত্যা সম্বোধয়তি । হে দেব অন্যাভিঃ সহ দীব্যসীতি দেবত্বমতন্ত্রৈব গচ্ছেত্যর্থঃ । তল্লক্ষণং । ধীরাধীরাভূ বক্রোক্ত্যা সবাস্পং বদিত্তি প্রিয়মিতি । তদৈবাবধীরগাদগতমিব তং মহা জাতপশ্চাত্তাপাৎ তদনোৎসুক্যেনাহ । হে দয়িত স্বত্ত মে প্রাণদয়িতোহসি কথং ত্যক্ত্যসে তৎ পুনর্দর্শনং দেহীত্যর্থঃ ॥

পুনরাগত্যানুন্নয়ন্তমিব তং মহামর্ষানুগাহুয়ৌদয়াৎ ধীরাধীরমব্যাহ্বমাশ্রিত্য-বক্রোক্ত্যা সোল্লুঠমাহ । হে ভুবনৈকবন্ধো তবাজ কো দোষত্বং ন কেবলং মমৈব সর্কগোপীনামপি । কিমুত তাসামেব বেণুনাদাকৃষ্টানাং ভুবনানাং তদগতজ্ঞীণামপি বন্ধুরসি তৎ সর্কসমাধানার্থং গচ্ছেত্যর্থঃ । তল্লক্ষণং । ধীরাভূ বক্তি বক্রোক্ত্যা সোল্লুঠং সাগ্ধসং প্রিয়মিতি । পুনর্গতমিব মর্ষোৎসুক্যাহুগম-স্তাখ্যভাবোদয়াদাহ । হে কৃষ্ণ হে, শ্যামসুন্দর চিত্তাকর্ষক চিত্তং ত্বয়া হতং

বলিয়া পুনশ্চ উন্মাদের ন্যায় কহিতেছেন ।

হে দেব ! হে দয়িত ! (প্রিয় !) হে ভুবনের একমাত্র

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

হেয়া, তার বশে এই সম্বোধয় ॥

শুনহ চপল রাজ, বল্লবীভুজঙ্গসাজ, পরনারী চৌর
ধূর্তরাজ । যাও যাও এথা হৈতে, চিনিলাম সঙরিতে, বুঝি-
লাগ যত তুয়া কাজ ॥

অবজ্ঞা জানিয়া যেন, কৃষ্ণ পুন গেলা হেন, মনে মনে
করেন বিচার । কহিতেই সেই কাল, উপজিল দৈন্য জাল,
তাতে কহে সম্বোধন সার ॥

ওহে করুণার সিন্ধু, দুঃখিত জনার বন্ধু, যদ্যপি হ অপ-
রাধী আমি । নিজ করুণার বল, সদা তুমি অকোমল, কৃপা
করি দেখা দেহ তুমি ॥

‘হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোমে’ ॥ ৪০ ॥

কিং মে মানেন তৎ সৰুদপি দর্শনং দেহীতার্থঃ । পুনরাগত্য প্রিয়ে ময়া
বহিরেব স্থিতং ন কুত্রাপি গতং প্রসীদেতাংনুনয়ন্তমিব মম্বোধোগ্রোদয়াধীরমধ্যা-
শুণমাশ্রিত্য সরোষমাহ । হে চপল বহুবীৰন্দভুজঙ্গ পরজীচৌর গচ্ছ গচ্ছৈত্যর্থঃ ।
তল্লক্ষণং । অধীরা পরুষৈবর্ষাকৈ নিরসোহলভং ক্বেতি । পুনর্গতমিব মথা
হস্তাবধীরণাক্ষিতোহয়ং পুনর্নেষ্যতি দৈন্যোদয়াৎ সকাঙ্কু প্রাহ । হে কক্ষণৈক-
সিন্দো যদ্যপ্যহমপরাধিনী তথাপি ত্বং কক্ষণাকোমলস্বাদর্শনং দেহীতি । তৎ-
পুনরাগত্য প্রিয়ে কিমিতি মুধা মানেন মাং কদর্থয়সি প্রসীদেতাংনুনয়ন্তমিব
মথা মর্ষাসুগাবহিখোদয়াৎ ধীরপ্রগল্ভাশুণমাশ্রিত্য সৌদাসীন্যমাহ ।
হে নাথ বস্ত ব্রজবাসিনাং নো রক্ষিতাসি কা নাম হতধীস্বাং ন সম্ভাবতে ।

বক্ষু ! হে চপল্য ! হে করুণার একমাত্র সিদ্ধু ! হে নাথ !

যছন্দনঠাকুরের পদ্য ।

পুনঃ যেন কৃষ্ণ আসি, দেখা দিয়া কহে হাসি, প্রিয়ে ;
কেনে মিছা মান করি । কদর্থ আগারে অতি, কঠিন
তোমার গতি, সুপ্রসন্ন হও মান ছাড়ি ॥

এই অনুনয় শুনি, অমর্ষা অমুগ ভণি, অবহিতা উপজিল
আসি । ধীরপ্রগল্ভা শুণাশ্রয়ী, তাতে উদাসীনী ময়ী,
মৌন করি ঠারে কহে হাসি ॥

ওহে নাথ ব্রজবাসী, আমরা তোমার দাসী, কত বা
বিপদে না রাখিলা । কেবা হত বাক্য হেন, না সম্ভাষি
তুয়া মৌন, কিন্তু জানি ব্রাহ্মণী কহিলা ॥

তা সবার বাণী মানি, গৌনব্রতে আছি আমি, এই
‘লাগি কথা না হইল । এই অপরাধ তুমি, না লবে কহিল
আমি, ঠারে ঠারে ইহা জানাইল ॥

কিন্তু ব্রাহ্মণীতি ব্রতার্থং গ্রাহিতামি তৎ কৃষ্ণবোহয়ং মমাপরাধ ইতি ভাবঃ ।
 তন্নকর্ণং । উদাস্তে সুরতে ধীরা সাবহিতা চ সাদরেতি । পুনর্গতমিব মত্বা
 মুহুনি রস্তোহসৌ নায়াস্যতে বেতি চাপলোদয়াদ্বদি কৃপয়া পুনর্দর্শনং দদাতি
 তদা স্বয়মেব তং কণ্ঠে গ্রহীষ্যামীতি সর্দৈনামাহ । হে রমণ সদা মাং রময়সীতি
 রমণশ্চমীদানীমপ্যাগত্য তথা কুর্কিতার্থঃ । পুরাগতমিব মত্বা তিরস্কৃতাগস্ত-
 কামর্ষভাবেন প্রবলসহজোৎসুক্যেনাস্তমনস্তয়া তদাল্পেষায় প্রসারিতবাহুযুগলা
 তমলক্কা জাতবাহুস্কৃতিঃ সনিক্ৰবমাহ । হে নয়নাভিরাম নয়নানন্দ কদা হু

হে রমণ ! হে নয়নের আনন্দদায়ক ! হা কষ্ট ! হা কষ্ট !

যহ্নন্দনঠাকুরের পদ্য ।

পুনর্বার ব্রজমণি, গেলা হেন মানি ধনী, মনে মনে
 করয়ে বিচার । বারে বারে আইলা হরি, এবে গেলা
 ক্রোধ করি, বুঝি এথা না আসিবা আর ॥

এতেক চিস্তিতে মনে, চাপল্য উদয় ক্রমে, তাতে কহে
 যদি পুনর্বার । কৃপা করি আইসে হরি, তবে সব মান
 ছাড়ি, যাঞা কণ্ঠ ধরিব তাহার ॥

এত কহি দৈন্য সঙ্গে, কহে চাপল্যের সঙ্গে, হে রমণ
 এই কুঞ্জে আসি । রমহ আমার সঙ্গে, তুমি কৃপানিধি সঙ্গে,
 পূর্বে যৈছে বিহরিলা হাসি ॥

পুনর্বার আইলা হরি, মনে মনে স্ননাগরী, আগস্তকা-
 মর্ষে তিরস্করি । সহজ উৎসুক্য ভাব, মহাবলী পন্নতাপ,
 তাতে চিত্ত আকর্ষয়ে ধরি ॥

হুই বাহু পসারিয়া, আলিঙ্গনে যায় ধাঞা, যবে কৃষ্ণ
 লাগ না পাইলা । বাহু স্ফূর্তি পাঞা রাই, কহেন বিক্রব
 পাই, এই ক্রমে তুমি কোথা গেলা ॥

অমুন্যধন্যানি দিনাস্তুরাণি

মে দৃশোঃ পদং গোচরো ভবিতাসি । হা হা ইত্যতিথেদে । স্বাস্তদর্শনায়াং তু
শ্রীরাধাসঙ্গমার্থমান্মানমমুনয়স্তুমিব তং প্রত্যমর্ষোদয়ঃ । গতমিব সত্বা তগ্না সঙ্গ-
মনারোংস্ক্যামন্যদ্বখাযোগ্যং জ্ঞেয়ং । আকুটানুরাগদশায়াং ভক্তস্য
সাধকশরীরেহপি তত্তত্তাবোদয়াং । বাহে যথাযথং সম্বোধনেবু দৈন্যোৎ-
স্ক্যাদিভাবো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৪০ ॥

অথ পুনবি'রহবহ্নিজ্বালোচ্ছলিতোদেগায়াঃ ক্ষণমপ্যহর্গণান্মত্বা সর্বৈক্ৰবাং
প্রলপন্ত্যা বচোহম্বদমাহ । হে হরে অমুনি দিনস্যাহোরাত্রস্যাস্তুরাণি

কবে তুমি আমার লোচনদ্বয়ের গোচর হইবে ? ॥ ৪০ ॥

পুনশ্চ শ্রীরাধা বিরহাগ্নি জ্বালায় উদ্ভিগ্না হইয়া ক্ষণকা-

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

ওহে নয়নাভিরাম, নয়ন আনন্দ ধাম, কবে হবে নয়ন-
গোচরে । হাহা কৃষ্ণ দীনবন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু, দরশন
দেহ কৃপাভরে ॥

কহিতে কহিতে পুনঃ, বিচ্ছেদাগ্নি জ্বালা হেন, হইতে
উদেগ উছলিলা । যাতে সব ক্ষণগণ, মানে যুগশত সম,
বৈকল্য প্রলাপ উপজিলা ॥

তাহাতে যে কহে রাই, চিন্তে আসোয়াস্ব নাই, সেই ভাব
লীলাশুক কহে । কৃষ্ণকর্ণায়ুতকথা, অমৃত হৈতে পরায়ুতা,
এ যছনন্দনদাস কহে ॥ ৪০ ॥

ওহে কৃষ্ণ তোমা না দেখিয়া । এই রাত্রি দিবা মাঝেণ
যতক্ষণ সন্ধি আছে, কৈছে আমি রহিব কাটিয়া ॥ ৩৫ ॥

কোটিকল্প তুল্য মনে, হৈল মোর একক্ষণে, তোমা
বিনা নারি গোড়াইতে । হাহা তোমা দরশন, বিনা আমি

হরে স্বদালোকনমস্তুরেণ ।

অনাথবন্ধো করুণৈকসিক্ষো।

মধ্যগতানি ক্ষণবৃন্দানীতি শেষঃ । অমুনি কোটিকল্পতুল্যক্ষেণাতিবাহিত্বুম-
শক্যানীতি বা । হা খেদে । হস্ত বিস্মাদে । তয়োরতিশয়েন বীক্ষা । স্বদালোকনং
বিনা কথং নম্যাম্যুতিবাহয়ামি তত্ত্বমেবোপদিশেত্যর্থঃ । তদ্ব্যক্তোরেবাধন্যানি ।
নহু যদ্যনন্তপ্রাসি তদা পতয়শ্চ কো বিচিন্তন্তি তমেব গচ্ছেত্বাট্টক্য পতিমুতা-
দিভিরাক্তিদৈঃ কিমিতিবদন্তাহ । হে অনাথবন্ধো অনাধানং ত্যক্তপতীনাং
বল্লবীনাং নক্ষমেব বন্ধুরসি । তেতু হুঃখদাস্ত্যক্তা এবোত্যর্থঃ । নহু ভর্তুঃ শুক্ষণং
বো ধর্ম ইদমযোগ্যমিত্যক্ত চিত্তং স্মথেন ভবতাপহৃতমিতিবদাহ ॥ হে হরে

লকেও বহু দিন বোধে অতীব দুঃখভাবে যে প্রলাপ করিয়া-
ছেন গ্রন্থকর্তা তাহাই বর্ণনপূর্বক কহিতেছেন ॥

হে অনাথের বন্ধু ! হে করুণার একমাত্র সিক্ষু !

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

ক্ষণগণ, তুমি বল গোড়াই সে রীতে ॥

অধন্য সকল ক্ষণ, বিনা তোমা বিলোকন, এই কাল
কাটা নাহি যায় । কেমনে কাটাবে কাল, তুমি কহ সে
বিচার, বিচারিণী কহ সে উপায় ॥

যদি বল কামতাপে, তাপিত হইলা যবে, তবে যাহ
নিজপতি ঠাই । সেহ অশ্বেষয়ে তোমা, আমা প্রতি দিয়া
ক্ষমা, পতিসঙ্গে বিলাসহ যাই ॥

তবে শুন তার বাণী, পতি ছাড়াইলা তুমি, সে লাগি
অনাথাগণ মোরা । তুমি অনাথের বন্ধু, অপার করুণাসিক্ষু,
দরশন দেহ আসি সুরা ॥

হা হস্ত হা হস্ত কথং নয়ামি ॥ ৪১ ॥

চিভেন্দ্রিয়হারিন্ সোহয়ং তবৈব দোষ ইত্যর্থঃ । নহু কামিন্যোযুগং
চপলা এব ময়া কথং ধর্মত্যাগ্য শুভ্র তন্ন প্রসাদেতিবং সতৈন্যামাহ । হে
করুণৈকসিক্তো কৃপাসিদ্ধুহাৎ ধর্মমপ্যুলজ্বা দীনারোহমুগ্ধহাণেত্যর্থঃ । স্বাস্ত-
ধর্শায়ামময়া তথা ক্রীড়তত্ত্বং দর্শনং বিনা নান্যং সমং । বাহার্থঃ স্পষ্টঃ ॥৪১ ॥

হা কষ্ঠ ! হা কষ্ঠ !, হে হস্তে ! এ অবস্থায় কি করি ?
কাহাকেই বা বলি, কারণ সখীগণও আগার ন্যায় দুঃখিনী ।
তোমার দর্শন ব্যতিরেকে অধন্য এই দিনসকল আমি কি
রূপে ঝাপন করিব ? অথবা আর আশায় প্রয়োজন নাই,
আশায় যাহা কর্তব্য তাহা করিয়াছে ॥ ৪১ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

যদি বল পতিসেবা, ধর্ম কেনে উপেক্ষিবা, যোগ্য নহে
সে সেবা ছাড়িতে । তাতে দোষ নাহি মোর, সে দোষ
হইবে তোরা, মনেন্দ্রিয় হরিয়াছ যাতে ॥

তবে যদি বল হেন, আমিযা তোমার কেন, ধর্ম ছাড়া-
ইব মন হরি । চপলা কামিনী তোরা, আপনি হইয়া
ঘোরা, ধর্ম ছাড়ি ফিরে মোহে হেরি ॥

তবে শুন তার বাণী, ধর্মত্যাগী যদি আমি, তবে
উদ্ধারিবে কেবা আর । করুণাময়ুদ্র তুমি, দেখ ধর্ম-ছাড়া
আমি, কৃপা করি করহ উদ্ধার ॥

উদ্বোধেতে প্রাবল্য, হৈল ভাবশাবল্য, তাতে ধনী
করয়ে প্রলাপ । সেই ভাব বিভাবিত, লীলাশুক কহে রীত,
এ যদুনন্দন হিয়ে তাপ ॥ ৪১ ॥

কিমিহ কৃষ্ণমঃ কস্য ক্রমঃ কৃতং কৃতমাশয়া

অথোদ্বেগেন পুনর্ভাবশাবল্যোদয়াং প্রলপস্তা বচোহম্ববদরাহ। প্রথমসমবেগোদয়াদাহ। হে সখাঃ। ইহ বৈশেষে তৎ কিং কৃষ্ণমঃ। যেন তদর্শনং স্যাৎ ততস্তা অপি ব্যগ্রা দৃষ্ট্ব। চিন্তোদয়াদাহ কস্য ক্রমঃ। যুগ্মপি তুল্যাবস্থা-এব তদন্যঃ কঃ যেন ভাবং স্যাত্তং পৃচ্ছাম ইত্যর্থঃ। তদেব তামাচ্ছাদ্য মত্যাখ্যভাবোদয়াং আশা হি পরমং দুঃখমিত্যাদিবদাহ। আশয়া তদাশয়া যং কৃতং তং কৃতমেবান্যন্ন কর্তব্যং। কিম্বা। তয়া যং কৃতং তং কৃতং বর্থাং তং তাং

অনন্তর উদ্বেগ দ্বারা পুনর্বার ভাবশাবল্যের উদয় হেতু প্রলাপ কারিণী শ্রীরাধার বাক্যের অনুবাদ করত কহিতে লাগিলেন। প্রথমত আবেগের উদয় হেতু কহিতেছেন ॥

হে নাথ! আমি কোথায় কাহাকে স্তব করিব? কাহা-

যদ্বন্দনঠাকুরের পদ্য।

প্রথমে আবেশ ভাব, মনে ভেল আবির্ভাব, সেই ভাবে কহে সখী প্রতি। কহ সখী এ বিপদে, কি করি উপায় যাতে, কৃষ্ণ দরশন পাই সতি ॥

কহিতেছি সখীগণে, ব্যগ্র দেখি মনে গুণে, তারে ঝাঁপি চিন্তা ভাব হৈলা। কহয়ে পুছিব কারে, তুমি সব সখী আরে, মোর প্রায় দুঃখিনী ভৈগেলা ॥

মোর কেবা আছে আর, কারে বা পুছিব সার, কে কহিবে মঙ্গল উপায়। এতেক চিন্তিতে মনে, চিন্তা করি আচ্ছাদনে, সতিভাব জন্মিল হিয়ায় ॥

তাতে কহে কৃষ্ণ আশা, সর্বেন্দ্রিয়-প্রাণ-নাশা, যে কৈল সে কৈল আর না। কিম্বা যত আশা কৈল, বৃথামাত্র দুঃখ পাইল, আশা ছাড়ি রাখহ আপনা ॥

কথয়তঃ কথামন্যাং ধন্যাগহো হৃদয়েশয়ঃ ।

মধুর-মধুর-স্মেরাকারে মনোনয়নোৎসবে

তাজতেতার্থঃ । তদৈবামর্ষোদয়াদাহ। অতস্তস্যাকৃতজ্ঞস্য বার্তাঃ ত্যক্ত্বান্যাং
কামপি ধন্যাং পুণ্যাং কথাং কথয়ত । কথয়ত্বিত্তি পাঠে একাং সখীং প্রত্যাঙ্কিঃ ।
ভবতীত্যর্থীত্তদেব হৃদি স্কুরস্তং কৃষ্ণং শঠৈর্বিদ্ব্যং কামং মত্বা তমাচ্ছাদা ত্রাসো-
দয়াং সর্বৈকব্যমাহ । অহো কষ্টং হৃদয়েশয়ঃ কামঃ শক্ররয়ং মারয়তি কিং
কুস্ম ইত্যর্থঃ । ততস্তামাসাদ্য সহজোৎসুক্যোদয়াত্তজ্ঞানতীনাং নঃ কৃষ্ণে

কেই বা বলিব ? অথবা আর আগার প্রয়োজন নাই,
অথবা কোন ধন্য কথা বল ? কারণ তুগি আমার হৃদয়-
নাথ । অপিচ মধুর অপেক্ষাও মধুর হাস্যযুক্ত, তথা মন

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

কহিতে সে ভাব ঝাঁপি, অমর্ষা জন্মিলা কাঁপি, তাহে
কহে শুন সখীগণ । অকৃতজ্ঞ কৃষ্ণকথা, ছাড়িয়া অধন্য
মাতা, কহ ধন্য অন্য স্ককথন ॥

এই কালে হৃদি মাঝে, স্কৃতি রূপে কৃষ্ণসাজে, কামশর
বিদ্ধ হৈতে মনে । সে ভাবাচ্ছাদন করি, ত্রাস হৈল হিয়া-
ভরি, বিক্লব পাইয়া পুনঃ ভণে ॥

অহো কষ্ট কি করিল, কাম বৈরী উপজিল, সদাই
স্মৃতিয়া আছে হিয়ে । সদা হিয়ে বিদ্ধে সেই, তিলেক না
ছাড়ে যেই, হইতে উপায় কি করিয়ে ॥

কিবা হিয়ে কৃষ্ণস্কুরে, তাহাতে আশ্চর্য্য বোলে,
বিষাদ করিয়া কহে বাণী । যারে চাহি তেয়াগিতে, সেই
স্মৃতিয়াছে চিতে, কোন রূপে না যায় ছাড়নি ॥

তবে তাহা আচ্ছাদিয়া, মহজ ওৎসুক্য হিয়া, উদয়
হইল শীঘ্র আসি । বিষাদ করিয়া কহে, খেদ হৈল অতি-

কৃপণকৃপণা কৃষ্ণে তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে ॥ ৪২ ॥

ইত্যাদিবৎ সবিষাদমাহ মধুরেতি । বত ইতি খেদে অস্ত তাবন্ত্যাগঃ
প্রত্যুত কৃষ্ণে চিরং তৃষ্ণা লম্বতে প্রতিক্রণং বন্ধতে । কীদৃশী । কৃপণাদপি
কৃপণা উৎকর্ষয়াতিদীনেত্যর্থঃ । কীদৃশে । মধুরাদপি মধুরঃ স্নেরো মদন-
মদাদিতিক্রংফুল্লশাকার আকৃতি র্যস্য তস্মিন্ । অতো মনোনয়নয়োক্রংসবো-
যস্মাত্তস্মিন্ । 'বাস্তদ'শায়াস্ত পূর্ববদর্থঃ । বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৪২ ॥

ও নয়নের আনন্দপ্রদ শ্রীকৃষ্ণে আমার কৃপণা (দীনা) দৃষ্টি
চিরদিনের জন্য সতৃষ্ণ হইয়া আশ্রিত হউক ॥ ৪২ ॥

ষট্ঠনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

শয়ে, কৃষ্ণ আছে জানে মনে বসি ॥

ছাড়িবার মন হৈলে, অতিতৃষ্ণা হিয়া বলে, প্রতিক্রণ
বাড়ি তৃষ্ণাগণ । দুঃখভোরা 'দুঃখী হেন, বাড়ে তৃষ্ণা অনু-
ক্রণ, বাড়িবার আছয়ে কারণ ॥

মধুর হৈতে হুমধুর, স্নের যাতে সুখপূর, কামমদে
প্রকুল আকারে । মন নয়নের সেই, উৎসব নিবন্ধ যেই,
কেবা পারে তারে ছাড়িবারে ॥

এই কালে ব্যাধিভাব, আসি হৈল আবির্ভাব, তাতে
অতিক্রম হৈল অঙ্গ । তাতে গ্লানি উপজিল, ধনী চেষ্ঠা
প্রকটিল, তিন শ্লোক করিয়া প্রবন্ধ ॥

হেমঅঙ্গ ভূমে পড়ে, বিষাদ স্তব্দৈন্য করে, ধনী নিজ
নয়ন মুদিয়া । আশ্বাসয়ে সখীগণ, ধৈর্য্য কর নিজ মন, কৃষ্ণ
এবে আলিঙ্গিবে সিয়া ॥

সেই সখীগণে রাই, কহে মনোদুঃখ পাই, আশা ত্যজি
প্রলাপবচন । সেই শ্লোক পড়ি এথা, লীলাশুক কহে কথা,
কহে তাহা এ ষট্ঠনন্দন ॥ ৪২ ॥

আত্মাং বিলোচনাভ্যামম্বুরুহবিলোচনং বালং * ।

অথ অত্যাধিভরোৎপন্ন-তানবাতিশয়াদ্‌মানিক্‌পন্না তচ্ছেষ্টা ত্রিভিঃ শ্লোকৈঃ ।
তত্র প্রথমং ভূমৌ নিপত্য নেত্রে নিম্নীল্য তদ্দর্শনোৎপন্নবিষাদদৈন্যাভ্যাং
অধুনৈবাপ্তং তং পরিরম্বাসে ধৈর্য্যং কুর্কিত্যাশ্বাসয়ন্তীং সখীং প্রতি নৈরাশ্যং
প্রলপন্ত্যা বচোহ্নুবদমাহ । আগতেহ্যপ্যস্মিন্নশক্ত্যা ভূজাচালনাদ্যসামর্থ্যাভবদা-
লিঙ্গনং দূরে তাবদাস্তাং বিলোচনাভ্যামপি তং বালং কিশোরশেখরং মম
দৈবসামগ্রীভাগ্যরূপসাদনং দূরে সানাস্তোবেত্যর্থঃ । হস্ত বিষাদে । বিষাদে

শ্রীরাধা অতিশয় মানসিক ব্যথা জন্য নূতন দশা প্রাপ্ত
হইয়া যে চেষ্টা প্রকাশ করিয়াছিলেন, গ্রন্থকর্তা তাহাই
তিন শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন ॥

হে দেব ! আমার অন্যান্য সামগ্রী ত বহু দূরে, হুতরাং
সম্প্রতি এই বিস্ফারিত লোচনযুগলের সহিত আপনার

যহ্নন্দনঠাকুরের পদ্য ।

সখী কৃষ্ণের যদি এথা, আগমন হয় সর্ব্বধা, আইলে না
যাবে মোর দুঃখ । বাহু নারি তুলিবারে, আলিঙ্গন রহ
দূরে, নয়নের নাহি হবে স্নখ ॥

কিশোর শেখররাজ, আঁধি আলিঙ্গন কাজ, ভাগ্যরূপ
দর্শন সাধন । সেহ মোর দূর হৈল, বাতে মানি উপজিল,
মেলিবারে না পারি নয়ন ॥

বিষাদ হইল মনে, কহে শুন সখীগণে, বামনেত্র-অস্তে
দরশন । ভাবোদগারী বিলোকন, দূরে রহ সে দর্শন, প্রায়
না দেখিয়ে ইতর জন ॥

সখীগণ কহে কেনে, খেদ পাও নিজ মনে, এখনি

* অত্র অর্থ্যা ভাতিঃ ॥

দ্বাভ্যামপি পরিরকুং দূরে মম হস্ত দৈবসামগ্ৰী ॥ ৪৩ ॥

* অশ্রান্তস্মিতগরুণারুণাধরৌষ্ঠং

হেতুঃ । অস্থিতি । তত্রাপি ভাবোদগারিবামনে ব্রপ্রাশ্বেন দর্শনমাস্তাং দ্বাভ্যামপি তব জনবদর্শনভাগ্যং নাস্তীত্যাহ দ্বাভ্যামপি । নন্বধুনেব ব্রক্ষাসি কিমিতি খিদাসে ইত্যত্র নেত্রোন্মীলনে প্রযতস্তী তদশঙ্ক্যাহ আভ্যাং । স চেদাগচ্ছেদাগচ্ছতু নাম মম পুনরাভ্যাং তদর্শনং নাস্ত্যেবেতি ভাবঃ । স্বাস্তদশায়াং তয়্য সহ বিলসন্তং তং । অন্যৎ সমং । বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৪৩ ॥

পুনঃ স্বপ্নেরকতচ্ছ্রীমুখক্ষুর্ভা বিবাদৌঃস্ক্যভ্যাং জহামস্মন্ ব্রতকৃশা শত-

অভিনব পদ্মতুল্য লোচনদ্বয় আলিঙ্গিত হউক, ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা ॥ ৪৩ ॥

পুনশ্চ নিজের প্রেরক শ্রীমুখ ক্ষুর্ভি হওয়ায় শ্রীরোধ যে, বিলাপ করিয়াছিলেন, গ্রন্থকর্তা তাহাই বর্ণন করিতেছেন ॥

হে নাথ ! আপনার যে বদনকমল মধুর হাস্যযুক্ত

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

দেখিবা শ্যামরায় । তাহা শুনি স্ননয়নী, যতন করিয়া পুনি, নিজনেত্র মেলিবারে চায় ॥

মেলিতে না পারি আঁখি, তাতে কহে হয়ে দুঃখী, যবে আইসে তবে আইস হরি । যে দেখিবে সে দেখউ, আমার কি করে জিউ, আঁখি আমি মেলিবারে নারি ॥

মনে কৃষ্ণসুখক্ষুর্ভি, হৈতে বাঢ়ি গেল আঁক্তি, বিষাদ ঔৎসুক্য ভাবে দোলে, প্রলাপ করিয়া রাই, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে তাই, এথা লীলাশুক শ্লোক বলে ॥ ৪৩ ॥

কৃষ্ণচন্দ্র শুন আমি কহি যে নিবন্ধ । তোমার মুখাজ-

* অত্র প্রহর্ষীগীর্ব্তং । ত্র্যাশান্তি মনজরগাঃ প্রহর্ষীগীর্ষং ॥

হর্ষাঙ্গিষ্ণুগমনোজ্জবেণুগীতং ।

বিভ্রাম্যদ্বিপুলবিলোচনার্কমুখং

জন্মভিঃ স্যাদিতিবৎ, ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে ইতিবচ্চ তং প্রতি-
প্রলপন্ত্যা বচোহুবদমাহ হু ভো শ্রীকৃষ্ণ তব বদনাঘুজমত্র জন্মনি ন দৃষ্টমেব
কদাপি জন্মান্তরেহ পি বীক্ষিষ্যে । কীদৃশঃ। অশ্রান্তং সন্ততং স্নিতং যস্মিন্ ।
ঈবং স্নিতং বা অরুণারুণো অত্যারুণো অরুণাদপারুণো মানিতমোহ্মাধরোষ্ঠৌ

অত্যন্ত অরুণ বর্ণ অধরোষ্ঠ শোভিত এবং আনন্দভরে
দ্বিগুণিত গনোজ্জ বেণুগীত শোভিত, তথা যাহা বিভ্রমশালি

যহ্নন্দনঠাকুরের পদ্য ।

শোভা, মোর নেত্রভূঙ্গ লোভা, এ জন্মে দেখিতে ভেল
অক্ষ ॥ ৫ ॥

জন্মান্তরে তপ করি, আপনার ইচ্ছা ভরি, মুখাজ করিব
দরশন । সদা যাতে মন্দ হাসি, উগরে অমিয়া রাশি, সদা
ঝরে চন্দ্রজ্যোৎস্নাগণ ॥

অরুণ হইতে যাতে, ওষ্ঠাধর অরুণিতে, মানি অন্ধকার-
গণ নাশে । এমন সুন্দর মুখ, অখিল-নয়ন স্মৃথ, তবে আমি
দেখিব হরিষে ॥

আমার প্রেরণ হর্ষে, মুছ গান যেই বর্ষে, সেই ত মুরলী
তাছে শোহে । তাহাতে দ্বিগুণ শোভা, কাগিনী-অন্তর-
লোভা, বচন বর্ণন তাছে নহে ॥

পুনঃ পুনঃ প্রেরণার্থ, বিভ্রম লোচন আর্ভ, অতি দীর্ঘ
অতি শোভাগয় । তাহার অর্ধেক ভঙ্গি, কাগিনী মোহন
• রঙ্গি, জন্মান্তরে দেখি ভাগ্য হয় ॥

শুনি কহে সখীগণ, খেদ কর কি কারণ, কৃষ্ণ আসি

বীক্ষিষ্যে তব বদনাস্মুজং কদা স্মু ॥ ৪৪ ॥

লীলায়িতাভ্যাং রসশীতলাভ্যাং

যস্মিন্ । মৎপ্রেরণীহর্ষেণার্জং অতো দ্বিগুণমমোক্ষং বেগুণীতং যস্মিন্ যৎ-
প্রেরণার্থং বিভ্রামাদ্বিপুলবিলোচনদ্বোর্যং অর্জং তেন মুঞ্চ্যে যৎ । স্বাস্তদশায়ঃ
পূর্ব্ববৎ । বাহু স্পষ্টৌহর্ষঃ ॥ ৪৪ ॥

অতঃ সীদন্ত্যা অগ্নি সএবাগত্য ভ্যাং ত্রক্ষ্যতি তদা তবাপি শক্তির্ভবিষ্যতীতি
সখীবাক্যান্তঃসৌৎকর্ষং পৃচ্ছন্ত্যা বচোহুবদন্নাহ । স কিশোরঃ নয়নাস্মুজাভ্যাং

লোচনার্জু দ্বারা মুঞ্চ সেই ভবদীয় বদনাস্মুজ কবে দর্শন
করিব ? ॥ ৪৪ ।

অতঃপর শ্রীরাধাকে অবসম্মপ্রায় দেখিয়া সখীগণ বলি-
লেন “তুমি অবসম্ম হইও না, যার জন্য ছুঃখ, তিনি নিজেই
আসিয়া দর্শন দিবেন” এই কথা গ্রহকার বর্ণন করিতেছেন ॥

কল্পশাশালী কিশোর শ্রীকৃষ্ণ, লীলায়িত রসশীতল নীল

যত্নদনঠাকুরের পদ্য ।

দেখিবে তোমায় । তাতে তুমি শক্তি হবে, তাহাকে
দেখিতে পাবে, সখী হবে তুমি নেত্র তায় ॥

এইরূপ সখীবানী, শুনিতেই স্নয়নী, তারে পুছে উৎ-
কর্ষিত হইয়া । লীলাশুক সেই ভাবে, কহিতে লাগিলা
তবে, এক শ্লোক অপূর্ব্ব করিয়া ॥ ৪৪ ॥

সখি হে সেই নব কিশোর শেখর । নয়নকমলবরে,
কবে নিরীক্ষিবে মোরে, এই দশা দেখিবে সকল ॥ ৫৫ ॥

এখনি মরিয়া আমি, কিবা বল সখী তুমি, কবে বা
আসিবে সে দেখিতে । এরূপ নৈরাশা বাণী, কহি খেদ
করে ধনী, যেবা খেদ কে পারে শুনিতে ॥

নীলারুণাভ্যাং নয়নান্মুজাভ্যাং ।

আলোকয়েদদ্ভুতবিভ্রমাভ্যাং

কদা কালে আলোকয়েৎ মাসিত্তি শেষঃ । ইচ্ছাপ্রকাশনে লিঙ্ । কিম্বা ।
ইদানীং ত্রিয়ে কদা বা লোকয়েদিত্তি নৈরাশ্যোক্তিঃ । কীদৃগ্ভ্যাং । প্রেমরস-
শৃঙ্গাররসয়োঃ প্রবাহেন শীতলাভ্যাং । তথা তারমোনীলিন্মা প্রান্তমোররুণি-
মা চ যুক্তাভ্যাং । মদিরমোরিবাহুতো বিভ্রমো যম্মো স্তাভ্যাং । অতো লীলা-
প্রাচুর্য্যালীলেবং চরতঃ লীলায়তে যে তাভ্যাং । অপরাধিনী মাং পশ্যতি
চেতনদা হিষ্মা কথং গত ইতি বিমূশ্য সর্দৈন্যমাহ । কারুণিকঃ কৃপয়া সন্তবেদপি

ও অরুণবর্ণ প্রভৃতিআশ্চর্য্য শোভায়ুক্ত নয়নান্মুজ দ্বারা কবে

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

শৃঙ্গার রসের যেই, প্রবাহ বহয়ে সেই, শীতল নয়নপদ্ম-
শোভা । তাহাতে নীলিমা যার, অস্ত্রে অরুণিমা আর, পদ্যে
নট খঞ্জনের লোভা ॥

নীলাতে আয়ত অঁখি, তাহাতে চাপল্য সখি !, কবে
তাহে হেরিব আমারে । মুঞি অপরাধী জনে, দেখিতে
ধাকিত মনে, তবে ছাড়ি কেনে গেলা দূরে ॥

এত কহি বিনর্ষিয়া, কহে যে আছয়ে হিয়া, দেখিতেহ
পারে আসি গোরে । সহজে করুণাময়, কৃপাতে বা দেখা
হয়, মোর ভাগ্যে না জানি কি করে ॥

কহিতেই মুছঁ হৈলা, সখীরা সন্ত্রম পাইলা, কহে
সখী দেখ আগে তারে । আইলা কিশোর রায়, গজগতি
স্বলীলায়, অঁখি মেল কেনে আর ভোরে ॥

সখীর আশ্বাস শুনি, সন্ত্রমে পাইলা ধনী, যত্নে নেত্র
মেলিয়া উঠিলা । সর্ব্ব দিশা দেখি পুনি, নাহি দেখে ব্রজ-

কালে কদা কারুণিকঃ কিশোরঃ ॥ ৪৫ ॥

বহলচিকুভারং বন্ধপিঞ্জাবতংসং

চপলচপলনেত্রং চারুবিম্বাধরৌষ্ঠং ।

ইতি । স্বাস্তদশায়ামেনাং কদা লোকয়েদিতি । বাহুে কদা কৃপাবলোকনং করিষ্যতীতি ॥ ৪৫ ॥

অথ পুন মুচ্ছন্ত্যাঃ সখি উত্তিষ্ঠ পশ্যাম্যমাগতঃ কৃষ্ণ ইতি সখীনাশাখা সঠৈঃ সমস্ৰমং নেত্রে উন্নীল্যোথায় দিশোহবলোকহয়ন্ত্যাস্তমপ্যেতাঃ প্রতি প্রলপন্ত্যা বচোহম্বদরাহ । হে সখ্যাঃ মুরা কুৎসা তদরেঃ পরমসুন্দরস্যেত্যর্থঃ । মুঞ্চং বেশং মে নয়নং মুগয়তি শীঘ্রং দর্শয়েতি ভাবঃ । কীদৃশং । বহলস্নিগ্ধ-নিবিড়শ্চিকুরভারো যস্মিন্ তত্রৈব বন্ধঃ পিঞ্জাবতংসো যস্য । চপলাম্মীনা-

আমাকে অবলোকন করিবেন ? ॥ ৪৫ ॥

অতঃপর শ্রীরাধাকে মুচ্ছাপন্ন দেখিয়া সখী বলিলেন হে “সখি শয্যা হইতে উঠ, এই দেখ শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন,” এই রূপ সখীদিগের শ্রীরাধার প্রতি আশ্বাসবাক্য গ্রন্থকার বর্ণন করিতেছেন ॥

আমার নয়ন মুরারির মুঞ্চবেশে মুঞ্চ হইয়া কেবল

যছন্দনঠাকুরের পদ্য ।

তাহাই অশ্বেষণ করিতেছে (বেশের কথা অধিক আর কি বলিব) যাহাতে কেশকলাপ সংযত ও তছুপরি ময়ূর-মণি, সখীগণে কহিতে লাগিল ॥ ৪৫ ॥

সখি ! হে, মুরারির মনোহর বেশ । দর্শন লাগিয়া মোর, অশ্বেষয়ে দিঠি যোর, তৎকাল দেখাও নাগরেশ ॥ ক্রম ॥

ঘনস্নিগ্ধকেশ তার, পিঞ্জাবতংস আর, নবাম্বুদে যেন ইন্দুধনু । চঞ্চলনয়নঘোর, অতিদীর্ঘ শ্রুতিকোর, সফরি মীনের গতি জনু ॥

মধুরমুদুলহাসং মন্দরোদারনীলং

মৃগয়তি নয়নং মে মুগ্ধবেশং মুরারেঃ ॥ ৪৬ ॥

দপি চপলে নেত্রে যস্মিন্ । চপলঃ পারদে মীনে ইতি বিখ্যাতঃ । চাক্ৰবিষা-
ধরোষ্ঠৌ যত্র মধুরো মুদুলশ্চ হাসৌ যত্র । বেশস্য গান্ধীৰ্য্যং ক্ষোভকত্ৰণাহ ।
মন্দরার্জ্জেরিবোদারী মহতী লীলা যস্য তেন যথা ছঙ্খাঙ্কিং সংক্ষোভ্য রত্নাদিকঞ্চ
‘আহুতং তথা নৈবান্মাকং ধৈৰ্য্যাদিকিমতো মহাক্ষোভকমিতি’ ভাবঃ । স্বাস্ত-
দর্শায়াং তৎসঙ্গমমধুরবেশং । বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৪৬ ॥

পিচ্ছের কর্ণভূষণ আবদ্ধ, নেত্রদ্বয় অত্যন্ত চপল, মনোজ্ঞ
বিশ্বফল তুল্য অধরোষ্ঠ তথা হাস্য মধুর অথচ মুদুল এবং
যাহা মন্দরের ন্যায় নীলবর্ণ ॥ ৪৬ ॥

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

তাতে ওষ্ঠ বিশ্বাধর, মুদুলহাস্য মধু চোর, গান্ধীৰ্য্য-
ক্ষোভক লীলাগণে । মন্দর পর্বত যেন, স্নিগ্ধ সিন্ধু হুমছন,
করিয়া হরিলা রত্নধনে ॥

হৃদয় গম্ভীর তেন, মথয়ে আমারে যেন, কৃষ্ণলীলা বেশ
হুমন্দর । ধৈৰ্য্যরত্ন হরি লয়ে, শুন শুন সখি ! অগে, দরশাও
দেখি সে সুন্দর ॥

সখী কহে আইলা হরি, তোহে পরিহাস করি, কোন
কুঞ্জ লুকাইয়া রহে । চল তাহে অশ্বেষিয়া, সেইখানে
বিলোকিয়া, শুনি ধনী সখী-সনে যায়ে ॥

তুলসী মালতী জাতি, মাধবী গল্পিকা যুথী, লতা তরু
পশু পক্ষী স্থানে । কৃষ্ণকথা প্রশ্ন করে, তার সঙ্গে প্রমো-
ত্তরে, প্রলাপিয়া করে নির্দ্বারণে ॥ ৪৬ ॥

বহলজলদচ্ছায়াচোরং বিলাসভরালসং

নদ্বাগতোহয়ং স্বাং পরিহসন ক্কাপি কুঞ্জে নিলীনস্তিষ্ঠতি তদা গচ্ছত তম
 দ্বিষ্য পশ্যাম ইতি সখীনাং গিরা তাভি স্তমদ্বিষ্য ভ্রমন্ত্যাঃ কচ্চিত্তুলসি অপ্যেন-
 পন্নীত্যাদিবৎ স্থিরচরান্ প্রচ্ছন্ত্যা স্তেবাঃ প্রশমুট্টক্য তান্ প্রতি প্রভ্রাত্তর-
 যন্ত্যা বচোহিমুবদন্তাহ । নমু কিমর্থমুন্নতা ইব রাত্রৌ ভ্রমথ তত্রাবহিখামাহ ।
 বস্য নাগাপি চোরত্বাদগ্রাহং তং কমপি বয়ং মৃগয়ামহে । স জ্ঞায়ত এব বো
 দৃষ্টশ্চেৎ কথ্যতাং । আং শঠোহয়ং ক্কাপি কয়পি গোপ্যা রমমাণস্তিষ্ঠতি
 তদন্থেষণং তু লাঘবায়ৈব তন্নিবর্ত্তধঃ তত্র সগর্কসাবহেলমাহ কমলেতি ।
 লক্ষ্ম্যাপান্সস্য য উদগ্রঃ প্রসঙ্গশ্চেন জড়ং তদ্বসমিতি । কিমুতান্দগোপ্যা-

অতঃপর সখীগণ বলিলেন “এই দেখ শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া-
 ছেন এবং তোমাকে উপহাস করত কুঞ্জমধ্যে কোথাও
 লুকায়িত রহিয়াছেন” ইত্যাদি সখীদিগের বাক্য, গ্রহকার
 বর্ণন করিতেছেন ॥

আমি এমন কোন এক অনির্ক্বচনীয় ব্যক্তিকে অন্থেষণ

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

তরুলতা কহে যেন, তোমার উন্মাদ হেন, রাত্রে কেন
 ভ্রমিয়া বেড়াও । আকার গোপন করি, তারে কহে স্ননা-
 গরী, শুন সবে এক মন হও ॥

নাম লৈতে নারি তার, নাম চোর প্রায় যার, তারে
 সবে করি অন্থেষণ । তোমরাও জ্ঞান তারে, দেখি থাক
 কহ আরে, তাতে কিছু আছে প্রয়োজন ॥

তারা যেন কহে তারে, তেঁহ মহাশঠবরে, কোন কুঞ্জে
 কোন গোপী লৈয়া । রমণ করয়ে স্নখে, অন্থেষ লাঘব
 তাকে, থাক মনে নিবৃত্তি হইয়া ॥

মদশিখিশিখানীলোক্তংসং মনোজমুখান্মুজং ।

রমমাণ স্ততোহস্মন্নোরত্নং হৃদ্যা গতোহয়ং ভদেব প্রার্থ্যং কিং নস্তেনেতি
ভাবঃ । নহু শীলে কথং চোরাপবাদং দদথ । তত্র সহাসশিরোধূনানমাহ ।
বহলেতি । বজ্রেব্রধনুরাদিয়ুক্তানাং নিবিড়জলদানামপি ছায়া কাস্তি স্তচ্চোরং
কিমুতাবলানাং নো মনোরত্নমিতি ভাবঃ । তথা মক্ষিতি । মধুরিমাং পন্নি-
পাকো যেষু তে মধুরিমপন্নিপাকাঃ স্নরেন্দুপদ্মহংসমুগমীন পল্লবাদ্যা স্তেষাং
উদ্রেকঃ শঙ্কয়ান্নাং তং তেষামপি মাধুর্য্যাণাং চৌরিমিতার্থঃ । মধুরং সরবৎ
স্বাদু প্রিয়েষু ইতি বিখ্যঃ । রেকোবিবেক শঙ্কয়াং রেকঃ স্যাদধমেহপি বেতি
বিখ্যঃ । নযেবং চেদ রে স্বাস্যতি কথং ব্রহ্মথ তত্রাহ মদেতি । পিঙ্গমুকুটাদুর-

করিতেছি যে, যাঁহার কাস্তি নিখিল জলদকাস্তিকে অপ-

বছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

এত উট্টকিতে * মনে, কহে গর্ব ভাব মনে, লক্ষ্মীপান্ন-
নামে তেঁহু জড় । সে লক্ষ্মীর সেব্য হয়ে, মোর গোপী
সঙ্গে কাছে, রমণ করিবে সে চপল ॥

তার সঙ্গে মো সবার, কিবা কাজ আছে আর, মনরত্ন
যে চুরি করিলা । তাহা লব তাহা স্থানে, এ লাগিয়া অশ্বে-
ষণে, ফিরি সবে হৈয়া সখী মেলা ॥

তবে যদি বল হেন, স্বধর্ম শীলেরে কেন, চৌর্য্য অপ-
বাদ দেও সবে । তার কথা শুন কহি, সত্য জান বাক্য
এহি, মো সবার চিত্ত অনুভাবে ॥

বজ্র ইন্দ্রধনু আদি, যাতে আছে নিরবধি, হেন যে
নিবিড় জলধর । তার কাস্তি চুরি কৈলা, তাহাতে অবলা
মোরা, মনোরত্ন হরিতে কি ডর ॥

* উট্টকিতে-উত্থাপন করি নে ।

কমপি কমলাপাঙ্গোদগ্রপ্রসঙ্গজড়ং জগ-

তোহপি দৃশ্যো ভবেদিত্তি ভাবঃ । নহু ততোহপি ধাবিত্তাপসরেতি তত্রাহ ।
 বিলাসেতি তদতিশয়জালসেন শীঘ্রং গন্তগপাশক্তিমিত্যর্থঃ । নহু ঘনতমসি
 কুঞ্জে নিলীয় স্থাস্যতি তত্রাহ । মনোজ্জৈতি । কোটিচন্দ্রবমনোজ্জং মুখাম্বুজং যস্য
 তৎকাস্তিপূরেণৈব দৃশ্যো ভবেদিত্যর্থঃ । যদ্বা । নহু প্রাতব্রজ এব তং লম্বাধে
 তদৈবাস্তানং গ্রাহং সবলোহসৌরাত্রৌ কদাচিদেহমপি বঃ চারয়ন্তঃ নিবর্তধ্বং ।
 তত্র আত্মানমহুঙ্ক্ৰা ভঙ্গ্যাহ । কমলানাং বরস্বীণাগাসামপঙ্গস্যাদগ্রো যঃ
 প্রসঙ্গস্তেন জড়ং কিমপি কর্তুমশক্তিমিত্যর্থঃ । কমলা শ্রীবরস্বির্যোরিত্তি বিশ্বঃ ।
 স্বাস্তদর্শায়াং স্বসমানসখীঃ প্রতু্যক্তিঃ । হে সখ্যঃ আগচ্ছ যেনোন্মাদিতেরং তম-

হরণ করিতেছে, যিনি বিলাসভরে অলস, মদমত্ত ময়ূর-
 গণের পিচ্ছসহ যাঁহার কেশবদ্ধ, মুখাম্বুজ মনোজ্ঞ, কমলার

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

আর শুন মধুরিমা, পরিপাক মনোরমা, চন্দ্র পদ্য হংস-
 যুগ কাম । পল্লবাদ্য শঙ্কা করে, এ সবার মাধুরী হরে, তেঁই
 চৌর-চক্রবর্তী নাম ॥

বৃক্ষলতা কহে যেন, যদি তেঁছ চৌর হেন, তবে তেঁছ
 আছে দূর স্থানে । লাগ পাবো কোথা তার, কিবা অন্বেষ হ
 আর, ধৈর্য্য ধরি থাক নিজ মনে ॥

পুন কহে স্ননাগরী, তেঁছ শিখিপিচ্ছধারী, দূরে হৈতে
 দেখা পাব তার । লতাগণ কহে তবে, ধাঞা পালাইব যবে,
 তবে কৈছে লাগ পাব তার ॥

রাই কহে অতিশয়, বিলাসে অলস গায়, চলিতেই শক্তি
 নাহি ধরে । লতা কহে ঘনকুঞ্জে, রহিব তিমির পুঞ্জে, নিজ-
 তনু গোপন আকা রে ॥

অধুরিমপরিপাকোদ্রেকং বয়ং মৃগয়ামহে ॥ ৪৭ ॥

যেষ্যামঃ । নহু কথং রাহৌ লক্ষ্যামহে তত্রাহ পঞ্চভি বিশেষণৈঃ । নহু প্রাপ্তে
কথমায়াস্যতি তত্রাহ । কমলা শ্রীরাধা অয়াপাঙ্গে তৎপ্রস্তাবেনাপি জড়ং
তদ্বৎ সচিন্তং নৈবেষাতীত্যর্থঃ । বাহার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৪৭ ॥

নেত্রাস্তের প্রসঙ্গে যিনি জড়বৎ, অপিচ যিনি অনিয়ত
শোভা পারিপাকের উদ্রেক স্বরূপ ॥ ৪৭ ॥

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

রাই কহে মনোজ্ঞ অতি, কোটিচন্দ্র জিনি কান্তি, হেন
মুখপদ্ম শোভা যার । সেই কান্তিগগন তারে, দেখাইবে
অন্ধকারে, ইহাতে সন্দেহ নাহি আর ॥

কিষ্ণা যেন লতা বোলে, কালি প্রাতে ব্রজস্থলে, লাগ
পাবে লৈও নিজ ধন । রাত্রিকালে তেঁহু ফিরি, দেহ পাছে
করে চুরি, তেঞি কহি হও নিবর্তন ॥

রাই কহে বরনারী, অপাঙ্গে প্রসঙ্গ ডারি, জড় প্রায় তনু
মন হয় । তেঞি আমা সবাকারে, না করিতে পারে আরে,
নিজ রত্ন লইব হেলায় ॥

উন্মাদ দশায় ধনী, ভ্রমে কহে কত বাণী, এইকালে
কুঞ্জের সমীপে । স্ফূর্তে দেখে আইলা হরি, পুনঃ স্ফূর্ত্যে
নাহি হেরি, তাতে ধনী বৈকল্যে বিলাপে ॥

সখীগণ কহে কেনে, খেদ পাও নিজ মনে, এখনি না
দেখিলা তাহারে । সখীর আশ্বাস শুনি, তা সবাকে কহে
ধনী, প্রলাপ বচন স্নকাতরে ॥ ৪৭ ॥

পরামৃশ্যং দূরে পথি পথি মুনীনাং ব্রজবধু-

দৃশাদৃশ্যং শঙ্খত্রিভুবনমনোহারিবদনং ।

অথ কচিৎ কুজাভ্যর্ষে স্কূর্ত্যা তং দৃষ্ট। পুনঃ স্কূর্ত্যা বিক্লবায়া দৃষ্টৌহসৌ
কিমপি খিদ্যসে ইত্যাস্বাসয়ন্তীঃ সখীঃ প্রতি প্রলপন্ত্যা বচোহম্ভবদগ্রাহ। হে
সখ্যঃ তদেব ক্রীড়াপরং কৃষ্ণং তদা দরীদৃশ্যে ভৃশং বাহুপূর্ত্যা পশ্যামি। তত্র
হেভুঃ। দরদলিতেতি ত্রিভুবনেতি চ। অতো মুনিসমুদয়ানাং ব্যাসাদীনাং
বাচাপ্যানামৃশ্যামস্পৃশ্যামেতাদৃক্ সৌন্দর্য্যাবিশিষ্টতয়া বক্তুমপ্যশক্যমিত্যর্থঃ ।
অনিশমুদয়ানামিতি পাঠে । অনিশমুদয়ানাং নিত্যোদয়ানাং বাচং শ্রুতীনাং প্যা-
নামৃশ্যং। কিম্ব। নমু তবৈবায়ং কদাপি ত্রক্ষ্যতি। তত্র, অখিলদেহিনামস্তরাঙ্ক-
দৃগ্গতিবৎ তদোলভ্যমাহ। মুনীনাং বচোহপ্যানাদৃশ্যং। নম্বেবং চেৎ স্বং কথং

অতঃপর কোন কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের স্কূর্ত্তি হওয়ায়, পুনশ্চ
বিক্লবা শ্রীরাধা খেদ করিলে সখীগণ আশ্বাস বাক্য কহিতে-
ছেন, গ্রন্থকার তাহাই বর্ণন করত কহিলেন ॥

মুনিগণ ধ্যানপথেও ষাঁহাকে বহুদূরে অবলোকন
করেন কি না এবং যিনি ব্রজবধুগণের নেকত্রকটাক্ষে নিরস্তর

বহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

সখি হে ক্রীড়াবান্ কিশোর শেখর । বাহু ভরি নেহা-
রিমু, পুনঃ পুনঃ স্মখ পাইমু, মুখ ত্রিভুবন মনোহর ॥ ৬ ॥

নীলোৎপল দলকান্তি, ঈষৎ বিকাশ ভাঁতি, তাহা নিজ
কান্তি মনোহর। ব্যাগ আদি মুনিগণ, যতেক কবীন্দ্র হন,
বচনের দূর রূপধর ॥

সখীগণ কহে হরি, সদা বশ হয় তোরি, এখনি দেখিবে
চিন্তা নাই। ভুল্লভ মানিয়া রাই, কহে সখী বুঝ নাই, মুনি
বাক্য অগোচর সেই ॥

অনামৃশ্যং বাচা মুনিগমুদয়ানামপি কদা

দিদৃক্ষাসে তত্রাহ ব্রজেতি । ব্রজবধূনাং যুস্মাকং দৃশাদৃশ্যং তত্রাপি শব্দশ্লির-
স্তরমত ইয়ং লালসেত্যর্থঃ । কিম্বা । নহু । কালে ত্রক্ষ্যসি ইদানীং ক নভ্যো-
হসাবত্র তদ্রুদ্রেশং কথয়ন্ত্যাহ মুনীতি । মুনয়োবিহগা বনে অগ্নিন্ হরিশুপা-
সততে ধৃতমোনা ইত্যাদিদিশা মুনীনাং দর্শনেন জাতস্তমোহাদিতরা
ধৃতমোনানাং যুস্মাকং তত্রাপি পক্ষিমুপাণাং পথি পথি পরামৃশ্যং তত্রাপি দূরে
দূরে দূরাদেবাত্রৈবাস্ত ইত্যুন্নয়ং । স্বাস্তদর্শায়াং সমানসথীঃ প্রত্যুক্তিঃ । দেব-
মনয়া সহ তথা ক্রীড়য়ন্তং তং কদা দরীদৃশ্যে পুনঃ পুনঃ সাক্ষাৎ পশ্যামি অনাৎ
সমং । বাহুে ভাবশাবল্যোদয়াদাহ । তং কদা দরীদৃশ্যে তত্র হেতুঃ দরেতি ।
পুনঃ সনৈরশ্যামাহ অনেনেতি । মুনীনাং বাগগোচরগহং ত্রষ্টুমিচ্ছাম্যতো-

দৃশ্য, যাঁহার বদন ত্রিভুবনের মনোহর, যাহাঁ নিখিল মুনি-
গণেরও বাক্যপথের অগোচর, স্ততরাং সেই নীলোৎপল
কান্তি প্রভুকে কি আমি কোন কালেও পুনঃ পুনঃ দর্শন

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

তবে যদি বল ঐছে, তুমি তা দেখিবে কৈছে, দেখিতে
লালসা কেনে কর । তবে শুন ব্রজনারী, নেত্রদৃশ্য সদা
হরি, তা লাগি দেখিতে আশা বড় ॥

তবে যদি বল থাকি, দেখিও তাহারে সখী, একে তার
দেখা পাবে কোথা । তবে শুন পক্ষগণ, মৌন দেখ অনু-
ক্ষণ, দূরে পরামৃশি কহে যথা ॥

অনুমান করি এই, এথাই আছয়ে সেই, পথে পথে
তারা যুক্তি করে । তাহার দর্শন পাঞা, স্তম্ভ মোহ উপ-
জিয়া, তাতে তারা সবে মৌন ধরে ॥

কঁহিতেই পূর্বে যেন, অন্যে অন্যে দর্শন, সে সময়ে

দরিদ্রশ্যে দেবং দরদলিতনীলোৎপলরুচিঃ ॥ ৪৮ ॥

লীলাননাম্বুজমধীরমুদীক্ষমাণং

মুখোহস্মি । পুনঃ সোৎকর্থাহ ত্ৰিভুবনেতি । তথা মুনীনাং দুরেহ্নুসেয়ং
বাগগোচরঞ্চ ব্রজবধূ দৃশাদৃশ্যাং নীলোৎপলতয়েত্যাশ্চর্য্যং ॥ ৪৮ ॥

অথ পূর্বপ্রেরণকালোহন্যান্যদর্শনশ্চতোৎকর্থাং তাঃ স্পৃশন্ত্যা বচোহ্নু-
বদনগ্রাহ । হু ভোঃ সখ্যন্তং মমৈব দয়িতং দেবং ক্রীড়য়ন্তং কদা ব্যতিলোক-
য়িষ্যে । স মাং কুঞ্জ প্রেরণার্থং দ্রুপাত্যহমপি তং তদঙ্গীকারজ্ঞাপনার্থং

করিতে সমর্থ হইতে পারিব ॥ ৪৮ ॥

অতঃপর পূর্বকার প্রেরণকালীয় পরস্পর সন্দর্শন স্মরণ
করত শ্রীরাধা উৎকর্ষিতা হইলে সখীগণ যে আখ্যান
করিয়াছেন, গ্রন্থকার তাহাই বর্ণন করিতেছেন ॥

বাঁহার বদনকমল নীলবর্ণ ও চঞ্চলভাবে ইতস্ততঃ

যছন্দনঠাকুরের পদ্য ।

স্মৃতি হৈয়া গেল । তার দরশন লাগি, চিত্ত হৈল অনুরাগি,
উৎকর্ষাতে পুছিতে লাগিল ॥ ৪৮ ॥

সখি হে আমার দয়িত শ্যামরায় । সেই ক্রীড়াযুক্ত
কবে, অন্যে অন্যে দেখা হবে, হেন দিন হবে কি
আমার ॥ ৬ ॥

মোরে কুঞ্জে পাঠাবারে, কৃষ্ণ নিরক্ষিবে মোরে, আমি
তাহা অঙ্গীকার কাজ । জানাবার তরে তারে, হেরিব কি
সখী আরে, কবে রাসমণ্ডলীর মাঝ ॥

নানারস উদগারি, মুখপদ্ম মনোহারি, নিরক্ষর সঙ্কেত
ভঙ্গি যাতে । অধৈর্য্য লোচন তথা, উর্দ্ধ চালনে যে কথা,
কহয়ে সঙ্কেত কুঞ্জে যাইতে ॥

নর্মাণি বেণুবিরেষু নিবেশয়ন্তং ।

দোলায়মাননয়নং নয়নাভিরামং

দেবং কদা নু দয়িতং ব্যতিলোকয়িম্যে ॥ ৪৯ ॥

কদা জ্ঞ্যামি । কীদৃশং । লীলা নানাভাবোদ্যারবুক্ৰং নিরক্ষরসঙ্কেতকথন-
ভঙ্গী ভদ্রবুক্ৰমাননাস্বজং যস্য । অধীরং যথা তথোদীক্ষমাণং উর্দ্ধনেত্রচাল-
নয়া মাং কুঞ্জ প্রেরয়ন্তং । অতোহনাজ্জ্ঞানভিয়া দোলায়মানে নয়ন্রে যস্য ভথা
নর্মাণি মংপ্রেরণশঙ্কেতরূপাণি বেণুবিরেষু নিবেশয়ন্তং । অতো নয়নাভি-
রামং স্বাস্তদর্শায়াং তাং কুঞ্জায় নেতুং মাং সংদ্রক্ষ্যত্যহমপি তজ্জ্ঞাপনার্থং তং
অন্যং সমং । বাছে কৃপাবলোকনং তস্য মমাপি বিশ্বয়াবলোকনং ॥ ৪৯ ॥

নিরীক্ষণ শীল, যিনি বেণুবিররে নিখিল নর্মা (পরিহাস)
কে বিনষ্ট করিতেছেন, যাঁহার নয়নযুগল দোলায়মান
এবং যিনি নয়নের অভিরাম, সেই প্রিয়তম দেবকে আমি
কবে সমধিক রূপে দর্শন করিব ? ॥ ৪৯ ॥

যত্নন্দনঠাকুরের পদ্য ।

অন্য গোপাঙ্গনা ভয়, যেন সে কোঁতুক নয়, তাহাতে
দোলায় মান আঁখি । তথা নর্মা বেণু বিক্ষে, শঙ্কেত রূপের
বক্ষে, শঙ্কেতে পাঠায় নর্মা তাখি ॥

নয়নের অভিরাম, সেই মোর ধনপ্রাণ, সেই লীলা সর্ব
রসময় । কবে অন্যে অন্যে দেখা, হবে সেই প্রেম লেখা,
কবে হবে মঙ্গল সময় ॥

এতেক কহিতে রাই, মাধুর্য্যসমুদ্রে যাই, সর্বেন্দ্রিয়
মন ডুবি রহে । পুনঃ মোহ উপজিলা, দেখি সব সখী
মেলা, কহে সখী পাসরহ তাহে ॥

ক্লগ্নেক বিশ্বৃত হৈয়া, স্থখী কর নিজ হিয়া, কেনে দুঃখ

লগ্নঃ মুহুর্গনসি লম্পটসংপ্রদায়-
লেখাবলেহি নিরসজ্ঞ-মনোজ্ঞবেশং ।

অথ তন্মাধুর্যার্ণবে সর্বেজ্জিয়মনোনয়নেন পুনর্মোহং গচ্ছন্ত্যা অয়ি সখি
ক্ষণং বিস্মৃত্য স্মৃধিনী ভবেতি সখীনামাখাসাত্তচ্ছক্তিঃ কথয়ন্ত্যা বচোহুবদনমাহ ।
মুখে কুলবকাসাং বস্য মুকুলসা বালাং কৈশোরং চাপল্যাং বা মম মনসি বস্ত্রে,
মঞ্জিষ্ঠারাগ ইব লগ্নঃ কিং করোমীত্যর্থঃ । নহু ততো নিবৃত্ত্যান্যত্র নিবেশয়ে-
ত্যত্র তদপি মদ্বশেনেত্যাহ । কীদৃশে । লম্পটসম্প্রদায়স্য লেখামবলেচুং শীলং

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যার্ণবে শ্রীরাধার সমস্ত ইন্দ্রিয়
গগ্ন হওয়ায় প্রলাপ করিতে থাকিলে সখীগণ যে আখ্যাস
করিয়াছেন ঐশ্বকর্তা তাহারই বর্ণন করত কহিলেন ॥

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যভাব আমার মনোমধ্যে নিয়তই সংলগ্ন
রহিয়াছে, যে বাল্যভাব লম্পট বালক বৃন্দের সহিত কানন-

যদ্বন্দনঠাকুরের পদ্য ।

পাও স্মৃতি করি । তাহা শুনি কহে রাই, পাসরিতে শক্তি
নাই, এত কহি কহে তা বিবরি ॥ ৪৯ ॥

সখি হে পাসরিতে নারি যে গোবিন্দ । মোর চিত্ত বস্ত্র
ঘেন, মঞ্জিষ্ঠা রাগের হেন, লাগিয়াছে কি করি প্রবন্ধ ॥ ৫০ ॥

পুনিম চান্দে ও মুখ, সেবিতে নয়নসুখ, তাতে হাস্য
চন্দ্রের সমান । প্রফুল্ল অধর তাতে, রাগযুক্ত মনোনীতে,
স্মিত অংশ অরুণ বন্ধন ॥

কৈশোর বয়স তাতে, নানান চাপল্য যাতে, সখী তাহা
পাসরিতে নারি । তবে কহে সখীগণ, অন্য কাজে রাখ
মন, কোন স্থানে অবলম্ব করি ॥

রাই কহে কি করিব, মনে কত ক্ষমা দিব, সেহ মন মোর

রজ্যান্মৃদুশ্মিতমৃদুল্লসিতাধরাংশু-

রাকেন্দু-লালিত-মুখেন্দু-মুকুন্দ-বাল্যং ॥ ৫০ ॥

যস্য মহালম্পট ইত্যর্থঃ । অথবাস্য বরাকস্য কো দোষঃ যত এতাদৃশং তদি-
ত্যাহ । রসজ্ঞানাং মনোজ্ঞো বেষো যস্মিন্ । তথা রাগযুক্তশ্চ মৃদুশ্মিতেন মৃদু-
ল্লসিতশ্চ যোহধর স্তস্যংশু যস্মিন্ । পৃথক্ পদং বা । তথা রাকেন্দুভির্লালিতঃ
সৈবিতঃ মুখেন্দু যত্র । স্বাস্তদর্শনাং সমানসখীঃ প্রত্ন্যক্তিঃ । বাল্যং তয়া সহ

মধ্যে নিরসজ্ঞ (অন্যান্য-সাধারণ) মনোহর বেষে পরি-
শোভিত এবং সুরঞ্জিত মৃদুহাস্য দ্বারা মৃদুভাবে সমুন্নত
অধরকান্তিরূপ রাকাপতি অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্র দ্বারা বাল্যভাবে
যে মুখচন্দ্র লালিত তাদৃশ মুকুন্দ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যভাব
আমার মনোমধ্যে লগ্ন রহিয়াছে ॥ ৫০ ॥

যছন্দনঠাকুরের পদ্য ।

বশ নয় । লম্পট সম্প্রদারাজ, তার বিপরীত কাজ, পরধন
গ্রাসনীর হয় ॥

অথবা বরাক মন, ইহারি কি দোষ গুণ, কৃষ্ণরূপ সর্ব
আকর্ষয়ে । কৃষ্ণাঙ্গ মাধুর্য্যগণে, কেবা কমা দিবে মনে,
এই লাগি পাসরিল নহে ॥

সেই যে মাধুর্য্যে মন, ডুবি হৈল অচেতন, পুন মৃত্যু
শঙ্কা হৈল মনে । সখী প্রতি কহে ধনী, বিষাদ প্রলাপ বাণী,
এই দেখা তোমা সবাসনে ॥

এত কহি মনে হৈল, কৃষ্ণ সঙ্গে যাহা কৈল, সখীগণ
নিকট থাকিতে । স্তনাধর আদি যত, আকর্ষয়ে কৃষ্ণ কত,
‘নশ্ব ভঙ্গি মনোহর রীতে ॥

তাতে রতি ফল হয়ে, মাধুর্য্য সমুদ্রাশয়ে, তাহা স্ফুর্তি

* অহিমকরকরনিকরমুদুমুদিতলক্ষ্মী-

সরসতরসরসিরুহসদৃশদৃশি দেবে ।

কুঞ্জৈ কৈশোরচাপলং । বাহুে স্বান্ প্রতাস্তিঃ ॥ ৫০ ॥

অথ তস্য তন্মাধুর্য্য-গন আদীনাং লয়েন মুহুন্ত্যাঃ পুন মূর্তিমাশঙ্ক্য সখীঃ
প্রতি এতাবানেব ভবতীভিঃ সহ সঙ্গম ইতি প্রলপন্ত্যা বচোহম্বদনাহ
ত্রিভিঃ শ্লোকৈঃ । অগ প্রথমঃ কুটুমিতাদি ভাববিবশেনামুনা স্বসখীভিঃ
সহ তস্য কঞ্চুকাৰ্ক্ষণহঠালিঙ্গনস্মাদিভঙ্গীরতিকলহমাধুর্য্যাদি ক্ষুৰ্ত্যা তত্র
মন আদিলয়েন প্রলপন্ত্যা বচোহম্বদনাহ । অহং দেবে মনোজ্ঞক্ৰীড়াবিজি-
গীষাপরে শ্ৰীকৃষ্ণবিশেষণে তাৎপর্যাং তন্মাধুর্য্যার্ণবে ইত্যর্থঃ । লীয়ে লীনা-

অতঃপর শ্ৰীকৃষ্ণের মাধুর্য্যে গন আদি ইন্দ্রিয়গণ মগ্ন হইলে
শ্ৰীরাধা মুগ্ধ হওত সরণাশঙ্কায় সখীর প্রতি প্রলাপ করিলে
তাহাদের আশ্বাস-বাক্য গ্রহণকার বর্ণন করিতেছেন ।

শ্ৰীকৃষ্ণের লোচন অহিমকিরণ অর্থাৎ সূর্য্যদেবের
কিরণ দ্বারা যাহার শোভা মুদিত, তাদৃশ অতীব সরস পদ্ম-

যছন্দনঠাকুরের পদ্য ।

হৈয়া গেল মনে । তাতে মনেন্দ্রিয়গণ, ডুবিয়া রহিল যেন,
তিনি শ্লোক কহে প্রকাশনে ॥ ৫০ ॥*

সখি হে কৃষ্ণলীলা মাধুর্য্যসিক্কুতে । ডুবিয়া রহিব আমি,
নিশ্চয় জানিহ তুমি, এই দেখা তো গবা সহিতে ॥ ৫০ ॥

ব্রজযুবতির সঙ্গে, যে রতি কলহ রঙ্গে, তাহাতে বিজয়ী
লীলা কাজে । তাতে যেই মদোগয়, সঙ্গে মুখশশি হয়,
লীন হব সে মাধুর্য্য মাঝে ॥

তথা সূর্য্যকাস্তি চয়ে, অল্প বিকসিত হয়ে, প্রভাতাজ

* অত্র ৫০ পদ্য পর্য্যন্তঃ অন্ত্যেক গুরুবর্ণাধিকোহপি অচলধৃতি শ্ছন্দো-
বিশেষঃ । তদুক্তং ছন্দোগর্ভ্যাং । দ্বিগুণিতবস্ন লঘুরচলধৃতিরিহ ॥

ব্রজ-যুবতি-রতি কলহ-বিজয়ি-নিজলীলা-

মদমুদিত-বদনশশি-মধুরিমণি-লীয়ে ॥ ৫১ ॥

ভবামি। কীদৃশে। ব্রজযুবতিভিঃ সহ যো রতিকলহ স্তত্র বিজয়িনী য়া নিজ-
লীলা সনস্ককঞ্চু কাকর্ষণস্তনাধরাদিগ্রহণকেনি স্তয়া যো মদো গর্ভস্তেন মুদিতো
যো বদনশশী তস্য মধুরিমা যস্মিন্ । তথা সূর্য্যাকরনিকরেণ প্রথমোদপ্তেন
• মুদ্রমুদিতমীষদ্বিকসিতঞ্চ লক্ষ্ম্যা শোভয়া শৈত্যাদিগুণসম্পত্ত্যা সরসতরঞ্চ যৎ
সরসীকৃৎ তৎ সদৃশৌ দৃশৌ যস্য। কুটুমিতলক্ষণং । স্তনাধরাদিগ্রহণে
হুং প্রীতাবপি সস্তাৎ । বহিঃক্রোধোব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুটুমিতং বৃধেঃ ।
স্বাস্তদশায়াং তয়া সহ তাদৃশক্ৰীড়াপরে । বাহার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৫১ ॥

দলের ন্যায় এবং যিনি আনন্দে বিস্ফারিত-বদন, বিস্ফারিত
নিখিল মাধুর্যের নিবাসস্বরূপ, স্ততরাং এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের
ব্রজযুবতিগণের রতিকলহের বিজয়িনী নিজ লীলা শোভা
পাইতেছে ॥ ৫১ ॥

অতঃপর, সস্মিত বংশীধ্বনিদ্বারা সম্পাদিত পূর্বতন
প্রেরণ স্মরণ করত প্রেমস্ফূর্তিতে “শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যে যেন
আগি মগ্না হইয়াছি” এই রূপ বোধে শ্রীরাধা প্রলাপ

“ধ্বনন্দনঠাকুরের পদ্য।

যেই মনোহর। তার শোভা জিনি যেই, গোবিন্দের পদ
ছুই, সে মাধুর্যে ডুবিব সস্তর ॥

কহিতেই পুনঃ কৃষ্ণ, হৈয়া অতি সতৃষ্ণ, স্মেরমুখে বংশী-
ধ্বনি করি। আপনার আকর্ষণ, স্ফূর্তি হৈল সেই ক্ষণ,
যাতে লয় প্রাণচিত্ত হরি ॥

সেই কথা সখী প্রতি, কহে হৈয়া আর্ত অতি, তাহা
শুনি সেই সব কথা। সে ভাবে গমন হৈয়া, লীলাশুক
বিবরিয়া, কহে এক শ্লোক মনোরতা ॥ ৫১ ॥

করকমল-দল-কলিত-ললিততর-বংশী-

কলনিনদ-গলদমৃত-ঘনসরসি দেবে ।

সহজ-রসভর-ভরিতদরহসিত-বীথী

অথ সন্মিতবংশীধ্বনিকৃতপূর্বস্বপ্ৰেরণক্ষুভ্যা তন্মাধুর্যে প্রলীন-
মিবাঙ্গানং মজ্জা প্রলপন্ত্যা বচোহহুবদম্নাহ । দেবে এতলীলাপরে শ্রীকৃষ্ণে
পূর্ববদহং লীয়ে । কীদৃশে । করকমলদলে কলিতা ললিততরা চ বা বংশী
তস্যাঃ কলনিনদ এব গলদমৃতানি তেষাং ঘনসরসি সাক্ষসরোবরে । ঘনঃ
সাক্ষে দৃঢ়ে দার্ঢ্যে বিস্তারে লৌহমুদগরে ইতি বিশ্বঃ । তথা সহজরসভরৈ-
র্ভরিতং পূর্ণং যদরহসিতং তস্য যা বীথী ধারা সরণিকী তস্যাং তয়া বা সততং
করিতে থাকিলে গ্রন্থকার তাহার বর্ণন করত কহিতেছেন ॥

করকমলে অবলম্বিত বংশীর কলনিনাদ রূপ বিগলিত
অমৃত অর্থাৎ জলের বা স্রুধার যিনি নিবিড় সরোবর এবং
যাঁহা হইতে নৈসর্গিক রসপূরিত ঈষৎহাস্যশ্রেণী দ্বারা
অনবচ্ছিন্নভাবে বহমান তাদৃশ মুখরূপ মণির নিখিল মাধু-

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

লীলাপর গোবিন্দের মাধুর্য্য সাগরে । পূর্ব প্রায় লীন
আমি হব মনে ধরে ॥ হস্তপদ্য তলে শোভে যে ললিত
বাঁশী । তাহার মধুর নাদ গলে স্রুধারাশি ॥ সেই সান্দ্র
সরোবরে লীন হব্ আমি । কহিল না পাসরিহ সব
সখি তুমি ॥ সহজ রসের ভাব ভাবিয়া বাহাতে । মুছ মন্দ
হাসিধারা নদী মাধুরীতে ॥ পদ্মরাগমণি-শোভা অরুণ-
অধরে । তাহার কিরণ স্রুথ সদাই উপরে ॥ কহিতে এ
সন্তোগাস্তকালীন যে লীলা । গোবিন্দ মাধুরী চিত্তে স্কৃতি
হৈয়া গেলা ॥ তাতে লীনা প্রায় ধনী আপনাকে মানে ।

সতত-বহদধরমণি-মধুরিমণি লীয়ে ॥ ৫২ ॥

কুঙ্কমশর-শর-সমর-কুপিত-মদগোপী-

কুচকলস-ঘৃষ্ণরস-লসতুরসি দেবে ।

বহন্ প্রসরনধরপদ্মরাগমণে মধুরিমা যস্য । স্বাস্তদশায়াং পূর্ববৎ । বাহার্থঃ
স্পষ্টঃ ॥ ৫২ ॥

অধ সন্তোগান্তঃকালীনতন্মাদুর্ধ্যাক্ত্যা তত্র লীয়মানমিবাঙ্গানং মম্বা
প্রলপন্ত্যা বচোহুভবদরাহ । দেবে এতৎক্রীড়াপরে শ্রীকৃষ্ণে পূর্ববদহং
লীয়ে । কীদৃশে কুঙ্কমশরস্য শরেষু তদাঘাতেন সমরে রতিযুদ্ধে কুপিতা-
স্মরমদেন মধুপানজমদেন বা যুক্তা যা গোপী তস্যাঃ স্বয়ংগ্রহাঙ্গল্লেষণ
লক্ষ্যে যঃ কুচকলসঘৃষ্ণরসস্তেন লসৎ উরো যস্য । তত্রান্থস্থানে গোপীতি

র্ষ্যের যিনি নিলয় অর্থাৎ বাসস্থান স্বরূপ ॥ ৫২ ॥

অতঃপর, সন্তোগকালের ভাব স্মরণ করত “সেই ভাবে
যেন আমি মগ্ন হইয়াছি” এই বোধে বিলাপকারিণী শ্রীরাধার
বাক্য গ্রন্থকার বর্ণন করিতেছেন ॥

কুঙ্কমশর কামদেবের শরসংগ্রামে কোপান্বিতা গোপা-
ঙ্গনাগণের কুচকুলের কুঙ্কমরসে যাঁহার বক্ষঃস্থল উল্লসিত

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

প্রলাপ করিয়া সেই কহেন বচনে ॥ ৫২ ॥

সখি হে এই ক্রীড়াপর শ্চামরূপে । ডুবিয়া রহিব
আগি কহিল স্বরূপে ॥ মদনের শরাঘাত রতিযুদ্ধ মাঝে ।
তাহাতে কোপিতা যত কামমদ সাজে ॥ তাতে মধুপানে
সদা গোপাঙ্গনাগণ । তার কুচকলসেতে কুঙ্কম লেপন ॥
আপনে আগ্রহে তারে আলিঙ্গন দিতে । লাগিলা কুঙ্কম
কুচকলস সহিতে ॥ তার রস বিলসয়ে বক্ষঃস্থল ধার ।

মদমুদিত-মুছুহসিত-মুষিত-শশি-শোভা

মহুরধিক-মুখকমল-মধুরিগণি লীয়ে ॥ ৫৩ ॥

সামান্যোক্তিঃ । বৈদগ্ধ্যা তথা মদেন মুদিতং তদ্ব্যাপ্তিদর্শনাৎ । যন্মুছুহসিতং
তেন মুষিতঃ শশী যেন তাদৃশশ্চ শোভয়া ক্ষণে ক্ষণে অধিকশ্চ মুখকমলস্য মধু-
রিমা যস্য । যদ্বা । তাদৃশহসিতেন মুষিতঃ শশী যয়া তয়া শোভয়া মুহুরধিকং
তন্মুখকমলং তস্য মধুরিমা যস্মিন্ । স্বাস্তদর্শনায়াং পূর্ববৎ । বাহার্থঃ
স্পষ্টঃ ॥ ৫৩ ॥

এবং মদমুদিত (আনন্দ বিস্ফারিত) মুছুহাস্যে যিনি শশ-
ধরের শোভাকে অপহৃত করিতেছেন, আর যিনি পুনঃ
পুনঃ সমধিক ভাবে বর্দ্ধমান মুখকমলের মাধুর্যের নিলয়
স্বরূপ ॥ ৫৩ ॥

অতঃপর মুচ্ছাপন্ন। শ্রীরাধার প্রতি সখীগণ প্রবোধ
দিলেও উৎসুক্যাতি ভাবমগ্না ও প্রলাপকারিণী শ্রীরাধার
বাক্য গ্রহণকার বর্ণন করিতেছেন ॥

যছন্দনঠাকুরের পদ্য ।

আমি লীন হব সেই মাধুর্যে তাহার ॥ সামান্য গোপিকা
নাম কহিলা যে রাই । বৈদগ্ধ্যী হইতে বস্তু আপনা জানাই ॥
তথা আর কামমদে উদয় ধুক্ততা । সেই গোপাঙ্গনাগণের
দেখিয়া সর্ব্বথা । তাতে তার মুছু হাসি তার শোভা হইতে ।
পূর্ণিমা শশির শোভা হেন শোভা যাতে ॥ ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ে
মুখকমলমাধুরী । তাহাতে ডুবিব আমি কি আর চাতুরী ॥
এতেক কহিতে রাই মুচ্ছিত হইয়া । সখীগণ প্রতি কহে
প্রলাপ করিয়া ॥ ৫৩ ॥

আনত্রামসিতক্রবোরুপচিতামগ্নীপক্ষ্মাকুরে-

ষালোলামনুরাগিণো নয়নয়োরাদ্রীং যুদৌ জল্পিতে ।

আতাত্রামধরামৃতে মদকলামল্লানবংশীস্বনে-

অথ মুচ্ছন্ত্যাঃ সখীভিঃ প্রবোধিতায়া অতোৎসুক্যাং তন্মাধুর্যাক্কূর্ত্যা
ভূমৌ নিপত্য নেত্রে নিম্নীলৈব তাঃ প্রতি প্রলপন্ত্যা বচোহল্লবদরাহ । অহো
এতাদৃশদশায়ামপি মম লোচনং ব্রজশিশোঃ কিশোরস্য মূর্তিঃ আশান্তে দ্রষ্টুং
আকাজ্জতি । অথ বাস্য কো দোষঃ । যতো জগন্মোহিনীং । তত্র হেতু-
মাহ শ্যামক্রবোরানত্রাং কুটীলাং । অক্ষীণেষু পক্ষ্মাকুরেষু উপচিতাং
সমৃদ্ধিমিতীং প্রোদ্ভটসঘনপক্ষ্মাকুরামিত্যর্থঃ । মদ্বিষয়ানুরাগযুক্তয়ো-

সেই ব্রজশিশু শ্রীকৃষ্ণের জগন্মোহিনী মূর্তিকে আমার
লোচন নিয়তই আশা করিতেছে, যে মূর্তি ঈষৎ নত্র, কৃষ্ণ-
বর্ণ ক্রয়ুগলে উপচিত, স্থূলতম, পক্ষ্মাকুরে ঈষৎ চঞ্চল,
অনুরাগশালী যুবক যুবতির মূছ মূছ পরিহাস বাক্যে আদ্রী

যছন্দনঠাকুরের পদ্য ।

সখি হে আশ্চর্য্য দেখিল সব আমি । এতাদৃশী দশা
তেঁহ তাঁরে ভাবে প্রাণী ॥ ব্রজকিশোরের মূর্তি দেখিবার
তরে । আমার লোচন দুই কাহা আশা করে ॥ অথবা লোচন
দ্বয়ে দোষ নাহি দিয়ে । জগতমোহিনী রূপ যাতে তার
হয়ে ॥ শ্যামভুরু আনত্র কুটিল অতিশয় । ঘনপক্ষ্মাকুরপুঞ্জ
অখিল বাহায় ॥ তাহাতে চঞ্চল দুই নয়নসুন্দর । মো বিষয়ে
অনুরাগ যুক্ত মনোহর ॥ প্রসারিত পাখা দুই উড়িবার
তরে । পঞ্জরস্থ খঞ্জরীট যেন স্ফুচকলে ॥ অরুণ অধরামৃত
নেত্র মনোহর । মূছ মূছ কথা তাহে অতি স্নকোমল ॥
অল্লান* মুরলী গান মধুর মধুর । কামমদ উদগারে গহিন

ষাশাস্ত্রে মম লোচনং ব্রহ্মশিশোমূর্ত্তিঃ জগন্মোহিনীং ॥৫৪
তৎকৈশোরং তচ্চ বক্তারবিন্দং

নরনয়োরালোলাং প্রসারিতপদ্মপক্ষাভ্যামুড়্ডিডীষু বন্ধখঞ্জনযুগপৎচঞ্চলাং ।
মূর্দৌ জলিতে আর্জাং অধরামৃতে আতাম্রামত্যরুণাং অল্লানবংশীধ্বনেষু
মদকলাং স্মরমদোদগারেণ গম্ভীরামিত্যর্থঃ । স্মরমদং বন্ধয়তীতি বা । দশা-
ষয়ে স্মগমোহর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

অহিমকরাदि-শ্লোকত্রয়যুক্ত-তত্ত্বমাধুর্য্যস্ফূর্ত্ত্যা তদপ্রাপ্তিবৈক্লব্যাদ্বিল-
পন্ত্য বচোহনুবদনাম্হ । তৎ কৈশোরং তদ্বক্তারবিন্দঞ্চ দৈবতেহপি স্বর্গাদি-
বৈকুণ্ঠপর্য্যস্তস্ব-দেবগমুহেহপি ছল্ভমিতি সত্যং সত্যং । তথা তৎ কারুণ্যং তে

ভূত, যাহার অধরযুগল ঈষৎ তাত্র (রক্ত) বর্ণ এবং সুদীর্ঘ
বংশীধ্বনি বিষয়ে জগদ্রুদ্রাদকারি কলধ্বনি বিশিষ্ট ॥ ৫৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যস্ফূর্ত্তিতে তাঁহার অপ্রাপ্তিবশতঃ প্রলাপ-
কারিণী শ্রীরাধার বাক্য গ্রহকার বর্ণন করিতেছেন ॥

শ্রীকৃষ্ণের সেই সমস্ত কৈশোর, সেই মুখপদ্ম, সেই

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

প্রচুর ॥ কামমদ সদাই বাড়ায় তেঁহো তাতে । ইহাতে সে
লোচন চাহে কি দেখিতে ॥ কহিতে কহিতে রাই চেক্টা
বাড়ি গেলা । তিন শ্লোকে পূর্বে যৈছে মাধুর্য্য বর্ণিলা ॥ সে
মাধুর্য্য না দেখিয়া বৈকুল্য হইলা । তাতে হৈতে বিলা-
পিয়া কহিতে লাগিলা ॥ ৫৪ ॥

কৈশোর শ্রীগোবিন্দের সে মুখ কমল । বৈকুণ্ঠস্ব দেব-
গণে ছল্ভ কেবল ॥ এই সত্য সত্য আমি কহিলাউ সব ।
সে কারুণ্য সে লীলার কটাক্ষ ছল্ভ ॥ সে মৌন্দর্য্য সেই
সান্ন স্নিত শোভাগণ । বৈকুণ্ঠস্ব দেবগণে ছল্ভ দর্শন ॥

তৎ কারুণ্যং তেচ লীলাকটাক্ষাঃ ।

তৎ সৌন্দর্য্যং সাচ মন্দস্মিতশ্রীঃ

লীলাদিকটাক্ষশ্চ ছল্লভাঃ । তথা তৎ সৌন্দর্য্যং সা সাজ্জস্মিতশ্রীশ্চ ছল্লভাঃ । যদ্বা । মম পুনস্তদর্শনং তাদৃশরহোলীলাদিকঞ্চ ছল্লভমেবেতি ভাবয়ন্ত্যা স্তৎকালং বামোরু-নেত্র-কুচাদি-স্পন্দনমমুভূয় তত্তাগ্যমপ্যতিনৈরাশ্যেনো-পালভমানায়া বচোহম্ববদম্বাহ । হে দেব তদর্শনমুচকভাগ্যং তে ভবাপি তৎ-কৈশোরং তদ্বজ্রারবিন্দঞ্চ তদর্শনমিত্যর্থঃ । পুন ছল্লভমেব । নমু ভাগ্যস্য ছল্লভমেব ন বাচ্যং । তত্রাহ সত্যং সত্যং ছল্লভমেবেত্যর্থঃ । তবাপি-চেদুল্লভং তদ্বজ্রানাং বরাকাপাং কিস্মৃত ইত্যর্থঃ । তদর্শনমপি ছল্লভং । চেত্তদা সর্বাংস্ত্যক্তা যেন মমৈব রেমে তৎ কারুণ্যং যৈ মর্মাং রহঃ প্রেরিত

কারুণ্য, (দয়া) সেই মমস্ত লীলাময় কটাক্ষ, সেই সেই সৌন্দর্য্য এবং সেই সেই নিবিড়তর হাস্যশোভা, আমি

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

যথা সেই কৈশোরাদি কুঞ্জ আদি লীলা । পুন মোরে সে দর্শন ছল্লভ হইলা ॥ এই মতে বিলাপ রাই করিতে করিতে । বাম উরু কুচ নেত্র স্পন্দে আচম্বিতে ॥ তাহা দেখি অতিশয় নৈরাশ হইয়া । কহিতে লাগিলা দেবে উপালস্ত দিয়া ॥ অহো দেব গোবিন্দের মাধুরি দর্শনে । মঙ্গলসূচক ভাগ্য দেখাহ সঘনে ॥ তোমারি ছল্লভ সেই কৈশোরাদি লীলা । আমারে বা দেখাইতে কি শুভ সূচিলা ॥ কোন বা বরাক ভাগ্য সদা তুমি হীন । তুমি কি দেখাও মোরে শুভ দশা চিহ্ন ॥ গোবিন্দ দর্শন তোরে সদাই ছল্লভ । আরে হত দেব তুমি কি দেখাও সব ॥ সর্বত্যাগ মোর সঙ্গে যে রহিলা হরি । করুণা কটাক্ষ তোরে হুছল্লভ বলি ॥

সত্যং সত্যং ছল্লভং দৈবতেহপি ॥ ৫৫ ॥

বান্ তে নীলাকটাক্ষাশ্চ স্খল্লভা এব । এবঞ্চেত্তর্হি সুরতাশ্চে যৎ তৎ
সৌন্দর্য্যং কেলিবিশেষে স্বেশাং মাং দৃষ্ট্বা যা সাজ্জস্মিতশ্চীঃ সাচাতি ছল্ল-
ভৈব । স্বাস্তদশায়াং তয়া সহ বিলসত স্তস্য তৎ সর্কমিতি । বাচ্ছে তদৈক-
ব্যাং বিষ্ঠল-রজননাখাদি-দর্শনোপদেশিনঃ স্বান্ প্রত্যাঙ্কিঃ । দীব্যস্তীতি দেবাঃ
শ্চীনারায়ণাদয়ঃ । স্বার্থে তন্ দৈবতেতি তৎসমুহেহপি । নমু তেহপি নিত্য-
কিশোরা এব তথাহ তৎসাক্ষান্নম্মথঞ্চে ন বর্ণিতমিতি । অন্যৎ সমং ॥ ৫৫ ॥

পুনঃ পুনঃ সত্য করিয়া বলিতেছি যে, এ সমস্ত দেবগণেরও
স্খল্লভ ॥ ৫৫ ॥

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

তাহা হৈতে স্খল্লভ সরতান্ত শোভা । তাহা হৈতে স্খল্ল-
ভ সেই স্মিতলোভা ॥ কেলি বিশেষের লাগি মোরে
নিজ বেশ । করয়ে দেখিতে তাহা ছল্লভ অশেষ ॥ তুমি
কিবা এশুভ সকল প্রকাশহ । দর্শনের যোগ্য তুমি কভু তার
নহ ॥ এতেক কহিতে হৈল স্ফুর্তির সাক্ষাৎ । ভ্রম হৈয়া
গেলা চিত্তে নাহিক সোয়াস্ব ॥ সেই স্থলে অতিশয়
নৈরাশা হইয়া । পড়িলা পৃথিবী তলে মহামুচ্ছা পাঞা ॥
তাহা দেখি সখীগণ কহে ধৈর্য্যধর । এখনি আদিবে কৃপা-
সিকু তেঁহো বড় ॥ কতেক বিপদে তেঁহো রক্ষা নাহি
কৈলা অকস্মাৎ কোন পথে দেখি বা আইলা ॥ এই সখী
ষাক্য শুনি সেই গুণগণ । গান করি পূর্ব্ব কথা কহেন
তঁখন ॥ বিষজলে রক্ষা কৈলে বাত বৃষ্টি হৈতে । দাবানলে
রক্ষা কৈলে আর নানা ভীতে ॥ ইহা কহি সর্ব্ব পথ করে
নিরীক্ষণে । গোবিন্দের স্ফুর্তি কথা কহে সখীগণে ॥ ৫৫ ॥

বিশ্বোপপ্লবশমনৈকবদ্ধদীক্ষং

বিশ্বাসস্তবকিতচেতসাং জনানাং ।

অথ স্ফূর্তিসাক্ষাংকারয়ো ভ্রমঃ পঞ্চভিঃ । তত্রাতিনৈরাশ্যেন পুন স্ফূচ্ছন্ত্যা
অগ্নি সখি কারুণিকেন তেন কতি বিপদাগার রক্ষিতাঃ স্মঃ । তদধুনাপা-
কস্মাৎ কেনাপি পথাগত্য নঃ স্মথয়িষ্যতীতি সখীবাক্যাদ্বিষজলাপ্যাদিতিবৎ-
তদগানপূর্বকং সর্বতঃ পথোহবলোক্য তত্র তত্র তৎস্ফূর্ত্যা সখীঃ প্রতি কথয়ন্ত্যা
বচোহহুবদমাহ । হে সখ্যঃ মুরারেঃ পরমসুন্দরস্য তস্য শৈশবং কৈশোরং
তদ্বয়ঃসৌন্দর্যাদি পথি পথি পশ্যামঃ কুস্তাঃ প্রবিশন্তীতি ন্যায়াৎ । কিশোরং
তমেবেত্যর্থঃ । কীদৃশং । প্রকর্ষণে শ্যামাঃ প্রতিনবাঃ ক্ষণে ক্ষণে নূতনাশ্চ যে

চিরন্তন বিশ্বাসবশে স্তবকিত অর্থাৎ প্রফুল্লচেতা ভক্তবৃন্দের
বিশ্বোপপ্লব অর্থাৎ সকল বিশ্বের উপশম (শান্তি) বিষয়ে

যছন্দনঠাকুরের পদ্য ।

সখি হে মুরারির কৈশোর-মাধুরী । পথে পথে নির-
ক্ষিব সৌন্দর্য্য চাতুরী ॥ প্রকর্ষে জলদ শ্যামরূপ মনোহর ।
ক্ষণে ক্ষণে নব নব কান্তি মনোহর ॥ মে কান্তি কল্লোল
যাতে সদাই কমল । তাহা নিরক্ষিব আমি এ সাধ অন্তর ॥
তথা বিশ্ব উপদ্রব শান্তি করিবারে । ব্রজবাসী প্রতি যেহ
ব্রতদীক্ষা ধরে ॥ সব ব্রজবাসি জনে নিশ্চিত্ত যে করে ।
বিশ্বাস স্তবক যার আছেয়ে অন্তরে ॥ সেই ত করিবে রক্ষা
এই ত নিশ্চয় । শুন শুন অহে সখি ! মিথ্যা কভু নয় ॥
তাহারে দেখিব আমি এই কুঞ্জপথে । আমার নয়ন মন সু-
মঙ্গল যাতে ॥ এইকালে কুঞ্জপথে আইসে যেন হরি । স্ফূর্তি
হৈল নব নব গোবিন্দমাধুরী ॥ নিজনেত্র আগে হেন

প্রশ্যাম-প্রতিনব-কান্তি-কন্দলার্জঃ

পশ্যামঃ পথি পথি শৈশবং মুরারেঃ ॥ ৫৬ ॥

মৌলিচন্দ্রকভূষণো মরকতস্তম্ভাভিরামং বপু-

কান্তিকন্দলাস্তৈরার্জঃ তথা জনানাং স্বীয়ানাং ব্রজবাসিনাং সর্বেষামেব
কিমুত অস্মাকমেবেত্যর্থঃ । বিধে সর্কে যে উপপ্লবান্তেযাং । স্বাস্তদর্শায়াং ॥
তস্যাঃ সঙ্গ তথা স্কৃর্ত্যেব । বাহে তু । মথুরানিকটমাগত্য তস্য সর্কত্র তৎ-
স্কৃর্ত্যা তথোক্তিঃ । তত্র প্রতিজ্ঞা তব গোবিন্দেত্যাদি বিশ্বাসযুক্তানাং জনানাং
ভক্তানাং । তথা সক্রদেব প্রপন্নো যন্তবাস্মীতি চ যাচতে । অতয়ং সর্কদা
তস্মৈ দদাম্যেতদ্রুতং মম্যেত্যাদি তদীক্ষা জ্ঞেয়া । অন্যৎ সমং ॥ ৫৬ ॥

অথ পুরঃ কুঞ্জবর্তন্যামাগচ্ছন্তমিব তং দৃষ্ট্বা প্রতিপদং নব-নব-তন্মাধুর্য্য-স্কৃর্ত্যা

যে একমাত্র দীক্ষাগ্রাহী সেই শ্রীকৃষ্ণের অভিনব কান্তি দ্বারা
কন্দলিত (অক্ষুরিত) এবং আর্দ্রীভূত শৈশবকে আমি কি
পথে পথে দেখিতে পাইব ? ॥ ৫৬ ॥

অতঃপর “শ্রীকৃষ্ণ যেন কুঞ্জপথে আমার অগ্রে আসিতে-
ছেন” এই বোধে তদীয় নব নব মাধুর্য্য স্কৃর্তিতে আশ্চর্য্য

যজনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

গোবিন্দ মানিয়া । পার্শ্বস্থ সখীরে কহে সে সব দেখিয়া ॥
লীলাশুক সেই ভাবে কহে সেই বাণী । বাহুদশাতেহো
লীলাশুকের কাহিনী ॥ মথুরা নিকটে যাইতে স্কৃর্তি সব
ঠাই । সাক্ষাৎ কৃষ্ণের যেন দরশন পাই ॥ সঙ্গী বৈষ্ণবেরে
পুছে ঐছে রীত করি । অন্তর্দশাতেঁহ রহে সখীবৈশ
ধরি ॥ ৫৬ ॥

অহে সখি ! কিশোর শেখর ছুই জন । ছুই কুঞ্জ পথে
কেবা একই বরণ ॥ মন্দ মন্দ চলি আইসে বিলাস গমন ।

বক্রং চিত্রবিমুক্তহাসগধুরং বালে বিলোলে দৃশ্যে ।

বাচঃ শৈশবশীতলা মদগজশ্লাঘ্যা বিলাসস্থিতি-

অদৃষ্টপূর্বমিব তং মত্বা পার্শ্বস্থাঃ সখীঃ পৃচ্ছন্ত্যা বচোহম্বুবদমাহ মৌলিরিতি ।
 অয়ে বালে নিখোরহসি এক এবত্যর্থঃ । কএষ মন্দঃ মন্দঃ বীথীঃ কৃষ্ণবীথীঃ
 গাহতে বিলাসগত্যাক্রম্য গচ্ছতীত্যর্থঃ । যস্য মৌলিঃ শিরোমুকুটং বা চন্দ্রকৈ-
 ভূষণং যস্য তথা বপুম'রকতস্তম্ভাদপ্যাভিরাগমঃ । বক্রং চিত্রে বিমুক্তশচ বো
 হাসস্তেন মধুরং । দৃশ্যে বিলোচনে বাচঃ শৈশবেন কৈশোরেন শীতলাঃ । তথা
 গত্যবলোকনকরচালনাদিবিলাসস্থিতি ম'দগজৈরপি শ্লাঘ্যা । পুনঃ কীদৃশী ।
 মথুরা পশ্যতাং । মনোগপ্তাভীতি মথুরা । ঔগাদিক উরচ্ প্রত্যয়াং । তথা
 সর্কপদানাং লিঙ্গব্যতায়েন বিশেষণসিদ্ধং । মৌলি ম'ধুরবক্রং মধুরমিত্যাदि ।
 স্বাস্তদ'শায়াং । তথা ক্ষু'র্ত্তৌ পার্শ্বস্থসখীঃ প্রত্যুক্তিঃ । বাহেতু মথুরাং
 প্রবিষ্টস্তথা ক্ষু'র্ত্ত্যাহ । অয়ে ইত্যাকাশে সম্বোধনং । ক এষ মথুরাবীথীঃ

বোধ করত সখীগণকে শ্রীরাধা জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই
 বাক্য গ্রন্থকার বর্ণন করিতেছেন ॥

আহা! বাঁহার মস্তক মগ্নরপিচ্ছ ভূষিত, শরীর মরকত
 (নীলকান্তমণি) স্তম্ভের ন্যায় অভিরাগ (মনোজ্ঞ), মুখ
 সুন্দর চিত্রিত এবং মনোহর হাস্যে মধুর, লোচনরয় চঞ্চল,
 বাক্য সকল কৈশোর হেতু স্মৃশীতল এবং যাহার বিলাস
 স্থিতি মদমত্ত গজরাজের ন্যায়, সেই এই কোন পুরুষ মথু-

যছন্দনঠাকুরের পদ্য ।

যার শিরে চন্দ্রক ভূষণ স্বেসোহন ॥ অঙ্গ মরকত স্তম্ভ হৈতে
 অভিরাগ । চিত্রমুখে মন্দ হাস্য মাধুরী স্ঠাগ ॥ কৈশোর বয়স
 বাদী পরম শীতল । স্মৃহস্ত চালন গতি স্থিতি মনোহর ॥
 মদগজ গতি শ্লাঘ্যা করয়ে মঘন । মল্লকে মথন করে এইত

মন্দং মন্দময়ে কএষ মথুরাবীথীং মিথো গাহতে ॥ ৫৭ ॥
 পাদৌ বাদবিনির্জিতান্বজ্জবনৌ পদ্মালয়ালম্বিতে
 পাণী বেণুবিনোদনপ্রণয়িনৌ পর্য্যাপ্তশিল্পশ্রিয়ৌ ।

গাহতে । যস্য দৃশৌ বালে স্বরমদালসে বিলোচনে চ । অন্যৎ সমং ॥ ৫৭ ॥

পুনস্তদতিশয়স্বর্ত্ত্যা সংশয়ং প্রলপন্ত্যা বচোহল্লবদম্নাহ পাদৌ বাদে-
 ইত্যাদি । অহো এতৎ পুরো দৃশ্যমানং মহঃ কাস্তিপুঞ্জং কিং বালাং কিশোরং
 তদাকারমিত্যর্থঃ । যতোহস্য পাদৌ বাদেন বিনির্জিতানি অম্বজ্জবনানি
 যাত্যাং তাদৃশৌ । অতঃ পদ্মালয়জাতানি ত্যক্ত্বা লম্বিতাবাপ্রিতৌ তথাস্য
 পাণী বেণুবিনোদনে যঃ প্রণয়স্তদস্বুক্তৌ । তথা পর্য্যাপ্তা শিল্পশ্রীর্ষত্র যাত্যাং
 বা তৌ । তথাস্য বাহু চ মাধুর্য্যধারাং কিরত ইতি তৎকিরৌ । অতো মৃগদৃশাং

রার পথে মন্দ মন্দ ভ্রমণ করিতেছেন ॥ ৫৭ ॥

পুনশ্চ শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় মাধুর্য্য-স্বর্ত্তিতে প্রলাপকা-
 রিণী শ্রীরাধার বাক্য গ্রন্থকার বর্ণন করিতেছেন ॥

অহো এই বালকরূপি তেজোরশির কি অনির্বচনীয়
 প্রভাব । দেখ পাদপদ্মদ্বয় বাদ (বিতণ্ডা) দ্বারা পদ্মবনকে
 জয় করিয়াছে, হস্তদ্বয় পদ্মালয়া লক্ষ্মীদেবীর আশ্রিত ও বেণু-

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

কারণ ॥ পুনঃ তাতে হৈতে হৈল অতিশয় স্বর্ত্তি । সংশয়
 প্রলাপ কহে মহাবাণী আর্ত্তি ॥ ৫৭ ॥

মধি ! হে, আগে কি এ সে কিশোর শ্যাম । মহাকাস্তি
 পুঞ্জঘটা যার দৃশ্যমান ॥ চরণকমলদ্বয় শোভা মনোহর ।
 বাদে নিজে পদ্মবন শোভা এ সকল ॥ লক্ষ্মী অবলম্ব করে
 তাহা তেয়াগিয়া । বেণু অবলম্ব কৈল প্রণয় লাগিয়া ॥
 পর্য্যাপ্তি শিল্প শোভা যেই ছই করে । তাহাতে ধরিয়া

বাহু দোহদভাজনং স্নগদৃশাং মাধুর্যধারাকিরৌ

বক্ত্রং বাগ্বিষয়াভিলঞ্জিতমহো বালং কিমেতম্মহঃ ॥৫৮॥

এতন্মাম বিভূষণং বহুমতং বেশায় শেমৈরলং

দোহদস্য সর্কীভীষ্টস্য ভাজনং পাত্রং যৌ তথাস্য বক্ত্রং বাগ্বিষয়মভিলঞ্জয়তি যত্তদনির্কচনীয়মিত্যর্থঃ । যদ্বা । নির্কিশেষমাধুর্যস্কূর্ত্যাহ । এতম্মহঃ কিং কীদৃশং মনোনেত্রহারকত্বাদাশ্চাৰ্য্যমিত্যর্থঃ । কিঞ্চদিশেষস্কূর্ত্যা কন্দর্পোদয়াদাহ । অহো বালং কিশোর মেতং । সমাগ্বিশেষস্কূর্ত্যা মাধুর্যোদয়াদাহ । অস্য পাদৌ তত্রাপি বাদেতি পূর্ববৎ । দশাস্তরদ্বয়ে স্নগমং ॥ ৫৮ ॥

পুনরতিবিশেষণে তন্মুখমাধুর্যস্কূর্ত্যা প্রলপন্ত্যা বচোহল্পবদনমাহ । এতদ্বক্ত্রং

বিনোদন অর্থাৎ বেণুবাদ্যবিষয়ে প্রণয়ী এবং নিখিল শিল্প-বিষয়ে প্রবীণ, বাহুদণ্ড দুইটী ত্রজাঙ্গনাগণের অভিলাষের আবাসভূমি ও মাধুর্যধারা স্বরূপ, তথা বদন বাক্য পথের অগোচর অর্থাৎ বর্ণনাতীত ॥ ৫৮ ॥

পুনশ্চ রতিবিশেষে শ্রীকৃষ্ণের মুখমাধুর্য স্কূর্ত্তি হওয়ায় প্রলাপকারিণী শ্রীরাধার বাক্য গ্রন্থকার বর্ণন করিতেছেন ॥

কিশোরাকৃতি তেজঃপুঞ্জের যাহা এই বিভূষণ বর্ণিত

যদ্বন্দনঠাকুরের পদ্য ।

আছে বেণু মনোহরে ॥ তথা বাহুদ্বয় হয় শোভা মনোহর ।
 ক্ষরয়ে মাধুর্য-ধারা যাতে নিরন্তর ॥ এই ত কারণে বাহু
 স্নগদৃশাগণে । সর্কীভীষ্ট পাত্র হয় অতি মনোরমে ॥ তথা
 মুখপদ্ম শোভা অতিবিলক্ষণ । বাক্যের গোচর নহে ঐছে
 মনোরম ॥ কহিতেই পুনঃ তাহা অত্যন্ত বিশেষ । সে মুখ
 মাধুরী-স্কূর্ত্তি হইল অশেষ ॥ তাহাতে প্রলাপ করি কহিতে
 লাগিলা । সেই বাক্য লীলাশুক তাহা প্রকাশিলা ॥ ৫৮ ॥

সখি ! হে, এই লাগি গোবিন্দবদন । নানাবর্ণ-মণিগণে

বক্ত্রং দ্বিত্রবিশেষকাস্তিলহরীবিন্যাসধন্যাধরং ।

শিল্পৈরঙ্গধিয়াগগম্যবিভবৈঃ শৃঙ্গারভঙ্গীগয়ং

নাম প্রাকাশ্যে । বেশায় মহমতং বিভূষণং । শেঠৈ নানাগিময়ৈরলং পর্যাপ্তং ।
নহু নানাগনীনাং বর্ণশাবলাং শোভাবিশেষঃ স্যাত্তত্রাহ । দ্বৌ বা ত্রয়ো বা
বিশেষা যস্যাং তাদৃশী বা কাস্তিলহরী তস্যা বিন্যাসেন ধন্যোৎসবো যস্মিন্ ।
স্মিতাধরগণ্ডাদেঃ শৌক্ল্যারুণশ্যামতা ইতি বিশেষা জ্ঞেয়াঃ । পুনর্মাধুর্য্যাতি-
শয়ানুভবাং জ্যোতিঃপুঞ্জেন স্কূর্ত্যা সর্কাদাবয়বমহুভূষ তেবাঞ্চ ভূষণত্বেনানু-
ভবাং সাশ্চর্য্যামাহ । ইদং মহঃকাস্তিপূরশ্চিত্রং সাবয়বত্বাং । পুনস্তৎসৌষ্ঠব-
স্কূর্ত্যা অত্যাশ্চর্য্যামাহ । কস্যচিদপূর্ববিধেঃ শিল্পৈরেব যাঃ শৃঙ্গারভঙ্গ্যো

হইল তাহাই যথেষ্ট, কারণ যে বেশের অনন্তদেবও অন্ত
করিতে অক্ষম, কেবল বদন দুই তিনটি বিশেষ কাস্তিলহরী
বিন্যাসে ধন্যতম অধর সুশোভিত, অল্পবুদ্ধি জনসকল

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

বহুমত বিভূষণে, বেশ লাগে পর্যাপ্ত মোহন ॥ ৫ ॥

দুই তিন মণিকাস্তি, লহরী বিশেষ ভাতি, ধন্যাধর শোভা
যাতে হয় । স্মিতাধর গণ্ডদ্বয়, শুক্লারুণ শ্যামময়, এই মণি
কাস্তি যে নিন্দয় ॥

পুনঃ মাধুর্য্যানুভবে, কহিতে লাগিলা তবে, সর্ব-অঙ্গ
জ্যোতিঃপুঞ্জ স্কূরে । কিবা কাস্তিপূর এই, চিত্র অবয়ব
ময়ী, আশ্চর্য্য লাগয়ে মোর পুরে ॥

পুনঃ তার সৌষ্ঠব, দেখিয়ে কহয়ে সব, অত্যাশ্চর্য্য
হইল যে মনে । অপূর্ব বিধাতা শিল্প, শৃঙ্গার ভঙ্গীর কল্প,
ভূষণ ভঙ্গীর চিত্র মনে ॥

তাতে হৈতে অতিশয়, স্কূর্তি আবির্ভাব হয়, এই চিত্র

চিত্রং চিত্রমহো বিচিত্রমহহো চিত্রং বিচিত্রং মহঃ ॥৫৯
অগ্রে সমগ্রয়তি কামপি কেলিলক্ষ্মী-

ভূষণভঙ্গ্যস্তময়ীং । অহো বিচিত্রমিদং । ততোহপ্যাতিশয়কূর্ত্যাহ ।
অহো ইদং চিত্রং বিচিত্রং যতঃ কীদৃশৈ স্তৈঃ । অল্পধিগ্যাসেতদ্বিধাদীনাম-
গম্যবিভবো যেষাং তৈঃ । সন্নকর্ষণ্যং অহো ইতি বক্তব্যে অহো ইতুক্তিঃ ।
দর্শাঘ্নয়ে স্তুগমং ॥ ৫৯ ॥

ততঃ সাক্ষাৎ তং মহা স্বভাগ্যাতিশয়মননাং কিমিদং সত্যমিতি স-
বিচারং প্রলপন্ত্যা বচোহস্থবদমাহ । অগ্রে সম পুরঃ কামপি কেলিলক্ষ্মীং সমগ্র-

যাহার বৈভব জানিতে সমর্থ হয় না, তাদৃশ শিল্প সমূহ দ্বারা
শৃঙ্গারভঙ্গী অর্থাৎ ভূষণ ভঙ্গিমা স্তুরাং চিত্র চিত্র মহাচিত্র
এবং বিচিত্র ও মহাবিচিত্র ॥ ৫৯ ॥

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার বোধ করত আপনাব
ভাগ্যাতিশয় মানিয়া “এ কি ?” এই বলিয়া সবিচার প্রলাপ-
কারিণী শ্রীরাধার বাক্য অনুবাদপূর্বক কহিলেন ॥

আমার অগ্রে শ্রীকৃষ্ণ কোন এক অনির্বচনীয় কেলি-

যছন্দনঠাকুরের পদ্য ।

বিচিত্র মাধুরী । অল্প-বুদ্ধি-বিধি-আদি, অগম্য বৈভব সাধি,
হেন চিত্র মাধুর্যের ধুরি ॥

এতেক কহিতে রাই, সাক্ষাৎ মানয়ে তাই, সৌভাগ্যা-
তিশয় মনে করি । কিবা এই সত্য হয়, স্তবিচারে প্রলপয়,
লীলাশুক কহে শ্লোক পড়ি ॥ ৫৯ ॥

গোর আগে কোন কেলি শোভা বিলসয় । ইহা কহি
পার্শ্ব পৃষ্ঠে নিরখি কহয় ॥ অন্য দিগ্ গণেহ দেখিয়ে সেই
শোভা । এক দিকে কেনে সর্বত্রয় মনোলোভা ॥ এত

মন্যাস্তু দিক্ষুপি বিলোচনমেব সাক্ষি ।

হা হস্ত হস্তপথদূরমহোকিমিত-

রতি সম্যক্করোতি । অতঃ সত্যমেব পুনঃ পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতশ্চালোক্যাহ ।
অন্যাস্তু দিক্ষুপি তথা তদেকঃ কথং সৰ্বত্র ভবত্বিত্তি সংশয়া সপ্রত্যয়মাহ ।
বিলোচনমেব সাক্ষি প্রত্যক্ষমেব দৃশ্যতে কথমন্যথা স্যাৎ ভবতু স্পৃষ্টা নির্ধা-
রয়ামীতি বাহু প্রসার্য তত্র তত্র গম্বা ততোহপি দূরে তমালোক্য সবিষাদ-
মাহ । হা হস্ত হস্তপথদূরং হস্তপথাদূরে এতদিত্তি সবিতর্কমাহ । অহো কিমে-
তৎ ক্রণং বিমৃষ্য সনির্গমদৈন্যমাহ । অথ ইত্যাকাশে বিষাদসম্বোধনং ।

লক্ষ্মীকে সম্যক্ রূপে প্রকটিত করিতেছেন, তৎপরে
দেখিলেন সত্যই বটে, পুনর্বার পার্শ্ব ও পশ্চাদ্দেশে
দেখিয়া অন্যান্যদিকেও যে, সেই শোভাই দেখিতেছি ।
যদি বল এক বস্তু সৰ্বত্র কি রূপে সম্ভবিত্তে পারে,
এই বলিয়া মনোগম্যে সংশয় হওয়ায় প্রত্যয়ের সহিত কহি-

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

কহি সংশয় মনেতে উপজিল । সপ্রশ্নয় রূপে কিছু কহিতে
লাগিল ॥ বিলোচন সাক্ষী মোর সৰ্বত্র দেখিয়ে । এই
সত্য হয় ইহা অন্যথা না হয়ে ॥ হস্তে করে পরশিয়া
করিয়ে নির্দ্ধার । কহি বাহু প্রসারিয়া যায় ধরিবার ॥ যত
যায় তত তত দূরে দেখে তারে । তা দেখি বিষাদ করি
কহে বারে বারে ॥ হায় হস্তপথ-দূরে হাতে নাহি পাই ।
নয়নে দেখিয়ে ঐছে কভু দেখি নাই ॥ এতেক বিতর্ক
করি কহে বিমর্ষিয়া । কি আশ্চর্য্য হয় এই মন মোহনিয়া ॥
আকাশ চাহিয়া কহে পুনঃ ওই হয় । কিশোর হইল মোর
ত্রিভুবনময় ॥ এইরূপে গোবিন্দের লাগ না 'পাইয়া ।

দাশাকিশোরময়ং জগজ্জয়ং মে ॥ ৬০ ॥

চিকুরং বহলং বিরলং ভ্রমরং

মুছলং বচনং বিপুলং নয়নং ।

আশা কিশোরময়ং জগজ্জয়ং মে জাতং । দশাস্তরদ্বয়ে স্তম্ভমং ॥ ৬০ ॥

অথ তদলাভান্মথুরাবীথ্যাং পতিতঃ পুনস্তম্যাঃ ভূমৌ নিপত্য মুচ্ছস্ত্যাঃ

লেন, আমার লোচন এই বিষয়ে সাক্ষী, ইহা কি প্রকারে অন্যথা হইবে। যাহা হউক আমি স্পর্শ করিয়া নির্দ্ধারণ করি এই বলিয়া বাহুপ্রসারণপূর্বক তথায় গমন করিয়া দেখিলেন সে স্থান হইতে আরও দূরে গমন করিয়াছেন। তখন সবিষাদে কহিলেন। হা কষ্ট ! হা কষ্ট ! ইনি যে হস্ত পৃথের দুরবর্তী হইলেন, এই বলিয়া সবিতর্কে কহিলেন “অহো একি ! এই বলিয়া ক্ষণকাল বিচারপূর্বক দৈন্য সহকারে কহিলেন “ওমা ! আমি যে সকলদিকেই ত্রিজগৎকে কিশোরময় দেখিতেছি ॥ ৬০ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের অলাভ হেতু মথুরার বীথীতে পতিত হইয়া পুনর্বার মথুরার ভূমিতে পতিত হওত মুচ্ছিত হইলে

বহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

পড়িলা কামিনী তথা অচেতন হৈয়া ॥ সখী কহে “এখনি মাধুর্য্যগণা তার । নয়নে দেখহ যাতে শোভা মনোহর” ॥ ইহা শুনি চেতন পাইলা স্খামুখী । কুঞ্জলীলা অন্ত সেবা না পাইয়া ছুঃখী ॥ ছুই নেত্র মুদি কহে প্রলাপ বচন । মথুরার পথে পড়ি লীলাশুকের মন ॥ ৬০ ॥

সখি ! হে, কবে ছুঃখহরণ প্রভুর । স্নিগ্ধঘনচূড়া হেন

অধরং মধুরং বদনং মধুরং ।

অধুর্নৈবাগতস্য তত্তন্মাধুর্যমমুভবিষ্যসীতি সখীভিঃ প্রবোধিতায়াঃ নেত্রে নিম্নীলৈব কুঞ্জে লীলাবসান সময়ে তস্য স্বেষ্টতত্তৎসেবাদ্যপ্রাপ্তিস্কূর্ত্যা তাঃ প্রতি প্রলপন্ত্যা বচোহমুভবদ্রাহ চিকুরমিত্যাদি । হু ভোঃ সখাঃ বিভোরেত-
দুঃখহরণসমর্থস্য চিকুরং কদা চূড়াভেন বধুমীতি শেবঃ । এবমগ্রেহপি কীদৃশং বহলং সিন্ধুনিবিড়ং । তথা ভ্রমরং ললাটালকং কদা উল্লঙ্ঘামি । কীদৃশং বিরলং অলিপঙ্ক্তিবৎ পৃথক্ পৃথক্ স্থিতং । মুহলং বচনং কদা শ্রোষামি

এখনি আগমন করিবেন আপনি তাঁহার সেই মাধুর্য অনুভব করিবেন, নিজের সখীগণ কর্তৃক এইরূপ প্রবোধিত হইয়া নেত্রদ্বয় নিম্নীলন করত কুঞ্জে লীলাবসান সময়ে তাঁহার স্বীয় ইচ্ছা স্ফূর্তিধারা সখীর প্রতি প্রলাপকারিণীর বাক্য অনুবাদপূর্ব্বক কহিলেন ॥

হে সখীগণ ! ঝাঁহার কেশপাশ বিরল ভ্রমরমালার তুল্য, বচন মুহু, নয়ন বিপুল, অধর মধুর, বদন মধুর ও চরিত্র

বহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

বান্ধিব চিকুর ॥ অলকালি শোভা ভালি বিরল বিরল ।
কবে ভৃগুপঙ্ক্তি বন্ধ করিব সোশর ॥ কবে সেই মুহু মুহু
বাণী মনোহর । শুনি শুনি জুড়াইব কর্ণের অন্তর ॥ বিপুল
নয়ন কবে দেখিব নয়নে । কবে পাব অধর মধুরামৃত
পানে ॥ কবে সে বদনচন্দ্র করিব চুম্বন । চপল চরিত কবে
অনুভাবি মন ॥ এইরূপে গাঢ় আর্ত্রে অতিলজ্জাচয়ে । বাক্যের
সমাप्ति নাহি এলা মিলা কহে ॥ ক্ষণে উঠে বন্দাবনে যাই-
বার কালে । মুছাঁ পাঞা পড়ে ধনী পুন সেই স্থলে ॥

চপলং চরিতঞ্চ কদা হু বিভোঃ ॥ ৬১ ॥

পরিপালয়নঃ কৃপালত্রত্য স্কৃষ্ণজন্মিতগার্ভবান্ধবঃ ।

বিপুলং নয়নং কদা ত্রক্যামি মধুরমধুরং কদা পশ্যামি মধুরং বদনং কদা
চুষ্টিষ্যামি চপলং চরিতং কদা হু ভবিষ্যামি গাঢ়ার্ভ্যা লজ্জয়া চ রাগসমাধিঃ ।
দশাধয়ে স্তম্ভং ॥ ৬১ ॥

ততঃ কৃপাছথায় বৃন্দাবনং গচ্ছন্ । এতদ্বদন্ত্যাং তস্যাত্- মূর্চ্ছিতায়াং তৎ-
সখীনাং অন্যান্যাপ্রলপিতস্কৃর্ত্যা তদমুবদনমাহ স্বাভ্যাং । হু ভোঃ সখ্যঃ হে
কৃপালো এত্য নোহস্মান্ পরিপালয় ইত্যস্মাকং বহুজন্মিতানাং মধ্যে স্কৃষ্ণজন্মি-
তমপি বিভুঃ সর্করক্ষাসমর্থঃ । শ্রীকৃষ্ণঃ মুরলীমুহুরনস্যাস্তরে মধ্যে কদা

চঞ্চল, সেই বিভু শ্রীকৃষ্ণের এই সমুদায় কবে দর্শন
করিব ? ॥ ৬১ ॥

অনন্তর তৎক্ষণাৎ উথিত হইয়া বৃন্দাবনে গমন করিতে
ছেন এমন সময়, সেই পূর্বোক্ত বাক্য বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলে
তাঁহার সখীগণ যেন প্রলাপ করিতেছেন, এই স্ফূর্তিতে দুই
শ্লোকে কহিলেন ॥

সখীগণ “হে কৃপালো ! তুমি আগমন করিয়া
অমাদের সকলকে রক্ষা কর । আমাদের এইরূপ বহু

বহনননটাকুরের পদ্য ।

তাহা দেখি সখীগণ অন্যে অন্যে কহে । এই ত প্রলাপ
স্ফূর্তি লীলাশুকে হয়ে ॥ ৬১ ॥

সখীগণ কৃপালয় কেবল মুরারি । আশা সবাकारে দেখা
দিবে কৃপা করি ॥ অনেক জল্পয়ে যেন তাহারেই দিবে
তার মধ্যে অল্প যে জল্পয়ে তারে দিবে ॥ মুরলী গানের
মধ্যে যেই স্থখসিদ্ধি । কবে কর্ণে প্রবেশিবে তার একু

মুরলীমুহুরলম্বনাস্তরে বিভুরাকর্ণয়িতা কদা নু নঃ ॥ ৬২ ॥
 কদা নু কস্যং নু বিপদশয়াং
 কৈশোরগন্ধিঃ করুণাম্বুধি নঃ ।

আকর্ণয়িতা শ্রোষ্যতি । তত্র হেতুঃ । আর্জেতি কৃপালয়েত্যসকৃদिति পাঠে । হে
 কৃপালয় ইতি সক্রজ্জলিতং । দশাস্তরদ্বয়ে সুগমং ॥ ৬২ ॥

নহু স্বজনবিপত্তরমসহিষ্ণুঃ কৃপালুরয়ঃ শ্রীকৃষ্ণ এত্যা নঃ পালয়িত্বাভীতি
 কস্যাশ্চিৎকাত্যাং সর্দৈন্যাং প্রলপস্তীনাং বচোহমুভদগ্নাহ । স করুণাম্বুধিঃ কদা
 নু কস্মিন্ ক্লেণে ইতোপাধিকায়ং কস্যং নু বিপদশয়াং বিপুলায়তাভ্যাং

জল্পনার মধ্যে একটি জল্পনাও সর্ব্বরক্ষা সমর্থ আর্তবন্ধু
 শ্রীকৃষ্ণ মুরলীর কোমল শব্দের মধ্যে কবে শ্রবণ করি-
 বেন ॥ ৬২ ॥

অহে ! স্বজনদিগের বিপৎ সমূহ অসহিষ্ণু কৃপালু এই
 শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিয়া আমাদেরকে পালন করিবেন এই
 বাক্যের অনুবাদ করত কহিলেন ॥

কোন সময়ে কোন বিপদশয় কৈশোরগন্ধি অর্থাৎ

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

বিন্দু ॥ কবে মুচ্ছাগত সখী পাইবে চেতন । কৃপাসিন্দু
 তুমি কহি এই সে কারণ ॥ স্বজন বিপত্তিভর অসহিষ্ণু
 হরি । এ লাগি কৃপালু নাম আছে ক্ষিতি-ভরি ॥ নিজ
 কৃপালুতা নাম পালন করিতে । অবশ্য রাখিবে সখী এই
 বিপদেতে ॥ ঐছে বাক্য কোন সখী কহে প্রলাপিয়া । লীলা-
 শুক সেই শ্লোক পড়ে আর্ত হৈয়া ॥ ৬২ ॥

সখি ! হে, কবে শ্যামসুন্দরশেখর । এই বিপত্যের
 কালে হৈয়া কৃপাধর ॥ বিপুল আয়ত নেত্র গোচর বিষয়ী ।

বিলোচনাভ্যাং বিপুলায়তাভ্যা-
মালোকয়িষ্যান্ বিষয়ীকরোতি ॥ ৬৩ ॥
মধুরমধুরবিশ্বে মঞ্জুলং মন্দহাসে

বিলোচনাভ্যামালোকয়িষ্যান্ বিষয়ীকরোতি স্বগোচরীকরিষ্যতি । ইতোহপি
বিপংসস্তবেসাম । কীটুক্ । কৈশোগন্ধিঃ । স্বল্পার্থে ইচ্ সগাসান্তঃ । নবকৈশোর
ইত্যর্থঃ দশাধয়ে স্তগমং ॥ ৬৩ ॥

অথোন্নত্তেবোথার উপবিশ্য নেত্রে নিম্নিত্যেব সখীঃ প্রতি সোৎকর্ষং
পৃচ্ছন্ত্যা বচোহুভবদম্বাহ । হু ভোঃ সখাস্তং মরকতমণিনীলং বালং কিশোরং

নবকৈশোর করুণাম্বুধি শ্রীকৃষ্ণ বিপুল ও আয়ত লোচনযুগল
দ্বারা কৃপাকটাক্ষে অবলোকন করত নেত্রপথের কি পথিক
করিবেন ? ॥ ৬৩ ॥

অনন্তর উন্নত্তের ন্যায় উঠিয়া উপবেশনপূর্বক
শ্রীরাধা নেত্রদ্বয় মুদ্রিত করিয়াই সখীগণের প্রতি উৎকর্ষার
সহিত জিজ্ঞাসা করিতে থাকিলে তাঁহার বাক্যের অনুবাদ
করত কহিলেন ॥

হে সখীগণ ! যাহার অধরবিশ্ব অতি মধুর ও মন্দ-
হাস্য মনোহর, যিনি মুরলীতে শীতল অমৃত তুল্য শব্দ

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

কবে সে করিবে অতি দয়া উপজায়ি ॥ কৈশোর স্তগন্ধ
যেই সেই সর্ষঙ্গণ । কৃপাতে করিবে কবে ইহা দরশন ॥
তাহা শুনি উঠে রাই নয়ন মুদিয়া । সখী প্রতি কহে রাই
উৎকর্ষিতা হৈয়া ॥ ৬৩ ॥

সখি হে মরকতমণি নীলকাঁতি । কৈশোর শেখরবর,
মৃগদৃশী তপহর, কবে নিরখিব সে মুরতি ॥ ৬৩ ॥

শিশিরমমৃতনাদে শীতলং দৃষ্টিপাতে ।

বিপুলমরুণনেত্রে বিশ্ৰুতং বেণুনাদে

আলোকয়ে কদা ত্রক্ষ্যামীত্যর্থঃ । কীদৃশং অধরবিষে মধুরং মন্দহাসে মঞ্জুলং
অমৃতনাদে শিশিরং । দৃষ্টিপাতে শীতলং অরুণনেত্রে বিপুলং বেণুনাদে

করেন, যাহার দৃষ্টিপাতে ত্রিজগৎ শীতল হয়, নিখি
বিপুল ও অরুণবর্ণ নেত্রশালী তথা বেণুবাদ্য বিষয়ে
বিখ্যাত এবং যিনি মরকত অর্থাৎ ইন্দ্রনীলমণির তুল্য

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

বান্ধুলী সুরঙ্গ জিনি, মধুর অধর বাণী, মুছ নব পল্লব
জিনিয়া । সদাই প্রফুল্ল অতি, যাহাতে মোহয়ে মতি,
কবে নেত্র জুড়াবে দেখিয়া ॥ তাতে মন্দ মন্দ হাসি, উগরে
অমৃত রাশি তার মঞ্জু শোভা বিলক্ষণ । সদাই অধর তাতে,
স্নান করে অবিরতে, তা দেখি জুড়াব কবে মন ॥

তাহাতে অমৃত বাণী, কর্ণ মন রসায়নী, অতিস্নিগ্ধ
সুমাধুরীময় । তাতে পরিহাসভঙ্গী, তরুণীর প্রাণসঙ্গী,
কবে তা শুনিব কর্ণদ্বয় ॥

লোচন চাহনি তাতে, কত প্রেমসয় য়াতে, অতি স্নল-
লিত সদা যেই । বঙ্কিম চাহনি আর, অপাঙ্গ ইঙ্গিতে তার,
কবে আঁখি দেখিব সদাই ॥

তাহাতে অরুণ আঁখি, বিপুল আয়ত সাক্ষী, তাতে ঘন
পঙ্কের সুষমা । যাহা দেখি গাতে নারী, কে কহিবে সে
মাধুরী, কবে সে দেখিব মনোরমা ॥

তাতে বেণু গান সুধা, যে করে অমৃত মুখা, ত্রজনারী

মরকতমণিনীলং বালমালোকয়ে নু ॥ ৬৪ ॥

মাধুর্যাদপি মধুরং মন্থতাতস্য কিমপি কৈশোরং ।

বিশ্রুতং । দশাস্তরম্বয়ে স্নগমং ॥ ৬৪ ॥

অথোখায় ইতস্ততোধাবস্তাঃ সখীভিরঞ্চলে গৃহীত্বা সখি কিমিত্যাম্বস্তাসি-
ধৈর্য্যঃ কুর্কিতি প্রবোধিতায়াঃ সধৈর্য্যগিব বচোহম্বদমাহ । মন্থতাতস্য
মনোমথ্নাতীতি মন্থথো দুঃখদঃ কামস্তং জনয়তীতি মন্থথজনকস্তস্যোতি বক্তব্যে
ভাববৈভবশাং সমানপর্যায়ত্বাচ্চ ততাতস্যোক্ত্যুক্তিঃ । তস্য কৃষ্ণস্য কিমপা-
নির্বচনীমং কৈশোরং চেতোহরতি হস্ত খেদে কিং কুর্শ্বঃ । তত্র হেতুমাহ ।

শ্যামাগ্ন সেই কিশোর শ্রীকৃষ্ণকে কবে দর্শন করিব ? ॥ ৬৪ ॥

অনস্তর উস্থিত হইয়া শ্রীরাধা ইতস্ততঃ ধাবমান হই
তেছিলেন সখীগণ তাঁহার অঞ্চলে ধারণ করিয়া কহিলেন
সখি ! তুমি কি উন্মত্তা হইয়াছ, ? ধৈর্য্য ধারণ কর, সখী-

যছন্দননঠাকুরের পদ্য ।

চিত্ত যেই হরে । সে বেণু শুনিব কবে, হেন নাকি দিন
হবে, ডুবাইব শ্রবণ অন্তরে ॥

এতেক কহিতে রাই, অন্তরে স্নগাস্থ নাই, উন্মাদ বাঢ়িল
অতিশয় । উঠিয়া ধাইয়া যায়, সদা কহে হায় হায়, সখী-
গণ ধরিয়া রাখয় ॥

তার। কহে শুন সখী, উন্মাদ বাঢ়াও নাকি, ধৈর্য্য অব-
লম্ব কর তুমি । শুনি প্রিয়সখী-বোল, ছাড়ি অতি উত্ত-
রোল, ধৈর্য্য প্রায় কহে কিছু বাণী ॥ ৬৪ ॥

সখি হে গোষিন্দের কৈশোর বয়স । অনির্বাচ্য মন্থ-
খন, মন্থথ বিলক্ষণ, হরে চিত্ত কি করিমু শেষ ॥ ৬৪ ॥

চাপল্যাদতিচপলঃ চেতোবতহরতি হস্ত কিং কূৰ্মঃ ॥৬৫

কীদৃশং মাধুর্য্যং তজ্জপধৰ্ম্মাদপি গধুরং লক্ষণয়াতিমধুরমিত্যর্থঃ । নবয়ি
মুখে কস্যাম্বেতো ন হরতি কান্যা স্বমিবোন্মাদ্যতি । তত্রাহ কীদৃশং চেতঃ
চাপল্যাতজ্জপধৰ্ম্মাদপি চপলং তমৈব দোষ ইত্যর্থঃ । যদ্বা তস্য কৃষ্ণস্য
সম্মতকৈশোরং ব্যাপ্য মনো হরতীত্যর্থঃ । কাশাধনোরতাস্তসংযোগ ইতি
দ্বিতীয়া । কিম্বা কৈশোরঃ কীদৃশং সম্মততা তৎস্বরূপং । স্বাস্তদর্শায়াং সমান
সখীঃ প্রত্নাক্তিঃ । বাহে সঙ্গিজনান্ প্রতি ॥ ৬৫ ॥

দিগের এই বাক্যে প্রবোধিতা শ্রীরাধার সর্ধৈর্ঘ্যের ন্যায়
বাক্যের অনুবাদ করত কহিলেন ॥

সেই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য হইতেও গধুর কোন এক অনি-
র্বচনীয় সম্মততা এবং কৈশোর তথা চাপল্য অপেক্ষাও
চপল, এই সকল আগার চিত্তকে হরণ করিতেছে হায় !
এখন আমি কি করিব ? ॥ ৬৫ ॥

যত্নন্দনঠাকুরের পদ্য ।

শুনহ কারণ তার, মাধুর্য্যে মাধুর্য্য সার, প্রতি অঙ্গে
অনঙ্গ তরঙ্গ । চঞ্চল হইতে অতি, চঞ্চল করায় মতি, তাতে
নারি ধৈর্য্য করিবার ॥

যদি বোল মুখা তুমি, শুন যে কহিয়ে আমি, কার চিত্ত
না হরয়ে সে । তুমি হেন উনমতা, না দেখি শুনিয়ে
কোথা, পরধনে লোভ কর বশে ॥

তবে তাহা শুন কহি, মোর কিছু দোষ নাহি, চিত্তের
নাহিক দোষ লেশ । চাপল্য কৈশোর ধৰ্ম্ম, চাপল্য তাহার
কৰ্ম্ম, চাপল্যতা করে চিত্তদেশ ॥

সখী কহে ভাল হৈল, কণেক ধৈর্য্যতা কর, এখনি দেখিহ

বক্ষঃস্থলে চ বিপুলং নয়নোৎপলে চ

মন্দস্মিত্তে চ মুদুলং মদজল্পিত্তে চ ।

নম্বধুনৈব তং দ্রক্ষ্যসি ক্ষণং ধৈর্য্যং কুর্কিতি পুনস্তাতিঃ প্রবোধিতায়াঃ

অহে ! তুমি এখনই তাঁহাকে দেখিতে, পাইবে, ক্ষণ-
কাল ধীর হও, এই বলিয়া পুনর্বার সখীদিগের কর্তৃক প্রবো-
ধিত শ্রীরাধার মলালম বাক্য অনুবাদ পূর্বক কহিলেন,—

যত্ননন্দনঠাকুরের পদ্য ।

তারে তুমি । সখীর প্রবোধ পাঞা, লালসা বাঢ়িল হিয়া,
তাতে কহে অতিমিষ্ট বাণী ॥ ৬৫ ॥

সখি ! হে, কৃষ্ণ নবকিশোরশেখর । সুবিলাস মহানিধি,
রসে নিরংগিল বিধি, কবে দেখি জুড়াব অন্তর ॥ ৬৬ ॥

বক্ষঃস্থল পরিসর, দর্পণ সুছটাধর, তরুণীর হিয়া লোভে
যাতে । সুশীতল সুকোমল, অনঙ্গের তাপ হর, কবে আমি
আলিঙ্গিব তাতে ॥

তৈছে নীলোৎপলদ্বয়, পরম বিদীর্ণময়, অতিদীর্ঘ অতি
সুচাপল । কমল উপরে যেন, নাচে খঞ্জরীট হেন, কবে
শোভা দেখিব তরল ॥

তৈছে মুদুগন্দ হাস, পুষ্পগুচ্ছ পরকাশ, সদাই প্রসন্ন
মুখচন্দ্র । কবে নিরখিয়া আমি, জুড়াইব ছনয়ানি, কবে
আঁখি ভাঙ্গিবেক অক্ষ ॥

বচনে মুদুতা হেন, অমৃত উগরে যেন, অর্ধ বাণী শ্রবণে
পশিলে । কুল ছাড়ে কুলবতী, সদা হয় উনমতি, কবে তা
শুনিব শ্রুতিমূলে ॥

বিস্বাধরে চ মধুরং মুরলীরবে চ

বালং বিলামনিধিমাকলয়ে কদা নু ॥ ৬৬ ॥

আত্মবিলোকিতধুরা পরিদ্বন্দ্বনেত্র-

সলালসং বচোহম্বদন্বাহ । নু ভোঃ সখাস্তং বিলামনিধিং তৎসমুদ্রং বালং
নবকিশোরং কদা আলোকয়ে দ্রক্ষ্যামীতার্থঃ । কীদৃশং । বক্ষঃস্থলে চ নয়নোৎ-
পলে চ বিপুলং বিস্তীর্ণং ॥ মন্দস্মিতে চ মদজ্বলিতে চ মুদুলং । বিস্বাধরে চ
মুরলীরবে চ মধুরং । দশাস্তরদ্বয়ে স্নগমং ॥ ৬৬ ॥

অথাতিদৈন্যোদয়াং সর্দৈনাং তদর্শনকারিণোহভিন্দন্ত্যা বচোহম্বদন্বাহ ।

অহে সখীগণ ! যাঁহার বক্ষঃস্থল ও নয়নোৎপল বিপুল,
মন্দহাস্যও মদজ্বলিত মুদুল, এবং যাঁহার বিস্বাধর মধুর ও
মুরলীরব মধুর, সেই বিলামনিধি বাল অর্থাৎ কিশোরকে
আমি কবে নিরীক্ষণ করিব ? ॥ ৬৬ ॥

অতিশয় দৈন্যের উদয় হেতু সর্দৈন্যে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন

যত্নমন্দনঠাকুরের পদ্য ।

বিস্বাধর স্নমধুর, উদগারে রসের পূর, অরুণ বরণে স্নধা
মাখা । কবে নিরখিব আমি, কহ দেখি সখী তুগি, এই
ওষ্ঠাধরে হবে দেখা ॥

মুরলীর রবে তেন, মাধুরী বিষয়ে যেন, অমৃত ঝরণে
দশ দিশা । শ্রবণে শুনিব কবে, হেন কি স্নদিন হবে, পূর্ণ
হবে এই মোর আশা ॥

কহিতে কহিতে অতি, দৈন্য বাঢ়ি গেল মতি, সেই
কৃষ্ণ দেখে যেই জন । তার ভাগ যে বাখানে, তারে কহি
ধন্য জনে, লীলাশুক করয়ে বর্ণন ॥ ৬৬ ॥ ১১.৩.১৫

সখি হে পুরুষের শ্রেষ্ঠ সে গোবিন্দ । কৃতি যেই
কৃতপুণ্য, পুঞ্জগণ মহাধন্য, সেই দেখে তার মুখচন্দ্র ॥ ৬৬ ॥

মাবিক্ততস্মিতসুখামধুরাধরোর্তং ।

আদ্যং পুমাংসমবতংসিতবহি'বহ'-

আর্দ্রাবলোকিতেত্যাदि । তমাদ্যং পুমাংসং পুরুষশ্রেষ্ঠং যে কৃতিনঃ কৃত্যপুণ্য-
পুঞ্জাঃ তএবালোকয়ন্তি । আকর্ণয়ন্তীতি পাঠে তাদৃশং যে শৃণু স্তি ত এব ধন্যাঃ ।
কিমুত যে পশ্যন্তীত্যর্থঃ । আদ্যং প্রেমবজ্জনৈরাস্বাদ্যং ইতি বা । কীদৃশং ।
প্রণয়করণরসৈরাদ্র্যয়া অবলোকিতধুরা তদতিশয়েন পরিনক্ষে যুক্তে নেত্রে
যস্য আবিষ্কৃতং যং স্মিতং তদেব সুখা তয়াতিমধুরাবধরোর্তৌ যস্য তথা-

কারিণী শ্রীরাধার বাক্য অভিনন্দন পূর্বক কহিলেন ॥

যাঁহার নেত্র আর্দ্র দৃষ্টিভারে আলিঙ্গিত ও প্রকাশিত, মধুর
হাস্যরূপ সুখাধারা অধরোর্ত মধুর, সেই ময়ূরপিচ্ছধারী আদ্য

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

সদাই নয়নে যার, করুণা রস অবতার, আর্দ্র অবলোকে
অতি ধুরা । তাহাতে প্রণয়যুক্ত, বাক্যে তাহা নহে উক্ত,
তাহা দেখে ভাগ্যবান্ যারা ॥

অধরোর্ত সুমধুর, যাতে স্মিত সুখাপূর, সদাই বিলাসে
তাহা মনে । তাহা যে বা নিরীথয়, ভাগ্যবান্ সেই হয়,
ধন্য রহু তার ছনয়নে ॥

চূড়াতে ময়ূরপুচ্ছ, তাতে বেড়া পুষ্প গুচ্ছ, তার যেই
শোভা পরিপাটী । যেই কৃত পুণ্যগণ, নিরীথয়ে অনুক্ষণ,
ধন্য রহু তার আঁখি দুটি ॥

আমার দুর্ভাগ্যগণ, কোথা পাবে দরশন, তৈছে ভাগ্য
কভু করে নাই । কহি সখীগণ সঙ্গে, কান্দে বহু পরবন্ধে-
অতিশুক্তকণ্ঠধ্বনি রাই ॥

মালোকয়ন্তি কৃতিনঃ কৃতপুণ্যপূজাঃ ॥ ৬৭ ॥

মারঃ স্বয়ং নু মধুরছ্যাতিমণ্ডলং নু

বতংসিতানি বহির্গাং বহীর্গি যেন তং । দশাস্তুরদয়ে স্মগমং ॥ ৬৭ ॥

অথ শ্রীবৃন্দাবনং প্রবিষ্টে তস্মিন্ লীলাশুকে শ্রীকৃষ্ণ স্তাসামাবিরভূদিতি-
বৎ তাসাং মধ্যে আবিভূতস্তলীলাবিশিষ্ট এব তস্যাগ্রেহপ্যাবিরভূৎ । সচ তং

পুরুষকে যাহারা পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য করিয়াছে তাহারাই দর্শন
করিয়া থাকে ॥ ৬৭ ॥

অনন্তর লীলাশুক বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলে “শ্রীকৃষ্ণ
শ্রীরাধাপ্রভৃতি গোপীগণের মধ্যে আবিভূত হইলেন” এই
লীলাবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ লীলাশুকের অগ্রেও যেন আবিভূত
হইলেন, তিনি তাঁহাকে অবলোকন করিয়া শ্রীরাধার
ভ্রম স্বয়ং উপস্থিত হওয়ায়, আমাদের শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের ভাগ্য
নাই, সখীদিগের সহিত এই কথা বলিতে বলিতে
অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণকে দূরে অবলোকন করিয়া প্রলাপ কারিণী
শ্রীরাধার বাক্যের অনুবাদ পূর্বক কহিতেছেন ॥

প্রথম দর্শন মাত্রেই নিরহবিক্রবা শ্রীরাধা কন্দর্প
ভ্রমে সভয়ে কহিতেছেন । হে সখীগণ ! যিনি অদৃশ্য হইয়া

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

অকস্মাৎ এইকালে, কিছু দূর পথে হেরে, কৃষ্ণ দেখি
অতি ভ্রম হৈল । তাহাতে প্রলাপ করি, বোলে যাহা স্মনা-
গরী, লীলাশুক দেখা যেন পাইল ॥ ৬৭ ॥

সখি হে কে দেখি যে সম্মুখে আমার । কিবা কাম
মূর্ত্তিমান, দেখ এই বিদ্যমান, দেখি শঙ্কা না হয় কাহান ॥প্রা॥

মাধুর্য্যমেব নু মনোনয়নামৃতং নু ।

বিলোকা স্বয়ং জাততত্ত্বমোহপি তস্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ স্মৃত্যকং তদর্শনভাগ্যং
নাস্ত্যেবেতি । সখীভিঃ সহ রুদন্ত্যাঃ অকস্মাত্তং কিঞ্চিদূরে বিলোকা ভ্রমবাহ-
লোন প্রলপন্ত্যা বচোহম্বুবদন্তাহ । প্রথমং দর্শনাদেব বিরহবিক্রবা কন্দর্প-
ভ্রাস্তা সভয়মাহ । যস্তাবদদৃশ্য এব জগন্মারয়তি স মারঃ স্বয়মাগতঃ
কিং নু বিতর্কে পুনর্মাধুর্য্যমমুভূয় মাশ্চর্য্যমাহ । স তাবদীদৃশ্বধুরো ন ভবতি ।
তদিদং মধুরহ্যতীনাং মণ্ডলং নু কিং পুনরত্যাশ্চর্য্যমাহ । ন তদেতং কিন্তু
মাধুর্য্যমেব তদ্বন্দ্বম্ এব পরিণতঃ সন্নাগতঃ কিং । পুন মনোনয়নয়োরতিতৃপ্তা

জগৎকে মারিয়া থাকেন, সেই মার অর্থাৎ কন্দর্প কি স্বয়ং
আগমন করিলেন ? । পুনর্বার মাধুর্য্য অনুভব করিয়া আশ্চ-
র্য্যের সহিত কহিলেন, কন্দর্প ঐদৃশ মধুর হইতে পারে না,
তবে একি মধুরছ্যাতি সকলের মণ্ডল, পুনর্বার অত্যন্ত আশ্চর্য্য

বহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

ক্ষণেক রহিয়া কহে, সখি এই কাম নহে, দৃশ্য নহে
সেই কামরাজ । জগত মারয়ে সেহ, তারে না দেখয়ে
কেহ, এতাদৃশ তার নহে মাজ ॥

মাধুর্য্য মণ্ডলছ্যাতি, কিবা হৈল মূর্ত্তিমতী, সেহ নহে
গতি হীন তার । কিবা স্মমাধুরী দেখি, যাতে সেই ধর্ম্ম
সাক্ষী, তাহার না হয় যে আকার ॥

মন মন লোচন, স্মখী করে অমুক্ণ, মন নেত্রামৃত
এই কিবা । অবয়ব দেখি পুনঃ, সস্ত্রম হইল ছন, তবে
আর দেখি এই কিবা ॥

মোর বেণীপুঞ্জ যেই, সন্মুখে বা দেখি সেই, কিবা
কান্ত আইলা প্রোম্য হৈতে । এতেক কহিতে রাই, সম্যক্

বেণীমূজো নু মম জীবিতবল্লভো নু

সসস্তোষমাহ। মনোনয়নয়োরমৃতং তজ্জপমিদং হু কিং। পুনরবয়বমহুভূয়
সমস্ত্রমমাহ। বেণীমূজো নুবেনীং মাষ্টি উন্মোচয়তীতি বেণীমূজঃ প্রৌষ্যা-
গতঃ কাস্তঃ স এবায়ং কিং। পুনঃ সমাগবলোক্য মানন্দমাহ। হু ভোঃ
সখ্যঃ মম জীবিতবল্লভোহয়ং বালঃ নবকিশোরঃ মম লোচনায় তদা
নন্দয়িতুমভ্যাদয়তে যুয়ং পশতেতি শেষঃ। স্বাস্তদশায়ান্তু তদনুগত্যৈব

বোধ করিয়া কহিলেন ইহা তাহা নয়, কিন্তু মাধুর্য্যই তদ্ব্য-
রূপে পরিণত হইয়া আগমন করিলেন কি ! পুনর্বার মন ও
নয়নের অতিশয় তৃপ্তির সহিত কহিলেন, ইহা কি মন ও নয়-
নের তৃপ্তি কারী ? পুনর্বার অবয়ব অনুভব করিয়া সমস্ত্রমে
কহিলেন, বেণী উন্মোচনকারী বিদেশাগত কাস্ত ইনি
কি সেই ? পুনর্বার সগ্যক্রূপে অবলোকন করিয়া আনন্দের
সহিত কহিলেন, অহে সখীগণ ! ইনি আমার জীবিতবল্লভ
বাল অর্থাৎ নবকিশোর আমার লোচনকে আনন্দ দিবার

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

নিরিখে তাই দেখ সখি এই না সাক্ষাতে ॥

আমার জীবন পতি, নবীন কিশোরাকৃতি, আগে আসি
উদয় হইলা। তাপিত আমার আঁখি, জুড়বার তরে
দেখি, কৃপাকরি মোরে দেখা দিলা ॥

এইরূপে রাধিকার, যত সখীগণ তার, কৃষ্ণসঙ্গে মিলন
হইলা। তাহা দেখি লীলাশুক, অন্তরে পাইলা সুখ, বাহ-
স্বৃতি তব হি ভৈগেলা ॥

তাহার মাধুরী হৈতে, আকর্ষে ইন্দ্রিয় চিত্তে, মম্মথ

বালোহয়মভ্যাদয়তে মম লোচনায় ॥ ৬৮ ॥

বালোহয়মালোল-বিলোচনেন

বক্ত্রেণ চিত্রীয়িতদিদ্মুখেন ।

বাখোয়ং । বাহুহপি স এবার্থঃ । নিশ্চয়ান্তসন্দেহনামায়মলঙ্কারঃ ॥ ৬৮ ॥

• অথ তয়া তাভিশ্চ সহ মিলিতং সাক্ষাদ্ধৃষ্টা জাতবাহুক্ষুর্ভিন্তান্নাধুর্যাক্ষষ্ট-
সর্কেন্দ্রিয়ঃ সাক্ষান্নম্মথমন্মথরূপস্য তস্য সর্কেন্দ্রিয়ানন্দনত্বং সপ্তভিঃ শ্লোকৈ-
বর্ণয়ন্ প্রথমং নয়নানন্দত্বমাহ দ্বাভ্যাং । অয়ং বালঃ কিশোরঃ বক্ত্রেণ বেশেন
চ নোহস্মাকং নয়নয়োৰুৎসবং ছুঞ্জে প্রপূরয়তি । বক্ত্রেণ কীদৃশা । স্বাপরাধভয়েন

নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন তোমরা অবলোকন কর ॥ ৬৮ ॥

অনন্তর শ্রীরাধা সখীগণের সহিত আগত শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ
দর্শন করিয়া বাহুক্ষুর্ভি হেতু তদীয় মাধুর্যদ্বারা সর্কেন্দ্রিয়
আকৃষ্ট হওয়ায়, সাক্ষাৎ মন্মথের মন্মথরূপি-শ্রীকৃষ্ণের সর্কে-
ন্দ্রিয়ের আনন্দ সাত শ্লোকে বর্ণন করত প্রথমতঃ নয়না-
নন্দ ছুই শ্লোকে কহিতেছেন ॥

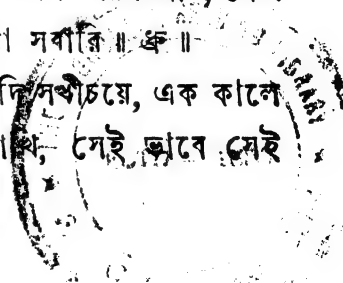
হে সখীগণ ! যাহাতে নিজের অপরাধ ভয় ও এক কালীন
সকলের দর্শনহেতু লোচন অতিচঞ্চল এবং ঈষৎ হাস্যা-

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

মন্মথ রূপ রাশি । সর্কেন্দ্রিয়ানন্দন, সপ্ত শ্লোক বর্ণন, করে
হর্ষামৃত রসে ভাসি ॥ ৬৮ ॥

দেখ শ্যাম কিশোর মাধুরী । বদন নয়ন আর, কেশ
অতি মনোহর, নেত্রোৎসব পুরে মো সবারি ॥ ৬৮ ॥

নিজ অপরাধ ভয়ে, রাধা আদি সখীগণে, এক কালে
দর্শন লাগিয়া । সম্যক্ চঞ্চল আঁখি, সেই ভাবে সেই
সাক্ষী, গবা স্তম্বী করে নিরখিয়া ॥



বেশেন ঘোমোচিতভূষণেন

মুঞ্চে নননোৎসবং নঃ ॥ ৬৯ ॥

আন্দোলিতাগ্রভূজমাকুললোলনেত্র-

যুগপৎ সর্কাসাং দর্শনেন চ আ সম্যক্ লোলে বিলোচনে যত্র । তথা স্মিতা-
ধরাদিকাস্তিধারান্তিচিত্রমিব কৃতং দিশাং মুখং যেন । বেশেন কদুশা । ঘোষণা
ব্রজস্তুদ্বোগ্যানি বহুগুজাদীনি ভূষণানি যত্র অতো মুঞ্চে ॥ ৬৯ ॥

কচিৎ করাধুজং শৌরেরিত্যাদিবৎ তাভি মিলিত্বা নৃত্যস্তমিবাগচ্ছস্তং

স্মিত অধরাদির কান্তিসমূহদ্বারা দিক্ সকলের মুখকেয়ে
চিত্রীয়িত অর্থাৎ চিত্রের ন্যায় করিয়াছে এতাদৃশ বদনদ্বারা
তথা ঘোমোচিত অর্থাৎ ব্রজযোগ্য বহু ও গুঞ্জা প্রভৃতি ভূষণ-
বিশিষ্ট মনোহর বেশদ্বারা এই বাল অর্থাৎ কিশোর আমা-
দের নয়নোৎসবকে পূর্ণ করিতেছেন ॥ ৬৯ ॥ "

অপর হে সখীগণ! গোপীদিগের অঙ্গস্পর্শ নিমিত্ত কম্প
এবং সনৃত্য গতিদ্বারা যাঁহার ভূজের অগ্রভাগ আন্দোলিত
এবং করুণাবশতঃ যাঁহার লোচন চঞ্চল । তথা আর্দ্রীভূত

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

বদন মাধুরী অতি, স্মিতকান্তি ধারা ততি, তাহাতে
অধরকান্তি ধারা । চিত্র কৈলা দিশামুখ, অখিল-নয়ন-মুখ,
মুখ কোটিচন্দ্রমুখহরা ॥

ব্রজযোগ্য বেশ অতি, বর্হীগুঞ্জা অলঙ্কতি, তাতে আর
মণি ভূষণগণ । অতি মনোহর শোভা, দরশে নয়ন লোভা,
কহি করে শ্লোক উচ্চারণ ॥ ৬৯ ॥

দেখ সখি! আঁখি রসায়ন । হাসিতে হাসিতে, আগে,
আইসে এই অনুরাগে, যাতে স্নিগ্ধ করে ছনয়ন ॥ ৬৯ ॥

মাদ্র'স্মিতার্দ্রবদনাম্বুজচন্দ্রবিম্বং ।

শিঞ্জানভূষণচিতং শিখিপিজ্জমৌলি

তং বিলোক্য নেত্রাতিতৃপ্তা সহর্ষমাহ । ইদং শীতং বিলোচনয়োরসায়নং
অভ্রূপৈতি পুরত আয়াতি । কীদৃশং । তাসাং স্পর্শোখকম্পাং সনৃত্যগত্যা
চান্দোলিতৌ অগ্রভূজৌ যস্য । করুণয়া আকুলে পূর্ববল্লবলে চ নেত্রে ষম্য ।
আর্দ্রস্মিতেনার্দ্রং বদনাম্বুজচন্দ্রবিম্বং যস্য । তত্র তাসাং দর্শনানন্দোৎফুল্লত্বাৎ
স্মরতিত্বাচ্চাম্বুজত্বং শৈতামাধুর্যাকান্ত্যাদিতি নেত্রপ্রীগনত্বাচ্চন্দ্রত্বং । শিঞ্জা-

ঈষৎ হাস্তদ্বারা যাঁহার বদন পদ্ম ও চন্দ্রবিম্বের ন্যায় অর্থাৎ
গোপীদিগের দর্শনানন্দ জনিত প্রফুল্ল ও মৌগন্ধি
হেতু পদ্ম এবং শৈত্য, মাধুর্য ও কান্ত্যাদিদ্বারা নেত্রতৃপ্তি
কারিত্ব প্রযুক্ত চন্দ্রতুল্য হইয়াছে এবং যিনি কঙ্কণভূষণপ্রভৃ-
তির শব্দসমূহে পরিব্যাপ্ত, তথা যিনি শিখিপিজ্জমৌলী সেই

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

পরশে অঙ্গুল্যা পাণি, কম্প হৈল অনুমানি, তাতে নৃত্য
গতি মনোরম । ভুজাগ্র দোলায়মান, নবকিশলয়ভান,
তাতে নখচন্দ্র বলকন ॥ করুণা আকুল আঁধি, অতি
লোল তাতে মাঞ্চী, পূর্বপ্রায় সখি দেখ আরে । মুখাজ্জ
চান্দে'র কাঁতি, মুছুহাস্য স্খভাভাঁতি, দর্শনে প্রফুল্ল মধু ঝরে ॥

কঙ্কণ নূপুর আর, কিঙ্কিণ্যা'দি মনোহর, মণিভূষা শব্দ
গনোহর । শ্রবণে আনন্দ দেই, কর্ণরসায়ন যেই, শিখি-
পিঞ্জ চুড়ার উপর ॥

এতেক কহিতে পুনঃ, দেখে সখীগণ ঘেন, বসিলেন
গোবিন্দ বেড়িয়া । অঙ্গবাসন দিয়া, মনে কোপ উপজিয়া,
কহে কথা সবাই হাসিয়া ॥

শীতং বিলোচনরসায়নমভ্যুপৈতি ॥ ৭০ ॥

পশুপাল-বাল-পরিষদ্বিভূষণঃ

নানি যানি কঙ্কণনুপুরাদিভূষণানি তৈশ্চিতং । অনেন শ্রোত্রানন্দনস্বং চোক্তং ।
শিখিপিত্তৈ মৌলি র্যস্য ॥ ৭০ ॥

অথ পরিতস্তা নৃষ্ট্ৰা চকাস গোপীপরিসঙ্গতোবিভূরিত্যাদি লীলাবিশিষ্টং
তং বিলোকা সহর্ষমাহ । এষ শিশুঃ কিশোরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সর্কাসামপি বিশে-

শীতল লোচনদ্বয়ের রসায়নস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ আমার সম্মুখে
আগমন করিতেছেন ॥ ৭০ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দিকে সখীগণ এবং লীলাবিশিষ্ট
শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া শ্রীরাধার বাক্য লীলাশুক
কহিতেছেন ॥

হে সখীগণ ! যিনি পশুপাল বালা অর্থাৎ গোপকিশো-
রীদিগের সভার বিভূষণস্বরূপ এবং যাঁহার লোচন অতিশয়

যছন্দনঠাকুরের পদ্য ।

তাহার উত্তর দিতে, কৃষ্ণ হৈলা হরষিতে, তাতে রূপ
শোভার মাধুরী । লীলাশুক কহে তাহা, শুনিয়া আনন্দ বাহা,
মধুময় শ্লোকৈক উচ্চারি ॥ ৭০ ॥

সখি ! হে, এই যে কিশোর কৃষ্ণ আঁখি । মুখচন্দ্র মন্দ-
হাসি, রাধা আদি গোপী রাশি, মোর হৃদি ব্যাপ্ত্যে করে
স্বখী ॥ ৬ ॥

সখী প্রসন্ন কোপ শূনি, তাতে মুহুস্মিত খানি, তাতে
আর্দ্র যেই মুখচন্দ্র । তাতে যেই প্রেম উক্তি, তার জ্যোৎস্না
পুঞ্জযুক্তি, সেই ব্যাপ্ত হয় হৃদি বন্ধ ॥

শিশুরেষ শীতলবিলোললোচনঃ ।

মুহুলাস্মিতাজ্জবদনেন্দুসম্পদা-

যতো মদীয়ানাং স্বসম্মুখস্থশ্রীরাধাললিতাদীনাং হৃদয়মেতম্নোক্রহীত্যাদিনা-
স্বাস্তকোপঃ স্বপ্রশ্রবণাৎ স্বমুহুলাস্মিতং তেনাজ্জে। যোবদনেন্দু স্তস্য মাস্ময়িতং
মাহ'থেত্যাদি ন পারয়েহহমিত্যাদি প্রেমোক্তিকৌমুদীরূপয়া সম্পত্তয়া
মদয়ন্নানন্দয়ন্ বিগাহতে ব্যাপ্নোতীত্যর্থঃ । তদৃষ্টা মম হৃদয়ঞ্চ কীদৃক্
পশুপালবালানাং গোপকিশোরীগাং পরিষদং বিভূষণতীতি । তথা তৎসতৈব
বিভূষণং ঘস্যতি বা । তয়া বেষ্টিতো বভাবিত্যর্থঃ । অগ্রে রাধাপরোধরৈত্যাদৌ
ধেহুপালদয়িতাস্তেন স্থলীত্যাদৌ তথা বর্ণিতভ্যাং প্রেমবৈবশ্যেন বালাপরি-
বদিতি বক্তব্যে বালপরিষদিত্যুক্তিঃ । যদ্বা । পশুপালানাং বালা যস্যাং সা পশু-
পালবালা সা চাসৌ পরিষচেতি কর্মধারয়ে পুয়াবঃ । শু কিম্বা । তদ্বাল-

শীতল, সেই এই কিশোর শ্রীকৃষ্ণ সকলের এবং বিশেষতঃ
আমাদিগের অর্থাৎ স্বসম্মুখস্থ শ্রীরাধা ললিতাপ্রভৃতির হৃদয়ে
“অহে ! আমাদিগকে ইহাই বল” ইত্যাদি বাক্যে শ্রবণাদি
নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণ আদ্ভবদন হইয়া “তোমরা অসূয়া করিও

বহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

পশুপাল নারীগণ, ভূষণ যে মনোরম, হেন মানে নীল-
মণি যেন । নায়ক সোসর শোভা, যাতে হয় চিত্ত লোভা,
গোর হিয়া ব্যাণ্ডে রস তেন ॥

শীতল লোচন তাতে, সদাই করুণা যাতে, সেই নেত্র
ব্যাণ্ড হৈল হিয়া । তিন শ্লোক গান্ধ কহি, কৃষ্ণবর্ণে সুধ
পাই, গোর প্রাণ এসব কহিয়া ॥

কৃষ্ণ কহে ঋণী আমি, এই আদি সুধাবাণী, তাতে গোপী
ঈর্ষ্যা পঙ্ক কালে । বিলাস লালসা পুনঃ, নদী উচ্ছলিতে ছন,
লোভ বাড়ে কৃষ্ণের অন্তরে ॥

মদয়ন্মদীয়হৃদয়ং বিগাহতে ॥ ৭১ ॥

কিমিদমধরবীথীকুপ্তবংশীনিনাদং

গোষ্ঠীনাং বিভূষণবদ্বিভূষণং যশ্চ সংগী তদ্বক্তং। বেশেন ঘোষোচিত-
ভূষণেনেতি । সামান্যবয়সাবর্গবৃত্ত ইত্যর্থস্ত্ব প্রক্রমব্যাপ্তং । তথা শীতলে
বিলোলে চ লোচনে যস্য ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্লোকত্রয়াঃ সামান্যাত্মেন তং নির্কণ্য তন্মম জীবিতমেবৈতদিত্তি
বর্ণনং প্রথমং তাসাং ন পারয়েহহমিত্যাदि । স্ববাগমৃতকালিতেষা নবপঙ্কে
না” ইত্যাদি বহুবিধ বাক্যরূপ কোমুদীসমূহে আনন্দবিধান
করত প্রবেশ করিতেছেন ॥ ৭১ ॥

এই প্রকার তিন শ্লোকে সামান্যরূপে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণন
করিয়া, তিনি আমার নিশ্চয়ই জীবন এই বর্ণন করত প্রথ-
মত সেই সকল গোপীর (নপারয়েহহং নিরবদ্য সংযুজাং)
ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের বাক্যামৃতদ্বারা ঈর্ষ্যারূপ নবপঙ্ককালিত
অন্তঃকরণ মধ্যে পুনর্বীর বিলাস লালসারূপ তরঙ্গিণী অর্থাৎ
নদীকে উচ্ছলিত করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণমেঘ বংশীনাদামৃত
বর্ষণ করিতে থাকিলে তাহাতে লীলাশুক প্রেমানন্দে বিহ্বল
হওত “এ কি বস্তু” এই বলিয়া সংশয় করত পুনর্বীর নিশ্চয়
করত কহিতেছেন ॥

হে সখি ! এ কি বস্তু, যিনি আমাদের নয়নদ্বয়ে কোন

বহুন্দনঠাকুরের পদ্য ।

বংশীগানামৃতবর্ষে, কৃষ্ণমেঘ অতিহর্ষে, অতি প্রেমা-
নন্দ হৈল তায় । একি একি ঘন বলি, লীলাশুক কুতূহলী,
পুন, এক শ্লোক উচ্চারয় ॥ ৭১ ॥

সখি হে কিবা বস্তু আগে যে দেখিয়ে । যাতে হৈতে

কিরতি নয়নয়ো নঃ কামপি প্রেমধারাং ।

তদিদমগরবীথীবল্লভং তুল্লভং ন-

স্বাস্থ্যে পুনর্বিলাসলালসা তরঙ্গিণী মুচ্ছলয়িতুং বংশীনাদামৃতং বর্ষতি কৃষ্ণ-
ঘনে বত্র জাতপ্রেমানন্দোদ্রেকঃ । কিমিদং স্মৃতি সংশয়া পুনর্নিশ্চিনোতি
কিমিদং বস্ত্র যনোহস্মাকং নয়নয়োঃ কামপি প্রেমধারাং কিরতি । কৃষ্ণং বিমৃষা
ঐং বিদিতং তদেবাস্মাকং দৈবতমিদং । পুনঃ সশঙ্কং কিমূত দৈবতং বল্লভঞ্চ ।
পুনঃ সপ্রণয়ং । কিমূত বল্লভং জীবিতঞ্চ কথং জাতং । তত্রাহ । অধরবীণ্যাং

এক প্রেমধারা নিক্ষেপ করিতেছেন অনন্তর কৃষ্ণকর্ণকাল বিচার
করিয়া কহিলেন আ ! জানিতে পারিলাম, ইনি আমাদের
দেবতা । পুনর্বার সশঙ্কে কহিলেন, ইনি কেবল দেবতা নহেন,
আমাদের বল্লভও হয়েন । পুনর্বার সপ্রণয়ে কহিলেন, ইনি
যে কেবল বল্লভ বটেন তাহা নয়, ইনি আমাদের জীবনও
হয়েন, যদি বল কিরূপে জানিতে পারিলা, এই অভিপ্রায়ে
কহিতেছেন, ॥

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

মো সবার, আঁখি বহে প্রেমধার, কোন প্রেম উপজায়
যারে ॥ ৬৭ ॥

এত কহি কৃষ্ণ এক, বিমর্ষিয়া পরতেক, কহে হয় জানিল
জানিল । মো সবার দৈব সেহো, দেখ আগে আইলা তেঁহো,
এই আমি নির্ণয় কহিল ॥

পুনঃ সশঙ্কিতে কহে, কেবল দেবতা নহে, দেখ আইলা
বল্লভ আমার । পুনঃ সপ্রণয়ে কহে, কেবল বল্লভ নহে, প্রাণ
আইলা আমি সবার ॥

যদিবল কি লক্ষণে, জান তার আগমনে, শুন তার কহি

ত্রিভুবনকমনীয়ং দৈবতং জীবিতঞ্চ ॥ ৭২ ॥

তদিদমুপনতং তগালনীলং

কনুচিভ্রবদর্পিতা বা বংশী তস্যা নিনাদো যত্র । অতোহমরবীথ্যাং দেবশ্রেণ্যাং
তস্যা অপি বা ছল্লভং । অতত্রিভুবন-কমনীয়ং তদিদং মনোভ্রগোচরমিত্যহো
ভাগ্যমিতি ভাবঃ ॥ ৭২ ॥

রাসোৎসবঃ সংবৃত্ত ইত্যাদিবং পুনস্তদ্বিলাসারম্ভিণং তং নিশ্চিত্যাহ ।
তদিদং মম জীবিতং উপনতং সমীপমাগতং । কীদৃশং । বিলাসি রাস-

ইহাঁর অধরশ্রেণীতে আশ্চর্য্যরূপে অর্পিত বংশীর নিনাদ
উদ্গত হইতেছে । অতএব দেবশ্রেণীতে এই বংশীরব অতি-
ছল্লভ, স্তরতাং ইনি ত্রিভুবন-সুন্দর । অহো ভাগ্য ! আমার
নেত্রগোচর হইলেন ! ॥ ৭২ ॥

পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা আরম্ভ করিয়াছেন নিশ্চয়
করিয়া লীলাশুক কহিতে লাগিলেন ॥

হে সখি ! সমূদায় গোপীমণ্ডলের বদন দর্শন নিমিত্ত

যত্নন্দনঠাকুরের পদ্য ।

বিবরণ । অধরে বিচিত্র বংশী, তরুণী পরাণদংশী, তার নাদ
যাতে সুধাকণ ॥

দেবতাগণের যে, ছল্লভ আইলা মে, ত্রিভুবন কমনীয়
রূপা । তেঁহো মোর নেত্র আগে, দেখিয়া আশ্চর্য্য লাগে,
তেঁই মোর ভাগ্য মহামুদা ॥

এত কহি দেখি পুনঃ, কৃষ্ণসুখী হৈয়া ছুন, রাসলীলা
আরম্ভ করিলা । তাহা দেখি লীলাশুক, অন্তরে পাইয়া সুখ,
শ্লোক গড়ি কহিতে লাগিলা ॥ ৭২ ॥

সখি ! হে, আমার জীবন কৃষ্ণচন্দ্র । নিকটে আইলা এই,
দেখ বিদ্যমান মেই, রাসলীলা করিয়া আরম্ভ ॥

তরলবিলোচনতারকাভিরাগং ।

মুদিতমুদিতবক্ত্রচন্দ্রবিম্বং

মুখরিতবেণুবিলাসি জীবিতং মে ॥ ৭৩ ॥

চাপল্যসীম চপলানুভবৈকসীম

খিলাসারস্তি । মুখরিতো বেণুর্বেন শব্দিতবেণোর্বিলাসযুক্তং বা । তমালনীলং কনকবল্লবীনাং তাসাং মধ্যে তমালবৎ ভ্রাজমানং । সর্বগোপীমণ্ডলবক্ত্র-
দর্শনায় তরলাভ্যাং বিলোচনয়োস্তারকাভ্যাং অভিরাগং । মুদিতমুদিতং অতি-
মুদিতং বক্ত্রচন্দ্রবিম্বং যস্য মুদিতমানন্দিত উদিতবক্ত্রচন্দ্রবিম্বমিতি বা হেদঃ ॥ ৭৩
- রাসে তস্য তত্রচাপল্যাদিকমল্পভূয় সার্চর্যামাহ । প্রথমং নৃত্যগতিলাঘব

লোচনদ্বয়ের চঞ্চলতারকায়ুগলে যিনি অভিরাগ । ষাঁহার
বদন উদিত চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় প্রফুল্ল । এবং যিনি শব্দিত-
বেণুর বিলাসযুক্ত, আমার জীবনস্বরূপ সেই এই তমালনীল
শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৭৩ ॥

রাসমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের দ্বিগুণতর চাপল্য অবলোকন করিয়া

ষছন্দনঠাকুরের পদ্য ।

শব্দযুক্ত বেণু যাতে, অখিল তরুণী মাতে, অমৃত মাধুরী
সদা গলে । হেমলতা গোপীগণ, মাঝে অতি মনোরম,
দীপ্তিমান্ তমাল স্থনীলে ॥

সর্বগোপীযুথবর, মুখচন্দ্র মনোহর, সর্বমুখ দর্শন কারণ ।
তরল লোচনদ্বয়, তারকাভিরাগ হয়, তাতে অতি ফুল্ল
মনোরম ॥

তাহাতে প্রফুল্ল মুখ, চন্দ্র বিষোদয় স্থখ, আনন্দ আনন্দ
ময় যাতে । এতেক কহিতে পুনঃ, চাপল্যতা দেখে ছুন, রস
মাঝে স্থখসিকুরীতে ॥ ৭৩ ॥

সখি হে মোর প্রাণ কিশোর শেখর । রাস মাঝে নৃত্য

চাতুর্য্যসীম চতুরাননশিল্পসীম ।

সৌরভ্যসীম সকলাদ্ভুতকেলিসীম

দৃষ্ট্বাহ । তদিদং মম জীবিতং চাপলাসীম তেষাং সীমা যত্র তদবধিভূতমিতার্থঃ ।
তাদৃশগোপীভিশ্চুস্বিতালিঙ্গিতং বিলোক্যাহ । সহ নৃত্যচুম্বনাদ্যর্থং চপলানা-
মাসাং য স্তংস্পর্শাদিস্বথানুভবস্তৈসাকপ্রধানং সীম । তাদৃশীভিস্তাভিরেব
অনুভবিতুং শকামিত্যর্থঃ । তচ্চাতুর্য্যং দৃষ্ট্বাহ চাতুর্য্যোতি । সৌন্দর্য্যং দৃষ্ট্বাহ ।

লীলাশুক আশ্চর্য্যাস্বিত হওত প্রথম নৃত্যগতির লাঘব
(শীঘ্রতা) দর্শনে কহিতে লাগিলেন ॥

হে সখি ! কি আশ্চর্য্য ! ইনি চাপলের একমাত্র সীমা,
এই সকল চপলা গোপীদিগের যে স্তন স্পর্শাদি স্বথানুভব
তাহার একমাত্র সীমা, চাতুর্য্যের সীমা, চতুরানন বিধাতার
শিল্পের একমাত্র সীমা, সৌভাগ্যের সীমা, সকল আশ্চর্য্য

যদ্বন্দনঠাকুরের পদ্য ।

গতি, দেখ মহাশীঘ্র অতি, সীমা যাতে পরম চাপল ॥

গোপাঙ্গনাগণ মুখ, চুম্বনাদি মহাস্বথ, স্পর্শ আদি স্বথ
অনুভবে । নৃত্যগতি সঙ্গে এই, চাপল্যতা সীমা নাই,
তাহার না জানে অনুভবে ॥

সেই সেই চাতুরি করি, আলিঙ্গয়ে ব্রজনারী, তা দেখি
কহয়ে পুনর্ব্বার । চাতুর্য্যের সীমা হরি, একা এত ব্রজনারী,
সদা আকর্ষয়ে বার বার ॥

গোবিন্দ সৌন্দর্য্য দেখি, পুনঃ কহে হৈয়া স্বথী, দেখ
সখি কি রূপ বন্ধান । বিধাতার শিল্প সীমা, দেখ এই মনো-
রমা, তুল্য দিতে নাহি যার স্থান ॥

দূর হৈতে গন্ধ পাঞা, কহে আনন্দিত হৈয়া, সৌরভের

সৌভাগ্যসীম তদিদং ব্রজভাগ্যসীম ॥ ৭৪ ॥

মাধুর্য্যেণ দ্বিগুণশিশিরং বক্তৃচন্দ্রং বহস্তী

বংশীবীথীবিগলদম্বুতশ্রোতসা সেচয়ন্তী ।

চতুরাননস্য বিধেঃ শিল্পস্য সীমা যত্র । দূরাং সৌরভ্যং লব্ধ্বাহ সৌরভ্যোতি ।
তৎকেলিপরিপাটীং দৃষ্ট্বাহ সকলেতি । ব্রজদেবীনাং তৎপ্রেমাবেশং সৌন্দ-
র্যাদিকঞ্চ দৃষ্ট্বাহ সৌভাগ্যোতি । ক্ষণং বিমৃশ্য ন কেবলমায়াং ব্রজস্যাপি
ভাগ্যসীমা যত্র ॥ ৭৪ ॥

তাদৃশস্তস্য মাঙ্কাদর্শনানন্দেন স্বসৌভাগ্যাতিশয়ং মন্ত্বা মাশ্চর্য্যমাহ ।
অহো আশ্চর্য্যং মৎপুণ্যানাং পরিণতিঃ পরিপাকোহয়ং ময়েত্রয়োঃ সন্নিধতে

কেলির সীমা, সৌভাগ্যের সীমা, অধিক আর কি বলিব
বৃন্দাবনের ভাগ্যের একমাত্র সীমাস্বরূপ ॥ ৭৪ ॥

সেই.লীলাশুক শ্রীকৃষ্ণের মাঙ্কাকার জনিত মহানন্দে
আপনার অতিশয় সৌভাগ্য মানিয়া আশ্চর্য্যসহকারে কহি-
তেছেন ॥

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

সীমা কৃষ্ণ অঙ্গ । কেলি পরিপাটী দেখি, কহে স্নিগ্ধ হৈয়া
অঁখি, অদভূত কেলি সীমারঙ্গ ॥

যত ব্রজদেবীগণ, প্রেমরস অনুক্ষণ, সৌন্দর্য্যাদি দেখি
পুনঃ কহে । ব্রজস্রী সৌভাগ্য যাতে, প্রেম পরবীণ তাতে,
তিলেক বিচ্ছেদ যাতে নহে ॥

ক্ষণেক বিমর্শি কহে, গোপীভাগ্য কেবল নহে, ব্রজবাসী
ভাগ্য সীমাসয় । আপন সৌভাগ্য কহি, দর্শন-আনন্দ-ময়ী,
পুন এক শ্লোক উচ্চারয় ॥ ৭৪ ॥

সখি ! হে, আশ্চর্য্য মোর পুণ্য পরিপাক । গোবিন্দের

মহাগীনাং বিহরণপদং মত্তমৌভাগ্যভাজাং

সাক্ষাৎভুব । অহো মম ভাগ্যমিতি ভাবঃ । কীদৃশী । বক্রু চন্দ্রং বহস্তী । কীদৃশং ।
তং স্বভাবশীতলমপি মাধুর্যেণ দ্বিগুণশিশিরং । তথা বংশীবীথীভিত্তিমার্গে-
বিশেষেণ গলন্তি যান্যসুতশ্রোতাংসি তৎপ্রবাহাত্মৈ ব্রজদেবী মাং জগচ্চ
সেচয়ন্তী । তথা মহাগীনাং বিহরণপদং বিহারস্থানং । কীদৃশাং । মত্তাঃ

দ্বিগুণতর শীতল মুখচন্দ্রকে ধারণ করিতেছে এবং বংশীর
ছিদ্রপথ হইতে বিগলিত স্নমধুর নিনাদরূপ অমৃত প্রবাহ-
দ্বারা ব্রজদেবীদিগকে, জগৎকে এবং প্রেমোন্মত্ততাবশত
মৌভাগ্য শালী মদীয় বাক্য-পথকে (বর্ণনাকে) সেচন করি-

ষহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

শ্রীকৃষ্ণের যে মূর্তি, নৈসর্গিক শীতল হইলেও মাধুর্য্যবশত
মুখচন্দ্র, সকল আনন্দ কন্দ, যাতে হৈতে নেত্রের সাক্ষাৎ ॥

স্বভাব শীতল মুখ, তরুণী নয়ন সুখ, তাতে তার মাধুর্য্য
হইতে । দ্বিগুণ শীতল শোভা, মোর লাগে নেত্রে লোভা
অদর্শন তাপ নাশে যাতে ॥

তাতে বংশীরক্কু দিয়া, ঘন পড়ে বিগলিয়া, অমৃত প্রবাহ
কত কত । ব্রজদেবীগণ আর, আমার অন্তরে আর, জগতে
সেচয়ে অবিরত ॥

ঐছে মোর বাণীগণ, লীলাস্থানে মনোরম, কৈছে তাহা
শুন মন দিয়া । তাকে বর্ণিবারে মত্তা, তাতে প্রেম উনমত্তা,
আছয়ে মৌভাগ্য ভাজাইয়া ॥

অথ রাসে নৃত্য গতি, দেখিলেন শীত্রে অতি, এক অঙ্গ
বহু গোপীগণ । হিয়ার মাঝার হৈতে, আধ তিল অনির্গতে
কাস্ত্য্যচিস্ত্য্যপ্রবাহোচ্ছলন ॥

এমতে গোবিন্দ দেখি, বর্ণিতে লাগিলা লেখি, আশ্চর্য্য

মৎপুণ্যানাং পরিণতিরহো নেত্রয়োঃ সন্ধিত্তে ॥ ৭৫ ॥

তেজসেহস্ত্র নমো ধেনুপালিনে লোকপালিনে ।

প্রোমোন্নভাশ্চ তৎসৌন্দর্যাদিবর্ণনাং সৌভাগ্যভাজশ্চ যা তাসাং তদ্ব্যক্তে
চ সমুজ্জ্বলা শুক্ষা ইত্যাদৌ ॥ ৭৫ ॥

অথ নৃত্যগতিলাঘবেনৈকেন বপুঁষেবাসেষগোপীনাং হৃদয়াৎ
• ক্ষণমপ্যানপগ্নতং । অবিভাব্যকান্তিপ্রবাহোচ্ছলিতং তং বিলোক্য নিবর্ত্তনু
মসমর্থঃ । সাশ্চর্য্যংকেবলং নমস্করোতি দ্বাভ্যাং । অষ্টম্ কষ্টম্চিৎ তেজসে

তেছে, অহো ! আমার নেত্রদ্বয়ের পরিণতি (শেষাবস্থা) কি
আশ্চর্য্যবতী হইয়া সন্নিহিত হইতেছে ॥ ৭৫ ॥

অনন্তর “রাসে নৃত্যগতি লাঘবদ্বারা এক শরীরে গোপী-
দিগের হৃদয় হইতে ক্ষণকালও অপগত হয়েন না” । ইহা
অনুভব করিয়া কান্তিপ্রবাহে উচ্ছলিত শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন
করত বর্ণন করিতে অসমর্থ হইয়া আশ্চর্য্যের সহিত কেবল
নমস্কার পূর্ব্বক লীলাশুক দুই শ্লোকে কহিতেছেন ॥

যিনি শ্রীরাধার স্তনযুগলের উৎসঙ্গ (ক্রোড়) শায়ী, যিনি

যত্নন্দনঠাকুরের পদ্য ।

কহয়ে দুই শ্লোক । কেবল প্রণাম করি, জ্যোতিঃপুঞ্জমাত্র
বলি, লীলাশুক হইয়া অশোক ॥ ৭৫ ॥

সখি ! হে, এই মত কৈলা তেজোবরে । নমস্কার রহু সদা
কহিল তোমারে ॥ রাধিকার পয়োধর উৎসঙ্গে শয়ন । করি-
বার শীল যার নিরন্তরোত্তম ॥ তার কাছে ক্ষুণ্ণে পাছে ত্যাগ
ইচ্ছা হয় । ঐছে চিন্তা যার নিত্য তাহে রহু জয় ॥ কহি

• আর পুনর্ব্বার দেখে চতুর্দ্দিশা । কহে অহে আশ্চর্য্য হে
সেহ নহে শেষা ॥ বহু নারী কুচোপরি নিকটেত রহে ।

রাধাপয়োধরোৎসঙ্গশায়িনে শেষশায়িনে ॥ ৭৬ ॥

তৎপুঞ্জরূপায় নমোহস্ত । কীদৃশে । রাধাপয়োধরোৎসঙ্গে শয়িতুং নিরস্তরং
তন্নিকটে হাতুং শীলং যস্য তস্মৈ । তস্মাৎ ক্ষণমপানপগতায়ৈত্যর্থঃ । পুনঃ
পরিতো বীক্ষ্য সাশ্চর্যামাহ । তাদৃশায়াপ্যশেষেষু সমস্তগোপীপ্তনোৎসঙ্গেশু
শায়িনে তন্নিকটস্থিতায় । নমেকস্য কথমেতৎসমস্তবেদিত্তি বিমুশন্ ব্রহ্মমোহন-
লীলাক্ষুর্ভাস্য নৈতদাশ্চর্যামিত্যাহ । একং সপাণিকরতলমিত্যাদি দিশা ধেনু-
পালিনে একেন স্বরূপেণৈবানন্তগোপালরূপায় অপি লোকপালিনে লোকাঃ
অনন্তব্রহ্মাণ্ডানি তত্ত্বহুপাস্য তত্ত্বচতুর্ভুজরূপেণ তত্ত্বংপালিনে । কিম্বা ।
অকারো বিষ্ণু অস্য বিষ্ণোলৌকা বৈকুণ্ঠলোকাস্তংপালিনে ॥ ৭৬ ॥

শেষনাগের উপর শয়ন করিয়া থাকেন, যিনি ধেনু ও সমস্ত
জগতের পালন কর্তা, সেই কোন এক অনির্বচনীয় তেজকে
নমস্কার করি ॥ ৭৬ ॥

যজ্ঞনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

তারে বহু বহু নতি করিব কি আছে ॥ যদি কহ এক মত বহু
গোপনারী । সবাসনে কেমনে বা রহয়ে বিহারি ॥ শুন
কহি ব্রহ্মমোহি যার হেন লীলা । এক দেহে গোপচয়
বৎসচয় হৈলা ॥ আর শুন কহি পুনঃ লোকপাল নাম । যে
অনন্ত ব্রহ্ম অণু পালে তার ধাম ॥ বৈকুণ্ঠেত বিষ্ণুগত সে
বৈকুণ্ঠলোক । সদা পালে সর্বকালে হেন যে মল্লোক ॥
তার বহু গোপবধু-সঙ্গে বহু-দেহে । সুবিলাস পরিহাস কি
কাজ মন্দেহে ॥ কহিতেই দেখে সেই গোবিন্দের অঙ্গ ।
গোপী-কুচ-কুক্কুমেতে চর্চিত সুরঙ্গ ॥ বেণু বায় অঙ্গ-ছায়
নাচে মনোহর । সবিস্ময়ে দেখি কহে পড়ি শ্লোকবর ॥ ৭৬ ॥

ধেনুপালদয়িতাস্তনস্থলীধনুকুঙ্কুমসনাথকান্তয়ে ।

অথ তৎকুচকুঙ্কুম-মনোজ্ঞকান্তিঃ অপূর্ববেণুং বাদয়ন্তঃ তং বিলোক্য
সবিস্ময়মাহ । অস্মৈ নমো নমঃ । আদরেণ বীপ্সা । কীদৃশে তাঙ্গাং স্তনসম্বন্ধিভ্যা-
ক্ষন্যাং যৎ কুচকুঙ্কুমং তেন সনাথা সরলা অত্যাৎফুল্লা কান্তি র্ষস্য । সহজকুঙ্কুম-
গন্ধবর্ণানাং তাঙ্গাং কুচস্বভ্যাং সৌরভ্যকাস্ত্যতিশয়প্রাপ্ত্যা তস্য ধনাত্মং । বিরহে
স্নানায়াঃ কাস্তেচ তদালিঙ্গনাদিপ্রাপ্ত্যানন্দোৎফুল্লস্বাং সনাথত্বং । তথা
বিধাতৃসৃষ্টাতিরিক্তানাং বেণুগীতগতীনাং মূলবেধসে প্রথমস্রষ্ট্রে । তদুক্তং
সবনশ ইত্যাদৌ কশ্মলং যয়ুরিতি । কথমস্য তৎস্রষ্টৃষ্টিমিতি বিমৃশন্ পূর্ব-

অনন্তর শ্রীরাধার কুচকুঙ্কুমের মনোজ্ঞ কান্তি ও অপূর্ব
বেণুবাদনে তৎপর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া বিস্ময়ের সহিত
লীলাশুক কহিতেছেন ॥

যাঁহার কান্তি ধেনুপালদয়িতা অর্থাৎ শ্রীরাধার স্তন-
স্থলীয় ধন্যতম কুঙ্কুমদ্বারা একীকৃত এবং যিনি বেণুগীতের

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

সখি হে এই কৃষ্ণে নগন্ধার গোরে । গোপীবৃন্দ কুচকুস্ত
কুঙ্কুমাঙ্গ ভোরে ॥ তার স্তনে রহি ক্ষণে ধন্য যে কুঙ্কুম ।
তার নাথ তার গতি তারে লভি ছন ॥ সহজেত গোপী যত
কুঙ্কুমাঙ্গ কাঁতি । অঙ্গ গন্ধ তারি বন্ধ কুচসঙ্গে স্থিতি ॥ তাতে
হৈতে কুঙ্কুম সে ধনী যবে আইলা । বিরহান্তে পাইলা
কাস্তে প্রফুল্লত্ব হৈলা ॥ বেণুগান অনুপাম বিধি সৃষ্টিদরে ।
গান গতি মোহে মতি প্রথম সৃষ্টিরে ॥ কহিতেই বিমর্শ ই
কৈছে হেন হয়ে । পুনঃ কহে আন নহে এই সত্যময়ে ॥
ব্রহ্মরাশি হৈলা হাসি ব্রহ্মা মোহিবারে । চতুর্ভূজে ব্রহ্ম

বেণুগীতগতিমূলবেধসে ব্রহ্মরাশিমহসে নমো নমঃ ॥৭৭॥

মুদুকগম্ম পুরসম্বরেণ

বস্ত্রলীলাসরণ্যৈস্তাচ্চিত্তমিত্যাহ । ব্রহ্মরাশীনাং তত্তচ্চতুর্ভূজস্তাবকবিধি
সমূহানাং মহঃ প্রকাশো যস্মাৎ তস্য বিধাতৃবিধাতুঃ কিয়দিদমিতি ভাবঃ ।
যস্য প্রভেত্যাদি তদ্বন্ধেত্যনন্তব্রহ্মসংহিতোক্তানুসারেণ পরাৎ পরং ব্রহ্ম চ তে,
বিকৃতম ইতি ত্রীরানানুজীয়াসিক্তানুসারেণ নিগুণব্রহ্মপুঞ্জং মহঃ কাস্তি-
পুরো যস্যোতি কেচিৎ ব্যাখ্যাস্তি । তত্রৈব ত্রীগীতাসু চ । ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠা-
মিতি । প্রতিষ্ঠা আশ্রয় ইতি ॥ ৭৭ ॥

অথ দূরাতৎকেলিং দর্শয়িত্বা বেণুনাদপূর্ককং স্বসমীপমাগচ্ছন্তঃ তমালোক্য
সমাধিব্রায়ন্তেত্যাদি । বিজয়তাং মম বাগ্নয়জীবিতমিত্যাди সাকলাৎ

বিধাতাস্বরূপ সেই ব্রহ্মরাশি তুল্য মহঃ অর্থাৎ তেজকে
পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ৭৭ ॥

অনন্তর রাসকেলি অবলোকন করাইয়া বেণুবাদ্য করিতে

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

পুঞ্জে যাতে স্তব করে ॥ বিধাতার বিধিসার কি আশ্চর্য্য
হয়ে । তেঁই ততি মোর নতি গোবিন্দের পায়ে ॥ অতঃপর
হর্ষভর পুন ভরে মনে । রাসকেলি ঘটামেলি আইসে
নিজ স্থানে । বেণুগান সহ তান দেখিবার তরে । পূর্কের যাহা
বাঞ্ছে তাহা কাছে আমি পুরে ॥ দেখে শ্যাম সুখধাম আইসে
এই রীতে । লীলাশুক পাইয়া সুখ লাগিলা কহিতে ॥ ৭৭ ॥

সখি ! হে, আমার জীবন কৃষ্ণচন্দ্র । রাসকেলি প্রকটিয়া,
সর্ব গোপাঙ্গনা লৈয়া, আইসে এই পরম আনন্দ ॥ ৬ ॥

মঞ্জু বেণুগীত গান, স্মৃতি করি পুনঃ পুনঃ, সৃষ্টি করি

বালেন পাদাম্বুজপল্লবেন ।

অনুস্মরন্যঞ্জুলবেণুগীত-

গায়াতি মে জীবিতগান্তকেলি ॥ ৭৮ ॥

সর্ষং তদাগমনং বর্ণয়তি চতুর্ভিঃ । ইদং মে জীবিতং আন্তকেলি যথা স্যাত্তথা
আয়াতি । কীদৃশং । মঞ্জুলবেণুগীতমনুস্মরং নবনববেণুগীতং স্মারং স্মারং
স্বজদিত্যর্থঃ । পাদকৌমল্যাৎ সন্নেহসখেদমাহ । অহো বত পাদাম্বুজ-
পল্লবেনায়াতি । কীদৃশা । বালেন কোমলেন । তথা যুহু কণরুপুং তচ্চ গীত-
স্মরণমগ্গচিত্ত্বাৎ মহুরঞ্চ যন্তেন ॥ ৭৮ ॥

করিতে শ্রীকৃষ্ণ নিকটে আগমন করিতেছেন দেখিয়া লীলা-
শুক কহিতেছেন ॥

যিনি যুহু যুহু ভাবে শব্দায়মান নৃপুত্রদ্বারা মন্থর এবং
যাঁহার পাদপদ্মের পল্লবগুলি অভিনব, তাদৃশ আমার জীবনই
যেন মনোহর বেণুনাদকে অনুস্মরণ করত ক্রীড়া করিতে
করিতে আগমন করিতেছেন ॥ ৭৮ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

করয়ে গায়ন । নব নব ক্লেণে ক্লেণে, যাতে সৃষ্টি বিরহণে, কি
অপূর্ব দেখি মনোরম ॥

যুহু পাদাম্বুজ-তল, পল্লব হৈতে স্নকোমল, হায় তাতে
কৈছে চলি আইসে । মোর নেত্র পদ্মোপরি, ওই পাদাম্বুজ
ধরি, আশু জানি কোথা লাগে পাশে ॥

তাহাতে নৃপুত্রবর, যুহু শব্দ মনোহর, মন্থর গমন অনু-
মানি । গানাদি স্মরণ হৈতে, চিত্তমগ্ন হৈল তাতে, এই লাগি
মন্থর গতি জানি ॥

অতঃপর পূর্ব যত, প্রার্থনা করিলা কত, কবে কৃষ্ণ
দেখিব নয়ন । উৎকণ্ঠা সফল হৈলা, কৃষ্ণ দর্শন পাইলা,
হর্ষে পুনঃ কহে মনোরম ॥ ৭৮ ॥

সোহয়ং বিলাসমুরলীনিনদামৃতেন
 সিঞ্চন্মু দক্ষিতমিদং মম কর্ণযুগ্মং ।
 আয়াতি মে নয়নবন্ধুরনন্তবন্ধো-
 রানন্দকন্দলিতকেলি কটাক্ষলক্ষ্মীঃ ॥ ৭৯ ॥

আভ্যাং বিলোচনাভ্যামিতাদি পূর্বকৃতদর্শনোৎকর্ষাসাফল্যাং পুনঃ
 সহর্ষমাহ । সোহয়ং মে নয়নবন্ধুরায়াতি কীদৃশো মে অনন্যবন্ধো নাস্ত্যান্যো
 বন্ধু র্যম্য । কীদৃগয়ং । আনন্দেন কন্দলিতঃ প্রফুল্লিতো যঃ কেলিকটাক্ষ স্তস্য
 লক্ষ্মীঃ শোভা যস্মিন্ । তথা মম কর্ণযুগ্মং বিলাসমুরলীনিনাদামৃতেন সিঞ্চন্ ।
 কীদৃশং তৎ উদক্ষিতং তচ্ছ্রীতুমুগ্মং ॥ ৭৯ ॥

“দুই নেত্রদ্বারা কবে দর্শন করিব” এইরূপ যে পূর্বের
 আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, সেই দর্শনোৎকর্ষার সাফল্য হও-
 য়ায় দীলাশুক পুনর্ববার সহর্ষে কহিতেছেন ॥

যাঁহার কটাক্ষলক্ষ্মী আনন্দবশতঃ কন্দলিত, সেই নয়ন-
 বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ মাদৃশ বন্ধুহীনজনের উন্নত কর্ণযুগলকে বিলাস-
 সম্বলিত মুরলীর নাদামৃতে অভিষিক্ত করিয়াই যেন আগমন
 করিতেছেন ॥ ৭৯ ॥

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

সখি হে সেই কৃষ্ণ আইসে বিদ্যমান । আমার নয়ন বন্ধু,
 যা বিনু না অন্য বন্ধু, তেঁহো আইল স্মমোহন ঠাম ॥ ধ্রু ॥

আনন্দে প্রফুল্ল অতি, সকেলি কটাক্ষ ততি, তার শোভা
 যার বিলক্ষণ । ওই শোভা দেখিবারে, মোরে দিঠি আশা
 ধরে যে লাগি তাপিত অনুক্ষণ ॥

তৈছে বংশী গানামৃত, অমৃত হৈতে পরামৃত, সিঞ্চে মোর
 এই কর্ণধয়ে । যে ধ্বনি শ্রবণ লাগি, সদা কর্ণ অনুরাগী,

দূরাঙ্ঘিলোকয়তি বারণকেলিগামী
ধারাকটাক্ষভরিতেন বিলোকিতেন ।

অথ, আলোকয়েদহুতবিভ্রমাত্ম্যামিত্যাদি শ্ৰোতৃকঠাসাকল্যাৎ সানন্দমাহ ।
সোহয়ং দেবঃ দূরাদেব বিলোকিতেন বিলোকয়তি । মামিতি শেষঃ । রাধাঃ
বা । কীদৃশা । ধারাপ্রবাহরূপা যে কটাক্ষাস্তে ভাৱিতেন পূৰ্ণেন । স কীদৃক্ ।
বারণবৎ কেলিগামী । তথা আরাং নিকটে উপৈতি । কীদৃক্ । হৃদয়ঙ্গমা
যে বেণোনাৰ্দা স্তেমাং যা বেণী পরম্পরা তদবুক্তং যদ্বুখং তেন উপ-

অনন্তর আমি অদ্ভুত বিভ্রমশালি লোচনদ্বয়দ্বারা কবে
শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিব, এইরূপ পূর্বকার নিজ-উৎকর্ষার
সাকল্যেহেতু লীলাশুক আনন্দের সহিত কহিতেছেন ॥

হস্তির ন্যায় সবিলাস গমনশালী শ্রীকৃষ্ণ কটাক্ষ ধারাপূর্ণ
দৃষ্টিদ্বারা আমাকে অবলোকন করিতে করিতে বেণুনাদ ও

যছন্দনঠাকুরের পদ্য ।

দেখ তার লালসা পুরয়ে ॥

এত কহি পুনঃ দেহে, পুরব উৎকর্ষা যাহে, দরশে বিভ্রম
লাগে আঁখি । তাহার সাকল্য হৈল, মনে এই অনুমিল,
তাতে শ্লোক পড়ে হর্ষ গাখি ॥ ৭৯ ॥

সখি ! হে, লীলাপর সেই কৃষ্ণচন্দ্র । দূরে হৈতে নিজ-
দিষ্টি, দেখে রাধা অতিমিষ্টি, দেখ সখি ! নয়ন-আনন্দ ॥ ৩৮ ॥

কটাক্ষ প্রবাহরূপা, ধারাপূর্ণ স্রুধা কৃপা, রাধা প্রতি ক্ষেপে
অনুক্ষণ । যাহা দেখিবার তরে, উৎকর্ষাতে আঁখি মরে
তাহা দিয়া রাখিল জীবন ॥

মদমত্ত গজজিতি, মস্কর মস্কর গতি, নিকটে আসিয়া উপ-
স্থিত । . অমৃতপ্রবাহ হেন, বেণুনাদ মনোরম, সেই যেন

আরাটুপৈতি হৃদয়ঙ্গমবেণুনাদ-

বেণীমুখেন দশনাংশুভরেণ দেবঃ ॥ ৮০ ॥

ত্রিভুবনসরগাভ্যাং দিব্যালীলাকুলাভ্যাং

লক্ষিতঃ। কীদৃশা সহজস্মিতেন প্রসঙ্গরা যে দশনাংশবস্তেধাং ভরৌ
মস্মিন্ তেন। যদ্বা। দশনাংশুভরেণোপলক্ষিতঃ। কীদৃশা। তাদৃশবেণুনাদ-
কল্লোলযুক্তবেণীকৃতং তনুখং যেন। তত্র দন্তকটাক্ষাধর-কান্তিধারা গঙ্গায়মুনা-
সরস্বত্যো জ্ঞেয়াঃ ॥ ৮০ ॥

কিমপি বহু চেষ্টাঃ কৃষ্ণপাদাধুজ্জাভ্যামিত্যাছ্যাৎকঠাসাফল্যাং সোল্লাস-
দস্তাংশুপূর্ণ বেণী অর্থাৎ গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী এই ত্রিবেণী-
যুক্ত বদন ধারণ করত আমার হৃদয় মধ্যেই যেন প্রবেশ
করিতেছেন ॥ ৮০ ॥

অনন্তর উৎকঠার সাফল্যহেতু উল্লাসের সহিত লীলা-
শুক কহিতেছেন ॥

যুহনন্দনঠাকুরের পদ্য।

ত্রিবেণীর রীত ॥

বেণুনাদ নিজহিয়ে, সহজেই মন্দস্মিতে, দর্শন কিরণযুক্ত
কিবা। বেণুধ্বনি শুকল্লালে, যুক্ত হৈয়া ধারবলে, ত্রিবেণীর
মুখে ধরে কিবা ॥

দন্তকান্তি মন্দাকিনী, কটাক্ষ যমুনা মানি, বিষাধর
কান্তি সরস্বতী। এই ত্রিবেণীর ধারা, মুখে বহে শ্রোত-
পারা, স্নিগ্ধ কৈল গোর নেত্র অতি ॥

কহিতেই কৃষ্ণপদে, নেত্রপড়ে অতিসাধে, পূর্বের প্রার্থনা-
গণ যত। সাফল্য হইল জানি, নিজভাগ্যে স্নাঘ্যমানি, কহে
শ্লোক মহামৃত সত ॥ ৮০ ॥

এই না আইসে শ্রীগোবিন্দ। অদ্ভুত চরণধর, ত্রিভুবনা-

দিশি দিশি তরলাভ্যাং দীপ্তভূষাদরাভ্যাং ।

অশরণ-শরণাভ্যামদ্রুতাভ্যাং পদাভ্যা-

মাহ । অয়ময়ং দেবঃ পদাভ্যামারাতি । কীদৃগ্ভ্যাং অদ্রুতাভ্যাং । তদেব
বানক্তি । ত্রিভুবনং সরসমানন্দিতং শৃঙ্গাররসসংকুলং বা যাভ্যাং তাভ্যাং দিব্যা
যা লীলা মন্তেভগতিনিন্দিবীলাসাত্তৈরাকুলাভ্যাং তৎপ্রচুরাভ্যাং তথা নৃত্য-
গত্যা দিশি দিশি তরলাভ্যাং । দৃশি দৃশি সরসাভ্যামিতি পাঠে দর্শনে দর্শনে
নূতনাভ্যাং । দীপ্তা প্রজ্জলিতা যা নুপুরাদিভূষাস্তাভিরাদরো বা যয়োঃ । অশরণ-
গানাং ত্যক্তগৃহাণামাং গোপীনাং শরণাভ্যামাশ্রয়াভ্যাং । অয়ং কীদৃক্ ।

যাহা ত্রিভুবনের আনন্দস্বরূপ অথবা শৃঙ্গাররস সঙ্কুল,
যাহা দিব্য লীলায় সমাকুল, যাহা ইতস্ততঃ প্রত্যেক দিকে
চঞ্চল, যাহা নুপুরাদি অলঙ্কারে সমাদৃত এবং যাহা অশরণ

যজনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

নন্দময়, তাতে চলি আইসে মন্দ মন্দ ॥ ধ্রু ॥

কিষ্ণা যাতে সশৃঙ্গার, রসসংক্ষালিত সার, সে ছুই চরণ
আইসে চলি । দিব্য যেই লীলা অতি, মন্তেভ-নিন্দিত গতি,
তাতে পূর্ণ যে পদ স্তবলি ॥

দেখ নৃত্যগতি যাতে, দিক্ দিক্ চাপল্য তাতে, কিষ্ণা
দৃশে দৃশে নব নব । উজ্জ্বল চরণদ্বয়, ভূষণ নুপুরাদয়, সে
ভূষার আদরানুভব ॥

ত্যক্তগৃহা গোপীগণ, তাহার আশ্রয়স্থান, সেই পদ
চলি আইসে পথে । এই হেন পদবন্দে, কৈছে চলে এই
স্কন্ধে, হিয়াপদ্য দেই ওতলাতে ॥

নুপুরের ধ্বনি আর, নৃত্যগতি পদ তার, অনুসারে বেণু-
গান যার । কিষ্ণা নিরন্তর গান, বেণু অতি অনুপাম, তেঁহো

ময়ময়মমুকুজধ্বেনুরায়াতি দেবঃ ॥ ৮১ ॥

সোহয়ং মুনীন্দ্রজনমানসতাপহারী

সোহয়ং মদব্রজবধুবসনাপহারী ।

অমুকুজধ্বেনুপুরধ্বনিঃ পাদতালকান্ন তদম্বসারেণ কুজন্ বেগু র্ঘস্য । অমু-
নিরস্তুরং বা ॥ ৮১ ॥

সাক্ষাতদর্শনপ্রাপ্ত্যা পরমানন্দমগ্নঃ সাশ্চর্য্যমাহ । মুনীন্দ্রাশ্চ তে জনা ভক্তাশ্চ
তেষাং নারদাদীনামপি মানসতাপমেব সদা ধ্যানেন ক্ষুণ্ণা হর্ভুং শীলং যস্য
সোহয়ং । তাদৃশোহপি মদযুক্তা গর্বেণ ভৎসয়ন্তো যা ব্রজবধ্বস্তাসাং বসনাপ-
হারী যঃ সোহয়ং । তথা তৃতীয়ভুবনেশ্বরস্য গিরিধ্বতা স্বর্গেশস্য দর্পহারী যঃ

গোপীজনসমূহের শরণ অর্থাৎ আশ্রয়, সেই চরণযুগলদ্বারা
এই দেব শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিতেছেন ॥ ৮১ ॥

অনস্তর শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাদর্শন প্রাপ্ত হইয়া লীলাশুক
পরমানন্দে নিমগ্ন হওত আশ্চর্য্যের সহিত কহিতেছেন ॥

সখি ! সেই এই মুনীন্দ্রগণের মানসিক তাপহারী, সেই

যছন্দনঠাকুরের পদ্য ।

আইসে আগে ত আমার ॥

তবে ত সাক্ষাৎ তার, দর্শন-আনন্দ-সার, সে আনন্দে মগ্ন
মন হই । কহে লীলাশুক বাণী, কৃষ্ণকর্ণ রসায়নী, শুন সব
চিত্ত মন দেই ॥ ৮১ ॥

সখি ! হে, সেই কৃষ্ণ দেখি বিদ্যগান । মুনীন্দ্র আর ভক্ত-
জন, নারদাদ্যের যেই মন, তাপ হরে করিলে ধিয়ান ॥ ৬ ॥

মদযুক্তা গোপনারী, যারে ভৎসে গর্বি করি, তা সবার
বাস যেই হরে । সেই কৃষ্ণ আইলা এই, যাতে চিত্ত স্তম্ভ
দেই, বিদ্যগানে দেখহ তাহারে ॥

স্বর্গেশ্বর ইন্দ্রগর্বি, গিরিধরি কৈলা খর্বি, সেই এই
আইলা সাক্ষাৎ । গোপী হৃদ্-পদ্মহারী, আমার চিত্তমুজ-
হারী, সেই এই আশ্চর্য্য এ বাত ॥

সোহয়ং তৃতীয়ভুবনেশ্বরদর্পহারী

সোহয়ং মদীয়হৃদয়াশুক্ৰহাপহারী ॥ ৮২ ॥

সৰ্ব্বজ্ঞত্বে চ গোপ্তে চ সার্বভৌমগিদিং মহঃ ।

সোহয়ং । তাদৃশোহপি মদীয়ানামাসাং মমৈব বা হৃদয়াশুক্ৰহাপহারী যঃ সোহয়-
মিত্যাশ্চর্য্যং ॥ ৮২ ॥

পূৰ্বে যথা যথা স্বপ্রার্থিতং তথা বিধত্তে নাবির্ভাবাং রাসে তাসাং হৃদয়েচ্ছা-
পূরকস্বাক্ষ সৰ্ব্বজ্ঞতায়াঃ লীলাবিশিষ্টত্বেন সহজপরমৈশ্বর্যাদেরনমুসন্ধানাং
মুক্ততাসাশ্চাত্ত্বানন্দবিস্ময়োংফুল্লঃ সন্ন্যাহ । পূৰ্ব্বদিদিং মহঃ নয়নং নিবিশং ।

এই ব্রজবধুদিগের বসনাপহারী, সেই এই ত্রিভুবনেশ্বর
ইন্দের দর্পহারী এবং সেই এই আমার হৃদয়পদ্মের অপহরণ
কারী শ্রীকৃষ্ণ ॥ ৮২ ॥

অনন্তর পূর্বে যেমন ২ আপনার প্রার্থিত ছিল তক্রূপে
আবির্ভাব, তথা রাসে গোপীদিগের হৃদয়েচ্ছা পূরক এবং
সৰ্ব্বজ্ঞতার লীলায় আবিষ্কৃত, স্বাভাবিক পারমৈশ্বর্যাদির

যজনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

অথ পূর্বে যাহা, নিজ প্রার্থ্য তাহা, কৃষ্ণচন্দ্র কৈল সে
বিধান । আর দেখি রাস মাঝে, ব্রহ্মাগ্ননা চিত্ত মাঝে, যাহা
বাঞ্চে তাহা কৈল দান ॥

সৰ্ব্বজ্ঞতা লীলাবেশ. সহজ যে পরমেশ, অনন্ত সন্ধানে
হৈতে যত । মুক্ততা দর্শন হৈতে, আনন্দ বিস্ময় চিত্তে, প্রফুল্ল
প্রকাশ কহে বাত ॥ ৮২ ॥

সখি ! হে, কৃষ্ণ অঙ্গ কান্তি । মোর আঁখি মাঝে দেখি
প্রবেশয়ে অতি ॥ আঁখি পথে যাঞে চিত্ত পরম আনন্দ । ব্যাপ্ত
হয়ে সবিস্ময়ে শুরু করে অঙ্গ ॥ আশ্চর্য্য না সৰ্ব্বজনা শ্রেষ্ঠ



তৃষ্ণাস্মুরাশিং দ্বিগুণীকরোতি

কৃষ্ণাহ্বয়ং কিঞ্চন জীবিতং মে ॥ ৮৪ ॥

তদেতদাতাঅবিলোচনশ্রীঃ

দয়াদেব পুনরুক্তা ব্যথীকৃত্য বা শোভা তাং পুষ্ণানং । স্বশ্রীমুখকান্ত্যা
ইন্দোঃ শোভাং ব্যথীকৃত্য পুনস্তদৈবোচ্ছলিতাং কুর্কাণমিত্যর্থঃ । কিম্বা ।
শ্রীব্রজদেবীনাং তদর্শনোচ্ছলিতাং শোভাং দৃষ্ট্বাহ এতাসাং তদদর্শনাং পুন-
রুক্তাং ব্যথীকৃত্যং স্নানাং শোভাং পুষ্ণানং স্থূলীকুর্কং । মুখেন্দোঃ কীদৃশঃ
উক্ষেতরাংশোরতিশীতস্যা ॥ ৮৪ ॥

স্বস্যা ভাববিশেষাশ্রয়ত্বাৎ পুনস্তত্র জাততৃষ্ণাঃ সলালসমাহ । তদ্বীক্ষিষ্যে

শ্রীকৃষ্ণ-নামক আমার কোন এক জীবন অর্থাৎ আমার এক-
মাত্র জীবনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ মদীয় পুনরুক্ত শোভাকে এবং
আমার মুখেন্দুর উদয়সমূহকে পোষণ করিতেছেন, তথা
আমার তৃষ্ণারূপ অস্মুরাশি কে (সমুদ্র) দ্বিগুণ করি-
তেছেন ॥ ৮৪ ॥

আপনার ভাববিশেষের আশ্রয়হেতু পুনর্বার তাহাতে
জাততৃষ্ণ হইয়া লালসার সহিত কহিতেছেন ॥

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

সিক্কুদৃশা কৈল বিগুণীতে ॥ চন্দ্রোদয় শোভাচয় ব্যর্থ কৈল
যাতে । পুনর্বার শোভা তার উছলয়ে তাতে ॥ কিম্বা ব্রজ-
নারী তার অদর্শনে স্নানী । কৃপা করি শোভা ভরি পূর্ণ কৈলা
পুনি ॥ অতিশীত মুখরীত তাপ করে নাশ । মোর হিয়া
মুখদিয়া কৈলা পরকাশ ॥ পুন নিজভাব ব্রজ বিশেষ আশ্রয় ।
হৈতে হৈল তৃষ্ণাকুল লালসাতে কয় ॥ ৮৪ ॥

সখি ! হে, মুরারীর মুখাজ সুন্দর । মোর মন পুনঃ পুনঃ

সস্তাবিতাশেষবিনত্রগর্ভং ।

মুহুমুরারে মধুরাধরৌষ্ঠং

মুখাম্বুজং চুষতি মানসং মে ॥ ৮৫ ॥

বত বদনাম্বুজমিত্যাদৌ পূর্কপ্রার্থিতমেতন্মুরারে মুখাম্বুজং মে মানসং মুহু-
শ্চুষতি নেত্রভৃঙ্গদ্বারা নিপীয় আশ্বাদয়তি নিজভাবানুসারেণ বিশেষয়তি ।
কীদৃশং । মধুরৌ অধরৌষ্ঠৌ বত্র তথা আতাম্বয়োরীষদরণয়ো বিলোচনয়ো ষা
ত্রীঃ শোভা কৃপাকটাকাদিসম্পং তয়া সস্তাবিতো বর্দ্ধিতঃ অশেষবিনত্রাণাং
ভক্তানামমুকুলানামাসাঞ্চ সৌভাগ্যগর্ভে। যেন ॥ ৮৫ ॥

আহা ! যাহাতে মধুরতর অধরৌষ্ঠ বিদ্যমান, তথা
অরুণবর্ণ লোচনদ্বয়ের যে শোভা অর্থাৎ কৃপাকটাকাদি
সম্পত্তি তদ্বারা অশেষ বিনত্র অর্থাৎ ভক্তগণ এবং আমাদের
সৌভাগ্যগর্ভবর্দ্ধিত হইতেছে, মুরারির সেই মুখাম্বুজ আমার
মানস চুষন অর্থাৎ নেত্রভৃঙ্গদ্বারা পান করিয়া আশ্বাদন
করিতেছেন ॥ ৮৫ ॥

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

চুষে নিরন্তর ॥ নেত্র পথদিয়া চিত্ত করে আশ্বাদন । নিজ
নিজ ভাব জীববিশেষ লক্ষণ ॥ স্মধুর ওষ্ঠাধর যাতে বিরাজ-
জয় । আ অরুণ দ্বিলোচন তাতে শোভাময় ॥ কটাক্যাদি কৃপা-
নিধি সম্পদ যাহাতে । নেত্রদ্বয় সুখময় প্রকাশয়ে তাতে । যত
ভক্ত অনুরক্ত আর ব্রজনারী । স্মসৌভাগ্য গর্ভযোগ বাড়ায়
যা হেরি ॥ সেই সেই অন্ত নাই মাধুর্য্যাক্ষিগণ । তাতে মুঞ্চ
চিত্তে লুক্ক নাহিক চেতন ॥ প্রেমানন্দে অনুবন্ধে সকল
পাসরি । কৃষ্ণদর্শে রাধা পার্শ্বে নিজ স্ফূর্ত্তি মারি ॥ রাধাপ্রতি
কহে অতি আনন্দ আচরি । কৃষ্ণসঙ্গ পুণ্যপঙ্ক উপমা
না হেরি ॥ ৮৫ ॥

করৌ শরদিজাম্বুজক্রমবিলাসশিফাগুরু
পদৌ বিবুধপাদপপ্রথমপল্লবোল্লাজিনৌ ।

তত্তদনন্তমাধুর্য্যাক্রিমগঃ প্রেমানন্দবৈহবল্যাং সর্বং বিশ্বত্য পূর্ব্ববত্তমমিষা
প্রাপ্ততদর্শনারাঃ শ্রীবৃন্দাবনম্বর্ষ্যাঃ পার্শ্বস্থায়ক্ষুর্ভ্যা তাং প্রতি । বাহেতু
স্বসঙ্গিনং কিঞ্চিং স্বমিগ্নং প্রতি । লীলাস্বয়ম্বররসং লভতে জয়শ্রীরিতিবং
স্বাস্তোদগতং তদঙ্গানামুপমানজেতৃত্বমাহ । অহৌ আশ্চর্য্যে । ইদং পুরোদৃশ্যমানং
মহঃ পূর্ব্ববং কান্তিপুঞ্জং বিলোকয় । কীদৃশং । বিলোচনয়োরমৃতং । তদ্বত্তং-
সত্ত্বপকং । ক্ষণং নিবর্ণ্য সবিষ্ময়মাহ । ইদং শৈশবং কৈশোরমিত্যর্থঃ ।
স্বার্থেহণ্ । যতোহস্য করৌ কীদৃশৌ । তৌ শরদিজাম্বুজানাং ক্রমেণ পরি-
পাট্যা য়ে বিলাসা স্তেযাং শিফাগুরু । তথাস্য পদৌ কীদৃশৌ । বিবুধপাদ-
পানাং কল্পরূপাণাং প্রথমপল্লবান্ তত্তদঙ্গুণৈককল্পজ্বয়িতুং শীলং যয়ো স্তাদৃশৌ ।

অনন্তর মেই মেই আনন্দ মাধুর্য্যাদিতে নিমগ্ন তথা
প্রেমানন্দে বিহ্বল হওয়ায় বিশ্বৃত হইয়া পুনর্বার তাঁহাকে
অনুেষণ করিয়া তাঁহার দর্শন প্রাপ্ত হইলে শ্রীরাধা পার্শ্বস্থ
আত্মক্ষুর্ভিদ্বারা তাঁহার প্রতি বাহে স্বীয়সঙ্গিকে কথঞ্চিং
আপনার মিত্রের প্রতি কহিতে লাগিলেন ॥

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

দেখ সখি ! আশ্চর্য্য গোবিন্দ । কান্তিপুঞ্জ মনোরঞ্জ
নেত্রামৃত বন্ধ ॥ কিশোরঙ্গ নৃত্যরঙ্গ মনোহর ভাঁতি । নীলমণি
কান্তি জিনি অঙ্গ শোভা অতি ॥ শরতের পদ্ম বর ক্রম হুবি-
লাস । শিফাগুরু হস্তধরু সর্ব মনোল্লাস ॥ কল্পশাখী মনমাখি
প্রথম পল্লব । পদদ্বয়ে তা লজ্জয়ে কিবা অমুভব ॥ ত্রিভুবনে
উপমানে শোভয়ে ছুর্মদ । দিনয়নে তাঁরে জিনে শ্রীমুখ
সম্পদ ॥ পুনর্বার বাহু আর অন্তর্দশা নাশি । কাম লোভ

দৃশৌ দলিতদুর্গদত্রিভুবনোপমানাশ্রয়ো
 বিলোকয় বিলোচনামৃতমহো মহঃ শৈশবং ॥ ৮৬ ॥
 আচিহ্নানমহন্তহন্যহনি সাকারান্ বিহারক্রমা-
 নারুন্ধানমরুন্ধতীহৃদয়মপ্যার্দ্রশ্মিতার্দ্রশ্রিয়া ।

তথাস্য দৃশৌ কীদৃশৌ । দলিতানি দুর্গদানি ত্রিভুবনে যানি পদ্মাदीनि উপ-
 মানানি যেষাং তেষাং শ্রীর্ষাভ্যাং তাদৃশৌ ॥ ৮৬ ॥

পুনর্দর্শাদ্বয়সম্বলিতঃ অরলালসোংপাদকতম্মাধুর্যাদর্শনানন্দমগ্নস্তদেবা-

আহা ! যাহার হস্তদ্বয় শরৎকাল জাতপদ্মের যথা ক্রমে
 বিলাসবিষয়ের শিক্ষাগুরু, চরণদ্বয় বিবুধ পাদপ অর্থাৎ কল্প-
 বৃক্ষ সকলের নবপল্লবের রক্তিমাকে উল্লঙ্ঘন করিয়াছে,
 এবং যাহার নেত্রযুগল ত্রিভুবনের যাবতীয় পদ্মাদি উপমান
 আছে তৎসমুদায়ের দুর্গ অহঙ্কারকে বিদলিত করিয়া স্বীয়
 শোভা বিস্তার করিতেছে, শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে এই দৃশ্যমান মহঃ
 অর্থাৎ কান্তিপুঞ্জ যাহাঁ লোচনদ্বয়ের অমৃততুল্য তৃপ্তিজনক
 সেই শৈশবকে অবলোকন কর ॥ ৮৬ ॥

পুনর্বার বাহুদশা ও অন্তর্দশা সম্বলিত ও কন্দর্প লাল-
 মার উৎপাদক শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য দর্শন জনিত আনন্দে নিমগ্ন
 হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে কন্দর্পজ্ঞানে কহিতেছেন ॥

যছন্দনঠাকুরের পদ্য ।

উপাদক কৃষ্ণ শোভারামি ॥ দরশন মুখঘন মগন মানসে ।
 সে আনন্দে কহে ছন্দে আনন্দ প্রকাশে ॥ ৮৬ ॥

সখি হে সম্যক্ প্রকারে কৃষ্ণচন্দ্র । ক্ষণে ক্ষণে নবীনতা
 প্রায় যেই মোহনতা, প্রকাশয়ে পরম আনন্দ ॥ ৩৫ ॥

যত ব্রজ নারীগণ, স্তনতটী মনোরম, তাহার সুখদ স্থান

আত্মানমন্যজ্ঞানয়নশ্লাঘ্যামনঘ্যাং দশা-

নন্দং মহাহ আচিবানমিতি । তদেতন্মহ আনন্দং আ সম্যক্ আনন্দো যন্মাৎ
তদানন্দং তদ্রূপং সৎ উজ্জ্ব স্ততে । ক্ৰণে ক্ৰণে নবনবদেহে প্রকাশতে । পরিতঃ
পশ্যান্ রাখাপয়োধরোৎসঙ্গশায়িনে শেষশায়িনে ইতিবৎ তং দৃষ্ট্বাহ । ব্রহ্ম-
সুন্দরীগাং স্তনতট্য এব সাম্রাজ্যং সুখদস্থানং যস্য তাসাং । যদ্বা । তাস্ম সাম্রাজ্যং
বস্যেতি বা । তত্রৈব তাদৃশদেহে স্তনভমিতার্থঃ । অতঃ কামপ্যনুপমাং
দশাং কোটিমন্নথমোহিনীং আতমানং প্রকটয়ন্তং । মাধুর্য্যস্থানস্ত্যাগ্নেত্রাভ্যা-
মস্তনভিত্তমসমর্থঃ । কোটিনয়নং প্রার্থয়ন্ স্বপুংস্বাৎ । তত্রাপ্যযোগ্যতা-
মননাং সামান্যস্ত্রীস্বং প্রার্থয়ন্ তত্রাপ্যযোগ্যতা বিচার্য্য সদৈন্যমাহ । কীদৃশীং

ব্রহ্মসুন্দরীগণের স্তনতটের সাম্রাজ্য অর্থাৎ সর্ব্বাধিষ্ঠাত্রী-
রূপা লক্ষ্মী প্রতিদিন স্বীয় বিহার ক্রম বিস্তার পূর্ব্বক অরুন্ধ-
তীর হৃদয়কেও আর্দ্রীভূত গধুর হাশ্বের আর্দ্র শোভাধারা

যদ্বনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

যে । কিম্বা কুচতটগণ, কৃষ্ণের সুখদ স্থান, তাহাতে স্তনভ
হয় সে ॥

এইত কারণে কহি, কোন অনুপদশা নহি, কোটি কাম
মোহয়ে তাহাতে । প্রকট করয়ে যাহা, দেখে সখি তাহা
তাহা কিবা সুখ না বাড়য়ে চিত্তে ॥

অনন্ত মাধুর্য্য দেখি, সবে মোর ছুটি আঁখি, তাতে কিবা
দেখিব গৌবিন্দ । কোটি নেত্র হয় যবে, কৃষ্ণ অঙ্গ দেখি
তবে ছুই নেত্রদিল বিধি মন্দ ॥

বাহ্যদশা বাসি মনে, আপনে পুরুষ মানে, তাহাতে
কহয়ে আর বার । পুরুষের দৃশ্য নহে, অনন্ত মাধুর্য্যচক্ষে,
সামান্য স্ত্রী বাঞ্ছা হয় তার ॥

মানন্দং ব্রজসুন্দরীস্বনতটীগাত্রাজ্যমুজ্জ্বলন্তে ॥ ৮৭ ॥

তাং অন্যজন্মানি ব্রজসুন্দরীবাতিরিক্তানি যানি জন্মানি তেবু যানি নয়নানি
 তৈঃ শ্লাঘিতুমপাশকাং কিমুতাহুভবিতুং । আতি ব্রজদেবীভিরেবাহুভাব্যা-
 মিতার্থঃ । বিলাসসৌষ্ঠবঃ দৃষ্ট্বাহ অহন্যহন্যহনি প্রতিদিনং প্রতিক্ষণং প্রতি
 নিমেঘং সাকারান্ মুক্তিমতঃ বিহারক্রমান্ তৎপরিপাটীরাচিঘ্নানং সৃজন্তং ।
 এবং চেত্বর্হি তদন্যোজনস্তদাশাং ত্যক্ত্বা সুখং তিষ্ঠতু অত্র সোপালম্বমাহ
 আক্কেতি । সহজাদ্রাস্ত স্মিতস্য য়া আর্দ্রা শ্রীঃ শোভা তরৈয়ারুক্কত্যা অপি
 হৃদয়মারুক্কানাং আশ্রন্যারুক্ক্য স্থাপয়েৎ । সুন্দরং পুরুষং দৃষ্ট্বা পুরুষা
 অপি তং শ্লাবস্তে তস্যা স্তবশ্লাঘাপি নাস্তি অস্যা অপীতি কথমন্যো জনঃ সুখং
 তিষ্ঠেদিত্যর্থঃ ॥ ৮৭ ॥

অবরোধ করত এবং যাহা কোন জন্মেও স্থলভ নহে তাদৃশী
 অমূল্য দশা ও আনন্দকে বর্জন করত নিয়তই বুদ্ধিলাভ করি-
 তেছে ॥ ৮৭ ॥

• যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

সামান্য নারীও হৈলে, ও মাধুর্য্য নাহি মিলে, একরূপ
 বিচার করি মনে । কহয়ে সর্দৈন্য করি, বিনা যত ব্রজনারী,
 না দেখয়ে যে অন্য নয়নে ॥

ব্রজনারী আঁখিগণ, শ্লাঘা পাঞা অনুক্ষণ, দর্শন করয়ে
 যে মাধুরী । কহিতেই পুনঃ সেই, বিলাসে সৌষ্ঠব যেই,
 দেখিয়া কহয়ে বলিহারি ॥

প্রতিদিনে প্রতিক্ষণে, প্রত্যেক নিমিষগণে, মুক্তিমস্ত
 বিহারের ক্রম । পরিপাটি মনোহর, জগতের তাপহর, নির-
 স্তর করয়ে সৃজন ॥

তবে যদি বোল হেন, তবে কেন অন্য জন, লোভ করে

তদুচ্ছৃসিতযৌবনং তরলশৈশবালঙ্কৃতং

গদচ্ছুরিতলোচনং গদনমুগ্ধহাসায়ুতং ।

পুন লালসয়া সহর্ষমাহ তদিদং মামকং জীবিতং জয়তি সর্কোৎকর্ষণ
বর্ততে । সর্কোৎকর্ষণতামেবাহ বিশেষণৈঃ । ন কেবলমরুন্ধত্যা অপিতু জগ-
ত্রে মনোহরং । উচ্ছৃসিতং যৌবনং তৎপূর্কীবস্থা যস্মিন্ । তথা তরলং
গহ্বরং কিঞ্চিদবশিষ্টং শৈশবং যং তেনালঙ্কৃতং । বিশেষণাভ্যাং কিশোর

পুনর্বার অন্তর্লালসায় সহর্ষে কহিতেছেন । যাঁহার
যৌবন উচ্ছলিত, বাহা তরল (চঞ্চল) শৈশবে অলঙ্কৃত
অর্থাৎ যিনি কিশোর, যাঁহার কন্দর্পমদে লোচন উচ্ছলিত,

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

তাহা দেখিবারে । সে তৃষ্ণা ছাড়িয়া রহু, মাধুর্য্য মাহাঅ্য
বহু তখে শুন কহি যে তোমারে ॥

উপালম্বু মতে কহে, এঁছে তার স্মিত নহে, পরম কোমল
শোভাময় । অরুন্ধতী আদি সতী, হৃদয়ে অবাক্ক অতি, তবু-
রাখে আপনা আলায় ॥

কহিতেই নিজাস্তরে, লালসা আসিয়া ধরে, অতিশয় হর্ষ
মানি মনে । কহে মহাভাগবত, লীলাশুক অভিমত, সাক্ষাৎ
গোবিন্দ দরশনে ॥ ৮৭ ॥

এই মোর জীবন কৃষ্ণচন্দ্র । জয়যুক্তবস্ত্র সদা, সর্কোৎ-
কর্ষা প্রেমপ্রদা, রাস মাঝে কিশোর নটেন্দ্র ॥ ৬৫ ॥

ন কেবল অরুন্ধতী, সতী-মন হরে নিতি, জগজ্জয় মনো-
হারিবেশ । প্রথম যৌবনারম্ভ, কৈশোর সংপূর্ণ দম্ভ, তাহাতে
মোহিলা সর্কদেশ ॥

কৈশোর বয়স মার, প্রতি অঙ্গ অলঙ্কার, এক অঙ্গ শোভা

প্রতিকর্ণবিলোভনং প্রণয়পাতবংশীমুখং

জগজ্জয়মনোহরং জয়তি গাগকং জীবিতং ॥ ৮৮ ॥

চিত্রং তদেতচ্চরণারবিন্দং

মিতার্থঃ । অতঃ পরমদৈশ্চুরিতে ব্যাপ্তে লোচনে যদা । মদনো মুক্ধো যস্মাৎ
তাদৃশো হাস এবামৃতং তদস্মিন্ । অতঃ প্রতিকর্ণবিলোভনং । কর্তরি লুট্ ।
প্রণয়েন পীতং চুষ্ণিতং বংশ্যাঃ স্তভগায়ামুখং যেন ॥ ৮৮ ॥

পুনস্তংপ্রত্যঙ্গমাধুর্য্যানস্ত্যাক্ৰ্ত্তা সাশ্চর্য্যমাহ তংকৃষ্ণপদাধুজাভা-

ষাঁহার হাস্যামৃতে মদনও বিমোহিত হয়েন এবং ষাঁহার
সপ্রণয়ে পীতবংশীমুখ ক্রণে ক্রণে লোভ জন্মাইতেছে, সেই
ত্রিজগন্মনোহর মদীয় জীবনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন ॥৮৮

পুনর্বার তাঁহার প্রত্যঙ্গের অনন্তমাধুর্য্য স্ফূর্ত্তি হেতু

যছন্দনঠাকুরের পদ্য ।

পুঞ্জ হেরি । জগতের নারী যত, কে রাখিবা ধৈর্য্য কত, শ্রুত
যাত্র হইল বাউলী ॥

তাতে কাম মদগণ, ব্যাপ্তে আছে দ্বিনয়ন, তাহাতে
চঞ্চল তার গতি । কোটি কাম মোহ করে, হেন হাস্য যেহো
ধরে, গেহ হরে অমৃতের রতি ॥

প্রতিকর্ণে মতি লোভা, হেন মে মাধুর্য্য শোভা, যার
প্রতি তনুতে বিরাজ । শুক না বংশীর মুখ, চুষ্ণি যেহো পায়
সুধ, প্রণয়ে পিবয়ে এই কাজ ॥

কহিতে কহিতে তার, প্রত্যঙ্গ মাধুরী সার, স্ফূর্ত্তি হৈলা
আসি নিজমনে ॥ আচার্য্য কহয়ে বাণী, কৃষ্ণকর্ণ রসায়নী,
লীলাশুক শ্লোক উচ্চারণে ॥ ৮৮ ॥

সখি হে এই কৃষ্ণ চরণারবিন্দ । পূর্বে যা প্রার্থনা কৈনু,

চিত্রং তদেতন্নয়নারবিন্দং ।

চিত্রং তদেতদদনারবিন্দং

মিত্যাদিনা । প্রার্থিতমেতদস্য চরণারবিন্দং চিত্রমদ্বুতং । তথা মূর্ত্তিঃ জগন্মোহিনীমিত্যাদৌ প্রার্থিতং তদেতদস্য বপুশ্চিত্রমত্যদ্বুতং । মুখপঙ্কজং মনসি মে বিজ্জ্বল্যামিত্যাদৌ প্রার্থিতং তদেতচ্চরণারবিন্দং চিত্রমত্যদ্বুত-
তরং । তথা শ্রেফুরল্লোচনাত্যামিত্যাদৌ প্রার্থিতং তদেতন্নয়নারবিন্দং চিত্রমত্যদ্বুততমং তদেতং সর্বং মম প্রত্যক্ষং জাতমিতি চিত্রং অতিতমাদ্বুত-

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিতেছেন ॥

যাঁহার চরণারবিন্দ অদ্বুত, যাঁহার বদনারবিন্দ অদ্বুত,
এবং যাঁহার নয়নারবিন্দ অদ্বুত, অধিক কি বলিব যাঁহার

যছন্দনঠাকুরের পদ্য ।

এই যে সাক্ষাৎ পাইলু, কি অদ্বুত পরম আনন্দ ॥

এই কৃষ্ণ মুখপদ্ম, সকল আনন্দ সদ্য, বড়ই অদ্বুত হয়
আর । পূর্ণবাঞ্জা যত গোর, পূর্ণ কৈল ভাগ্য ভর, দেখিলাউ
মুখপদ্ম গার ॥

তাহা হইতে এই আর, অদ্বুততর তার, অঁখি পদ্ম মনো-
হর শোভা । পুরুষে প্রার্থিল আমি, হেন বুঝি মন জানি,
দরশন দিল চিত্তলোভা ॥

তাহা হৈতে অতিশয়, অদ্বুত তগময়, এই না গোবিন্দ
অঙ্গ আগে । যেই কাম্বি স্নগাধুরী, বেশবৈদম্বি ভরি, প্রার্থনা
করিল অনুরাগে ॥

পুনঃ দেখে কতদূরে, রাই কৃষ্ণকৈলি করে, গোপবধু-
চুস্বে আলিঙ্গনে । কণেক বিশ্বয় পাঞা, কহে মনে বিচারিয়া,

চিত্রং তদেতৎপুরণ্য চিত্রং ॥ ৮৯ ॥

অখিলভুবনৈকভূষণমধি-

ভূষিতজলধিহৃহিতকুচকুম্ভং ।

তমং । বপুরষ ইতি পাঠে । অষ ইত্যশ্চর্ষাদ্যোতকাকাশ সম্বোধনং ॥ ৮৯ ॥

পুনঃ কিয়দূরে স্থিতা তাভিঃ সহ চুষনালিঙ্গনাদিভি বিলম্বস্তঃ তমালোক্য
বিস্মিতঃ কণং বিচার্য অস্য নৈতদাশ্চর্ষামিত্যাহ । তাদৃশমমুং বন্দে । ন
কেবলং ব্রজবননৈস্যব কিন্তু অখিলানাং ভুবনানাং এবং শ্রেষ্ঠং নীলমণিরূপং
ভূষণং তদ্বং স্থিতং । তদ্বক্তঃ শ্রীজয়দেবৈঃ । ত্রৈলোক্যমৌলিস্থলী নেপথ্যোচিত-

সমস্ত শরীরই আশ্চর্য্য, ॥ ৮৯ ॥

পুনর্বার কিয়দূরে থাকিয়া ব্রজহৃন্দরীদিগের সহিত
চুষন ও আলিঙ্গনদ্বারা বিলাসশীল শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন
পূর্বক বিস্মিত হইয়া কণকাল বিচার করত ইহা আশ্চর্য্য
নহে এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন ॥

যিনি অখিল ভুবনের ভূষণসমূহেরও একমাত্র ভূষণ, যিনি

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

এ অতি আশ্চর্য্য নহে মনে ॥ ৮৯ ॥

দেখ দেখ বিচারে নাহিক প্রয়োজন । এই কৃষ্ণরূপ
রাশি, যাতে নিন্দে কোটিশশী, বন্দি মাত্র না যায় বর্ণন ॥ঙ্

সর্ব ব্রজাঙ্গনা হার, লতা মাঝে মনোহর, মরকত মণি
সুনাগক । কেবল ইহাও নহে, আর দেখ দেখ ওহে, সাক্ষাৎ
আছয়ে পরতেক ॥

চৌদ্দ ভুবনের শ্রেষ্ঠ, সকলের মহাইষ্ট, নীলমণি ভূষণ
আগার । যত ব্রজনারীগণ, নিরূপস গুণগণ, বক্ষঃস্থলে বসতি
যাহার ॥

ব্রজযুবতিহারবল্লী

নীলরত্নমিতি । তথা অধিভূষিতা বিষ্ণুাদিস্বরূপেণ পাদসম্বাহনপরাগাং লক্ষ্মীগাং স্বপাদস্পর্শেন কুচকুম্ভা যেন । আসাং সর্কাসাস্ত্ৰ নায়কগণিবং কণ্ঠ-স্থিতমিত্যাশ্চর্যং । যদ্বা । নদীশস্য প্রকাশভেদেন নৈতচ্চিত্রং যতোহখিলানাং • বৈকুণ্ঠানামেকং ভূষণং স্বয়মেব তত্তদ্রূপেণ তেষু স্থিতং । তথা অধিভূষিতাঃ তত্ত্বংপ্রয়সীনাং লক্ষ্মীগাং কুচকুম্ভা যেন । ক্ৰণং বিমৃশ্য নৈতৎপ্রকাশভেদ ইত্যাং । আসাস্ত্ৰ একেন বপুশ্চৈব নায়কগণিৎ তচ্চিত্রমেবৈতৎবন্দনমেব কার্যং নতু বিচার্যামিতার্থঃ । অথ যদ্বাহুয়া শ্রীললনাচরিত্রপঃ নায়ং শ্রিয়ো-হঙ্কেত্যাদিদিশা স্বমাধুর্যেণ তামাক্ষয়া অধিভূবি উষিতৌ বিরহবহ্নিজ্বালায়া-

জলধিস্নতা লক্ষ্মীদেবীর কুচকুম্ভের ভূষণ এবং যিনি ব্রজ-যুবতিদিগের স্তনমণ্ডলের হারলতাস্বরূপ, সেই মরকত নায়ক-

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

জলধিদুহিতা যত, লক্ষ্মীগণ আছে কত, বিষ্ণুরূপে পাদ সম্বাহয়ে । নিজপাদ স্পর্শে তার, কুচকুম্ভ মনোহর, সেই তার সদাই রহয়ে ॥

অখিল বৈকুণ্ঠগণ, প্রকাশাদি মনোরম, বিষ্ণুরূপে যে করে বসতি । তাহার প্রয়সী যত, লক্ষ্মীগণ অবিরত, তার কণ্ঠে গণিরূপে স্থিতি ॥

বিষ্ণু লক্ষ্মীগণ যত, যে আকর্ষে অবিরত, বেণুগান করি মনোরম । তার কুচকুম্ভে সদা, তাপ দেন অবিরতা, তারে যুই করউ বন্দন ॥

অতঃপর রাধাসনে, আর গোপাঙ্গনা মনে, করে কৃষ্ণ-লীলা সবিস্ময় । সে শোভা দেখিয়া লীলাশুক অতি-সুখ

গরকতনায়কমহামণিঃ বন্দে ॥ ৯০ ॥

কান্তাকুচগ্রহণবিগ্রহলঙ্কলক্ষ্মী-
খণ্ডাঙ্গরাগনবরঞ্জিতমঞ্জুলশ্রীঃ ।

তাপিতৌ তস্যাঃ কুচকুন্তৌ যেন । উষ দাহে ॥ ৯০ ॥

অথ শ্রীরাধয়া সর্কাভিবা কৃতলীলা বিশেষস্য তস্যা শোভাবিশেষং বিলোক্য
সহর্ষমাহ । কৃষ্ণদেবঃ ক্রীড়ন্ কৃষ্ণঃ কিমপি গুম্ফতি মাধুরী স্মনো মালং
গ্রথ্নতি । কীদৃশঃ । কান্তায়াস্তাসাং বা আলিঙ্গনচূষনাধরণানার্থং যৎকুচ-
গ্রহণং তত্র কুটুমিত্যাখ্যভাবেন হস্তাদিক্ষেপেণ নিবারণন্ত্যা তয়া তাভির্বা সহ
মণিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আগি বন্দনা করি ॥ ৯০ ॥

অনন্তর শ্রীরাধা তথা সমস্ত ব্রজসুন্দরীগণের সহিত কৃত
লীলাবিশেষ শ্রীকৃষ্ণের শোভাবিশেষ মন্দর্শন করিয়া লীলা-
শুক সহর্ষে কহিতেছেন ॥

যিনি কান্তা এবং ব্রজসুন্দরীগণের কচগ্রহণরূপ বিগ্রহে
অর্থাৎ যুদ্ধে জয়লক্ষ্মী লাভ করিয়াছেন, স্তবরাং ঐহার নূতন

বহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

পাইলা, হর্ষভরে শ্লোক উচ্চারণ ॥ ৯০ ॥ 14-3-57

ক্রীড়ারত এই কৃষ্ণচন্দ্র । কোন স্মমাধুরী ফুলে, মালা
গাঁধি মনোহরে, দরশনে কে নহে আনন্দ ॥ ৬ ॥

চূষনালিঙ্গনাধর, পান লাগি স্ফুৎকল, কান্তাকুচ করিতে
গ্রহণ । করে কর বারে রাই, কুটুমিত * ভাব পাই, তাতে যুদ্ধ
ছুঁহে স্মোহন ॥

কিন্বা রাই জিনিবারে, বাক্য কহে মনোহরে, বাক্য
মালা গাঁধে মনোহর । কহিতে দেখয়ে আর, অঙ্গরাগ লাগে
তার, অঙ্গনিজ অঙ্গনিজ ভর ॥

* ভাববশতঃ হস্তপদাদিচালনকে কুটুমিত কহে ।

গণ্ডস্থলীমুকুরমণ্ডলখেলমান-

ঘর্ষ্মাকুরঃ কিমপি গুণ্ফতি কৃষ্ণদেবঃ ॥ ৯১ ॥

যো বিপ্রহস্তেন লক্ষাঃ শ্রীমদঙ্গলগা যে তেচ লক্ষ্মীঃ শোভা তদ্বৃক্ষাশ্চ মধ্যপদ-
লোপী সমাসঃ । খণ্ডাঃ খণ্ডখণ্ডাশ্চ তস্যান্তাসাংবা সিদ্ধূরকুক্ষুমচন্দনাঙ্গনাংদ্য-
দ্রাগাণাং যে নবাত্তৈ রঞ্জিতা অতোহতি মঞ্জুলা শ্রীর্ষ্যা তেন বিপ্রহেণ লক্ষা বা
লক্ষ্মীস্তয়াচ তদঙ্গলঙ্গেন খণ্ডাঃ কচিং খণ্ডিতা যে কুক্ষুমাণি নিজান্ধরাগা স্তেবাং
নবৈশ্চ রঞ্জিতা স্বভাবমঞ্জুলা শ্রীর্ষ্যোতি বা । তথা গণ্ডস্থল্যাবেব মুকুরমণ্ডলে
তয়োঃ খেলমানা ঘর্ষ্মাকুরাঃ শ্রমোখপ্রবেদকলাঃ বধ্য । বধ্য । তস্যান্মন্ডি-
জিত্ত্বাং জেতুঃ নর্ম্মপ্রহেলিকাদিরূপং কিমপি গুণ্ফতি ॥ ৯১ ॥

অঙ্গরাগ খণ্ডিত হইয়া মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে এবং
ষাঁহার গণ্ড ও উদরে ঘর্ষ্মবিন্দু চঞ্চল ভাবে অবস্থিতি করায়
বোধ হইতেছে যেন জীড়া করিতেছে, সেই শ্রীকৃষ্ণদেব
ঘর্ষ্মবিন্দুচ্ছলে যেন কোন এক অনির্ব্বচনীয় মুক্তামালাই
গ্রহন করিতেছেন ॥ ৯১ ॥

বহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

এরূপ কলহ কেলি, করে হস্ত ঠেলাঠেলি, তাতে কান্তা
উরোজ কুক্ষুম । সিদ্ধূর চন্দন যত, খণ্ড খণ্ড নবগত, কৃষ্ণ
অঙ্গে লাগে মনোরম ॥

গোবিন্দের অঙ্গরাগ, কুক্ষুম চন্দন দাগ, লাগে যত অঙ্গে
রাধিকার । রাই অঙ্গে ও অঙ্গরাগ, ছুঁহ ছিন্ন ভিন্ন ভাগ, এ
শোভার না পাইয়ে পার ॥

রতিযুদ্ধ শ্রমজল, ভরে ছুঁহ কলেবর, ঘর্ষ্মাকুর গণ্ডে
খেলে সমে । গণ্ডস্থলি সুদর্পণ, তাতে ঘর্ষ্মবিন্দুগণ, মাধুরী

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-

মধুরং মধুরং বদনং মধুরং ।

মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো।

তাদৃশানন্ততন্মাদুর্ধ্যাবিশেষমমুভূয় শার্চ্যমাহ । অস্য বিভো ব'পু-
মধুরং মধুরং অতিস্বমধুরমিত্যর্থঃ । পুনঃ শ্রীমুখমালোক্য শশিরশ্চালনমাহ ।
বদনস্ত মধুরং মধুরং মধুরং অতিতরাং মধুরমিত্যর্থঃ । তত্র স্মিতমমুভূয় সশীৎ-
কারং তন্নির্দেশকতর্জনীচালনপূর্বকমাহ । এতন্মৃদুস্মিতং মধুরং মধুরং মধুরং

তদীয় তাদৃশ অনন্ত মাধুর্ধ্যাবিশেষ অনুভব করিয়া
আশ্চর্যের সহিত কহিতেছেন ॥

এই বিভু শ্রীকৃষ্ণের বপুঃ মধুর মধুর অর্থাৎ অতি স্বমধুর,
পুনর্বীর শ্রীমুখ অবলোকন করিয়া মস্তক কম্পনের সহিত
কহিলেন শ্রীকৃষ্ণের বদন মধুর মধুর মধুর অর্থাৎ অতিশয়
স্বমধুর । অনন্তর সেই বদনে ঈষৎহাস্য অনুভব করিয়া শীৎ-

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

গ্রহণ মনোরমে ॥

এইরূপ অস্ত নহে, বিশেষ মাধুর্ধ্য তাহে, দেখিয়া আশ্চর্য্য
কার কহে । কর্ণামৃত কথা এই, অমৃত হৈতে স্রধা যেই,
শুনি কৃষ্ণকর্ণ স্রথী যাহে ॥ ৯১ ॥

কৃষ্ণ অঙ্গ অতি মনোহর । মধুর হৈতে স্বমধুর, বহে চন্দ্র
জ্যোত্সা পূর, ত্রিভুবন যাহাতে উজোর ॥

কহিতেই মুখচন্দ্র, দেখি পুনঃ হাসে মন্দ, শির ঢুলাইয়া
কহে বাণী । মুখ অতি মনোহর, তাহা হৈতে স্বমধুর, তাহা
হৈতে স্বমধুর মানি ॥

মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং ॥ ৯২ ॥

শৃঙ্গার-রসসর্বস্বং শিখিপিঞ্জবিভূষণং ।

মধুরং অতিতমাং স্তমধুরমিত্যর্থঃ । কীদৃশং । মধুগন্ধি মধুসৌরভযুক্তং মুখাজং
যস্য । মকরন্দরূপত্বাৎ সর্বমাদকমিত্যর্থঃ । স্তুরতে কৃতমধুপানত্বাৎ তদী-
যদগন্ধি বা ॥ ৯২ ॥

তস্য তদ্রসাবেশং বিলোক্যাহ ইদং শৃঙ্গারশচাসৌ রসরাজত্বাৎ রসানাং
সর্বস্বঞ্চ যতদাশ্রয়ে । নহু স তাবদমূর্ত্তন্তত্ত্বাহ । ভুবনং তৎস্বজীবশ্চ আশ্রয়ো
যস্য তাদৃশোহ্যপ্যঙ্গীকৃতো নরাকারো যেন । নবাকার ইতি পাঠে । স্বীকৃতো

কারের সহিত তন্নির্দেশক তর্জ্জনী চালনা পূর্বক কহিলেন
শ্রীকৃষ্ণের এই মুছুহাস্যও মধুর, মধুর, মধুর, মধুর অর্থাৎ
অত্যন্ত স্তমধুর ॥ ৯২ ॥

তৎপরে তাঁহার তদ্রসাবেশ অবলোকন করিয়া কহি-

যহনননঠাকুরের পদ্য ।

কহিতেই দেখে স্মিত, অলৌকিক তার রীত, স্মিত কথা
কহন না যায় । মুখাজে বহয়ে গন্ধ, যাতে গোপনারী অন্ধ,
কৃষ্ণমুখ স্তমধুর্যময় ॥

কহিতেই কৃষ্ণবেশ, দেখয়ে মোহনদেশ, তাহা দেখি
কহে পুনর্বার । কৃষ্ণকর্ণামৃত কথা, শুন ছাড় অন্য বার্তা,
যাতে সর্ব মাধুর্যের সার ॥ ৯২ ॥

এই যে শৃঙ্গার রসরাজ । যত আছে রসগণ তাহার সর্ব-
স্বধন, আশ্রয় লইলু এই কাজ ॥ ৬৫ ॥

কেবল যে সেহ নহে, আর কহি শুন ওহে, অখিল
ভুবনে জীব যত । তাহার আশ্রয় যেই, এতাদৃশ হৈয়া সেই,
নরাকার হৈল অঙ্গীকৃত ॥

অঙ্গীকৃতনবাকারমাশ্রয়ে ভুবনাশ্রয়ং ॥ ৯৩ ॥

নাদ্যাপি পশ্চতি কদাপি নিদর্শনায়

নূতনাকারো যেন তত্র স এবায়ং মূর্ত্তিমানিত্যর্থঃ । তদ্বক্ৰং । শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তি-
মানিত্যত্র । কীদৃশং শিখিপিজ্জ্ববিভূষণং । যদ্বা । শিখিপিজ্জ্ববিভূষণমমুমাশ্রয়ে ।
কীদৃশং স্বস্বরূপেণাঙ্গীকৃতঃ সদা গৃহীতো নরাকারো যেন । তত্র হেতুঃ ।
ব্রহ্মমোহনে তৎস্বরূপেণৈব ভুবনানাং তত্ত্বৈকুণ্ঠানাং তত্ত্বদ্বন্ধাণ্ডানাঞ্চাশ্রয়ং
তন্নিরৈবোৎপন্নপ্রলীনত্বাত্তেবাং । তাদৃশমপি শৃঙ্গাররস এব সর্বস্বং যস্য ।
তাদৃশঞ্চ তস্য সর্বস্বদ্বা ॥ ৯৩ ॥

অথ স্বসমীপমাগতস্য তাদৃশ স্তস্য সাক্ষাদর্শনপ্রাপ্ত্যানন্দোন্মত্তঃ

লেন, যিনি শৃঙ্গাররসের সর্বস্ব, শিখিপিজ্জ্বই যাঁহার বিভূষণ
এবং যিনি নরবপুকে অঙ্গীকার করিয়াছেন, সেই ভুবনা-
শ্রয় শ্রীকৃষ্ণকে আগি আশ্রয় করি ॥ ৯৩ ॥

অনন্তর নিজসমীপাগত তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শন

যদ্বনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

নবাকার শব্দে কহে, নূতন আকার ময়ে, সর্ব্বক্ষেপে
স্বীকার যাহার । কেবল নবীন রূপ, সদা নব নব ভূপ, মূর্ত্তি-
মান্ ভুল্য নহে আর ॥

শিখিপিজ্জ্ব বিভূষণ, গোপবেশ হ্রমোহন, ব্রহ্মার মোহন
কৈলা যে । অনন্ত বৈকুণ্ঠনাথ, ব্রহ্মারুদ্রগণ সাথ, ইন্দ্রাদির
একাশ্রয় সে ॥

এতেক বৈভব যার, নিকটাগমন তার, দেখি লীলাশুকের
আনন্দ । উন্মত্ত হইয়া বোলে, আনন্দমাগরে ভোলে, অত্যা-
শ্চর্য্য করিয়া নির্ব্বন্ধ ॥ ৯৩ ॥

এঁছে এই করুণা তোমার । ব্রজবধু নেত্রোৎপলে, দৃশ্য

চিত্তে তথোপনিষদাং স্তদৃশাং সহস্রং ।

স হ্রং চিরাম্ময়নয়োরনয়োঃ পদব্যাং

শাস্ত্রার্থ্যঃ তমেব পৃচ্ছতি । হে স্বামি নৃত্তজবধূদৃশাদৃশ্যামিত্যাদ্যাহুসারেণ আনামেব
দৃশ্যস্বমীদৃশঃ কদা হু কৃপয়া মম নয়নয়োঃ পদব্যাং সন্নিধংসে । হু আশঙ্কায়ঃ ।
নহু পূর্ববৎস্কৃতিরেবেয়ং তবেতত্রস বিমর্ষমাহ । চিরাৎকালং বাপ্য তৎ
• স্কৃতির্নেম্মিতার্থঃ । নহু সত্যমীদৃশোহহমন্যাগোচরঃ । কিন্তু তব তাদৃশ-
ভাবাদ্ধট্টোহস্মি । কিমত্র চিত্রমিত্যাহ । অনয়োঃ প্রাকৃতপুরুষদেহান্বিশে-
ষয়োরিতি ছর্ষটমেতদিত্যর্থঃ । নহু ভবতু তে প্রাকৃতপুংস্বং । তেন কিং

প্রাপ্তিহেতু আনন্দে উন্নত হইয়া আশ্চর্য্যের সহিত তাঁহাকে
জিজ্ঞাসা করিতেছেন যথা ॥

হে স্বামিন্! সহস্র সহস্র স্তলোচনাগণও অদ্যাবধি
যাঁহাকে কোন তাদৃশ দর্শনেও দর্শন করিতে সক্ষম হইলেন

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

তুমি নিরন্তরে, মোর নেত্র আগে দেখা তার ॥ ৬ ॥

এত কহি চিস্তে মনে, পূর্বের যৈছে বিস্মরণে, তৈছে
স্কৃতি দেখি কিবা আমি । পুনঃ কহে মেহ নহে, বহুকাল
ব্যাপি রহে তেঁই বুঝি কৃষ্ণ আইলা জানি ॥

মনে ইহা * উট্টঙ্কিয়া, কহে অতি হর্ষ পাঞা, অয়ে কৃষ্ণ
যদি বল হেন । অন্য নেত্র দৃশ্য নহি, তুমি গোপীভাবময়ী,
তেঁই তোরে দেখাদিল যেন ॥

তবে শুন তার কথা, প্রাকৃত পুরুষ এথা, মোর দেহ এই
বিদ্যমান । পুরুষের ছর্ষটন, এইরূপ দর্শন, এই লাগি হয়
স্কৃতি ভান ॥

* উট্টঙ্কিয়া-উৎপ্রেক্ষা বা বিচার করিয়া ।

স্বামিন্ কদা নু কৃপয়া মম সন্নিধৎসে ॥ ৯৪ ॥

এতদ্ভাবেনৈব বস্য কস্যাপ্যাহং দৃশ্যঃ স্যাং তত্র সশিরশ্চালনং কৈমুত্যান্যাস্নে-
নাহ । স্নদৃশাং বেগুনাদমত্তত্রিভুগদ্বর্তিস্নন্দরীণাং তথোপনিষদামপি সহস্রং বস্য
তব তদঙ্গানাং সাক্ষাদর্শনং তাবদ্বরেহস্ত তন্নিদর্শনায় সাদৃশ্যাদর্শনায়পি
কিমপি কদাপি চিত্তেহপি অদ্যাপি ন পশ্যতি । যদ্বা উপনিষদাং সহস্রং তথা
তাদৃশেন ভাবেনাপি ন পশ্যতি নহু তাঃ অমূর্তাঃ কথং পশ্যন্ত তত্রাহ
স্নদৃশামিতি । তথা তেন প্রকারেণ তং প্রাপ্যার্থং স্নদৃশঃ । সদাস্তংপশুস্তী-
নামপীত্যর্থঃ । তদাভি গোপস্নন্দরীভিরেব দৃশুস্তং বয়া কৃপয়া মম সাক্ষাত্তোসি
কা সেতি কথ্যতামিতি ভাবঃ ॥ ৯৪ ॥

না, সেই আপনি আমার এই নয়নপদবীতে কোন্ কৃপাশুণে
সন্নিহিত হইলেন ? ॥ ৯৪ ॥

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

তবে যদি বল হেন, পুরুষ দেহ নও কেন, তাহাতেই
ক্ষোভ হৈল কিয়ে । গোপীভাবে যেই ভজে, তারি দৃশ্য
আমি ব্রজে, তবে শুন তছুত্তর দিযে ॥

বক্র করি শির চালি, কহে ন্যূনাধিক বলি, শুন শুন
ওহে ব্রজধন । বেগুনাদ মত্তা যত, ত্রিভুগতনারী কত, তথা
কত মুনিকন্যাগণ ॥

সহস্রে সহস্রে কত, ধায় যেন উনমত, তোমা দেখি-
বার আশা করি । সাক্ষাৎ তোমার দেখা, থাকু তাহা পাবে
কোথা, চিত্তে হ না পায় দেখা শারি ॥

যদ্বা উপনিষদাদি, সহস্র মে ভাব সাধি, অদ্যাপি না
দেখে এইরূপ । তবে যদি বল সেই, অক্ষুর্তি সকল যেই,
কেমনে দেখিবে সেই রূপ ॥

কেয়ং কাস্তিঃ কেশব ত্বন্থুখেন্দোঃ

পুনস্তাদৃশশ্রীমুখকাস্তিঃ বেশমৌষ্ঠবঞ্চ দৃষ্ট। তদ্বর্ণয়িত্বুমুদ্যতস্তদশক্র্যা
সচমৎকারসংশয়ং তং পৃচ্ছতি। হে কেশব স্নিগ্ধকুঞ্চিত-কেশ-রচিতচূড় ইয়ং
ত্বন্থুখেন্দোঃ কাস্তিঃ কা, অয়ং বেশশ্চ কঃ। ননু পূৰ্বেং ত্বয়ৈব বর্ণিতাবিমৌ তত্রাহ

পুনর্বার শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ শ্রীমুখকাস্তি ও কেশমৌষ্ঠব
দর্শন করিয়া তাহা বর্ণন করিতে উদ্যত হইয়া তদ্বিষয়ে আসক্তি
হেতু চমৎকার ও সংশয়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন ॥

হে কেশব! “তোমার কি অনির্বচনীয় মুখকাস্তি এবং

বহ্ননন্দনঠাকুরের পদ্য।

কহি শুন তে কারণে, যত গোপাঙ্গনাগণে, নয়নের দৃশ্য
তুগি সদা। তবে যে সাঙ্কাত হৈলা, কিবা কৃপা প্রকাশিলা,
কহ মোরে সে নিয়ম কথা ॥

এই মতে পুনর্বার, দেখে শোভা মনোহর, গোবিন্দের
শ্রীমুখকিরণ। মৌষ্ঠব বর্ণিতে চাহে, বর্ণনা সে নাহি হয়ে,
সংশয়ে পুছয়ে সেই ক্ষণ ॥ ৯৪ ॥

কেশব তব স্নিগ্ধ কেশচূড়। এ তব মুখেন্দুকাস্তি, কি এই
মোহন ভাঁতি, কিবা এই বেশ স্নমপুর ॥ যদি বল পূর্বে
তুগি, বর্ণনা করিলা জানি, সেই মুখচন্দ্র সেই বেশ। তবে
শুন তাহা কহি, এই কাস্তি বেশ যেই, অনির্বাচ্য বাণীবর্ণা
লেশ ॥

যদি কহ বর্ণিতে নার, মনো নেত্রাস্বাদন কর, তাতে
শক্তি নাহি তাহা শুন। মোর নেত্রস্বাদ নহে, গোপী সদা

কোহয়ং বেশঃ কাপি বাচামভূমিঃ ।

সেয়ং মোহয়ং স্বাদতামঞ্জলিস্তে

ইয়ময়ঞ্চ কাপ্যানির্কাচ্যা বাচামভূমিঃ নেমৌ তদেপাচরাবিত্যর্থঃ । যথা । ইয়ং কাপ্যানির্কাচ্যা অয়ঞ্চ বাচামভূমিঃ । নহু বর্ণনে শক্তি ন'চেত্তর্হি' চক্ষুর্মনো-ভ্যামাস্বাদয়েতি তথা চিকীর্ষু' স্তদশক্ত্যা সনিশ্চয়মাহ । সেতি সা নাদ্যা-পীত্যাদিরীত্যান্স্বাদশৈ' ঋষ্টুমশক্য । গোপীভিরেবাস্বাদ্যা ইয়ং অয়ঞ্চ স তাদৃশঃ স্বয়মেবাস্বাদতামেব নৈতদ্বর্ণনাস্বাদনাশয়া প্রয়োজনমতস্তে তুভ্যমঞ্জলিরস্ত

কি অনির্বচনীয় বেশ" এইরূপে "সেই এই, সেই এই" ইত্যাকারে আপনার রূপাঞ্জলি আমার রুচিকর হউক

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

আস্বাদয়ে, মুখকাস্তি বেশস্থখে ছুন ॥

আপনি আস্বাদ কর, মোর বুদ্ধি হৈল জড়, বর্ণনা আস্বাদে
যেই আশা । তাহাতে নাহিক কায, তোমাকে তাহার কায,
রহু পুনঃ পুনঃ নতি ভাষা ॥

কিস্বা তোহে নমস্করি, মোরে বহু কৃপাকরি, যদি আসি
দিলে দরশন । তবে মোর নেত্র গনে, আস্বাদ করাও ক্ষণে,
পুনঃ পুনঃ করি নতিগণ ॥

অতঃপর কৃষ্ণচন্দ্র, নিজকান্তামৃত বন্ধ, লীলাশুক করেন
বর্ণন । অদর্শনে দুঃখ দৈন্য, দর্শনে আনন্দ জন্য, উনমাদ
প্রলাপ বচন ॥

তাহা পুন শুনিবারে, কৃষ্ণচন্দ্র সাধ করে, অতিশয় আন-
ন্দিত হৈয়া । লীলাশুক বর্ণিতে নারে, নমস্করি মৌনধরে,
কৃষ্ণ কহে সে রীত দেখিয়া ॥

শুনিবারে সে বর্ণন, সমুদাদি বিলক্ষণ, তার লাগি তার

ভূয়োভূয়োভূয়শ্চাং নমামি ॥ ৯৫ ॥

বদনেন্দুবিনির্জিতঃ শশী

ভূয়ো ভূয়ো ভূয়শ্চাং নমামি । কিম্বা তন্নুঃ সকাং তর্ক্যামাহ । তুভ্যামঞ্জলিরস্ত
মুহুস্তাং নমামি ইমৌ স্বাদতাং মহমিতি শেবঃ । অন্তর্বিজ্ঞার্থো জ্ঞেয়ঃ । যথেমৌ
ময়া স্বাদ্যৌ ভবতস্তথা কুর্ষিত্যর্থঃ ॥ ৯৫ ॥

অথ তস্য স্বকর্ণামৃতরূপস্বাদর্শনদুঃখজস্বদর্শনানন্দজোন্মাদপ্রলাপ শ্রবণা-

এবং আমিও আপনাকে বার বার নমস্কার করি ॥ ৯৫ ॥

অতঃপর, নিজ কর্ণের অমৃতস্বরূপ কৃষ্ণকথা তদীয় রূপ-

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

মনে শ্যাম । ঈশ্বরাস্তর ভজন, মন্দ সব প্রার্থন, ভাব নিষ্ঠা
করে উদ্ঘাটন ॥

এইরূপ বিবাদ করি, স্থাপি নিজ বাক্যাবলি, কৃষ্ণমনে,
সেই লীলাশুক । কহয়ে বিবাদ যেই, কৃষ্ণকর্ণামৃত সেই,
শুন সবে পাবে প্রেমসুখ ॥

সে সব শ্লোকের কথা, অমৃত হৈতে পরামৃতা, শুন সবে
এক মন করি । একান্ত লক্ষণ যাতে, নিষ্ঠা হয় শুদ্ধগতে,
হেন বাণী অতি স্মাধুরী ॥

প্রথমে কহয়ে হরি, শুন লীলাশুক বলি, চন্দ্র পদ্ম আদি
করি যত । মোর মুখ বপু যত, বর্ণিলা উপমা কত, এবে কেনে
না বর্ণ দে মত ॥

ইহা শুনি লীলাশুক, অন্তরে পাইলা সুখ, কৃষ্ণপদ নখ
নিরীক্ষয় । সে শোভাতে মগ্ন মন, ঐহ্যারস্তে যে বর্ণন, সেই-
রূপ শ্লোক পড়য় ॥ ৯৫ ॥

হে দেব !, এই তোমার মুখচন্দ্র কাণে । অথও নির্ম-

দশধা দেব পদং প্রপদ্যতে ।

নন্দিনা তদ্বর্ণনাশক্ত্যা নমস্কৃত্য মৌনমাস্থিতং তং দৃষ্ট্বা পুনস্তছক্ৰিশুশ্রমুণা
স্বমুখাদিবর্ণন দীপ্তরাস্তুরভজনবরপ্রার্থনাদ্যা জেয়া তত্ত্বং স্থাপনায়চ ।
প্রেমনিষ্ঠাদিকমুদ্বাটয়িতুং বিবদমানেন শ্রীকৃষ্ণেন সহ বিবদমানঃ সপ্তদশ-
শ্লোকীমাহ । তত্র প্রথমং অয়ি লীলাশুক, চন্দ্রপদ্মাহ্যপমেয়তয়া কিমিতি

দর্শন, তজ্জন্য আনন্দ, ইত্যাদি ভাবোখিত উন্মাদে শ্রীকৃষ্ণের
বর্ণনে অসমর্থ হইয়া, আজ্ঞা প্রার্থনার জন্যই যেন শ্রীকৃষ্ণের
সহিত বিবাদ করিতে প্রস্তুত হইয়া “কেন তুমি চন্দ্রাদির
সহিত আমার মুখাদির উপমা দাও” এই রূপ শ্রীকৃষ্ণের
উত্তরই যেন প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রাদি উপমানবস্তুকে দিক্কার
দিয়া গ্রন্থকার কহিতেছেন ॥

হে দেব ! চন্দ্র বদনচন্দ্র কর্তৃক বিনির্জিত হইয়া ছুই চর-

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

লোজ্জ্বল, উদয়ে চন্দ্র সবিকল, তব মুখে জয় দেখি লাজে ॥ ধ্রু
দশখান করি অঙ্গ, সেবে নখপদচন্দ্র, প্রসন্ন হইয়া দশ-
রূপে । অদ্যাপিহ তব পদে, সেবা করে অবিরতে, দেখ এই
করণার ভূপে ॥

কৃষ্ণ কহে ভাল এবে, শশিতুল্য করি তবে, পদনখ কর
হে বর্ণন । তাতে কহে নহি নহি, শুন আমি যেই কহি, নখ
তুল্য নহে চন্দ্রগণ ॥

তোমার করুণা হৈতে, বহু শোভা পাইল যাতে, সে
শোভাতে এ চন্দ্রের শোভা । নখেন্দু নির্দোষময়, এই চন্দ্রে
দোষোদয়, তেঁই তার সম নহে শোভা ॥

অধিকাং শ্রিয়মশ্নুতেতরাং

মন্থখাদ্যঙ্গং ন বর্ণয়সীতি তদ্ব্যাক্যাং কৃষ্ণং বিষ্ময়া, লীলাস্বয়ম্বরসং লভতে জয়শ্রীরিতিবস্তান্ অযোগ্যান্ মত্বা শ্রীচরণারবিন্দে দৃষ্টিং ক্ষিপন্ কৈমুতোয়ন ভঙ্গীপূর্ককমাহ বদনেন্দুরিতি । হে দেব অয়ং শশী অখণ্ডনির্মলোজ্জলত্ববদ-
 ণেন্দোরদয়েনৈব স্বপরাজয়ং মত্বা শ্রীনথস্বরূপেণ দশধাছানং কৃত্বা তে পদং
 প্রপদ্যতে অদ্যাপি সেবতে দেবস্য তব পাদং বা । নমু ভদ্রং নথানেব তথা
 বর্ণয়েত্যত্র হনি নহি নহীত্যাহ অধীতি । অত্র ত্বংকারুণ্যোনাধিকাং শ্রিয়ং
 তত্তদগুণম্পত্তিমশ্নুতেতরাং মুহঃ প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ । নথেন্দুচন্দ্রয়ো নির্দোষ-
 সদোষত্বেন মহদ্বৈষম্যাং । নম্বৈতৎ প্রাপ্তিরেব মে করুণেতি সশঙ্কমাহ । ইদং

ণের দশটী নথরূপে দশভাগে বিভক্ত হইয়া অদ্যাপি আপনার
 চরণকে নথরূপে সেবা করিতেছে এবং সে কহিল আপনার

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

তবে যদি বল হেন, আমার করুণা যেন, অতিশয় সমুদ্রে
 আকার । তার কিয় এঁই ফল, তবে শুন কহি বোল, এ
 করুণা অতি অল্পতর ॥

এ লাগি গগণ শশি, সাম্যেত অযোগ্য বাসি, এঁই আমি
 কহিল নিয়ম । এঁইরূপে কৃষ্ণসনে, করি বাদ বাণীগণে, হৈয়া
 অতি হরষিত মন ॥

কৃষ্ণ কঁহে শুন ওহে, তুমিত অবিজ্ঞ যাহে, দর্প করি কর
 এঁই বাণী । বহুগুণ যাতে হয়, এক দোষে দোষী নয়, মৃগাঙ্কে
 কি চন্দ্র দোষ গণি ॥

চন্দ্র বা পদ্মের সম, মুখ না বর্ণহ কেন, তাহাতে বা
 কিবা দোষ হয় । এত শুনি কৃষ্ণসনে, বিবাদ করিয়া ভণে,

তব কারুণ্যবিজৃম্বিতং কিয়ৎ ॥ ৯৬ ॥

তত্ত্বমুখং কথ্যমিবাসুজতুল্যকক্ষং

তব কারুণ্যসিদ্ধুনাং বিজৃম্বিতং কিয়দন্নং তৎকণিকৈবেত্যর্থঃ। অতো যোহয়ং
খস্থশশী স তে নথ সাম্যোপ্যাহযোগ্য ইতি ভাবঃ ॥ ৯৬ ॥

নশয়ে স্বং বালোসি। একো হি দোষো গুণসম্মিপাতে, নিমজ্জতীনোঃ
কিরণেশ্বিবাক্ব ইতি তৎসাম্যোন পদ্য সাম্যোন বা মনুখং কিং ন বর্ণয়সীতি'
বার্দ্ধিত তারুণ্যশোভা য়ে কেমন তাহা বলিতে পারি না ॥৯৬

অতঃপর “তুমি অজ্ঞ, দেখ, চন্দ্রের এক কলঙ্ক বহুগুণে
নিমগ্ন, যেমন একটা দোষ বহুগুণে আচ্ছাদিত হইয়া থাকে,
ইহাতে চন্দ্রের দোষ একটা থাকিলেও তাহা অগ্রাহ,
সুতরাং তাহার সহিত মদীয় মুখবর্ণনে দোষ কি?” এই
রূপ কথা যেন শ্রীকৃষ্ণই বলিলেন, এই ভঙ্গীতে বিবাদ
করত ঐশ্বর্যকার “মুখ নিরূপম, চন্দ্র নিকৃষ্ট” ইহাই সম্পাদন,
করিতেছেন ॥

ষট্ঠনন্দনঠাকুরের পদ্য।

ভঙ্গি করি মনোহুখে কয় ॥ ৯৬ ॥

ওহে কৃষ্ণ তব মুখচন্দ্র। উপমা দিবার নাই, পদ্য তুল্য
কিবা তাই, ইন্দু তুল্য কহি অতি মন্দ ॥ ৬ ॥

প্রতি অমাবস্যা পাইলে, চন্দ্রে যেবা দশা ফলে, সে
কথা কহিতে নাহি চাই। সর্বকক্ষণ হয় সেই, কাস্তি লেশ
তাতে নাই, এই লাগি তুল্যে নাহি গাই ॥

চন্দ্রের চরণাঘাতে, পদ্য যায় অধঃপাতে, সে পদ্য কেমন
মুখতুল্য। এই লাগি জানি আগি, কহিল সকল বাণী, তব-
মুখ উপমা অতুল্য ॥

বাচামবাচি নহু পর্কণি পর্কণীন্দোঃ ।

তেন সহ বিবদমানো ভঙ্গ্যাহ । তন্নিক্রপমং তত্ত্বমুখং অম্বুজং তুল্যকক্ষায়াং
 যস্য তাদৃশং কথং ভবেৎ । নহু কিমত্র দুষণমিত্যত্র চস্ত্রে দৌষান্তরং বদন্ পদ্ম-
 মপাতিতরাং দুষয়তি । পর্কণি পর্কণি দর্শে দর্শে ইন্দোর্যন্তবতি তদ্বাচামবাচি
 অধঃ সংক্ষয়স্যামঙ্গল্যাঘাঘ্বিষয়েহপি কর্তুং ন যোগ্যমিত্যর্থঃ । ষদীন্দোরপোব্যং
 তদা তৎপাদঘাটৈশ্চিরস্কৃতস্য পদ্মস্য কথং ত্বমুখস্যাম্যমিতি ভাবঃ । নহু নভবতু
 তৎস্যাম্যং বর্ণ্যং চেৎ তর্হি কেনাপ্যপরেণ মুখেন্দুনা সমতয়া বর্ণয়েতি । ক্ষণং বিমৃশ্ত
 আং অপরং তর্বেব ব্রজবিলাসিস্বরূপাদপরস্বরূপাণাং মুখং কিয়দেব নোচ্যতে ।
 হু ভোঃ স্বামিন্ ইদং ত্বদাননমনেন সমং যৎ স্যাৎ তৎ কিং ক্রবে কথমেতৎ কথ-
 য়ামি তত্ত্ব ময়া বক্তুং ন শক্যতে ইত্যর্থঃ । নহু কিং বিক্ষিপ্তোহসি তদেতত্ত্ব-
 মেকমেব কস্তাবদস্যাম্যে হেতুরিতি বহুন্ হেতুন্ হৃদি বিভাব্য একমেব স-
 কয়মার্জনং নীচৈরাহ । ইদং ত্বদাননং ভুবনৈককাস্তো বেণু র্যত্র তাদৃশং । এতদ-

আপনার মুখচন্দ্র নিরুপম, পূর্ণিয়ার পূর্ণচন্দ্রের সহিতও

যহ্নন্দনঠাকুরের পদ্য ।

কৃষ্ণ কহে তুল্য নহে, না হউক শুন ওহে, বর্ণিতে
 বাসনা যদি হয় । তবে অশ্রোপমা দিয়া, বর্ণ মুখ মনদিয়া,
 শুনি ক্ষণে বিগর্ষিয়া কয় ॥

তবে ব্রজবিলাসী যে. স্বরূপ অদ্ভুত সে, হয় হয় জানিল
 জানিল । অপর স্বরূপগণ, কত আছে সুবদন, তার তুল্য বলহ
 বুঝিল ॥

শুনহ গোস্বামি কহি, তব মুখ তুল্য নহি, বৈকুণ্ঠ নাথ
 গুণালয় । আমি তুল্য দিতে নারি, দেখ তুমি স্রবিচারি, তব
 মুখতুল্য কে আছয় ॥

তৎ কিং ক্রবে কিমপরং ভুবনৈককান্ত-

বেণুভদাননমনেন সমং নু যৎ স্যাৎ ॥ ৯৭ ॥

ইপূর্কামৃতং তেহু নাস্তি ময়া কিং কৰ্তব্যমিত্যর্থঃ । যদ্বা । তত্তস্মাদনেনাজ্জেন্দুনা-
 স্বমুখং সমং যৎস্যাৎ । তৎ কিং ক্রবে কথং ব্রবীমি । কিমপরং শ্রীমুখাদি হয়ো-
 চাতে অনেনাপি সমং যৎ স্যাৎ তদহং কথং ক্রবে বত ইদং ভুবনৈককান্ত-
 বেণু অপর শব্দ স্যানাৎ যৎকিঞ্চিদর্থং ক্রতে ভুবনেতি বিশেষণস্য বৈয়র্থ্যং স্যাৎ
 দর্শে দর্শে ক্ষয়ী চন্দ্র স্তংপদাৰ্দ্ধিতমমুজং । নিবেৰ্ণন্যপরাস্যানি কেন তুলাং
 ভদাননং ॥ ৯৭ ॥

তাহার গণনা হয় না, অর্থাৎ বাক্যপথের অগোচর, স্তত্রাং
 ভুবনের এক ভূষণ ও বেণুবাদন শীলমুখের শোভা আর
 আমি কি বর্ণন করিব ? ॥ ৯৭ ॥

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

কৃষ্ণ কহে ওহে তুমি, ক্ষিপ্ত হেন দেখি আমি, সে মুখ
 এমুখ এক তুল । তবে কেনে তুল্য করি, না বল বিচার করি,
 কি হেতু তাহাতে কর ভুল ॥

শুনি কহে হেতু শুন, যে হেন না হয় উন, কহিয়া হৃদয়
 বিভাবয় । স্বকর মার্জনা গহে, ধীর ধীর করি কহে, তব মুখ
 তুল্য কেহ নয় ॥

এ তোমার মুখ অতি, মনোহর স্মখ ছ্যতি, ভুবনের কম-
 নীয় ঠাগ । তাতে বেণু বিলাসয়ে, সদা স্খধা বরিময়ে, এই
 লাগি তুল্য নহে আন ॥

কৃষ্ণ কহে যদি হেন, তবে কবিগণ কেন, চন্দ্রপদ্ম তুল্য
 বলে মুখ । তুমি কেন নাহি বল, বিবাদেই সদা গেল, শুনি
 হাসি কহে দুই শ্লোক ॥ ৯৭ ॥

শুক্রমসে শৃণু যদি প্রণিধানপূর্ব্বঃ
পূর্ব্বেরপূর্ব্ব-কবিভি ন কটাক্ষিতং যৎ ।

নহু যদ্যেবং তর্হি কবয়ঃ কথং মন্থথন্নিভাদিকং তত্ত্বং সাম্যেন বর্ণয়ন্তি ।
ত্বয়া বা কথং ন বর্ণয়িত্যত্র সগর্ভপরিহাসমাহ দ্বাভ্যাং । ভো বিদগ্ধশেখর
যদি শুক্রমসে তদা পূর্ব্বৈঃ প্রাচীনৈরপূর্ব্ব-কবিভি যৎপ্রণিধানপূর্ব্বমপি ন কটা-

অহে ! যদি চন্দ্রাদি যুগার্হই হইল, তবে কবিগণ কি
প্রকারে আমার মুখের হাস্যাদিকে সেই সেই চন্দ্র পদ্মাদির
সাম্যে বর্ণন করেন এবং তুমিই বা কিরূপে বর্ণন করি-
তেছ ? , এস্থলে লীলাশুক দুই শ্লোকে গর্ভ ও পরিহাসের
সহিত কহিতেছেন ॥

হে বিদগ্ধশেখর ! আপনি যদি শুনিতে চাহেন তবে

যদ্বনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

শুন অহে বিদগ্ধশেখর । শুনিতে যদি ইচ্ছা রহে, সাব-
ধানে শুন ওহে, পূর্ব্ব যত বর্ণে কবির ॥ ৫৫ ॥

কটাক্ষ না করি তারে, কেবা তাতে চিত্ত ধরে, চন্দ্র পদ্ম
তুল তব মুখ । সে সব বর্ণিয়া আছে, সেই কথা কেবা বাছে,
শুন কহি কারণ অনেক ॥

এই যত চন্দ্রগণ, তুয়া মুখনির্গঞ্জন, করি দূরদেশে
ফেলাইতে । প্রদীপের তুল্য বলি, যে মোর বচনাবলি,
দীপতুল্য কহি এই মতে ॥

এ ভোগার মন্দস্মিতে, মর্কোপগাবলি জিতে, জয়যুক্ত
মদাই বিরাজে । অথগু নির্ঝাণরস, প্রবাহ আনন্দ যশ, দেখ
দেখ এইরূপ মাজে ॥

নীরাজনক্রমধুরাং ভবদাননেন্দো-
নির্ব্যাজমহঁতি চিরায় শশিপ্রদীপঃ ॥ ৯৮ ॥

ক্ৰিতং তৎ শৃণু। যথা। প্রণিধানপূৰ্ণং শৃণুতি পরিহাসঃ সাবধানঃ সন্নিত্যর্থঃ।
কিং তৎ অয়ং শশী প্রদীপঃ ভবদাননেন্দো নির্বাজনক্রমধুরাং নিমগ্ননপরি-
পাটী ভারং চিরায় নির্বাজং যথা স্যাত্তথা। অহঁতি। বদাননং নিমগ্ন্য দূরে
প্রক্ষেপ্তুং যোগ্যো হয়মিত্যর্থঃ ॥ ৯৮ ॥

পূৰ্ব্ব অৰ্থাৎ প্রাচীন এবং ইদানীন্তন কবিগণ কর্তৃক প্রণিধান
পূৰ্ব্বকও যাহা কটাক্ষিত হয় নাই তাহা অথবা আপনি
প্রণিধান পূৰ্ব্বক শ্রবণ করুন,। চন্দ্ররূপ প্রদীপ আপনার
আননচন্দ্রের নিরাজন ক্রমধুরা অৰ্থাৎ নিমগ্নন পরিপাটী
ভার চিরকালের জন্য নির্বাজরূপে যোগ্য হইতেছেন
অৰ্থাৎ আপনার বদন নিমগ্নন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করি-
বার যোগ্য হইয়াছেন ॥ ৯৮ ॥

যহ্নন্দনঠাকুরের পদ্য।

বহুরস অন্তরাণি, ন্যাকার করিতে ধনী, যে স্মিত
বিধগু করি বলি। এইত স্বভাব যার, হেন স্মিত কাতে আর,
উপমা দিবারে শক্তিধরি ॥

স্বধাসিদ্ধ রসে বেই, হেন স্মিত যাতে জগি, সত্য সাধুর্ঘ্য
রসানন্দ। তাহার পরম কাষ্ঠা, সৰ্ব্বমনো নেত্র ইষ্টা, সম
কেহ না হয় নিবন্ধ ॥

কৃষ্ণ কহে কত কত, রসিক মধুর যত, লোক মাঝে সদা
নিবসয়। কেনে তাহা সবা ছাড়ি, মোসহে বিবাদ করি,
মোরে স্তব কর অতিশয় ॥

ইহা শুনি সেই গণে, অবজ্ঞা করিয়া ভণে, কৃষ্ণপ্রতি

অখণ্ডনির্বাণরসপ্রবাহৈ-
 বিখণ্ডিতাশেষরসাস্তুরাণি ।
 অযচ্ছিতোদ্ধাস্তস্বধাৰ্ণবানি
 জয়ন্তি শীতানি তব স্মিতানি ॥ ৯৯ ॥

অখণ্ডেতি । তব স্মিতানি জয়ন্তি সর্কোপমানানি বিজিত্য সর্কোৎকর্ষণ
 বর্তন্তে । কীদৃশানি অখণ্ডনির্বাণরসপ্রবাহৈঃ সর্কতঃ প্রসরন্তিঃ পূর্ণানন্দরসপটৈ-
 বিখণ্ডিতানি আপ্লাব্য ন্যাক্তান্যশেষাণি রসাস্তুরাণি যৈঃ । তথা অযচ্ছিতেনা-
 যত্নেনে ন স্বভাবেনেত্যর্থঃ । উদ্ধাস্তাঃ স্বধাৰ্ণবা যৈঃ । তথা শীতান্যতিশীতানি
 শৈত্যমাধুৰ্য্যানন্দরসপরাকাষ্ঠারূপাণীত্যর্থঃ ॥ ৯৯ ॥

যাহা অখণ্ড নির্বাণ রস দ্বারা অন্যান্য রসকে বিখণ্ডিত
 করিয়াছে এবং স্বধাসিকুর প্রতিও নির্বাধে ধুংকার প্রদান
 করে, আপীনার সেই মূঢ় মন্দ হাস্যামৃত জয়যুক্ত হউক ॥৯৯

যত্নানন্দনঠাকুরের পদ্য ।

সবিনয় বাণী । কৃষ্ণকর্ণামৃতকথা, অমৃত হৈতে পরামৃতা,
 শুন সবে সর্ব রসখনি ॥ ৯৯ ॥

হে দেব শুন আমি কহি সত্য বাণী । তব সঙ্গে, সত্য
 আমি বিবাদ নাহিক জানি, স্তুতিকরি না কহিয়ে আমি ॥

রসিকশেখরগণ, লোকে কেবা হেন জন, সহস্র সহস্র
 ঈশগণ । তার মধ্যে তুমি অতি, মাধুর্য স্বারাজ্য সতি, অন্য
 নহে কেহ তব সম ॥

সত্যবলি শুন হরি, রমণীয় স্মমাধুরী, তুমি সেই সকলের
 পার । সর্বাশ্রয় তুমি মেনে, সর্বাধি রসগণে, সহজেই
 বিবাদ কি আর ॥

কামং সন্তু সহস্রশঃ কতিপয়ে সারস্য-ধৌরেয়কাঃ
কামং বা কমণীয়তাপরিমলস্বারাজ্যবদ্ধব্রতা ।

নমু কতি কতি সরসমধুরশেখরা লোকে সন্তি । কিমিতি তান্ হিত্বা
ময়া বিবদমানঃ । যোক্তিমিব স্থাপয়ন্ মামেবাত্যুক্ত্যা স্তৌষীতি তান্
প্রতি সাবহেলং তং প্রতি সবিনয়মাহ । হে দেব সারস্যধৌরেয়কা সরসতা-
ভারবাহিনঃ । সহস্রশঃ কামং সন্তু তেবাং মধ্যে কমণীয়তাপরিমলস্বারাজ্য-
বদ্ধব্রতাঃ । সর্বাতিকমণীয়া বা কতিপয়ে কামং সন্তু তে তেন সন্তীত্যেবং

অহে ! লোকमध्ये কত কত মধুরশেখর থাকিতে কেন
তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া আমার সহিত বিবাদ করত
নিজের বাক্যকে স্থাপনপূর্বক অভুক্তিতে আগাকে স্তব
করিতেছ, শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যে তাহাদিগের প্রতি অবহেলা
করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সবিনয়ে কহিলেন ॥

হে দেব ! রসবিষয়ে ধুরন্ধর (অগ্রগণ্য) ব্যক্তি, সহস্র
সহস্র থাকুন, এবং রসণীয়তা অর্থাৎ সৌন্দর্য্যরূপ পরিমলের

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

পূর্বের আমি কত কত, বর্ণিয়াছি যত যত, ইদানী সফল
হৈল তা । আমার কবিতাগণ, সাফল্য হইল জন্ম, এত কহি
শ্লোকে কহে কথা ॥ ৯৯ ॥

শুন নাথ এই সত্য বাণী । তুমি যদি শুন তাহা, তবে
মানি ভাগ্য ইহা, বিশেষ উত্তম তারে মানি ॥ ১০০ ॥

মোর এই বাণীগণ, যাতে মধুবরিশণ, সুন্দর গাঁথনি
মনোরমে । তব স্থানে যায় যবে, জন্ম ধন্য হয় তবে, ভাল
দ্রব্য তোহে পর্যাপ্ত কামে ॥

নৈবৈবং বিবদামহে নচ বয়ং দেব প্রিয়ং ক্রমহে

ত্বয়া সহ ন বিবদামহে । নচ তব প্রিয়ং ক্রমহে । অসদ্গুণাধারোপেণ হ্যং
ন স্তৌমি কিন্তু সত্যমেব ক্রমহে । যৎ যতো যা রমনীয়তাপরিণতি সা ত্বযোব

স্বীয়রাজ্যে বদ্ধব্রতও সহস্র ২ থাকুন কিন্তু আমরা নিবৈবর
ভাবে বলিব যে, সত্য সত্যই “হে কৃষ্ণ ! আপনাতেই রম-

যছন্দনঠাকুরের পদ্য ।

আমার কবিত্ত্বগণ, অসদগুণ অধ্যায়ন, পূর্বে অতি সঙ্কো-
চিত ছিল । ইদানী তোমার স্থানে, গেল হৈল ফুল্লমনে,
অসহজ অনন্ত বর্ণিল ॥

জনমে চাপল্য জানি, মানি ছিল মোর বাণী, এবে অতি
প্রফুল্ল হইলা । এতেক কহিতে কাছে, দেখে গোপনারী
আছে, তাহাতেই কহিতে লাগিলা ॥

কেবল বরাক বাণী, জন্ম ধন্য হৈল জানি, ইহা নহে
শুন কহি আর । কিন্তু গুণরূপ রাগি, অতিশয় পূর্ণভাগ,
গোপী জন্ম ধন্য ধন্য সার ॥

কৃষ্ণ কহে গোপীগণ, নিজ নিজ পতিমন, তাতে জন্ম সফল
তাহার । তেঁহো কহে তাহা কহি, পূর্বে তুয়া নাহি পাই,
পতি কোলে দেহ ত্যাগ যার ॥

তোমার বিষয়ে প্রেম, যৈছে দশবাণ হেম, তাতে তার
নত্র অনুরূপ । তে কারণে সূচঞ্চলা, ত্যক্ত লজ্জা সুবিহ্বলা
তেঁই জন্ম ধন্য গোপীগণ ॥

এই কালে বৎস দেখি, সন্মিতকারে বরে আঁখি, কহে
এই কৈশার বয়স । ইহার সফল জন্ম, তব স্থানে স্থিতি মর্শ্ব,
কাম মদে স্ফীত অহর্নিশ ॥

যৎ সত্যং রমণীয়তাপরিগতিস্বয়্যেব পারং গতা ॥ ১০০ ॥

গলধ্বীড়ালোলামদনবিনতা গোপবনিতা-

পারং গতা অবধিং প্রাপ্তা । অতঃ স্বভাবোক্যা নায়াং বিবাদস্ততি বেতি ভাবঃ ॥ ১০০ ॥

কিঞ্চ পূৰ্বে তে তে ময়া কতি ন বর্ণিতাঃ সন্তি কিঞ্চিদানীমেব মৎ কবি-
ত্বাদিকঞ্চ সফলং যাতমিতি সহর্ষমাহ । মাদৃশাং গিরাং গুপ্তা গ্রথনানি
যদি স্থানে আশ্রয়ে যাতে প্রাপ্তে বর্গীয়জকারপাঠঃ কচিত্তত্র জাতে ভূতে সতি
অত্র সফলং দধতি । উত্তমপদার্থীনাং স্বংপ্রাপ্তাবেব কৃতার্থত্বমিতি ভাবঃ ।
তদুত্তমত্বমাহ । কীদৃশাং গিরাং । মধুরিমকিরাং মাধুর্যাাদিকবিত্বগুণযুক্তা
মিত্যর্থঃ । কীদৃশান্তাঃ সমাগজ্জন্তা বত্র । পূৰ্ব্বমসদৃগুণাধ্যাসেন বর্ণনাং সঙ্কুচিতাঃ ।

ণীয় ভাবেব পরাকার্তা বিদ্যমান রহিয়াছে” ॥ ১০০ ॥

অপিচ পূৰ্বে আমি সেই সেই কতই না বর্ণনা করি-
য়াছি, কিন্তু এক্ষণে সেই কবিত্বাদি সফল হইল, এই বলিয়া
সহর্ষে কহিলেন ॥

গোপবনিতাঙ্গ মদনে বিনত ও চঞ্চল হইয়া লজ্জাশূন্য

যজনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

কৃষ্ণ কহে অন্যগণে, দেবতাগনুয্য জনে, কৈশোর কি
সাকল্য না হয় । শুনি কহে তাহা শুন, অস্থির তাহাতে পুনঃ,
রাসকুঞ্জলীলা নাহি তায় ॥ ১০০ ॥

এতেক কহিতে তাতে, নৃত্যাদি চাঞ্চল্য রীতে, তাতে
দেখে চাপল্যের ধুরা । চপলা মানস আর, প্রেমাди মাধুর্য
সার, তাতে দেখি কহে অতি সুরা ॥

একান্ত অশেষ নারী, পার্শ্ব-স্থিতি মনোহারী, গোবিন্দের

মদক্ষীতং বীতং কিমপি মধুরা চাপলধুরা

সমুজ্জ্বস্তাশুম্ফামধুরিমকিরাং মাদৃশগিরাং

ইদানীং তে সহজ্ঞানস্তাশুগবর্ণনাহংকুমাঃ । কীদৃশং জন্মচপলং গভ্বরং পূৰ্ণং তাদৃ-
শত্বেন ব্যর্থমপি তদৈব তৎসমীপে গোপীবীক্ষ্য এতাঃ পরং তমুভূত ইত্যাদি-
বৎ সশ্লাঘমাংহ । ন কেবলং বরাক্যোমহাগ্ শুম্ফা এব কিন্তু শ্ৰুগরাগাদিপূর্ণাঃ ।
শ্রীগোপবনিতা অপি তথা জন্মসফলং দধতি নদ্বাসাং স্বস্বপতিমতীনাং জন্ম-
সফলমেবেতি নেতাহ । পূৰ্ণং তদপ্রাপ্ত্যা দেহত্যাগস্য নিশ্চিতত্বাচ্চপলমপি
রাসারম্ভে কাশাক্ষিৎ তথা দর্শনাবলুণানাহ । মদনেন তদ্বিষয়কপ্রেমবিশেষেণ
বিনতা নম্রা স্তংপ্রচুরা ইত্যর্থঃ । তথাহি প্রেটমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ
প্রথমিতি তত্বে । অতো লোলাস্তংপ্রাপ্তয়ে চক্ষুসাঃ সতৃষ্ণা বা । ততো
গলদ্বীড়ান্ত্যক্তলোকলজ্জাস্তদৈব কিশোরমাধুর্য্যং বীক্ষ্য সশীংকারমিদং
বয়ঃ ইতি বিবুক্ষু স্তমাধুর্য্যস্তম্ভিতঃ সগদগদমাংহ । ইদং কিমপি বয় ইত্যর্থঃ ।
তথা জন্ম সফলং দধতি তদেব ব্যজয়তি । বীতং বাল্যাংশেন বিগতপ্রায়ং নব-
তাকুণ্যাংশেন কন্দর্পমদেন ক্ষীতং বিশেষণাত্যাং কৈশোরমিত্যর্থঃ । নম্র তদ-
ন্যত্র দিব্যাদিব্যাকিশোরেষু সফলমেবেত্যত্র নেতাহ । পূৰ্ণমন্যত্র এতাদৃশ-
রাসকুঞ্জলীলাদ্য প্রাপ্ত্যা চ । স্থিরতয়া চ ব্যর্থমপি । তথাহি বিকুপুরাণে ।
সোহপি কৈশোরক-বয়ো মানয়মধুহৃদনঃ । রেমে জীরত্বকূটস্থ ইত্যাদি ।

হইয়াছেন, কোন এক ভাবে গমন ও মদমত্ত, নিৰ্ম্মল ভাব ও
মধুর মাদৃশজনের মাধুর্য্যবর্ষিণী বাক্যশ্রেণীর শুম্ফন প্রণালী

যজনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

নৃত্যগতি রঙ্গ । পরগ মনোজ্ঞ ঠাম, চাপল্য সাফল্য নাম,
যাতে করে হেন পরবন্দ ॥

অতএব ন কেবল, মোরবাণী গাঁথা ফল, কিন্তু গোপী
কৈশোর চাপল । সবারি সফল জন্ম, জানিল কহিল মৰ্ম্ম,

স্বয়ি স্থানে যাতে দধতি চপলং জন্ম সফলং ॥ ১০১ ॥

তথা রসামৃতসিকৌ । বাচা সৃষ্টিতশর্করীরতিকলাপ্রাগল্ভায়্য রাধিকায়, ব্রীড়াকৃষ্ণিলোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ । তদ্বকোঁরুহচিত্রকেলিসকরী-
পাণ্ডিত্যপারং গতঃ, কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হস্মি-
রিতি । তস্য নৃত্যাদিচাপল্যং দৃষ্ট্বাহ । চাপলধুরা চঞ্চলাতিশয়শচ । তথা । নমু,
সংপাবনঃ পবনাদৌ সাপি পূর্ণা নেত্যাহ । মধুরা একেন বপুষা অসংখ্যাননাপার্শ্ব-
স্থিত্যাদিনা মধুরা অতিমনোজ্জা । তথাহি রসামৃতসিকৌ । অঘহর কুষ্ণ যুগ্মীভূয়
নৃত্যং ময়ৈব, স্বসিতি নিখিলগোপীপ্রার্থনাপূর্তিকামঃ । ব্যতনুতগতি লীলালাঘ-
বোন্মিঃ তথাসৌ দদৃশুরধিকমেতা স্তং যথা স্ব স্ব পার্শ্বে ইতি । পূর্বেং তাদৃশ-
স্বাভাবাচ্চপলমপি । স্বয়ি রম্যাস্পদে প্রাপ্তে মদাগ্ গুচ্ছা ন কেবলং । সফলা
কিন্তু কৈশোরগৌলা-গোপাঙ্গনা অপি ॥ ১০১ ॥

বর্দ্ধিত এবং আপনার গমনকালে আমাদের চপল জন্মও
সাফল্য ধারণ করিতেছে ॥ ১০১ ॥

যছন্দনঠাকুরের পদ্য ।

উত্তমের তব প্রাপ্তিফল ॥

অতঃপর ভাবোদ্ভাব, প্রৌঢ় হর্ষাহর্ষ লাভ, আর্ক্তিগণ
গিশালে বচন । পুনঃ কৃষ্ণ শূনিবারে, কোঁতুক অন্তরে বাড়ে,
তাহা লাগি কহে হর্ষ মন ॥

শুন ওহে লীলাশুক, কি কহিয়া পাও সুখ, সর্ক ভূতে
যে ঐশ্বর আছে । তাহার ভজন ছাড়ি, মদা স্তব কর মোরি,
গীতাশাস্ত্রে গুণ গাইতেছে ॥

গোয়ালের পুত্র আমি, সর্কোত্তম করি তুমি, মদা কেনে
করহ বর্ণন । শূনি হর্ষ হর্ষাগমে, নিজহস্ত সচালনে, কহে
বাণী অতি মনোরম ॥ ১০১ ॥

ভুবনং ভবনং বিলাসিনীক্রী-

স্তনয়স্তামরমানঃ স্মরশ্চ ।

ভাবোদ্ভাবিত হর্ষেৰ্ধা প্রীতিদৈন্যাস্তিমিশ্রিতং । পুনঃ স তদ্বচঃ শ্রোতুং কোতুকী
তমবাদয়ং । নদ্বীশ্বরঃ সৰ্বভূতানাং হৃদেহ ইত্যাদৌ । তমেব প্রতিপদ্যা-
শ্বেত্যাদি গীতাশাস্ত্রোক্তভজনীয়মীশ্বরং হিবা কিমিতি গোপকুমারং
• মামেব সৰ্বোত্তমদ্বারোপেণ স্তবপ্রায়সীতি তত্তত্তাবিশেষ বিবশঃ সহস্র
চালনমাহ ভুবনভবনমিত্যাदि । হে বিভো সৰ্বাবতারিন্ যস্মিন্ স্ফুরিতে
ভুবনং ভবনং সৰ্বাশ্ৰয়ামিত্বাদাশ্রং স্তত্ততোহপায়ুমেয়েশ্বৰ্য্যাময়চরিত্রাদদ্ভূতাদ্শা-
মানস্য তদেবং নেত্ররসায়নং চরিতং বিচিত্রমুত্তমং । যদ্বা তদপি স্ফুরিতং
তাদৃশং ন ভবতীতি কো নাম বিবদতে । তদপীতি ইদম্ বিচিত্রমদ্ভূতমেবে-
ত্যর্থঃ । এবমগ্রেহপি জ্ঞেয়ং । নশ্বেবং চেত্ত্বিহি দৃশ্যৈশ্বৰ্য্যা বিষ্ণুভামনাজিতাদয়ঃ
সস্তি তানেব ভজেতি সস্মিতমাহ । যত্র সুরেন্দ্রা ইন্দ্রাদয়ঃ পরিচারপরম্পরা অমুগা

আছে ! সকল ভূতের অন্তরে ঈশ্বর বিরাজমান আছেন,
তাঁহারই শরণাগত হও, ইত্যাদি গীতাশাস্ত্রোক্ত ভজনীয়
ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়া কি জন্য গোপকুমার আমাকে সৰ্ব-
শ্বর মানিয়া আরোপদ্বারা স্তব করত আশ্রয় করিতেছ,

যজ্ঞনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

শুন প্রভু সৰ্ব অবতারি । সৰ্ব অন্তৰ্যামী যেই, ভুবন-
ভবন সেই, তাহার আশ্রয় তুমি হরি ॥ ৬৫ ॥

তাঁহাতে চাইয়া তব, অনন্ত ঐশ্বৰ্য্য সব, দৃশ্যমানে অদ্ভুত
সকল । নেত্র রসায়ন যত, উত্তম চরিত্র কত, বিচিত্র প্রকার
মনোরম ॥

কৃষ্ণ কহে যদি হেন, দৃশ্যমানেশ্বৰ্য্যগণ, বিষ্ণুভামনাজি-
তাদিগণে । কত কত মহাদ্ভুত, চরিত্র প্রকার পুত, তাঁরে
ভজ হৈয়া এক মনে ॥

শুনি মন্দহাসি কহে ইন্দ্রাদি দেবতাচয়ে, তাঁরা পরি-

পরিচারণপরম্পরাঃ সুরেন্দ্রা-

ইত্যর্থঃ । ততোহপি যুদ্ধাদিময়পালনকেলিরূপাদত্যক্তুতাচ্চরিতাদিদং ত্বেচ্চরিতং মধুরৈশ্বৰ্য্যময়ং বিচিত্রমত্ম্যন্তমং । নমু যুদ্ধাদিবিমুখো গর্ভোদকশায়ী পুরুষোহ-
স্তীত্যধোনেত্রচালনমাহ । যত্র তামরসাসনো ব্রহ্মা তনয়ন্ততোহপি সৃষ্টাদি-
কেলিরূপাদতিসর্কীভুতাচ্চরিতাদিদং মধুররসময়ং ত্বেচ্চরিতমতিসর্কোত্তমং ।
নমু । অং মধুররসরসিকভক্তোহসি তৎপরমব্যোমেশং লক্ষ্মীশং ভজেতি সৌৰ্ধজ-
চালনমাহ । যত্র শ্রীরেকা বিলাসিনী ততোহপি মধুররসময়াদতিসর্কীভুততরা-
লীলাশুক এইরূপ তত্তদ্বাবে বিবশ হইয়া হস্ত চালনার
সহিত কহিলেন ॥

হে বিভো ! ভুবনই আপনার ভবন । বিলাসিনী লক্ষ্মী,

যছন্দনঠাকুরের পদ্য ।

চর্য্যায় নিপুণ । যুদ্ধ আদি ভয় যত, পালনাদি কার্য্য কত,
তাহা হৈতে তব বহুগুণ ॥

মধুর ঐশ্বৰ্য্যময়, উত্তম চরিত্রচয়, সাক্ষাতে আছয়ে দৃশ্য-
মান । শুনিয়া গোবিন্দ কহে, যুদ্ধাদি বিমুখ নহে, গর্ভোদক
শায়ী পুরুষ নাম ॥

ভজন করহ তারে, সর্কদেব ভজে যারে, এত শূনি লীলা-
শুক কয় । অধোনেত্র চালনায়, কহে করি হয় হয়, তার
পুত্র চতুর্মুখ হয় ॥

তাতে হৈতে সৃষ্টি আদি, কেলিরূপ ভূমে মাধি, সর্কী-
ভুত চরিত্র তোমার । মধুর রসময় যত, লীলাসৃষ্টি অবিরত,
দেখ যার নাহি হয় পার ॥

শূনি কৃষ্ণচন্দ্র কহে, ভাল জানিলাম ওহে, আদিরস
রসিকে ভজ তুমি । তবে পরব্যোমেশ্বর, ভজ লক্ষ্মীনাথ বর,

সুদপি ত্বচ্চরিতং বিভো বিচিত্রং ॥ ১০২ ॥

চ্চরিতাদিদং নায়েং শ্রিয়োহঙ্কেত্যাদি সংস্কৃতবিলাসিনীকোটিবিলাসবলিতং
তচ্চরিতমতিসর্কোত্তমতরং নম্বেবং চেত্তর্হি' তাদৃশং রুক্মিণ্যাদিরমণং যাম্বেব
ভজ্জেতি । সশিরশ্চালনমাহ । যত্র স্মরশ্চ তনয়ং চকারাং সাহাদয়ন্ততোহপি
স্বীয়ভি দর্শদশ-পুত্রবতীভিঃ সংখ্যাতাভিস্তাভিঃ সহ কেলিরূপাদতিসর্কোত্ত-
তমাচ্চরিতাদিদং পরকীয়াসংখ্য-নৃত্যং-কিশোরীকুলৈঃ সহ 'রাসাদিকেলিমঙ্গ-
ত্বচ্চরিতং বিচিত্রমতিসর্কোত্তমমেব ময়া সেব্যমিতি ভাবঃ । বহুনি ত্বচ্চরিতানি
চিত্রাণ্যেব তথাপাদঃ মৎসেব্যং মধুরৈশ্বর্যরূপকেলিতিকৃতমং ॥ ১০২ ॥

পদ্মাসন ব্রহ্মা ও কন্দর্প পুত্র এবং শ্রেষ্ঠ ২ দেবগণ আপনার
পরিচারক, তথাপি আপনার চরিত্র বিচিত্র ॥ ১০২ ॥

বহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

নিশ্চয় কহিল তোহে আমি ॥

শুনি উর্দ্ধভুরু চালি, কহে তার পদ্যাবলি, তথা এক
লক্ষ্মী বিলাসিনী । তা হৈতে মধুররস, ময় তব স্নবিলাস,
কোটি কোটি বিলাসিসঙ্গিনী ॥

কৃষ্ণ কহে হেন যবে, আমার ভজন তবে, রুক্মিণ্যাদি
রমণী যে হয় । শুনি শির চালি কহে, স্বীয়ভাব যাতে হয়ে,
কাম আদি দশ দশ তুলয় ॥

প্রতি মহিষীতে হয়, দশতুল আদি ময়, মহিষীমনে
কেলি আদি হৈতে । অদ্বুত তোমার রীত, পরকীয়া ভাব-
নীত, নৃত্যকী কিশোরীকুল সাথে ॥

রাস আদি লীলাগণ, চিত্র সর্কোত্তমোত্তম, যাহা নাহি
অন্য রূপগণে । অনন্ত বিচিত্র কত, চরিত্র মহদদ্বুত, মধুর
ঐশ্বর্য ভজি মনে ॥

দেবত্রিলোকীসৌভাগ্যকন্তু রীমকরাঙ্কুরঃ ।

নমু স্মাতং ব্রজলীলৈব তেহভীষ্টা ভদ্রমপি বাল্যপোগুণীলে স্ত ইত্যর্কোক্তে
সসংভ্রমং তর্জন্যা নিদির্শন্ ভঙ্গ্যাহ । অয়ং দেবঃ রাসক্রীড়াপরঃ কিশোর-
শেখরঃ জীয়াং সর্কোপরি বিরাজতাং মমানৈরিত্যর্থঃ । আং কিশোরগীলৈব
তেহভীষ্টা ভদ্রং তত্রাপি গোচারণাদিলীলাস্তীতি সক্রভঙ্গমাহ । ব্রজাঙ্গনানাং
অনঙ্গকেলিভি লর্ণালিতঃ সংবন্ধ্য মধুরীকৃতো বিভ্রমো বিলাসো যদ্য তাদৃশ-

অহে ! জানিতে পারিলাম ব্রজলীলাই তোমার অভীষ্ট,
ভাল, আমারও বাল্য পোগুণ লীলা আছে, এই অর্ক
উক্তিতে লীলাশুক সম্ভ্রমের সহিত তর্জনীধারা নির্দেশ
করত ভঙ্গীমহকারে কহিলেন ॥

ত্রিলোকীর সৌভাগ্যরূপ কন্তুরীর মকরাঙ্কুর বিশিষ্ট ও

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

কৃষ্ণ কহে হয় হয়, ব্রজলীলাভীষ্ট তোয়, ভাল ভাল ভজ
ব্রজলীলা । এথা বাল্য পোগুণ আছে, সে ভাবেতে ভক্ত
নাচে, লীলাশুক তা শুনি কহিলা ॥

সসংভ্রমে তর্জনীতে, নিদর্শন ভঙ্গিরীতে, কহে শুন শুন
মহাশয় । কৃষ্ণকর্ণামৃত কথা, অমৃত হৈতে পরাম্বুতা, ভাগ্য-
বান্ সদা আশ্বাদয় ॥ ১০২ ॥

এই দেব রাসক্রীড়াপর । জয়যুক্ত হও সদা, সর্কোপরি
বিরাজিতা, কিশোর যে কেবা অন্যে আর ॥ ধ্রু ॥

কৃষ্ণ কহে হয় হয়, মোর কৈশোর লীলাময়, তোমার
অভীষ্ট সেই হয় । ভাল তবে গোচারণ, লীলা আছে মনো-
রম, তাহা তুমি করহ আশ্রয় ॥

এত শুনি ভুরুভঙ্গে, কহে যেহো গোপীমঙ্গে, অনঙ্গ

জীয়াত্ব জ্ঞানানঙ্গকেলিলালিতবিভ্রমঃ ॥ ১০৩ ॥

প্রেমদঞ্চ মে কাগদঞ্চ মে

স্বমেবেত্যর্থঃ । নশ্বেতাদৃশোহং হুল্লভঃ নাদ্যাপি ইত্যাদৌ ত্বয়্যাপি তথৈবোক্ত ইত্যত্রাহ । সত্যং কিন্তু তাদৃশোহপি ভবান্ ন কেবলং মমৈব ত্রিলোক্যাপি সৌভাগ্যব্যাঞ্জককস্তুরীমকরাকুরন্তস্যাস্বমেব তৎকল্পিত স্তজ্জপ ইত্যর্থঃ । তৎকরুণৈব ত্বাং সুলভং করোতীতি ভাবঃ ॥ ১০৩ ॥

পুনঃ সন্নিতং কিমপি বিবক্ষুং তং বীক্ষ্যাসহিষ্ণুঃ সসংভ্রমং সর্দৈন্যমাহ ।

ব্রজাঙ্গনাদিগের কন্দর্পকেলি লালিত বিভ্রমশালী দেব জয়-
যুক্ত হউন ॥ ১০৩ ॥

পুনর্ব্বার ঈষৎ হাস্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে কিছু বলিতে

যদ্বন্দনঠাকুরের পদ্য ।

কেলিতে সুললিতে । তাহাতে মাধুর্য্যপুর, বিলাস মোহন
ভোর, আমি তাতে হৈনু আকাঙ্ক্ষিতে ॥

কৃষ্ণ কহে ঐছে আমি, প্রথমে কহিলা তুমি, এইরূপ
হুল্লভ তোমার । শুনি কহে তাহা শুন, সত্য মেই হৈল
পুনঃ, কেবল তুমি না হও আমার ॥

ত্রিলোক সৌভাগ্যপুর, কস্তুরী মকরাকুর, হেন তোমার
রূপ গনোহর । তোমার করুণা হৈতে, তোমাকে সুলভ-
রীতে, মিলায় কহিল শূনিশ্চল ॥

পুনঃ কৃষ্ণ মন্দহাসি, কহে অন্যমতে ভামি, অসহিষ্ণু
হৈল লীলাশুক । অতিশয় সসংভ্রমে, সর্দৈন্য বচন ক্রমে,
কহিতে লাগিলা পাঞ্জে স্থথ ॥ ১০৩ ॥

রাসলীলা পর যেই দেব । সেই আশ্রণীয় গোর, কেবল
সে কৃপা তোঁর, তব কৈশোর বিনে নাহি সেব ॥ ৬ ॥

বেদনক মে বৈভবক মে

হে দেব রাসলীলাপরঃ মম দৈবতমাশ্রয়ণীয়ং স্বংকিশোরশেখরা দপরং ন ।
চ এবার্থে নৈবেভার্থঃ । নহু কোহত্র হেতুরিতি তং সূচয়মাহ । প্রেমদক মেহপরং
ন এবমগ্রেহপি যোজ্যঃ যতন্তৎপ্রাপ্তিহেতোঃ প্রেম স্বমেবদাতোত্যর্থঃ । নহু ।
কৌমারপৌগণ্ডলীলাপরোহমপি প্রেমদস্তমভাশ্চ তত্রাহ । কামদক মে তজ্জা-
তীয় প্রেমদক স্বমেব । অত এতস্তাটৈবকবিষয়াং কিশোরশেখরাং স্বদপরং ।

ইচ্ছুক দেখিয়া অসহিষ্ণু হওত সস্ত্রম ও দৈন্যের সহিত কহি-
লেন ॥

হে দেব ! তুমি আমার প্রেমদ, কামদ, বেদন (জ্ঞাতা)

যহ্নন্দনঠাকুরের পদ্য ।

কৃষ্ণ কহে হেতু কবা, তাহা শুনি সেই কিবা, এত শুনি
কহে শুন নাথ । তুমি মোর প্রেমদাতা, তুয়া বিনে নাহি
ধাতা, এই লাগি চাই তোমার সাথ ॥

কৃষ্ণ কহে ভাল তবে, আমি কহি শুন এবে, কৌমার
পৌগণ্ড লীলা মোর । তার প্রেমদাতা আমি, মাগ বর তবে
তুমি, শুনি কহে সে বাসনা দূর ॥

যেই বাঞ্ছা রাখি আমি, সেই কামদাতা তুমি, সে জাতীয়
প্রেম তুমি দিলা । যে ভাব বিষয় হৈতে, আনন্দ উপজে চিত্তে
অন্যাশ্রয় নাহি হই মোরা ॥

কেবল এমন নও, বেদন আমার হও, পরিপাটি শিক্ষা-
গুরু তুমি । কিম্বা জ্ঞান ভজিবার, বল যদি তবে আর, সে
জ্ঞান বেদন মোর তুমি ॥

কৃষ্ণ বলে জ্ঞানে যদি, অনাদর কৈলে মতি, বৈকুণ্ঠসম্পদ
তবে চাও । শুনি কহে শুন তাহা, কি কহিব যাহা যাহা,

জীবনঞ্চ মে জীবিতঞ্চ মে

দৈবতঞ্চ মে দেব নাপরং ॥ ১০৪ ॥

ময়া নাশ্রয়ণীয়ং নৈতন্মাত্ৰং বেদনঞ্চ তথা বেদয়তীতি কৰ্ত্ত্বি লুট্ তৎপরিপাটী-
শিক্ষকঞ্চ স্বমেবেত্যর্থঃ । তদ্বক্তং শিক্ষাশুক্ৰশ্চেতি । কিম্বা অয়ে মূঢ় ভক্ত্যাঙ্ক-
জ্ঞানং যতো মোক্ষ স্ত্বপেক্ষ্যমিত্যত্রাহ । বেদনং তজ্জ্ঞানঞ্চ মে স্বমেবেত্যর্থঃ ।
নহু ভবতু শুদ্ধভক্ত্যাং তজ্জ্ঞানাদরঃ বৈকুণ্ঠসম্পত্তিঃ প্রার্থ্যেবেত্যত্রাহ ।
বৈভবঞ্চ তথা স্বমেব সৰ্ব্বসম্পদিত্যর্থঃ । কিমুচ্যতে বৈভবং তদপ্রাপ্তাবপি
জনা জীবন্তি তদ্বিনাস্ত্বহং ম্রিয়ে ইত্যাহ । জীবনঞ্চ তথা জীবয়তীতি জীবনং
তচ্ছতুরিত্যর্থঃ । কিমুচ্যতে তচ্ছতু স্তদপি স্বমিত্যাহ । জীবিতঞ্চ । স্বদপরং
ন তৎ কিমিতি অন্যোপদেদৈশ মৰ্ম্মপেক্ষস ইতি ভাবঃ ॥ ১০৪ ॥

বৈভব, জীবন, জীবিত এবং দৈবত, অপর কেহ নহে ॥ ১০৪ ॥

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

সে বৈভব তুমি আমার হ'ও ॥

যে বল বৈভব কথা, তাহা না পাইলে তথা, জীয়ে সবে
প্রাণ নাহি যায় । তুয়া না পাইলে আমি, না জীব দেখহ
তুমি, অতএব জীবন তোমায় ॥

তুমি সে জীয়াও মোরে, তেঁই তুমি জীবন বরে, যে
জীয়ায় সেই সে জীবন । তুয়া বিনা অন্য নাহি, তোমারে
মরম কহি, কেন মোরে কর উপেক্ষণ ॥

কৃষ্ণ কহে লীলাশুক, দৃঢ়াতা পাইলে স্থখ, সাধু সাধু
তোমার আশয় । আমার দর্শন সে যে, বিফলতা নহে কাজে,
বরমাগ দিব সৰ্ব্বথায় ॥

এইরূপে কৃপারীতে, কৃষ্ণ কহে মন্দম্বিতে, তাহা শুনি
তেঁহ বর চাহে । কৃষ্ণকর্ণামৃত কথা, শুন সবে মনোরতা,
শুনিলেই প্রেম লাভ হয়ে ॥ ১০৪ ॥

মাধুর্যেণ বিবর্কস্তাং বাচো নস্তব বৈভবে ।

চাপল্যেন বিবর্কস্তাং চিন্তা নস্তব শৈশবে ॥ ১০৫ ॥

ততঃ সাধু লীলাশুক সাধু স্বদৃঢ়তয়া প্রীতোহস্মি তন্নদর্শনং বিফলং ন স্যাৎ ।
প্রার্থয় বাঙ্কিতমিতি ভঙ্গ্যা তেনাস্মেড়িতঃ স্বেপ্সিতং ভঙ্গ্যা প্রার্থয়মাহ । তব
বৈভবে বাঙ্কিষয়াভীতে সৌন্দর্য্যাবিলাসৈশ্বর্য্যাদৌ নোহস্মাকং বাচো মাধুর্যেণ
বিবর্কস্তাং তত্তন্মাধুরীবর্ণন সমর্থ্য ভবঙ্কিতি ভাবঃ । তথা তব শৈশবে কৈশোর-
হযোগ্যদেহাদীনামপি নশ্চিন্তা প্রাপ্ত্যুৎকণ্ঠয়া তচ্চিন্তনানি চাপল্যেন বিবর্কস্তাং
অয়মেব মে বর ইত্যর্থঃ ॥ ১০৫ ॥

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ কাহলেন, লীলাশুক ! সাধু সাধু
তোমার দৃঢ়তায় আমি প্রীত হইলাম অতএব আমার দর্শন
বিফল হয় না, তোমার বাঙ্কিত প্রার্থনা কর, ভঙ্গীসহকারে
শ্রীকৃষ্ণ বারম্বার এইরূপ বলিতে থাকিলে লীলাশুকও স্বীয়
ভঙ্গীসহকারে প্রার্থনা করত কাহিলেন ॥

হে কৃষ্ণ ! আমার বাক্যসমূহ আপনার বৈভবে মাধুর্যের
সহিত বর্দ্ধিত হউক এবং আপনার শৈশববিষয়ে স্বদীয় চাপ-
ল্যের সহিত আমার চিন্তাও বর্দ্ধিত হউক ॥ ১০৫ ॥

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

শুন কৃষ্ণ বর দিবা যবে । সৌন্দর্য্য বিলাসৈশ্বর্য্য, বাণী
আগে স্নমাধুর্য্য, বর্ণিতে সানার্থ্য হউ তবে । তথা তব
কৈশোর রঙ্গ, প্রাপ্ত্যুৎকণ্ঠা পরবন্ধ, মনে মোর সদা যেন
রহে । তাহারি স্নপ্রাপ্তি লাগি, মন হউ চিন্তারাগী, চাপল্যে
বাঢ়ুক বর গোহে ॥

কৃষ্ণ কহে যেই তোর, হয় বুদ্ধি স্নগোচর, বর মাগ দিব
আমি তোরে । এত শুনি কহে গেই, তবে দেহ বর এই,
কহি এক শ্লোক পাঠ করে ॥ ১০৫ ॥

যানি তচ্চরিতামৃতানি রসনালেহ্যানি ধন্যাঙ্ঘনাঃ
যে বা শৈশবচাপল্যব্যতিকরা রাধাবরোধোন্মুখাঃ ।

নব্বিদং তে সহজমেব তদ্বিশেষঃ প্রার্থ্যতামিত্যত্রাহ যানি তচ্চরিতা-
মৃতানি । শ্রীরাধয়া সহ নিকুঞ্জরাসলীলাদীনি তান্যেব নহন্যানীত্যর্থঃ ।
মে হৃদয়ে ধারাবাহিকয়া প্রবাহরূপেণ বহন্ত । কীদৃশানি ধন্যাঙ্ঘনাঃ
রসনালেহ্যানি শ্রীশুকাদিভিরাস্বাদনীয়ানি । তথা যে বা চার্থে বা শব্দঃ ।
যে শৈশবচাপল্যব্যতিকরাঃ কৈশোরচাঞ্চল্যবিস্তারাপ্তে তে এব তথা বহন্ত ।

অহে ! এত তোমার সহজ, বিশেষ প্রার্থনা কর, এই
শুনিয়া লীলাশুক কহিলেন ॥

হে কৃষ্ণ ! তোমার যে চরিতসমূহরূপ অমৃত ধারা পুণ্যা-
ত্মাদিগের রসনার আস্বাদ্য শ্রীরাধার অবরোধোন্মুখ যে সমস্ত

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

কৃষ্ণচন্দ্র এই বর দেহ তুমি মোরে । যে তুয়া চরিতামৃত
রাধা সহ অবিরত, রাসকুঞ্জলীলা মনোহরে ॥ ৬৭ ॥

দেই সেই লীলাগণ, গোর হিয়ে অনুক্ষণ, রহুক প্রবাহ
রূপ হৈয়া । শুকদেব আদি যত, রসনায়ে লেহ কত, আস্বা-
দয়ে যাহা স্মৃথ পাঞা ॥

কৈশোর চাপল্য যত, রাধাকে রোধন যত, দানঘাটি
পুষ্প তোলাকালে । তাঁহা সদা রুদ্ধ কাজে, থাকয়ে উৎকণ্ঠা
সাজে, তার ধারা বহুই অন্তরে ॥

মুখাজ তোমার তথা, কাম মদোদগারিস্মিতা, তার ভক্তি
বিশেষ যে আর । তথা বেণুগীত গতি, নব নব জন্মায় রতি,
নিভাবিত মাধুর্য্য শিশাল ॥

যা বা ভাবিতবেণুগীতগতয়ো লীলামুখাশ্চোরুহে
 ধারাবাহিকয়া বহস্ত হৃদয়ে তান্যেব তান্যেব মে ॥১০৬॥
 ভক্তিস্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্মা-

কীদৃশঃ । দানপুষ্পাহরণবজ্রন্যাদৌ রাধায়া যো হবরোধ স্তত্রোমুখাঃ সদা
 তদ্বৎকর্ণাবস্ত ইত্যর্থঃ । তথা যা বা যাশ্চ মুখাশ্চোরুহে লীলাঃ কামমদোদগারি
 দ্বিতাদিত্তদ্বী বিশেষা স্তা স্তাশ্চ তথা বহস্ত । কীদৃশঃ ভাবিতাঃ স্বমাধুর্যা-
 মিত্তীকৃতাঃ উৎপাদিতা বা বেণুগীতস্য নূতনগতয়ো যাভিস্তাঃ ॥ ১০৬ ॥

নহু পুরুষার্থচতুষ্টয়ং পঞ্চমপুরুষার্থময়ং প্রেমফলং মাঞ্চ সাক্ষাৎ প্রাপ্তং

শৈশব চাপল্য তথা যে সমস্ত লীলাময় মুখপদ্মে উচ্চারিত
 বেণুর নাদগতি সেই সমুদায় প্রণালী ধারায় আমার হৃদয়ে
 নিয়ত প্রবাহিত হইতে থাকুক ॥ ১ ৬ ॥

অহে ! পুরুষার্থ চতুষ্টয়, প্রেমফল এবং আমি সাক্ষাৎ

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

এই এই লীলা যত, হিয়ে রহু অবিরত, অতিশয় ধারারূপ
 ধরি । কৃষ্ণকর্ণামৃত এই, সদা পান করে যেই, তার
 প্রেম হয় হিয়া ভরি ॥

কৃষ্ণ কহে ধর্ম অর্থ, কামগোক পুরুষার্থ, জিনিয়া আমি
 সে, প্রেমফল । সে গোরে সাক্ষাতে পাইলা, মোরে ছাড়ি
 মোর লীলা, স্ফুর্তি লাগি কেনে মাগ বর ॥

ইহা শুনি লীলাশুক, কহে মনে পাঞা সুখ, ভক্তি
 দিক্কাশ্চ উটুকিয়া । সচাতুরী ভঙ্গি কথা, কৃষ্ণকর্ণামৃত মতা,
 শুনসবে এক মন হৈয়া ॥ ১০৬ ॥

শুন অহে ভগবান্ সর্বজ্ঞ কৃষ্ণচন্দ্র । যে প্রেম লক্ষণ

দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্তিঃ ।

মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি মেবতেহস্মান্-

হিন্দা মলীলাক্ষুর্তিঃ কিমিতি প্রার্থয়সে ইত্যত্র ভক্তিসিদ্ধান্তোক্তকনপূর্বকঃ
স্বচাতুরীঃ ভক্ত্যা কথয়ন্নাহ ভক্তিস্বরীতি । হে ভগবন্ সর্বজ্ঞ যয়া লীলাক্ষুর্তি-
রূপয়া প্রেমলক্ষণয়া ভক্ত্যা স্বঃ সাক্ষাৎ প্রাপ্তোহসি সা স্বয়ি ভক্তিঃ স্থিরতরা যদি
স্যাত্তদা দৈবেন স্বতএব দিব্যকিশোরমূর্তিরীদৃক্ ভবান্ ফলতি প্রাপ্তো ভবতি ।
মুক্তিস্ত মুকুলিতাঞ্জলি যথা স্যাত্তথা মাং গৃহাণ গৃহাণেতি বদন্ত্যস্মান্ সেবতে

প্রাপ্ত এই সকল ত্যাগ করিয়া আমার লীলাক্ষুর্তি কি নিমিত্ত
প্রার্থনা করিতেছ ? শ্রীকৃষ্ণের এই জিজ্ঞাসায় ভক্তিসিদ্ধান্তের
উক্তকন পূর্বক স্বীয় চাতুরীভঙ্গীসহকারে কহিতেছেন ॥

হে ভগবন্ ! আপনাতে যদি ভক্তি স্থিরতরা হয় একং
দৈববশে যদি কিশোরমূর্তি ফলবতী হয়, তাহা হইলে ধর্ম,

বহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

হৈতে, লীলা ক্ষুর্তি হয় চিত্তে, তুমি সাক্ষাৎ হও যে
প্রবন্ধ ॥ ৫ ॥

সেই প্রেমভক্তি যবে, গোতে স্থির রহে তবে, তুমি যে
কিশোর মূর্তিমান্ । এইরূপে পাব আমি, ইথে অন্য নাহি
জানি, নহে তুমি দুর্লভান্য স্থানে ॥

তবে যদি মুক্তিগণ, করে অঞ্জলি বন্ধন, মোরে লও
মোরে লও কহে । ধর্ম অর্থ কাম আদি, ইহার পশ্চাতে
সাধি, কহে কভু ফিরিয়া না চাইয়ে ॥

অতএব কিবা কাজে, বর দিবা করি ব্যাজে, ছদ্ম কথা
করহ প্রকাশ । ছাড় সব কুটিনাটি, বঞ্চনার পরিপাটি, নানা-
মত অন্য পরিহাস ॥

ধর্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ ॥ ১০৭ ॥

জয় জয় জয় দেব দেব দেব

ধর্মার্থকামগতয়স্ত পশ্চাৎস্থিত্বা কদাচিদগ্নানীকৃতে বেতি সময়প্রতীক্ষাস্তং
প্রতীক্ষকা ভবন্তি । তৎ কিমিত্যাগ্নানং দত্ত্বা বরেষু মাং ছন্দয়সীতি ভাবঃ ॥ ১০৭

ততঃ অগ্নি লীলাশুক মংকর্ণামৃতরূপাণি বৃন্দাবনযাত্রামঙ্গলাচরণমারভ্য
কেয়ং কাস্তিরিত্যন্তানি ত্বংভাষিতানি শ্রুত্বা পুনস্তৎশ্রোতুকামেন ময়্য

অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই পুরুষার্থ চতুর্কয় সময় প্রতীক্ষা করত
কৃতাজলি পুটে আমাদিগকে সেবা করিবে ॥ ১০৭ ॥

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন অহে লীলাশুক ! বৃন্দাবন
যাত্রা মঙ্গলাচরণকে আরম্ভ করিয়া “কেয়ং কাস্তি” এই
পর্যন্ত আমার কর্ণামৃতরূপ যাহা বর্ণন করিলে তাহা
শ্রবণ করিয়া পুনর্বার শুনিবার নিমিত্ত তুমি উচ্চালিত হই-
য়াছ, সেই এই তোমার বাক্যবিজৃম্বিত রচনা আমার কর্ণা-

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

কৃষ্ণ কহে লীলাশুক, আমি বহু পাইল সুখ, আদ্যো-
পান্ত্রে যতক বর্ণিলা । তাহা শুনিবার কাজে, এই কথা,
কহি ব্যাজে, তব বাণী কর্ণামৃত হৈলা ॥

এসতে মনেহ বাণী, গোবিন্দের মুখে শুনি, লীলাশুক
পাইয়া হরিষে । কহিতে লাগিলা পুন, অতি মনোহর শুন,
সবে কৃষ্ণকর্ণামৃতানিশে ॥ ১০৭ ॥

হে দেব জয় হে দেব জয় হে দেব জয় । পরম আনন্দ
বাণী পুনঃ পুনঃ কয় ॥ ত্রিভুবন মঙ্গল দিব্য কিশোর মুরতি ।
মনোহর নাম অতি সুগোহন কাস্তি ॥ কিম্বা দেবদেব তুমি

ত্রিভুবনমঙ্গল দিব্যানামধেয় ।

জয় জয় জয় দেব কৃষ্ণদেব

শ্রবণমনোনয়নামৃতাবতার ॥ ১০৮ ॥

সমুচ্চালিতোহসি তদিদং ত্বদচো বিজৃম্বিতং মংকর্ণামৃত-নামাস্ত্ব যমেব মে
মাধুর্যাদিবর্ণনং জানাসীতি সস্নেহং তন্মধুরবাক্যং শৃণু স্নেহানন্দোচ্ছলিতঃ সন্ন্যাস
জয় জয়েতি হে দেব জয় হে দেব জয় হে দেব জয় । অত্যাৱরানন্দাভ্যাং বীণা
ত্রিভুবনস্য মঙ্গলং দিব্যং মনোহরঞ্চ নামধেয়ং যস্য হে তাদৃশ । কিম্বা । হে দেব
দেব দেবা মতাঁপূজ্যাস্তদেবা স্তংপূজ্যাস্ত্বংপার্শ্বদাঃ হে তদেব তদীশ্বর জয় ।
যথোক্তং তৃতীয়স্কন্ধে । হরেরমুত্রতা যত্র সুরাসুরার্চিতা ইতি । হে ত্রিভুবন-
মঙ্গল দিব্যমানন্দময়ং স্বরূপং নামধেয়ং যস্য হে তাদৃশ জয় । হে দেব জয়
হে কৃষ্ণদেব জয় শ্রবণমনোনয়নামৃতাবতারঃ প্রাকট্যঃ যস্য হে তাদৃশ
জয় ॥ ১০৮ ॥

মৃত নামক হউক, তুমিই আমার মাধুর্য বর্ণন করিতে জান,
শ্রীকৃষ্ণের এই স্নেহ মধুর বাক্য শ্রবণ করত আনন্দে উচ্ছ-
লিত হইয়া কহিতেছেন ॥

হে দেব! হে দেব! হে দেব! আপনার জয় হউক, জয়
হউক, জয় হউক, আপনার নাম ত্রিভুবনের উৎকৃষ্ট মঙ্গল-
স্বরূপ । হে দেব! জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত
হউন হে কৃষ্ণদেব! আপনার অবতার শ্রবণ, মন, ও
নয়নের অবতার অর্থাৎ প্রাকট্য স্বরূপ ॥ ১০৮ ॥

যত্নন্দনঠাকুরের পদ্য ।

তার দেব দেব । তাহাতে মঙ্গলবিদ রূপ সর্বসেব ॥

হে কৃষ্ণদেব জয় মানসলোচন । অমৃতাবতার জয় প্রকট
শোহন ॥ পুনঃ কৃষ্ণ স্নামাধুর্য অতিশয় হেরি । আনন্দে উন্নত

তুভ্যং নির্ভর হর্ষবর্ষবিবশাবেশক্ষুটাবির্ভব-
 ক্ষুণ্ণশচাপলভূষিতেষু স্কৃত্যং ভাবেষু নির্ভাষিণে ।

পুনস্তমাধুর্ঘ্যাতিশয়াহুভবাদানন্দোন্নততয়া তদ্বর্ণিতুকামেন তদশক্ত্যা
 নমস্কারেণৈব স্ববাচস্তৎস্বরূপমুপসংহরতাস্মিনা কোতুকেন বিবদমানেন তেন সহ
 বিবদমান আহ । কস্মৈচিদনির্কাচ্যায়ামৈ মহসে মাধুর্ঘ্যপুঞ্জরূপায় তুভ্যং
 নমঃ । নহু তন্মাধুর্ঘ্যমেব বর্ণয় শ্রোতুকামোহস্মি তদ্রাহ । কীদৃশে বাচ্যং
 হুরএব ক্ষুরস্তি যানি মাধুর্ঘ্যাণি তেষাং প্রধানার্ণবায় । নশ্বেবং চেন্ননসা
 বিভাবয় তদ্রাহ । মনসাঞ্চ তাদৃশারবিভাব্যয়েত্যর্থঃ । নহু বাস্মিনপয়ো

পুনর্বার শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্ঘ্যাতিশয় অনুভবহেতু আনন্দে
 উন্নত হইয়া বর্ণন করিতে ইচ্ছা করত শ্রীকৃষ্ণে আসক্তি ও
 নমস্কারদ্বারাই উপসংহার করত আজ্ঞাকৌতুকে বিবাদকারি
 শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবাদ করত কহিলেন ॥

প্রগাঢ় অনন্দবর্ষণে বিবশ আবেশবশত প্রব্যক্ত ভাবে

গছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

হৈল বর্ণে বাঞ্জা ভরি ॥ বর্ণিতে না পারে পুনঃ করেন
 প্রণাম । কৃষ্ণসনে কহে কথা বাদসংহরণ ॥ ১০৮ ॥

অনির্কাচ্য মাধুর্ঘ্য পুঞ্জ শুন অহে হরি । বর্ণিতে না পারি
 অহে, রূপ জগন্মনো মোহে, অতএব নমস্কার করি ॥ ৬৫ ॥

কৃষ্ণচন্দ্র কহে অহে, মাধুর্ঘ্য যে মোর হয়ে, বর্ণ শুনি
 ইচ্ছা বড় হয় । শুনি কহে বর্ণন নহে, বাক্যের সে দূর হয়ে,
 সে মাধুর্ঘ্য সিন্ধুরস গয় ॥

কৃষ্ণ কহে বাক্যে নহে, মনে মনে বর্ণ হয়ে, তবু মোর স্তম্ভ
 লাগে মন । শুনি কহে সেহ নহে, মানসের দূর হয়ে, ভাবনা
 বিষয় স্তম্ভন ॥

শ্রীগঙ্গোকুলমণ্ডনায় মনসাং বাচাঞ্চ দূরে ক্ষুর-
মাধুর্যৈকমহার্ণবায় মহসে কস্মৈচিদস্মৈ নমঃ ॥ ১০৯ ॥

রপ্রাহৃত্বাং কস্যাপি গোচর এব নান্মি তত্রাহ । স্কৃত্যং তৎপ্রেমবিশেষভাজাং
ভাবেষু ভাবাক্রান্তচিত্তেষু নির্ভাষিণে প্রকাশশীলায় । কীদৃশেষু নির্ভর-
হর্ষণাং যদ্বর্ষং তেন বিবশা যেচ তে চাবেশেন স্বংপ্রাপ্ত্যুৎকর্থাঙ্কতয়া তৎ-
ক্ষুর্ভ্যা ক্ষুটমাবির্ভবন্তি যানি ভূষণচাপলানি তৈ ভূষিতাশ্চ বে তেষু নম্র
এতেন কিং নিরাকারব্রহ্মণেন মাং নিরূপয়সীত্যত্র নেত্যাহ । গোকুলস্য মণ্ড-
নায় মধুরোজ্জ্বলনীলমণিবদ্ভূষণায় অতঃ কেবলং ভূভ্যং নমোহস্থিত্যর্থঃ ॥১০৯ ॥

আবির্ভূত যে চাপল্য তদ্বারা বিভাবিত (অনুমিত) পুণ্যা-
ত্মাদিগের ভাবে যিনি প্রকাশমান. যিনি গোকুলের একমাত্র
ভূষণ, যাঁহার মাধুর্যমাগর বাক্য ও মনের বহুদূরে অবস্থিত,
সেই ভবদৃশ কোন এই মহঃ অর্থাৎ তেজঃপুঞ্জকে পুনঃ
পুনঃ নমস্কার করি ॥ ১০৯ ॥

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

কৃষ্ণ কহে বাণী মন, অগোচর যদি হেন, তবে বোল
কাহার গোচর । শুনি কহে যে যে জন, প্রেমে ভজে তমুমন,
তাহার গোচর তুমি ধর ॥

কৃষ্ণ কহে সেই কেবা, বিবরি কহ সে যেবা, তাহা শুনি
কহে লীলাশুক । নির্ভর হরিষ বর্ষে, বিবশ যে অহনির্শে,
তাহাতে চাপল্য ক্ষুর্ভি সুখ ॥

কৃষ্ণ কহে তবে কিয়ে, নিরাকার ব্রহ্মময়ে, নিরূপম
করহ আমারে । তেঁহ কহে নহি নহি, গোকুলমণ্ডন ময়ি,
নীলমণি মূর্তিমান্ বরে ॥

কৃষ্ণ কহে লীলাশুক, মোর কর্ণায়ুতরূপ, যত সব বর্ণন

ঈশানদেবচরণাভরণেন নীৰী-

দাগোদরস্থিরযশস্তবকোদ্রবেন ।

ততঃ অয়ে লীলাশুক মংকর্ণামৃতরূপত্বষ্টাষিতেনাপ্যায়িতোহস্মি তৎপ্রার্থয়
পুনঃ কিমপ্যাতীষ্টমিত্যত্র দেব তদেতৎ সাক্ষাদ্দর্শনেন পূর্ণোহস্মি । কিং ময়া
প্রার্থ্যং তথাপীদমপি দেহীত্যাহ ঈশানেতি । হে কৃষ্ণদেব লীলাশুকেন ময়া
রচিতং তব কর্ণামৃতমিদং কল্পশতাস্তুরেহপি ত্বদ্ভক্তিরসিকজ্ঞনচিত্তমাপ্লাব্যা
বহতু । কীদৃশা ময়া ঈশানঃ সর্কেশ্বরশচাসৌ দেবঃ ক্রীড়ারতশ্চ তয়া ঈশা রাধা
সচ অননং আনঃ প্রাণঃ তস্যা মম বা প্রাণশচায়ং দেবশ্চ সচ তয়োৰ্কা চরণাঃ

অনস্তর অয়ে ! লীলাশুক ! আমার কর্ণামৃতরূপ তোমার
বাক্যদ্বারা আপ্যায়িত হইয়াছি, পুনর্বার তোমার কি অভীষ্ট
তাহা প্রার্থনা কর, শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যে, লীলাশুক, হে
দেব ! আপনার সাক্ষাৎ দর্শনে আমি পূর্ণ হইয়াছি, আর কি
প্রার্থনা করিব তথাপি ইহাই আমাকে অর্পণ করুন, এই
অভিপ্রায়ে কহিলেন ॥

যিনি ঈশানদেবের চরণের আভরণস্বরূপ এবং নীৰীদাগো-

যছন্দনঠাকুরের পদ্য ।

তোমার । তাতে আপ্যায়িত আমি, বর কিছু মাগ ভুগি,
অভীষ্ট যে থাকে মনে আর ॥

লীলাশুক কহে তবে, কি বর চাহিব এবে, সাক্ষাৎ
তোমার দরশন । সর্বপূর্ণ হৈল মোর, যাতে অতি কৃপা
তোর, তথাপিহ এক বর মন ॥ ১০৯ ॥

হে কৃষ্ণদেব ক্রীড়ারত । এই আমি লীলাশুক, অন্তরে
পাইয়া স্মৃথ, বর্ণিলাম তব কর্ণামৃত ॥ ১০৯ ॥

কল্পশত অন্তরেহ, তব ভক্তি রসিক যেহ, তার চিত্তে বহুক

লীলাশুকেন রচিতং তব কৃষ্ণদেব

কর্ণামৃতং বহতু কল্পশতাস্তরেহপি ॥ ১১০ ॥

ধন্যানাং সরসানুলাপসরণীসৌরভ্যমভ্যস্যাতাং

শিরোহৃদয়াভরণানি যস্য তেন অত্র পক্ষে ছন্দোহরুরোধাৎ প্রশংস্যা প্ররোগঃ ।
তথা নীলীদামোদরস্য নীলী দাম উদরে যস্য কার্তিক্যাং খণ্ডিতয়া শ্রীরাধয়া
কাঞ্চা বন্ধোদরস্য । তথাহি । ভবিষ্যন্তরোক্ত লীলার্থবন্ধমোকঃ । সঙ্কেতাব-
সরে চ্যুতে প্রণয়তঃ সংরজয়া রাধয়া প্রারভ্য ভ্রুকুটীং হিরণ্যরসনাদাম্মা
নিবন্ধোদরঃ । কার্তিক্যাং জননীকৃতোৎসববরে প্রস্তাবনাপূর্বকং চাটুনি প্রথয়ন্ত-
নাস্তপুলকং ধ্যায়ন্ত দামোদরমিতি । যদা মম নীলীমূলধনরূপশ্চ দামোদরশ্চ
তস্য তব যঃ স্থিরবশঃ স্তবকোহল্লানবশঃ কুৎসমগুরুঃ সএব উদ্ভবো বিভবঃ
স্বম্পন্দস্য তেন দৈশানদেবস্য শিরস্যেতি নীলীদামোদরয়ো র্মাতাপিত্রোরিতি
চ কেচিদাহঃ ॥ ১১০ ॥

ততঃ অয়ে মম চাসাক মংপ্রয়সীনাঞ্চ সরসবিদম্ নমস্কৃতানাঞ্চ স্বগুণত
দরের স্তম্ভির যশোরূপি স্তবকোদ্ভূত, হে কৃষ্ণদেব ! সেই
লীলাশুক (বিল্বমঙ্গল) কর্তৃক বিরচিত এই কৃষ্ণকর্ণামৃত
শত শত কল্পে বিদ্যমান থাকুক ॥ ১১০ ॥

তদনন্তর অয়ে ! আমার, ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেয়সী-

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

প্লাবিয়া । তোমার যে প্রাণ রাই, আমার সে প্রাণসয়ী,
তার চিন্তে বহুক ধারা হৈয়া ॥

তথা.দামোদর চিন্তে, সদা বহুক ধারারীতে, রাইনীলী
দামে যার ওর । বন্ধ হৈলা মানকাজে, তাতে খ্যাত ক্রিতি
গাবে, নাম যার রাধাদামোদর ॥ ১১০ ॥

সঙ্কেত করিয়া হরি, সে স্থানে আসিত নাহি অপরূক
হৈলা রাই স্থানে । প্রণয় সংরকে রাই, ভ্রুকুটি করিয়া তাই,

কর্ণানাং বিবরেষু কাস্মপি স্মধারুষ্টিং চুহানং গৃহুঃ ।

এব তবৈতৎকর্ণয়োর্মৃতমেব তথাপি মদিপরাপীদমম্বিতি স্ববচসাং তত্তৎস্বপ্ন-
দহং বিচিন্ত্য সবিস্ময়ানন্দমাহ । ইদং নোহস্মাকংবচসাং বিজ্জুষ্টিতং দেবস্য
তব কর্ণামৃতমিত্যাহোমস্তাগ্যমিতি ভাবঃ । তত্রাপি কৃষ্ণস্য সকলকেলিকলা-
গণের সরস বিদগ্ধ আমার ভক্তগণের স্বীয়গুণ হেতুই তুমি
এই কর্ণদ্বয়ের অমৃতদ্বারা তথাপি আমার বাক্যদ্বারা ইহা
হউক এই নিজবা ক্যের তত্তৎ স্বপ্নপ্রদত্ত চিন্তা করিয়া বিস্ময়
ও আনন্দসহকারে লীলাশুক কহিলেন ॥

যাহা ধন্যতমদিগের কর্ণবিবরে শত শত কল্পকাল

যজ্ঞন্দনঠাকুরের পদ্য ।

হিরণ্যরসন দামদনে ॥ ধ্রু ॥

উদর বাঙ্কিলা যবে, তারে কৃষ্ণচন্দ্র তবে, কহয়ে কার্তিক
পুণ্য মাসে । জননী উৎসব কৈলা, বর প্রার্থা প্রকাশিলা,
সে লাগি সঙ্কেতচ্যুত বেশে ॥

এই স্থির যশ তোমার, অম্লান পুষ্পগুচ্ছ মার, তেঁই
তোমার নাম দামোদর । অতএব তব কর্ণে, রহু এই ঐশ্ব-
বর্ণে, কল্পশত হইয়া বিমল ॥

এতেক কহিতে মনে, বাঢ়িল আনন্দগণে, বিস্ময় হইল
এক ঠাঁই । গোবিন্দ শ্রবণে আর, মর্কর ব্রজগোপীকার, জানি
এই হয় সুখদায়ী ॥

পুন মানে নিজ মনে, আমার কবিত্বগণে, মোর মনে
প্রকাশে আনন্দ । এত জানি লীলাশুক, অন্তরে পাইয়া সুখ,
পড়ে এক শ্লোক পরবন্ধ ॥

আমার বচন এই, বেদ কর্ণামৃত সেই, কি ভাগ্য আমার
অতিশয় । কেলিকলা স্চতুর, রসিকশেখর ভোর, হেন

রম্যাণাং সূদৃশাং মনোনয়নয়ো মর্গস্য দেবস্য নঃ

চতুররসিকশিরোমণেঃ । নবোদ্যাদৃশ বিরহসংযোগ প্রলাপসংলাপ ময়ত্মৈত-
চ্চিত্রমিতি চেত্তত্রাহ । সূদৃশাং বিরহে মনসি সংযোগে নয়নয়োর্মর্গস্য তত্ত্বং
প্রলাপসংলাপাভ্যাং হুতেদ্রিয়সোত্যর্থঃ । তত্রাপি রম্যাণাং লক্ষ্মীপ্রার্থাবৈদ-
ক্যানাং বৃন্দাবনসম্বন্ধিনীনাং কিঞ্চন পরং ভক্তোক্তিপ্রিয়ত্বাত্তবৈব কিস্বাসামপি
ব্যাপিয়া কোন এক অনির্বচনীয় সরস আলাপের তরঙ্গরূপ
মৌভাগ্যময়ী সূধাবৃষ্টি বর্ষণ করে এবং শ্রীকৃষ্ণেরও মন ও

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

কৃষ্ণকর্ণায়ুতময় ॥ ৬৫ ॥

তবে যদি বল হেন, কর্ণায়ুত মবে কেন, এতাদৃশ বাহার
বর্ণন । বিরহ সংযোগ জানি, প্রলাপ সংলাপবাণী, সে কি
নহে কর্ণায়ুত ময় ॥

তবে তাহা শুন এবে, সমস্ত সূদৃশ মবে, সংযোগ বিরহে
যেই হরি । মানসে নয়ন লাগে, সংলাপ প্রলাপ ভাবে, মর্কে-
দ্রিয় হরিতে সে বলি ॥

তার কোন সূধাময়, মোর এই বাণী হয়, কি আশ্চর্য্য
এই লাগি কহি । আর চিত্র লাগে মোরে, তোমার যে ভক্ত
বরে, তার কর্ণে হয় সূধাময়ী ॥

বৃন্দাবনসম্বন্ধিনী, যত গোপসুরঙ্গিনী, যার বৈদক্ষী
কমলা পার্শ্বে । তার কর্ণে মোর বাণী, অমৃতময়ী তেই
মানি, অতিচিত্র মোর ভাগ্য চয়ে ॥

যদি বল গোপনারী, অন্তরে সে সূখ ভাগি, শুন কহি
তাহার কারণ । অশ্রুত সরস বাণী, শ্রবণের রসায়নী, তেই
যুক্তি কর্ণায়ুত ময় ॥

তাহার বিশেষ এহি, মধুররস ভক্তিময়ী, পুনঃ পুনঃ সেই

কর্ণাণাং বচসাং বিজ্জ্বলিতমহো কৃষ্ণস্য কর্ণামৃতং ॥ ১১

কর্ণাণাং বিবরেষু স্খারবৃষ্টিং হৃহানং প্রপূরয়দিত্যহো চিত্রং। স্বদশাঙ্ঘয় প্রলপিত
সাম্যাদাসামেব ন কেবলং কিন্তু বৃদ্ধক্ৰানামপীত্যাহ ।

খন্যানাং বৃদ্ধক্ৰিবেশেষবতামপি কর্ণাণাং বিবরেষু তথাকূর্কত ইতি চিত্রমিতি
ভাবঃ । নমু তেষামশ্রুতচরসরসবাণী শ্রবণাদ্রাক্ষমেতদিতি চেত্তয়াহ । কীদৃশাং
ভবনধুরভক্তিরসসহিতো যোহমুলাপো মুহূর্ভাষণং তস্য যা লহর্যা স্তাসাং ।
সৌরভামভাস্যতামিতি । পূর্ণং তয়ৈব তথোক্ৰমাদিতি ভাবঃ ॥ ১১১ ॥

নয়নকে স্নন্দর আনন্দ সমূহের বন্যাতে মগ্ন করিতে সক্ষম,
তথা সেই শ্রীকৃষ্ণের কর্ণের ও বাক্যের নিকট বর্দ্ধিত অমৃত-
বৎ কৃষ্ণকর্ণামৃতের অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা দিন দিন বর্দ্ধিত
হউক ॥ ১১১ ॥

যখনন্দনঠাকুরের পদ্য।

ভাষাগণ । তাহার লহরী গন্ধ, গোপী বাক্য পরবন্ধ, তাহার
অঙ্গ সে বাণীগণ ॥

এত শুনি কৃষ্ণ কহে, শুন লীলাশুক ওহে, সত্য এই
তোমার বচন । বিশুদ্ধ প্রগাঢ় প্রেম, যেন দশবাণ হেম,
তাহার বিলাস সপ্রবীণ ॥

এইরূপ অনুরাগে, যাহার হৃদয়ে জাগে, তার মূল্য আমি
মাত্র দেখি । মোরে বশ করিবারে, এই রাগ বলে ধরে,
আমি তাহে তেজিতে নাশ কি ॥

কিন্তু তুমি এইকণে, আইলা এই বৃন্দাবনে, কত দিন
এইরূপ দেহে । বৃন্দাবন রসকেলি, স্খ অমুভব মেলি, কত
দিন চিন্তে ধরি মোহে ॥

পাছে অবিলম্বে অতি, এই রান লীলায় মতি, প্রবেশ
করিয়া নিরীক্ষিবে । এইরূপে আশ্বাস করি, নবকিশোর

অনুগ্রহ-দ্বগুণ-বিশাল-লোচনৈ-

তত অস্মি লীলাশুক সত্যং তদিত্ত্বং প্রগাঢ়প্রেমবিলসিতমেবৈতন্তে বস্ম ।
ঐদৃগনুরাগসাহমেব মূল্যমিতি স্বয়াহং বশীকৃত এব । কিন্তু তমধুনৈবাগ্না-
গতোহসি । তদেতদ্বেদাহাশ্রাদ্য শ্রীবৃন্দাবনরাসাবলোকনস্থানি কতিচিদ্ধিনানি

তদনন্তর অহে লীলাশুক ! বিশুদ্ধ প্রগাঢ়প্রেম বিলসিত
এই তোমার বাক্য সত্য কিন্তু এই প্রকার অনুরাগের
আমিই মূল্য, অতএব আমি তোমার বশীভূত হইয়াছি,
কিন্তু তুমি এখনই এখানে আসিয়াছ সুতরাং এই দেহ
প্রাপ্ত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনবাস ও অবলোকন স্নখসকল কতি-
পয় দিন অনুভব কর, পশ্চাৎ শীঘ্র এই লীলাতে প্রবেশ
করত নিজের অন্তর্দ্বান বিধিৎস্ন স্নেহপূর্বক শ্রীরাধার
সহিত কৃষ্ণাবলোকনকারি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তদর্শন

যত্নন্দনঠাকুরের পদ্য ।

কিশোরী, ইচ্ছা হৈল অদর্শন হবে ॥ .

রাধাকৃষ্ণস্নেহ আঁখি, কৃপামৃতে তাহা সাক্ষী, দেখি
লীলাশুকের বদন । তাহা দেখি লীলাশুক, বিচ্ছেদ কাতর
মুখ, সর্দৈন্যে ভরল তনু সন ॥

অদর্শনে দিনগণ, গোঙাইব কেন গন, তাহার উপায়
পুছে তারে । প্রার্থনা করিয়া কহে, বাণী অতি স্নধানয়ে,
এক শ্লোক সেই ক্ষণে পড়ে ॥ ১১১ ॥

রাধে কৃষ্ণ নিবেদন করোঁ তুয়া পায় । দৌহার দর্শন
শোভা, এই ধন গোরে দিবা, তিলেক বিচ্ছেদ যেন নয় ॥ঙ্

যেখানে যেখানে গোর, পড়য়ে লোচন জোর, সেখানে
সেখানে যেন সদা । কৃপাতে বিশাল আঁখি, যুহুবংশী ধ্বনি
সাক্ষী, সঙ্গে দেখা দিবে যে সর্বদা ॥

রনুস্মরণ্য ছুমুরলীরবামৃতৈঃ ।

অল্পভব পশ্চাদচিরাদেব মদেতল্লীলাং প্রবেক্ষ্যসীত্যাশ্বাস্যাস্তুর্দিধিংসুং সম্বেহ-
পূর্বকং শ্রীরাধয়া সহ কৃপয়াবলোকয়ন্তুং তং বীক্ষ্য তদর্শনবিয়োগাতিবিকলঃ ।
সদৈন্যং তদ্দিনাতিবাহনোপায়ং প্রার্থয়ন্ত্রাহ । হে দেব মতো যতঃ যত্র যত্র মে
বিয়োগে অতিব্যাকুল হইয়া তৎসমুদায় দিন যাপনের উপায়
প্রার্থনা পূর্বক কহিলেন ॥

হে দেব ! অত্যন্ত আগ্রহসহকারে দ্বিগুণিত ও বিশাল-

যত্নন্দনঠাকুরের পদ্য ।

দৌহার সৌন্দর্য্য আর, বিলাসবৈদগ্ধ সার, ইহার বৈভব
যত যত । আমার অন্তর মনে, এই ছুই বিলোচনে, স্মৃতি
রূপ হউ অবিরত ॥

এই বর দেও মোরে, সদা যেন দেখু তোরে, আর
কোন নাহিক বাসনা । সেই সুখ ধন দিবা, আপন নিকটে
নিবা, তোমা মিলায় তোমার করুণা ॥

এবমস্ত বলি কৃষ্ণ অন্তর্দীন হৈলা । লীলাশুক কত দিন
তথাই রহিলা ॥ তারপর কৃষ্ণ তারে নিকটে আনিলা । ভাব
রূপ দেহ পাঞা সেবাতে রহিলা ॥

প্রার্থনা ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু, তুমি না ভজিনু কভু, মুই অতি
অধমের অধম । তুমি কৃপাকর মোরে, নিজগুণে নীতি ভরে;
কৃপানিধি তুমি দীনধন ॥

শ্রীশ্রীমনাতন রূপ, অখিল ভকত ভূপ, নিজগুণে দয়াকর
মোরে । শ্রীভট্ট গোপাল পঁছ, অন্তরে করুণা রছ, মোরে
রাধ বান্ধি কৃপাডোরে ॥

ঠাকুর আচার্য্য প্রভু, আমার প্রভুর প্রভু, এই মোর

যতো যতঃ প্রগরতি মে বিলোচনঃ

বিলোচনং প্রসরতি । কীদৃশং তদনুস্মরণং তত স্তত স্তত্র তত্র সহজবিশালান্যপি
মদ্বিঘ্নয়াগ্রহেণ দ্বিগুণং বিশালানি যানি যুবয়োলৌচনানি তৈ স্তথা মৃহমুরলী-
রবামৃতৈশ্চ সহানয়া সহিতস্য তবৈব বৈভবং সৌন্দর্য্য বৈদগ্ধ্যাবিলাসাদিময়ং

লোচনসমূহে তোমাকে দর্শন করিয়া এবং নিয়তকাল
তোমার মুরলীনাদরূপ অমৃতধারার অনুস্মরণ করিয়া যে
দিকে আমি নেত্রপাত করি, হে প্রভো ! সেই দিকেই যেন

যছন্দনঠাকুরের পদ্য ।

ভরসা অন্তরে । সাধন ভজন নাই, সংসার যাতনা পাই, গুণ
শুনি মন প্রাণবুঝে ॥

করুণা করিয়া মোরে, রাখ নিজ পদতলে, মো গম
পতিত কেহ নাই । গো অতি তাপিত জন, কর কৃপানিরী-
ক্ষণ, তবে আমি এতাপ এড়াই ॥

ঠাকুর বৈষ্ণব মোহে, কর কৃপা অনুগ্রহে, সদাদোষ নাহি
যার মনে । সহজ আপন গুণে, দয়া কর দীনজনে, তুয়া
পদে লইনু শরণে ॥

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, অমৃত হৈতে পরামৃত, লীলাশুক বাণী
মনোরম । তার ভাবে মগ্ন হই, কৃষ্ণদাস কবি যেই, টীকা
কৈলা অতি বিলক্ষণ ॥

তঁাহার করুণা হৈতে, সেইত টীকার মতে, প্রাকৃত
লিখিয়া বুঝু মুই । টীকার আভাস গণ, লিখিনু করিয়া শ্রম,
তঁার কৃপায় মনে হৈল যেই ॥

তুমি মোরে কৃপা কর, মো অতি অধম বর, দীন প্রতি
যে দয়া তোমার । ব্রহ্মা শিব অগোচর, ব্রজলীলা সর্বো-
পর, তাহা প্রকাশিলা অকাতর ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীগোবিন্দলীলামৃত, কৃষ্ণকর্ণামৃত



ততস্ততঃ স্কুরতু তবৈব ভবং ॥ ১১২ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীবিষ্ণুগঙ্গলকৃতং শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতং সমাপ্তং ॥ * ॥

স্কুরতু অহু নিরন্তরঃ স্কুরত্বিতি বা । অঙ্কারগ্রে সদা তিষ্ঠ, নয় বা মাং পদা-
স্তিকং । ইতি দীনঃ কথং ক্রমাৎ নেরাগ্রে স্কুর তং সদা ॥ ১১২ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত টীকা সমাপ্তা ॥ * ॥

তোমাংসর বৈভব স্কুর্তি পায় অর্থাৎ সর্বত্রই যেন তোমাকে
দেখিতে পাই ॥ ১১২ ॥

॥ * ॥ ইতি বিষ্ণুগঙ্গলবিরচিত শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যা-
রত্নানুবাদিত কৃষ্ণকর্ণামৃতগ্রন্থসম্পূর্ণ ॥ * ॥

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

টীকা আর । তিন অমৃতে ত্রিভুবন, ভাসা ইলা সর্ক জন,
আঁধি পাইল জন্মঅন্ধ যার ॥

তুমি বড় দয়াবান, মোরে কর পরিত্রাণ, নিজগুণে এই
দীন জনে । তোমার করুণা হৈলে, মোর সব বাঞ্ছা পুরে,
মোর দোষ না লইবা মনে ॥

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আর-ভক্তবৃন্দ, পদরেণু
নিজশিরে ধরি । গাইল গোবিন্দলীলা, মনে যাহা উপজিলা,
আর শুন যার কৃপা, বলি ॥

শ্রীল শ্রীগুরুপদ, দ্বন্দ্বামৃত আনন্দিত, তার নখাঞ্চলে
মোর আশ । সেই পদ পরসাদে, গাইল কৃষ্ণকর্ণামৃতে, এ যহু
নন্দন দাস দাস ॥ ১১২ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতগ্রন্থস্য সারস্বরসদা নাম
টীকায়াম্ভাষানুরূপ বর্ণনং সমাপ্তং ॥ * ॥

অয়তং সুরভৌ পদোন্দ্রম মন্দমতের্গতী । মৎসর্কস্ব পদান্তোজৌ রাখা-
মুদনমোহনৌ ॥ অয়তি মধুররাধাকৃষ্ণলীলারসোদ্যমটনবিধিস্বধাতিঃ সার্থ-
সংজ্ঞামকাবীৎ । বিষয়বিষবিসংজ্ঞাং যোরসজ্ঞাং নটীং মে সরসভজনলাসৌ
সুত্রধারস্বরূপঃ ॥ দুর্গমে পথি মেহকৃদ্যা খলংপাদগভের্মুহঃ । স্বকৃপাযষ্টি-
দানেন সস্তঃ সস্তবলঘনং ॥ শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতস্য সারসংসদে বর্ণিতা । কৃষ্ণকর্ণা-
মৃতস্যৈষা টীকা সারস্বরসদা ॥

